বামাবোধিনী পত্রিকা

THE

BAMABODHINI PATRIKA

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।

[illegible]

[illegible] ১৯— [illegible] ১৮৮৩ [illegible]

[illegible]

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজদর্শন—ইংলণ্ডেশ্বরী গত মার্চ্চ মাসে চিকিৎসকদিগের পরীক্ষা গ্রহণ [illegible] এ তৈলপূর্ণ [illegible] দিয়া [illegible] করেন, তাহাতে উঁহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] চি, নহকার [illegible] ১৬ [illegible] [illegible] যায় নাই। [illegible] [illegible] [illegible] ইহা [illegible]।

তৈলখনি আবিষ্কার—[illegible] মুঙ্গেরের নিকটে [illegible] তৈলের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে, [illegible] দ্বারা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] রেলওয়েতে [illegible] [illegible] অনেক স্থানে এইরূপ তৈল দ্বারা রেলওয়ের কল চলিতেছে।

রাজজন্মোৎসব—অদ্য সম্রাট উইলিয়ম [illegible] বর্ষে পদার্পণ করাতে [illegible] [illegible] সাধারণ [illegible] [illegible] প্রকাশ করিয়াছে। [illegible] নেপোলিয়ন যে যুদ্ধে পরাভূত হন। [illegible] হইতে ফ্রান্সে পলায়ন করেন, তাহাতে সম্রাট যুবাবয়সে [illegible] সাহসিকতার পরিচয় দেন, [illegible] বিচক্ষণতাগুণে তিনি সাধা-[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] লোকের প্রধান [illegible] বরণ করিয়া [illegible] মহত্ব-

রসনা-শাসনী সভা—[illegible] যুবতীগণ এই [illegible] সভা স্থাপন করিয়াছেন। ইহার কোন সভ্য [illegible] অপরাধী হইলে প্র-[illegible] [illegible] পয়সা করিয়া দণ্ড দিয়া থাকেন।

[illegible] [illegible] সভা [illegible] ইহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ১ লক্ষ, ৭০ হাজার টাকার [illegible] আছে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অনুষ্ঠানের মধ্যে [illegible] একটি [illegible] [illegible] ইহার [illegible] [illegible] [illegible]।

স্ত্রী কর্ম্মচারী—ফরাসী দেশীয় রেলওয়ে কোম্পানী সকল স্ত্রী-কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতেছেন। ইহারা রেলওয়ে কোম্পানি স্ত্রী-কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিবার দুইটি উদ্দেশ্য প্রদর্শন করেন;—প্রথমতঃ বর্ত্তমান পুরুষ কর্ম্মচারীদিগের কিঞ্চিৎ বেতন বৃদ্ধি বা অতিরিক্ত বৃত্তি নির্দ্ধারিত করাতে, তাহাদিগের স্ত্রীরা স্বামীর সহ-কারিণী হইয়া আগ্রহের সহিত কাজ করি-তেছেন। দ্বিতীয়তঃ কতকগুলি কার্য্য কেবল স্ত্রীলোকদিগেরই জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে—, তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কার্য্যে [illegible] কর্ম্মচারীদিগের বিধবা পত্নী ও কন্যা-

বর্ত্তমান কর্ম্মচারীদিগের স্ত্রী, কন্যা ও ভগ্নীদিগের জন্য অবধারিত আছে। এই কোম্পানির অধীনে ২৫০০ আড়াই সহস্র স্ত্রী-কর্ম্মচারী কার্য্য করিতেছেন, তন্মধ্যে ৪২০ চারি শত বিংশতিটী বিধবা। ইহাঁরা স্বোপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা আপনাপন পরিবারস্থ লোকদিগের ভরণ পোষণ করিতেছেন।

কুমারী সি. এ, মিস আমষ্টার্ডম অস্তর্জাতিক চিত্র-শালিকার কনসারভেটার বা রক্ষক পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। স্ত্রীলোকের এরূপ উচ্চপদ প্রাপ্তির এই প্রথম উদাহরণ।

কুমারী পারইডো পার্ট্রিটন শিশু হাঁসপাতালের হাউস সরজনের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। লণ্ডননগরে স্ত্রী-লোকদের মধ্যে ইনি এই পদ প্রথম পাইলেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বেচিলার অব মেডিসিন এবং বেচিলার অব সরজারি ১৯ জন পুরুষ প্রতিদ্বন্দ্বীকে ফেলিয়া এই পদে ইহাঁকে মনোনীত করা হইয়াছে।

অসীম আকাশ—স্যামুয়েল লেঙ্ বলেন, সৌর জগতের বাহিরে সেণ্টর (Constellation of Centaur) মণ্ডলীস্থ আল্‌ফা নক্ষত্র ২০,০০০,০০০ মাইলেরও অধিক দুরবর্ত্তী। অন্য আটটী নক্ষত্র আল্‌ফা (Alpha) অপেক্ষা আড়াই হইতে দশগুণ দুরবর্ত্তী। পৃথিবী গ্রীষ্মকালে যে স্থানে অবস্থিতি করে, পূর্ণ শীতকালে যায়; তথাপি সৌর জগতের বহিঃস্থ নক্ষত্র দিগের দূরত্ব নভোমণ্ডলে প্রায় অনুভূতই হয় না। ধ্রুব তারা (North star) এবং স্বপর (Dipper) প্রায় সর্ব্বদাই একস্থানে অবস্থিত দৃষ্ট হয়। কিন্তু যদি ইহারা গণনার বহির্ভূত না হইত, শীত এবং গ্রীষ্ম—উত্তর বা দক্ষিণায়নের সময় অবশ্যই তাহাদিগের স্থান পরিবর্ত্তন বোধগম্য হইত। অষ্টাদশ প্রকার ভিন্ন ভিন্ন নক্ষত্র-শ্রেণী আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদিগের সংখ্যা নিরূপণ কতদূর সম্ভব, আমরা বলিতে পারি না: লর্ড রসের দূরবীক্ষণ দ্বারা ১০০০০০০ দশ লক্ষের কিছু অধিক গণনা করা হইয়াছিল, বর্ত্তমান কালের অনেক জ্যোতির্ব্বিদ্ তাহা সম্ভব বলিয়া বিশ্বাস করেন।

অসীম কাল।—ভূগর্ভস্থ পদার্থ সকলের আবিষ্কার দ্বারা আমাদিগের বাসস্থান পৃথিবীর প্রাচীনত্ব বিশেষ বোধগম্য হইয়া থাকে। লেঙ সাহেব মৃদঙ্গারের স্তর সকল পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, দক্ষিণ ওয়েলস ও নবস্কোসিয়ার খনিতে ৮০ হইতে ১০০ স্তর দেখা গিয়াছে। ইহার ঘনত্ব প্রায় ১৪০০০ ফুট। অধ্যাপক হকস্‌লি ১২ ফুট ঘনত্ব নির্ম্মাণের কাল ৬০,০০,০০০ বৎসর গণনা করেন। লেঙ সাহেব বলেন, স্তর সৃষ্টির পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ জলপ্লাবন নিবন্ধন ভূমির যে উত্তরোত্তর উন্নতি হইয়াছে, তাহার পরিমাণ ও কাল উহার

প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সর চারলস লাইএল্ বলেন, ভূস্তরের যতদূর পরীক্ষা হইয়াছে, তাহাতে প্রতীয়মান হয় যে, আবিষ্কৃত পদার্থ সকলের অস্তিত্বকাল ২০০,০০০,০০০ বিশ কোটি বৎসর বলিলেও অল্প বলা হয়। ভূতত্ত্ব, বিশ্বতত্ত্ব বিজ্ঞানের একটী ক্ষুদ্র অধ্যায়মাত্র। বিশ্বতত্ত্বের অনুশীলন করিলে সময়ের অনন্তত্বের অনেকটা আভাস পাওয়া যায়।

একটী বৃহৎ পরিবার—ম্যাড-রিড ষ্টাফিট নামক একখানি স্পেনদেশীয় পত্রিকায় সম্প্রতি প্রকটিত হইয়াছে যে, সিনর লুকস নিকোয়েরস সাইজ (Sener Lucas Nequeiras Seiz) নামক একজন দেশীয় ভদ্রলোক ৭০ বৎসর আমেরিকায় থাকিয়া সম্প্রতি স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি তাঁহার নিজের ষ্টীমারে করিয়া তাঁহার সমস্ত পরিবারকে আনিয়াছেন। পরিবারের সংখ্যা ১৯৭ জন মাত্র। জামাতা এবং পুত্রবধূরা ইহার অন্তর্গত নহেন। সিনর সাইজ ৩ বার দার পরিগ্রহ করেন। প্রথমা স্ত্রী ৭ বারে ১১টী সন্তান প্রসব করেন, দ্বিতীয়া ১৬ বারে ১৯ টী ও তৃতীয়া ৬ বারে ৭ সাতটী সন্তান প্রসব করেন। ৩৭ টীর সর্ব্ব কনিষ্ঠার বয়স ১০ এবং সর্ব্ব জ্যেষ্ঠার বয়স ৭০ বৎসর। [illegible] ১৭টী সন্তান, প্রথমটীর বয়ঃক্রম [illegible]; সাইজের ২০ টী পুত্র; জন বিবাহিত, ৬ জন অবিবাহিত এবং ৪ জন বিপত্নীক। জীবিত কন্যাগণের মধ্যে ৯ জন বিবাহিতা। পৌত্রী ও দৌহিত্রীর সংখ্যা ৩৪টী; ইহাদিগের ২২ জন বিবাহিতা, ৯ জন অবিবাহিতা এবং ৩ জন বিধবা। পৌত্র ও দৌহিত্রের সংখ্যা ৪৫; তন্মধ্যে ২৩ জন বিবাহিত, ১৭ জন অবিবাহিত, এবং ৪ জন বিপত্নীক। প্রপৌত্রী ও প্রদৌহিত্রীর সংখ্যা ৪৫ এবং প্রপৌত্র ও প্রদৌহিত্রের সংখ্যা ৩৯। ইহাদিগের মধ্যে কেবল ৩ জন বিবাহিত। সাইজের বয়ঃক্রম ৯৩বৎসর তিনি দেখিতে বালষ্ঠ ও প্রসন্নচিত্ত। প্রত্যহ ৩ ঘণ্টা কাল্যা দ্রুতবেগে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। তিনি কখনও সুরা বা উত্তেজক পানীয় পান করেন নাই, কেবল লবণাক্ত নিরামিষ খাদ্য তাঁহার প্রধান উপজীব্য।

আমেরিকায় রমা বাই—মারহাট্টা রমণী আনন্দ যোশী বাইয়ের উচ্চ চিকিৎসক উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে তাঁহার আত্মীয়া রমাবাই ইংলণ্ড হইতে আমেরিকায় গমন করেন। তিনি হিন্দু বিধবা নারীর বেশে অসংখ্য লোকের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া ইংরাজীতে যে অনর্গল বক্তৃতা করেন, তাহা শুনিয়া আমেরিকাবাসিগণ চমৎকৃত হইয়াছেন। রমাবাই এত অল্প কাল ইংলণ্ডে বাস করিয়া এরূপ উৎকৃষ্ট ইংরাজী শিখিয়াছেন, এবং তাঁহাদের কল্যাণ সাধনে [illegible] যত্ন ও চেষ্টা

নব বর্ষ।

নববরষের নবভাব রঙ্গে,
শোভিছে প্রকৃতি সুচারু ঠাম,
মৃদুল মলয় বহিয়া তরঙ্গে,
অমৃতে পূরিল সকল ধাম। ১

সুচিকণ বেশে দিগঙ্গনা সবে,
খুলে দিল শত স্বরগ দ্বার,
সাজি তরুলতা কুসুম পল্লবে,
বিলায় আনন্দে সুর ভাণ্ডার। ২

সব পুরাতন হইল নূতন,
অচেতন যথা চেতনা পায়,
নবভাবে মাতি জীবজন্তুগণ,
মধুরে মঙ্গল সঙ্গীত গায়। ৩

উঠ নরনারী ছাড়ি পুরাতন
দুঃখ শোক পাপ মোহের পাশ,
নূতন সুবার্ত্তা করিয়া শ্রবণ,
চল নবোৎসাহে পূরিবে আশ। ৪

জগতের পতি করুণানিধান,
অক্ষয় রতন ভাণ্ডার তাঁর,
যা চাবে তা পাবে, ধন জন মান,
সুখ শান্তি জ্ঞান ধরম সার। ৫

নববর্ষ দিন বড় শুভ দিন,
এমন সুদিন হবে না আর,
সকল মঙ্গল যাঁর কৃপাধীন,
অবিরাম কৃপা যাচহ তাঁর।

প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ।

(পুরাণের মার্কণ্ডেয় কাণ্ড।)

পূর্ব্বপ্রকাশের পর।

১০—মদালসা।

মদালসার প্রদত্ত সুশিক্ষায় অলর্কের জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত হইল। অতঃপর ঋতধ্বজ, পুত্রের উপনয়ন কার্য্য সম্পাদন করিলেন। অলর্ক যজ্ঞোপবীত গ্রহণানন্তর জননী-চরণে প্রণিপাত পুরঃসর কহিলেন, "মা! পরকাল ও ইহকালের সুখ ও মঙ্গলের নিমিত্ত কি কি কর্ম্ম করা উচিত; আবার সে বিষয়ের

মদালসা।—প্রিয়তম! রাজ্যাভিষেকের অব্যবহিত পর হইতেই প্রজাপালনে নিরত রহিবে। ধর্ম্মশীল নৃপের পক্ষে প্রজারঞ্জন অপেক্ষা আর উৎকৃষ্টতর পুণ্যক্রিয়া নাই। ধর্ম্মনীতি হইতে রাজনীতি বিভিন্ন পদার্থ নহে। যিনি প্রকৃত ধার্ম্মিক নহেন, তাঁহারই নিকটে ঐ দুই স্বতন্ত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। [illegible]

য়ের মধ্যে কোন বিভেদ লক্ষিত হইবে না। পাশক্রীড়া, পানদোষ, পরগ্লানি, দিবস-নিদ্রা, অনর্থক পথ-পর্য্যটন, ভোগাভিলাষ, ব্যভিচার, পশুহত্যাদি নিন্দনীয় কার্য্য কোন মতেই মনোমধ্যে স্থান দিবে না। লোভ মোহাদি ছয় রিপু হইতে, সর্ব্বদা দূরে অবস্থান করিবে। মন্ত্রণা যেন ষট্‌কর্ণে অর্থাৎ তিন ব্যক্তিতে গমন না করে। গুপ্তচর দ্বারা মন্ত্রিগণের পরামর্শ অবগত হইবার চেষ্টা করিবে; অন্যথা রাজ্যরক্ষা ও আত্ম-রক্ষা দুরূহ হইয়া উঠিবে। কোন সচিব, দৈবযোগে তোমার বিরুদ্ধে ষড়্‌যন্ত্র করিলেও, তাহার প্রতি এরূপ সদাচরণ ও শিষ্ট ব্যবহার প্রদর্শন করিবে যে, তদ্দ্বারা সে বিমোহিত না হইয়া থাকিতে পারিবে না। তখন সে আর রাজদ্রোহী হইবে না। দেশ-পরিরক্ষণার্থ জ্ঞাতি কুটুম্বকে প্রত্যয় করা যুক্তিসঙ্গত নহে। রিপুজয়ী হওয়া, নরপতির সর্ব্বপ্রথম করণীয় বিষয়। তৎপরে, অমাত্য ও অন্যান্য ভৃত্যদিগকে স্ববশে আনয়ন করা অন্যতম কর্ত্তব্য কার্য্য। এরূপ না হইলে, অভীষ্ট-প্রাপ্তিতে সমর্থ হওয়া যায় না। রাজতন্ত্রের বন্ধন উল্লিখিত রূপ সুদৃঢ় না হইলে, রাজত্ব ভোগ এক প্রকার বিড়ম্বনামাত্র হইয়া উঠে। লোপ, মত্ততা, অজ্ঞানতা, লোভ, কাম, অন্যান্য আমোদ প্রমোদ, অভিমান প্রভৃতি রাজকুলের ক্রোধ, লোভ ও অভিমান দ্বারাই নিহত হইয়াছেন। দেবেন্দ্র পুরন্দর, ঐ সমস্ত পরাজয় করাতেই, তাঁহার সংসারে বিজয়-পতাকা সংস্থাপিত হইয়াছিল। রাজাদের কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা পিককুলের সুস্বর বচন, মধুকরের সারগ্রহণ-শক্তি, কুরঙ্গের সাবধানতা ও ক্ষিপ্রকারিত্ব এবং বায়সের মন্ত্রণারহস্য-রক্ষা শিক্ষা করেন। এতদ্ব্যতিরিক্ত পিপীলিকা ও কীটের সদনেও কিঞ্চিৎ শিক্ষণীয় আছে। পিপীলিকার গুণ এই,—কোন কর্ম্মের সূত্রপাতের পর, তাহা হঠাৎ ত্যাগ করে না, যত ক্ষণে তাহাতে সিদ্ধমনোরথ না হয়, ততক্ষণ তাহার আরব্ধ ক্রিয়া-স্রোত অপ্রতিহত প্রভাবে চলিতে থাকে। আর, কীট অজ্ঞাত-সারে নিগূঢ় ভাবে মহীরুহের ত্বকে লব্ধপ্রবেশ হইয়া, নীরবে যেরূপ তরুত্বক্ সচ্ছিদ্র ও সারশূন্য করিয়া আনে, রাজারও কর্ত্তব্য, ঐ রূপে স্বীয় অভীষ্ট-পূরণে যত্নপর থাকেন। মহী-মণ্ডলে পাকশাসনের নীর-ধারা-সম্পাত দর্শন করিয়া বিত্ত-বিতরণ বিষয়ে রাজাকে মুক্তহস্ত হইতে হইবে, ভাস্করের রস-সংগ্রহ-কার্য্য পর্য্যবলোকন করিয়া, প্রজাপুঞ্জের সকাশ হইতে মহীশ্বরের অর্থাহরণ শিক্ষা করা বিধেয়। প্রিয়ই হউক, আর অপ্রিয়ই হউক, দণ্ডনীয় হইলেই, যথোচিত শাস্তি না দেওয়া, নরপতির পক্ষে ঘোরতর অকীর্ত্তিকর

না গিয়া গূঢ় চর দ্বারা বলীয়ান্ হইয়া সর্ব্বত্রগামী হইবেন।

অলর্ক।—মাতঃ! আপনার সদুপদেশ-সম্বলিত সারগর্ভ হিতকর শিক্ষা-প্রভাবে আমার আত্মদৃষ্টি জন্মিল। বর্ণাশ্রম-সংক্রান্ত কিছু কিছু উপদেশ দিয়া এক্ষণে আমার মোহ দূরীকৃত করুন, এই আমার প্রার্থনা।

মদালসা।—প্রিয়দর্শন অলর্ক! আমি যদ্রূপ বলিয়া যাই, তুমি অনাবিষ্ট না হইয়া, তাহা শুন। যজ্ঞ, দান ও অধ্যয়ন দ্বিজাতির ধর্ম্ম-কর্ম্ম-মধ্যে পরিগণিত। দান-গ্রহণ, যজন ও যাজন তাঁহাদের উপজীব্য। ক্ষত্রিয় জাতির কর্ত্তব্য কর্ম্ম — দান, অধ্যয়ন ও যাগ। করণীয় কার্য্য-বিষয়ে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রের কোন বৈষম্য নাই। উপজীবিকাতেই পার্থক্য দৃষ্ট হয়। প্রজারঞ্জন ও রণক্রিয়াই, রাজন্যগণের উপজীবিকা। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের যাহা পরম ধর্ম্ম, বৈশ্যেরও তাহাই ধর্ম্ম বটে; কিন্তু ইহাদের উপজীবিকা—কৃষিকার্য্য, পশুপালন ও বণিক্-বৃত্তি। যজ্ঞ, দান ও বিপ্র, ক্ষত্র, বৈশ্য এই তিন বর্ণের সেবা করা শূদ্রের অবশ্য প্রতিপাল্য কার্য্য। শিল্প, ইহাদের প্রধান উপজীবিকা।

কি সাধারণ হিতশিক্ষা, কি রাজনীতি,—কি বর্ণাশ্রম-বিষয়ক উপদেশ—মদালসার, এ সকলই মধুর, মনোহর ও নীতিমূলক। মাতা মদালসা কর্ত্তৃক উক্তরূপে শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে, অলর্কের উদ্বাহ সম্পন্ন হইল। মদালসা-পুত্র, অলর্কের চরিত্র অধ্যয়নে এই উদ্বোধ হইতে থাকে, প্রাচীন সময়ে রাজ্যতন্ত্রে ও ধর্ম্মতত্ত্বে সুপণ্ডিত না হইলে, ক্ষিতিপতি-নন্দনেরা পরিণয়ের অধিকারী হইতেন না।

একে মদালসার শিক্ষা, তাহার উপর অলর্কের সদৃশ উপযুক্ত পাত্র, তাহার শ্রোতা। এ দুইটী মণিকাঞ্চন সংযোগবৎ পরম উপাদেয় ফল উৎপাদন করিল। সুনিয়মে, সুশাসনে অলর্ককে রাজ্য পালন করিতে দেখিয়া মদালসা, পতি সহিত কাননে যোগসাধনার্থ গমনোদ্যত হইয়া, যাত্রাকালে একটী অঙ্গুরীয়ক তাঁহাকে দিয়া বলিয়া গেলেন,—"যখন তোমার বন্ধুবান্ধব বিরহজনিত ক্লেশ অসহ্য হইবে, বৈরপ্রপীড়িত হইয়া, নানা যন্ত্রণায় পড়িবে, বা কোন প্রকারে চিত্ত বৃত্তির স্থৈর্য্য বিনষ্ট হইয়া যাইবে,—তৎকালে এই অঙ্গুরীয়ে যাহা লেখা আছে, একাগ্রতা-সহকারে পাঠ করিবে।"

মদালসার সংসর্গ, প্রজাপুঞ্জের কত প্রীতিকর ছিল, একটীমাত্র ঘটনায় তাহা সপ্রমাণ হয়। তাঁহার রাজ্যত্যাগে নগরীর অভ্যন্তর-ভাগে হাহাকার পড়িয়া গেল।

অলর্কের বনপ্রস্থিত ভ্রাতা সুবাহু, সর্ব্বাগ্রজ অলর্কের খ্যাতিবাদে ঈর্ষ্যাপরতন্ত্র হইয়া অলর্কের পরম বৈরী কাশীরাজের আশ্রিত হইলেন। কাশীরাজ, দূতদ্বারা অলর্ককে জানাইলেন,—তোমার ভ্রাতা রাজ্যাধিকারী, অতএব তাঁহাকে

রাজ্য তাঁহাকে প্রত্যর্পণ কর। অলর্ক, সহজে রাজ্য ত্যাগের পাত্র ছিলেন না; সুতরাং যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। অবশেষে অলর্ক পরাভূত ও তাড়িত হইলেন। এই বিপদের সময়ে মাতৃপ্রদত্ত অঙ্গুরীয়কের কথা অলর্কের স্মৃতিপথারূঢ় হইল। তাহার ফলিতার্থ এই:--

"মনুষ্যের সহবাস পরিবর্জ্জন করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর; যদি তাহা অসাধ্য হয়, তবে সাধুসঙ্গ কর। সেই রোগের ঔষধ এমন আর কুত্রাপি নাই। সর্ব্ববিধ কামনা দূর করাই উচিত। ইহাতে অশক্ত হইলে, কেবল মোক্ষের বাসনা করা ভাল। মুক্তিপ্রাপ্তি, বিষাদের অব্যর্থ ভেষজ।"

মদালসার মাহাত্ম্য-পরিচায়ক কত কথা বলিব? উক্ত পুরাণের এক স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে,—"মদালসার গর্ভে পরিপুষ্ট ও মদালসার স্তন্যে পরিবর্দ্ধিত সন্তান কখনও কি অন্যনারীর গর্ভজাত তনয়ের মার্গানুসরণ করে? কখনই না।"*

মদালসার চরিত্র সবিশেষ বিশ্লেষ পূর্ব্বক প্রদর্শন করিবার আবশ্যকতা নাই। কেন না, মদালসার হৃদয় স্বভাবতঃই ধর্ম্ম-পিপাসু। কেবল ধর্ম্ম নহে, রাজনীতি-শাস্ত্রেরও তিনি পারগামিনী ছিলেন।

গোধা।

এই জন্তুকে বঙ্গদেশের কোনও কোনও স্থানের লোকেরা গো-সর্প বা "গো-সাপ" বলিয়া থাকে। কোন কোন অঞ্চলের স্ত্রীলোকেরা গোদা বা ন্যাপা বলে; বস্তুতঃ ইহার সংস্কৃতভাষা সঙ্গত নাম "গোধা।" সাধারণতঃ ইহা সর্প বলিয়াই কথিত হইয়া থাকে; কিন্তু ইহাকে সর্পশ্রেণীভুক্ত করিবার কোন কারণ আমরা স্পষ্টতঃ উপলব্ধি করিতে পারি না। আপাততঃ আমরা দেখিতে পাই, ইহার বিষ তদ্রূপ ভয়ানক এবং ইহার স্বরূপ এতাদৃশ আধিক্যের যে, সর্প বলিয়া অনেকের ভ্রম জন্মিতে পারে; কিন্তু বাস্তবিক ইহা সর্পশ্রেণীভুক্ত হইবার যোগ্য নহে। ইহারা বুকে ভর দিয়া চলে না, ইহাদের শরীরে বড় বড় পা আছে। সর্পদেহে যে সকল ইন্দ্রিয়ের অভাব লক্ষিত হয়, গোধা শরীরে সেই সকলই বর্ত্তমান আছে। যাহা হউক, এই জন্তু এবং এই জাতীয় জন্তু এ দেশে এত অধিক দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না; এক একটা ওজনে [illegible] সের পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ইহারা অত্যন্ত বলবান্, দ্রুতগামী ও হিংস্র প্রকৃতি হইয়া উঠে। আমাদের দেশে সর্ব্বত্র ইহাদের যথেষ্ট গমনাগমন আ[illegible]

---

* উহা মদালসাগর্ভে শীঘ্র। তত্ত্বজ্ঞান [illegible] [illegible] বর্ণ খ্যাতি পালি[illegible]

[illegible]

... উভয়েই ... এক সপ্তাহ পর্য্যন্ত কেবল মাত্র জলপান করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে। অগ্নিতে [illegible] গোধা সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ বা ভস্মাবশেষে পরিণত হয় না এবং উভয় জাতিই [illegible]

[illegible]

... দেখা যায়। অতএব সকলেরই সাবধান হইয়া দেখা উচিত, ইহারা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে যেন কোন প্রকারেই সুবিধা

এবং জ্যেষ্ঠ এই কয়েক মাসে ইহারা সর্ব্বত্র গতায়াত করিয়া থাকে, শীতকালে বিশেষ কাতর হইয়া পড়ে এবং তৎকালে ইহাদের ক্ষুধার তত তীক্ষ্ণতা থাকে না। ইহারা দন্ত দ্বারা দংশন করিয়া থাকে। ইহাদের দংশনের জ্বালা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং বিষও অত্যন্ত আপদ্‌জনক। প্রবাদ আছে, ইহারা দংশন করিলে, যত ক্ষণ পর্য্যন্ত মেঘ গর্জ্জন না হয়, তত ক্ষণ পর্য্যন্ত দংশনের যন্ত্রণা থাকে। প্রবাদটি নিতান্ত অলীক নহে; মেঘ হইতে পৃথিবী অত্যন্ত শীতল হয় এবং বায়ুও সেই সময়ে জলকণায় পূর্ণ হইয়া নরদেহকে অধিকতর শীতল করিয়া তুলে। গোধা কর্ত্তৃক দষ্ট হইয়া শরীরকে যত শীতল করিবে, ততই বিষ ও যন্ত্রণা কমিতে থাকিবে। এই জন্য তৎকালে শীতল জল পান ও পাখার শীতল বায়ু সেবন অবশ্য কর্ত্তব্য। শৈত্যগুণ-বিশিষ্ট দ্রব্যাদি আহার করা অতিশয় বিধেয়।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে লিখিত আছে, যাহারা দদ্রু, কুষ্ঠ বা পক্ষুঃ নামক দুশ্চিকিৎস্য রোগ-নিচয় হইতে বহুকাল ব্যাপিয়া কষ্ট ভোগ করিতেছেন, তাঁহারা যদি কোন প্রকারে গোধা বিষ শরীরে প্রবেশ করাইতে পারেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাদের ব্যাধি একেবারে প্রশমিত হইয়া যায়। এ সকল রোগের পক্ষে গোধা বিষকে ধন্বন্তরি বলিলে বলা যায়। ময়ূরের পেঁজের সহিত গোধা বিষ মাখাইয়া দিলে দদ্রু নষ্ট হইয়া থাকে। ডাক্তারেরা বলেন, গোধা বিষ উদরস্থ হইলে স্ত্রীলোকের মস্তকের কেশ বিনষ্ট হয় এবং ঐ বিষে যদি কোন প্রকারে প্রাণ রক্ষিত হয়, তাহা হইলে স্ত্রীলোক কিম্বা পুরুষের মস্তকের কেশ আদৌ থাকে না।

সচরাচর চারি প্রকারের গোধা এতদ্দেশে দৃষ্ট হইয়া থাকে। উত্তর আমেরিকায় একটিমাত্র আরও দুই প্রকারের গোধা লক্ষিত হয়; ইহাদের অধিকাংশ তথায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট, পতঙ্গ ও উদ্ভিদ্ মূল খাইয়া প্রাণ ধারণ করে এবং তজ্জন্য এদেশীয় গোধার ন্যায় অত্যন্ত উগ্র, হিংস্র বা বিষাক্ত হয় না। আমাদের দেশে সচরাচর যে চারি প্রকারের গোধা দৃষ্ট হয়, তাহাদের বর্ণ এবং শরীরস্থ চর্ম্ম একই প্রকার হইয়া থাকে। এই চর্ম্মে সুন্দর সুন্দর দ্রব্য এবং দ্রব্যাবরণ প্রস্তুত হয়। এক জাতীয় গোধা অত্যন্ত সরু ও দীর্ঘাকার হইয়া থাকে। ইহারা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে লেংগী নামে খ্যাত। লেংগী জাতীয় গোধার চারিটি পা থাকে এবং গলদেশে অতি সূক্ষ্ম লোম দৃষ্ট হয়। কোন কোন জাতির লেজ নাই, কিন্তু পশ্চাৎ ভাগে আর একটি ছোট পা জন্মে, উহার আকার অতি ক্ষুদ্র এবং উহার অগ্র ভাগ অতিশয় তীক্ষ্ণ। উদরের তলদেশস্থ চর্ম্ম বড় সুন্দর, শুভ্র ও পরিষ্কৃত। গোধাকে বেজীর ন্যায় পুষিতে পারা যায় এবং পোষ

পারে না। বেজী ও গোধা সর্পজাতির চির শত্রু। গোধা জাতীয় জীব উষ্ট্রের ন্যায় কষ্টসহিষ্ণু এবং দূর হইতে জলের গন্ধ পাইয়া থাকে।

সিরিয় জাতির প্রবচন।

আসিয়াস্থ তুরুস্কের পশ্চিমে সিরিয়া নামে প্রদেশ আছে, তাহার প্রধান নগর ডামাস্কাস্। এই সিরিয়ার অধিবাসীদিগকে সিরিয়া জাতি বলে। ইহাদিগের ন্যায় প্রবচন-প্রিয় জাতি পৃথিবীতে অল্প দেখা যায়। ইহাদিগের বৃদ্ধ,যুবক,বালক, স্ত্রী-পুরুষ সকলেই সামান্য কথা-বার্ত্তায় যখন তখন প্রবচন ব্যবহার করিয়া থাকে। কোন বিদেশীয় লোক ইহাদিগের সংস্পর্শে আসিলে তাহাকে এই জাতির প্রবচন সকল মুখস্থ করিয়া ও তাহার অর্থ বুঝিয়া রাখিতে হয়। নতুবা সিরিয় জাতির সহিত কোন কথোপকথন চলে না। ইহারা এক এক প্রবচন নানা স্থানে আবার নানা অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকে। একটু বুদ্ধি খাটাইয়া তাহা বুঝিতে হয়। পাঠিকাগণের কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য ইহাদিগের জাতীয় প্রবচন হইতে কতক গুলি দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। যার সঙ্গে স্বামী আছে, সে অঙ্গুলি দিয়া চাঁদ উল্‌টাইয়া দিতে পারে। বাঙ্গালা—খোঁটার জোরে গাড়োল বোঝে।

২। বন্ধ্যা হইয়া থাকা অপেক্ষা মেয়ের উপর মেয়ে প্রসব করা ভাল। বাং—নাই মামার চেয়ে কাণা মামা ভাল।

৩। প্রেম, সগর্ভাবস্থা ও উটে চড়া ঢাকা থাকে না। বাং—আগুন নেকড়া চাপা থাকে না।

৪। স্ত্রীলোক যত খাটুক, চোখে মুখে রঙ দিতে কুলায় না, অর্থাৎ অপব্যয়ী ও বিলাসী হইলে শত টাকা উপার্জ্জন কর, তাতে সুসার দেখে না।

৫। বনিদী ঘরের রূপহীনা কন্যাও (বিবাহের পক্ষে) ভাল।

৬। যে স্ত্রী-লোকের নিজের মাথা টাক-পড়া, তাহার মামাত ভগিনীর বড় চুল। নিজে গরিব বা নির্গুণ হইয়া যে কুটুম্বের গৌরবে বড় হইতে চায়, তাহার প্রতি ইহা শ্লেষোক্তি।

৭। গাধার বড় গর্ব্ব, ঘোড়া তার মাতুল। ইহারও ঐ অর্থ।

৮। হাজার শাপান্তে একটাও জামা ছেঁড়ে না। অর্থাৎ এক জন আর এক জনের উপর বৃথা রাগ করিয়া গালি দিলে তাহার কোন ক্ষতি হয় না।

৯। ইঁদুর নিজে শুদ্ধ নয়, তার প্রার্থনা পূর্ণ হয় না অর্থাৎ মন্দলোক শাপ দিলে তার ফল কিছুই হয় না।

১০। জালা উল্‌টাইয়া ধর, দেখিবে যেমন মা, তেমনি তার কন্যা।

১১। ছেঁড়া নেকড়া পর, কিন্তু

চামড়া দেখাইও না। অর্থাৎ গম্ভীর হও, কিন্তু অসাধু হইও না।

১২। বালিকা! বিবাহের পোসাক পরিয়া গর্ব্বিত হইও না, ইহার পিছে বক্ত কাঁটা আছে। অর্থাৎ পরিণাম না ভাবিয়া বর্ত্তমান সুখে উন্মত্ত হইও না।

১৩। কবর সকলের মধ্যে যাইও না, এবং দুর্গন্ধ শুঁকিও না। অর্থাৎ অকারণ বিবাদ করিয়া দণ্ডভাগী হইও না।

১৪। যে ভজনা করিতেছে, তাহাকে ভজনা কর, বলিও না। অর্থাৎ যে আপনার ইচ্ছায় কাজ করে, তাহাকে বাধ্য করিতে গেলে, সে কাজ ভাল করিবে না।

১৫। ছাগল আপনার পাঁদ ছাড়ে না, অর্থাৎ অবুঝে বুঝান যায় না।

১৬। উঠিতে গেলেই হমড়িয়া পড়িতে হয়, অর্থাৎ সম্পদ হইলেই বিপদ আছে।

১৭। যেমন গালিচা, তেমনি পা ছড়াও। অর্থাৎ আয় বুঝিয়া ব্যয় কর।

১৮। মুচির কাঁচি চামড়াই কাটে, অর্থাৎ ইতর জাতির মুখে ভাল কথা বাহির হয় না।

১৯। আমার কুত্তার চেয়ে সব কুত্তা ভাল। আপনার স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি মনের মত না হইলে এই কথা বলে।

২০। কুকুরের পেট ভরা ও খালি সমান, অর্থাৎ কাঙ্গালের খাঁই কিছুতেই

২১। সকল মোরগেই ডাকে, কিন্তু কুঁটিওয়ালারই বাহবা লয়। অর্থাৎ দলে সকলেই খাটে, কিন্তু কর্ত্তারই গৌরব লাভ।

২২। আরবের হাতে সবই সাবান। অর্থাৎ বুদ্ধিমান্ লোক সকল জিনিষকেই লাভজনক করে।

২৩। মানায় ফুলে হানা, একশ বছর বেঁচে সুখ হলো না। অর্থাৎ অল্প দুঃখে কাতর ব্যক্তির কিছুতেই সুখ নাই।

২৪। রুটী দিলে রুটী পাবে, তোমরা প্রতিবাসীকে উপবাসী রাখিও না। দুঃখের সময় অন্য লোকের সাহায্য করিলে অসময়ে সেও সাহায্য করিবে।

২৫। দূরের সহোদর অপেক্ষা নিকটের প্রতিবাসী ভাল। অর্থাৎ সহোদর খোঁজ না করিলে উপকারী প্রতিবাসী তাঁহার অপেক্ষা আত্মীয়।

২৬। ভ্রূর উপরে চক্ষু উঠিতে পারে না। অর্থাৎ দাতার অপেক্ষা ভিখারী শ্রেষ্ঠ হইতে পারে না। বড় লোকের তোষামোদের জন্য এ কথা বলা হয়।

২৭। পেঁচায় কোন উপকার হইলে শিকারী তাহাকে ছাড়ে না। ইহার এক অর্থ, বাজারে ভাল জিনিষ দেখিলে ক্রেতা ছাড়ে না। আর এক অর্থ, অপদার্থ লোকের উপর রাজ-অত্যাচার হয় না।

২৮। যে মাসে কোন লাভ হয় না,

২৯। প্রত্যেক মোরগ আপনার ঢিবিতে বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকে।

৩০। যার মাথা হাল্কা, তার পা শীঘ্র ক্লান্ত হইয়া যায়। অর্থাৎ চিন্তা-বিহীন লোক অধ্যবসায়ের সহিত কোন কাজ করিতে পারে না।

৩১। বাক্য রৌপ্যময় কিন্তু মৌন ভাব স্বর্ণময়। অর্থাৎ অনেক মন্দ কথা কহা অপেক্ষা নীরব থাকাতে অধিক বিজ্ঞতা প্রকাশ পায়।

৩২। তালুহীন একটী ছিদ্র বেশ আর কম অর্থাৎ যে ব্যক্তি সর্ব্বদা মিথ্যা কথা কয়, তার দুই একটা কথা বিঠিক্ হইলে কিছু যায় আসে না।

৩৩। প্রত্যেক পক্ষী তার স্থানে শোভা পায়।

৩৪। বালক তার পিতাকে বলিল, "চিরদিনের খরিদদার ঠিক না দেখ, দেখিয়া তার সঙ্গে লেনা দেনা কর। অর্থাৎ যে যেমন, তার সঙ্গে তেমনি ব্যবহার করিবে।

৩৫। চাল থেকে ইঁদুর পড়িল, বিড়াল বলিল "ভগবান্।" ইঁদুর উত্তর করিল "আমা হতে দূরে যাও, আমি ভগবানের নিকট হইতে হাজার আশী-র্ব্বাদ আনিয়াছি।" অর্থাৎ ভগবান্ অত্যাচারীর অপেক্ষা বিপন্নকেই সহায়তা করিয়া থাকেন।

৩৬। গোরু মরিলে যত মুচি জমে। বাঙ্গালা—গো-মড়কে মুচির পার্ব্বণ।

সরবত তৈয়ার হইত, তখন কত লোক আসিত। টাকা সব ফুরাইয়াছে, আর কাহারও উদ্দেশ নাই। অর্থাৎ সম্পদে সকলে সখা, বিপদে কেহ নয়।

৩৮। কুকুরকে যত বাঁধা দেও, তাহা তোমার কাছে থাকিবে না। অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিপদ সহ্য কর।

৩৯। অনুপস্থিত ব্যক্তির নিন্দা করিও না।

৪০। বিড়ালের সহিত খেলা করিলে গোঁপ আঁচড় লাগে।

৪১। সৎলোকের প্রকৃতি, কথা কহিলেই বুঝা যায়।

৪২। নেকড়ের কথা বল, আর লাঠি বাগাইয়া রাখ।

৪৩। যমের কাছে জীবনের বড়াই করিও না, অত্যাচারী রাজার কাছে ধনের গর্ব্ব করিও না।

৪৪। মাঠে যত শস্য অনুমান করা যায়, আছড়াইবার সময় তত পাওয়া যায় না।

৪৫। বাহাদুর মোরগ ডিম্বের ভিতর হইতেই ডাকিতে আরম্ভ করে। চালাক বালককে এই কথা বলা হয়।

৪৬। পায়রার মত ছানা ভালবাসে, কিন্তু খাই দেয় না। অর্থাৎ লোকটী কথায় মিষ্ট, কিন্তু খরচে কৃপণ।

৪৭। গাধা ঘাসের আশয়ে থাক; শীতকাল আসিতেছে। বাঙ্গালা—ঠাকুরের কুকুর আমার আগে, ভাত দিব সেই

৪৮। বাঁদরের মাংস নরম হয় না। একগুঁয়ে লোককে বলা হয়।

৪৯। ঢাকের শব্দ অনেক দূর যায়, কিন্তু ভিতর ফাঁকা অর্থাৎ অসার লোকের বাহ্যাড়ম্বর সার।

৫০। উটের জায়গায় উট জন্মায় নত হয়। অর্থাৎ চাকর গেলে তার জায়গায় অনেক চাকর জুটে।

৫১। অকৃতজ্ঞকে দয়া করিলে তাহা পণ্ড হয়।

৫২। উট তাহার পৃষ্ঠের কুঁজ দেখিলে পড়িয়া ঘাড় ভাঙ্গিয়া ফেলিত।

৫৩। অন্ধলোককে বল তৈল মহার্ঘ। অর্থাৎ তৈল আলোকের জন্য। তৈলের দাম বেশী হইলে অন্ধের ক্ষতি কি?

৫৪। পরীক্ষিতকে যে পরীক্ষা করে, তাহার বুদ্ধির ভুল।

৫৫। রাজারা স্বসম্পর্কীয় হইলেও তাঁহাদিগের সহিত অধিক বার দেখা করিতে নাই।

৫৬। অধিক আঁটিয়া বাঁধিতে গেলে আলগা হইয়া যায়। আমাদিগের "বজ্র আঁটুনি ফস্কা গিরে।"

৫৭। দ্বারে ঘা দিলেই উত্তর পাওয়া যায়।

৫৮। শত্রুর কাছে উপবাসী হইয়া যাইও, কিন্তু বিবস্ত্র হইয়া যাইও না। অর্থাৎ শত্রুর সাহায্য দরকার হইলে তুমি চাহিতেছ, সে যেন বুঝিতে না পারে।

৫৯। গাধার নিমন্ত্রণ কাঠ বা জল বহিবার জন্য। অযোগ্য লোক কোথায়ও নিমন্ত্রিত হইলে ঠিক এই বলিয়া তাহাকে ঠাট্টা করা হয়।

৬০। যে মেয়েকে বিবাহ দিবে না, সেই বেশী পণ চায়। সিরিয়া দেশে কন্যা বিক্রয়ের প্রথা আছে।

৬১। জলন্ত অঙ্গার তাহার চুল্লীকেই দগ্ধ করে অর্থাৎ যার জ্বালা সেই বুঝে।

৬২। তুমি ঠক হইলেও যে তোমাকে বিশ্বাস করে, তাহাকে ঠকাইও না।

৬৩। দোকানে সব পাওয়া যায়, কিন্তু জোর করিয়া প্রেম পাওয়া যায় না।

৬৪। জলকে পিটিলেও জল থাকে।

৬৫। হাতের পরিশ্রমে যাহা লব্ধ নহে, তাহা হৃদয়েরও প্রিয় নহে।

৬৬। নিম্নভূমি আপনার জল শোষে এবং অন্য ভূমি হইতেও জল পায়। অর্থাৎ নম্রতায় অধিক লাভ।

৬৭। পুরাতনকে যত্ন করিয়া রাখ, নূতন বেশী দিন থাকিবে না।

৬৮। বেশী রাঁধুনী আহার নষ্ট করে; বাঙ্গালা—অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

৬৯। বড়পাত্রের মধ্যে ছোট থাকে। অর্থাৎ যে ধৈর্য্যশীল হইয়া সহ করে, সে অত্যাচারী অপেক্ষা বড়।

৭০। কুকুরের লেজ, ছাঁচের মধ্যে রাখিলেও সোজা হয় না। বাঙ্গালা—যার যা রীত না ছাড়ে কদাচিৎ।

ভার্য্যা ।

১ম প্রস্তাব ।

মহাভারতে ভার্য্যার লক্ষণ এইরূপ আছে ;—

সা ভার্য্যা যা গৃহে দক্ষা সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী,
সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা ॥১॥
অর্দ্ধং ভার্য্যা মনুষ্যস্য ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা।
ভার্য্যা মূলং ত্রিবর্গস্য ভার্য্যা মূলং তরিষ্যতঃ ॥২॥
ভার্য্যাবন্তঃ ক্রিয়াবন্তঃ সভার্য্যা গৃহমেধিনঃ।
ভার্য্যাবন্তঃ প্রমোদন্তে ভার্য্যাবন্তঃ শ্রিয়ান্বিতাঃ ॥৩॥
সখায়ঃ প্রবিবিক্তেষু ভবন্ত্যেতাঃ প্রিয়ংবদাঃ।
পিতরো ধর্ম্মকার্য্যেষু ভবন্ত্যার্ত্তস্য মাতরঃ ॥৪॥
কান্তারেষ্বপি বিশ্রামো জনস্যাধ্বনিকস্য বৈ।
যঃ সদারঃ স বিশ্বাস্যস্তস্মাদ্দারাঃ পরা গতিঃ ॥৫॥
সংসরন্তমপি প্রেতং বিষমেষ্বেকপাতিনম্।
ভার্য্যৈবান্বেতি ভর্ত্তারং সততং যা পতিব্রতা ॥৬॥
এতস্মাৎ কারণাদ্রাজন্ পাণিগ্রহণমিষ্যতে।
যদাপ্নোতি পতির্ভার্য্যামিহ লোকে পরত্র চ ॥৭॥
আত্মাত্মনৈব জনিতঃ পুত্র ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
তস্মাদ্ভার্য্যাং নরঃ পশ্যেন্মাতৃবৎ পুত্রমাতরম্ ॥৮॥
ভার্য্যায়াং জনিতং পুত্রমাদর্শেষ্বিব চাননম্।
হ্লাদতে জনিতা প্রেক্ষ্য স্বর্গং প্রাপ্যেব পুণ্যকৃৎ ॥৯॥
দহ্যমানা মনোদুঃখৈর্ব্যাধিভিশ্চাতুরা নরাঃ।
হ্লাদন্তে স্বেষু দারেষু ঘর্ম্মার্ত্তাঃ সলিলেষ্বিব ॥১০॥
সুসংরব্ধোঽপি রামাণাং ন কুর্য্যাদপ্রিয়ং নরঃ।
রতিং প্রীতিঞ্চ ধর্ম্মঞ্চ তাস্বায়ত্তমবেক্ষ্য হি ॥১১॥
আত্মনো জন্মনঃ ক্ষেত্রং পুণ্যং রামাঃ সনাতনম্।
ঋষীণামপি কা শক্তিঃ স্রষ্টুং রামামৃতে প্রজাঃ ॥১২॥

যিনি গৃহধর্ম্মে দক্ষা, যিনি সন্তানবতী, যিনি পতিপ্রাণা ও পতিব্রতা, তিনি ভার্য্যা। ১। ভার্য্যা মনুষ্যের অর্দ্ধভাগ, শ্রেষ্ঠতম সখা; ভার্য্যা ত্রিবর্গের (ধর্ম্মার্থ-কামের) [illegible] ভার্য্যা মোক্ষের মূল। ভার্য্যাবান্ পুরুষেরা ক্রিয়াবান্; ভার্য্যাবান্ পুরুষেরা গৃহী; ভার্য্যাবান্ পুরুষেরা সদা সানন্দ, এবং ভার্য্যাবান্ পুরুষেরা লক্ষ্মীযুক্ত। ৩। প্রিয়বাদিনী ভার্য্যা বিজনের সখা, ভার্য্যা ধর্ম্মকার্য্যে পতির পিতা এবং আর্ত্ত পতির মাতা। ৪। সংসার-কান্তারে পথিক-স্বরূপ মনুষ্যের ভার্য্যাই বিশ্রামস্থান; যিনি ভার্য্যাবান্, তিনি বিশ্বাসের যোগ্য; অতএব ভার্য্যা পুরুষের পরম গতি। ৫। মৃত, নরক-পতিত ও অনুতাপে দগ্ধ পতির উদ্ধারার্থে ভার্য্যাই অনুগমন করেন। ৬। এই কারণে দারপরিগ্রহ প্রশস্ত, কেন না ভার্য্যা পতির ইহকালের ও পরকালের সহায়। ৭। পুরুষ স্বয়ং ভার্য্যাগর্ভে যে স্বীয় আত্মাকে উৎপাদন করে, তাহাকে পণ্ডিতেরা 'পুত্র' বলিয়া থাকেন, অতএব সেই আত্মরূপী পুত্রের মাতা ভার্য্যাকে মনুষ্য মাতার ন্যায় দেখিবে। ৮। পুণ্যাত্মা পুরুষ, দর্পণ-মধ্যে নিজ আকৃতি দর্শনের ন্যায় ভার্য্যা-গর্ভে সন্তান দর্শন করিয়া স্বর্গলাভের আনন্দ অনুভব করেন। ৯। যেমন আতপ-তাপিত ব্যক্তিরা সলিল-মধ্যে শান্তি লাভ করে, মনুষ্যগণ মনোদুঃখে দহ্যমান ও ব্যাধিযন্ত্রণায় কাতর হইলে, তেমনি নিজ নিজ ভার্য্যার হৃদয়ে শান্তি লাভ করে। ১০। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াও

পুরুষ, রমণীর কোন অপ্রিয় কার্য্য করিবে না। কেননা তাহার রতি, প্রীতি ও ধর্ম্ম সেই রমণীর আয়ত্ত। ১১। রমণী আত্মার পবিত্র ও সনাতন জন্ম-ক্ষেত্র; রমণী না থাকিলে, প্রজাপতিরও কি সাধ্য যে প্রজাসৃষ্টি করেন। ১২।

যাহা দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড পরিচালিত হইতেছে, সেই সর্ব্বমঙ্গলা ব্রহ্মশক্তির নাম প্রেম। হৃদয় সেই প্রেমের আধার। ভার্য্যা হৃদয়ের পবিত্র মূর্ত্তি। যাহা হৃদয়ের পবিত্র মূর্ত্তি, তাহাই ব্রহ্মপূজার সামগ্রী। যিনি সেই হৃদয়-সর্ব্বস্ব দিয়া পরমেশ্বরের পূজা করেন, যিনি আত্মাকে সেই মধুময় হৃৎপদ্মের পবিত্র অশ্রুধারায় পদে সমর্পণ করেন, তিনিই প্রকৃত ভাগ্যবান্ এবং তাঁহার পূজাই প্রকৃত ব্রহ্মপূজা। অতএব ভার্য্যা ব্রহ্মপূজার সামগ্রী, ইন্দ্রিয় পূজার সামগ্রী নহে। তাই মহর্ষি ব্যাস বলিয়াছেন,—"ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা"। যাহা প্রশস্ত হইতেও প্রশস্ত, এবং যাহা তাহা হইতেও প্রশস্ত, তাহাই এ জগতে 'শ্রেষ্ঠ'। যাহা শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ, এবং যাহা তাহা হইতেও শ্রেষ্ঠ, তাহাই এ জগতে শ্রেষ্ঠতম। ভার্য্যা মনুষ্যের সেই শ্রেষ্ঠতম সখা। ধর্ম্মসাধনের শ্রেষ্ঠতম উপায় বলিয়াই ভার্য্যার নাম ধর্ম্মপত্নী।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, প্রেম অর্থাৎ ধর্ম্ম দ্বারা এই বিশ্ব পরিচালিত এবং ভার্য্যা সেই প্রেম বা ধর্ম্মের আধারস্বরূপ হৃদয়ের মূর্ত্তি। অতএব ধর্ম্মসঙ্গিনী ভার্য্যাই [illegible] পুরুষজাতির ধর্ম্মগুরু, তাহা জানাইবার জন্য মহাপুরুষ বলিলেন, "পিতরো ধর্ম্মকার্য্যেষু" —ভার্য্যা ধর্ম্মকর্ম্মে পুরুষগণের পিতা, অর্থাৎ প্রীতি, দয়া, স্নেহ, মমতা, কোমলতা প্রভৃতি হৃদয়ের কমনীয় গুণ সকল মস্তিষ্ক-প্রধান পুরুষ-জাতি, হৃদয়-সর্ব্বস্ব ভার্য্যার নিকট শিক্ষা করিবেন। সুদূরে অনশন-পীড়িত মুমূর্ষুর অস্ফুট কাতরস্বর উত্থিত হইলে, তাহা আমার কর্ণে না গিয়া যাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হয় এবং সেই ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে যাঁহার অন্তরের নাড়ীচক্র প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে, তৎক্ষণাৎ যাঁহার মুখের গ্রাস মুখ হইতে স্খলিত ও অন্তরের দয়া অশ্রুরূপে বিগলিত হয়, তৎক্ষণাৎ যিনি আত্মা ও জগৎ বিস্মৃত হইয়া মুখের গ্রাস ভিক্ষুককে দিয়া স্বয়ং অনশনে শান্তি লাভ করেন, আমার সেই দয়াময়ী ভার্য্যাকে আমি ধর্ম্মগুরুর আসন না দিয়া আর কাহাকে দিব?

ধর্ম্মে যে সকল উপাদান আছে, নির্ব্বিকারতা (১) সেই সকলের মধ্যে পবিত্রতম উপাদান। নির্ব্বিকারত্বই ধর্ম্মের প্রাণ। ধর্ম্মের প্রাণস্বরূপ সেই নির্ব্বিকার ভাব আমরা আমাদের শিশু-সন্তানের নিকট শিক্ষা করি। যাহার

(১) "অহিতেহপি হিতো নিত্যং প্রিয়বাক্ পরুষেহপি সঃ। শিবাজ্ঞানামৃতাম্বু চ নির্ব্বিকারঃ স উচ্যতে"।—'যিনি অপকারীর প্রতি সদা উপকারী, অপ্রিয়ভাষীর প্রতি সদাই প্রিয়ভাষী, এ বিষয়ের প্রতি সদাই অমৃতময়, [illegible] তাঁহাকে নির্ব্বিকার বলে।—([illegible]

বিহার ও চন্দনে, হাস্যে ও ক্রন্দনে, অমৃতে ও গরলে, জলে ও অনলে সমান জ্ঞান, যাহার কোন্ পদার্থে অভিমান নাই, যাহার পিপীলিকা ও মক্ষিকা প্রভৃতি কীট পতঙ্গের সহিত প্রাণ খুলিয়া আলাপ, যাহার মধুময় হাস্যে সকলি মধুময়, যাহার লীলায় দীনহীনের পর্ণকুটীর উৎসবময়, সেই শিশুসন্তান কি এ জগতে নির্ব্বিকারতা শিক্ষার বীজমন্ত্র নহে? যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন,—"আমি শিশুর নিকট হইতে নির্ব্বিকার ভাব শিক্ষা করিয়াছি"। যিনি সেই স্নেহময় নির্ব্বিকারতাময় শিশুর গর্ভধাত্রী ও পালনকর্ত্রী মাতা, তিনি স্বয়ং যদি স্নেহময়ী ও নির্ব্বিকারতাময়ী না হইবেন, তবে তিনি কোন্ শক্তির প্রভাবে স্নেহের ও নির্ব্বিকারতার বীজমন্ত্র সেই শিশুকে প্রসব ও পোষণ করিবেন? পুরুষ ভার্য্যার গর্ভে সেই মঙ্গল পদার্থ দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন, মর্ত্তলোকে নির্ব্বিকার প্রেমের সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখিয়া পুলকে পূর্ণ হন। এই জন্যই মহাকবি বেদব্যাস বলিয়াছেন,—"ভার্য্যায়াং জনিতং পুত্রমাদর্শেষ্বিব চাননম্। হ্লাদতে জনিতা প্রেক্ষ্য স্বর্গং প্রাপ্যেব পুণ্যকৃৎ"—পুরুষ ভার্য্যাগর্ভে শিশুমূর্ত্তি দর্শনে স্বর্গবাসের আনন্দ অনুভব করেন। [illegible]

জননী, জগতের জনক ও বর্দ্ধক, যাঁহাকে লইয়া আমার গৃহস্থাশ্রম, যাঁহার কল্যাণী শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া আমি এই কর্ম্মক্ষেত্রে ক্রিয়াবান্, যাঁহার পবিত্র প্রীতির ছায়ায় বসিয়া সংসারের জ্বালা যন্ত্রণা বিস্মৃত হই, মহর্ষি ব্যাস সেই ভার্য্যাকে উচ্চতম ও পবিত্রতম নামে অভিহিত করিয়াছেন,—"তস্মাৎ ভার্য্যাং নরঃ পশ্যেৎ মাতৃবৎ পুত্রমাতরম্"—অতএব সন্তান-জননী ভার্য্যাকে মনুষ্য মাতৃবৎ পূজা করিবে। যিনি আমার হৃদয়সর্ব্বস্ব স্নেহতন্তুগুলির একমাত্র মূল বন্ধন, এই জীবপ্রবাহের রক্ষার্থ ঐশ্বরিক প্রেম যাঁহার হৃদয় হইতে উৎসরূপে প্রবাহিত হয়, যিনি এই গৃহস্থাশ্রমের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, সেই কল্যাণময়ী ভার্য্যা কি সত্য সত্যই 'মাতা' এই সর্ব্বোচ্চ উপাধির যোগ্য নহেন?

"ভার্য্যায়াং জনিতং পুত্রমাদর্শেষ্বিব চাননম্"—পুরুষ ভার্য্যারূপ দর্পণে সন্তানরূপ নিজমূর্ত্তি দর্শন করেন। এ সামান্য সৌভাগ্যের কথা নহে। [illegible] রূপ প্রতিফলিত না হইত, [illegible] মূর্ত্তিকে প্রতিবিম্ব দেখাইতে পারত না, [illegible] হৃদয়ে পুরুষের [illegible] [illegible]

জন্যই পূর্ণদর্শী ব্যাস বলিলেন,—"অর্দ্ধং-ভার্য্যা মনুষ্যস্য"—ভার্য্যা মনুষ্যের অর্দ্ধ-ভাগ অর্থাৎ সমাংশ। মনুষ্য যদি আপনার এই অর্দ্ধভাগ প্রাপ্ত না হয় তবে তাহাকে কি প্রকারে মনুষ্য বলিতে পারি? কোন বস্তুই ত অর্দ্ধভাগে থাকিয়া সৃষ্টিমধ্যে গণনীয় হইতে পারে না। আর, আত্মা হৃদয়শূন্য হইলে অর্থাৎ মনুষ্যের যুক্তিমূলক জ্ঞান প্রেমশক্তি-বিহীন হইলে, তাহাকে কি প্রকারে ধ্যান ও ধারণার যোগ্য করিবে? যাহা ধ্যান ও ধারণার যোগ্য নয় তাহা বিশ্বাসেরও যোগ্য নয়, কেন না শূন্য পদার্থে বিশ্বাস স্থাপন বিড়ম্বনামাত্র। তাই আচার্য্য বেদব্যাস বলিতেছেন যে,—"স দারবান্ বিবাহার্হঃ"—যিনি প্রকৃত দারাবান পুরুষ, তিনিই জগতে বিশ্বাসের যোগ্য।

একণে বুঝা যাইতেছে যে, জায়াপতির সম্বন্ধের নাম হৃদয় ও আত্মার পরম পবিত্র বন্ধন, ইহা জ্ঞান ও প্রেমের যুগল মূর্ত্তি। এই অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিই আমাদের ধ্যান ধারণা ও বিশ্বাসের স্থান। যদি প্রেমশূন্য জ্ঞানের কল্পনা কর, তবে তাহা মধ্যাহ্নসূর্য্যের ন্যায় দুর্নিরীক্ষ্য হইবে; স্নিগ্ধ ও কোমল নবরাগে রঞ্জিত অরুণভানু যেরূপ সকলের ধ্যান ধারণার যোগ্য, সেরূপ ধ্যান ও ধারণার যোগ্য হইবে না।

(ক্রমশঃ)

গ্রীক স্ত্রীলোকদিগের সামাজিক অবস্থা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

স্ত্রীস্বাধীনতা;—স্বাধীনতা সম্বন্ধে এথিনীয় রমণীগণ তাঁহাদের স্পার্টান ভগিনীদের অপেক্ষা হীনতর অবস্থায় অবস্থিত ছিলেন। সম্ভ্রান্ত পরিবারের এথিনীয় মহিলাগণ নিতান্ত নিকট সম্পর্ক না থাকিলে অন্য পুরুষের সম্মুখে বাহির হইতেন না, এবং কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বাটীর বাহিরে যাইতেন না। [illegible] ও নিতান্ত [illegible] তাঁহারা যাইতেন। কোন নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অথবা দেবসেবা ভিন্ন অন্য কোন উপলক্ষে তাঁহারা বাটীর বাহির হইতে পারিতেন না। স্পার্টান রমণীগণ এতদপেক্ষা অধিক স্বাধীনতা উপভোগ করিতেন। তাঁহারা ইচ্ছামত সাধারণের সমক্ষে বাহির হইতেন। কেবল তাহাই নহে, তাঁহারা প্রকাশ্য সভায় উপস্থিত হইয়া দেশের প্রকাশ্য সকলীয় ব্যাপারে আপনাদের

পূর্ব্ব প্রস্তাবে বলিয়াছি যে এই সকল বিষয়ে তাঁহাদের মতামত সাদরে গৃহীত ও আলোচিত হইত। এতদ্ভিন্ন স্পার্টান্ বালিকা ও অল্পবয়স্কা যুবতীগণ প্রকাশ্য ভাবে ব্যায়াম প্রভৃতি শারীরিক বল-বিধায়ক আমোদে যোগ দিতেন। কিন্তু এথেন্স নগরের অপেক্ষাকৃত অধিকবয়স্কা বালিকাগণ ব্যায়ামাদিতে যোগ দেওয়া দূরে থাকুক, উহা দেখিবার জন্য বাটীর বাহির পর্য্যন্ত হইতে পারিতেন না। অন্যান্য গ্রীকরাজ্যে এক দিকে স্পার্টান রমণীগণের স্বাধীনতা অপরদিকে এথিনীয় মহিলাগণের কঠোর অবরোধবাস এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী নানাপ্রকার অবস্থা দৃষ্ট হইত। হোমর-প্রণীত কাব্যে মহিলাগণের সমাদর ও স্বাধীনতার বিষয় যাহা কিছু পাঠ করা যায় সে সকল কথা বিশেষ ক্ষমতা ও সম্পত্তিশালী লোকের পত্নী এবং রাজ-মহিষীদের সম্বন্ধেই খাটে। সম্ভ্রান্ত মহিলা সাধারণের পক্ষে তাহার সম্পূর্ণ অন্যথা দৃষ্ট হয়। কিন্ত অন্যান্য দেশের ন্যায় এথেন্স প্রভৃতি স্থানেও দরিদ্র শ্রেণীর স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অবরোধ-বাস সম্বন্ধে কোন প্রকার বাঁধাবাঁধি ছিল না। ইহার প্রধান কারণ এই যে দরিদ্র অবস্থায় স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের ন্যায় অন্তঃপুরে বসিয়া অলসভাবে জীবন যাপন করা [illegible] স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই পরিশ্রম করিতে হয়। কাজেই দরিদ্র অবস্থায় লোকের পক্ষে স্ব স্ব পত্নী বা কন্যাগণকে অব রোধে বন্দী করিয়া রাখিতে গেলে চলে না।

স্ত্রীলোকের অধিকার;—কন্যার পিতার নিকট হইতে মূল্য দিয়া কন্যা ক্রয়পূর্ব্বক তাহাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার প্রথা হোমরের সময়েও সাধারণতঃ প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। তবে স্থলবিশেষে বরের প্রতি সম্মানের চিহ্নস্বরূপ কন্যা সম্প্রদানেরও উল্লেখ দেখা যায়। কন্যা বিক্রয় স্থলে কন্যার পিতা বিক্রয়লব্ধ অর্থ হইতে কন্যাকে এক প্রস্ত গৃহসজ্জাদি প্রদান করিতেন। কোন কারণে দাম্পত্য সম্বন্ধের বিচ্ছেদ হইলে কন্যার পিতা ঐ সকল সামগ্রী ফিরাইয়া পাইতেন, এবং অপর পক্ষে তাঁহাকে কন্যাবিক্রয়লব্ধ অর্থ প্রত্যর্পণ করিতে হইত। পত্নীর ব্যবস্থা-শাস্ত্র সম্মত কোন অধিকার ছিল এরূপ দেখা যায় না। কালে কন্যাবিক্রয় প্রথার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল এবং বিবাহকালে মূল্য লওয়া দূরে থাকুক, কন্যার পিতা বরকে যৌতুক স্বরূপ অর্থ সম্পত্তি প্রদান করিতেন। যতদিন স্বামীস্ত্রী একত্র বাস করিতেন, ততদিন এই যৌতুক স্বামীর অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায় উভয়ের সাধারণ সম্পত্তিরূপে বিবেচিত হইত। [illegible]

কন্যার পিতা যৌতুকের টাকা ফিরাইয়া পাইতেন। এথেন্‌স নগরে স্বামী যৌতুকের টাকা ফিরাইয়া দিতে বিলম্ব করিলে শতকরা আঠার টাকার হিসাবে সুদ ধরিয়া দিতে হইত। কোন কোন গ্রীক্‌ রাজ্যে এক পত্নীর জীবদ্দশায় অপর পত্নী গ্রহণ করা আচার বিরুদ্ধ এবং সম্ভবতঃ আইন বিরুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু তাই বলিয়া যে পুরুষের চরিত্রদোষ নিন্দার্হ বলিয়া বিবেচিত হইত, অথবা আইন অনুসারে দণ্ডনীয় ছিল তাহা নহে। তবে এথেন্‌সে বিবাহিতা স্ত্রীলোকগণ সাধারণ দুর্ব্ব্যবহারের দাবি দিয়া স্বামীর নামে অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারিতেন। কিন্তু এরূপস্থলে তাঁহাদিগকে স্বয়ং বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিতে হইত। যৌতুক ফিরাইয়া দিবার ভয়ে স্বামী সহজে দাম্পত্য সম্বন্ধ ভঙ্গ করিতে চাহিবেন না, কিয়ৎপরিমাণে এই বিশ্বাস হইতেই বোধ হয় প্রথমে বরকে যৌতুক দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু অধিক সম্পত্তির অধিকারিণী পত্নীগণ অনেকসময় আপনাদের গর্ব্বিত ব্যবহারে আত্মীয় স্বজনকে এরূপ উত্যক্ত করিয়া তুলিতেন যে গ্রীক সাহিত্যকারগণ এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়া উপদেশ দিয়া গিয়াছেন যে কেহ যেন আপনার অপেক্ষা ধনবতী অথবা উচ্চ বংশীয়া স্ত্রীলোককে বিবাহ না করে। আপনার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি দেখা যায় না বরং এরূপ বিবাহের প্রশংসাই দেখাযায়। ইহার কারণ এই যে গ্রীক রাজ্যের প্রত্যেক প্রজা (citizen) বংশ মর্য্যাদায় সমান বলিয়া বিবেচিত হইতেন এবং বিদেশীয় দিগের সহিত বিবাহ গ্রীক ব্যবস্থা শাস্ত্রে আইন সঙ্গত বিবাহ বলিয়া গণ্য হইত না।

শিক্ষা ইত্যাদি ;—গ্রীক ব্যবস্থাশাস্ত্রে সন্তানের উপর পিতা মাতার সম্পূর্ণ অধিকার। তাঁহারা অন্যান্য সম্পত্তির ন্যায় সন্তানকে বিক্রয় বা পরিত্যাগ করিতে পারিতেন। কেহ পথে সন্তান ফেলিয়া দিলে তাহার কোন শাস্তি হইত না। এই জন্য অনেকে লালন পালন ও বিবাহের ব্যয় ভার হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য কন্যা সন্তানদিগকে পথে ফেলিয়া দিত। এইরূপে যে সকল শিশু পরিত্যক্ত হইত, তাহাদিগকে যে কুড়াইয়া লইয়া লালন পালন করিত তাহারা তাহারই ক্রীত দাসরূপে গণ্য হইত। এই প্রকার অযত্ন ও নিষ্ঠুরতার হস্ত এড়াইয়া যে সকল কন্যা পিতৃ গৃহে বর্দ্ধিত হইতে পাইত, তাহাদের শিক্ষার জন্য কিছুই যত্ন করা হইত না। এমন কি তাহারা বহির্জ্জগতের পাঁচটা পদার্থ বা বিষয় চক্ষে দেখিয়া বা কর্ণে শুনিয়া যে একটু জ্ঞানলাভ করিবে, সে সুবিধাপর্য্যন্ত তাহাদিগকে দেওয়া হইত না। কদাচ কখন তাহারা

ব্যাপারে তাহারা বাহিরে যাইতে অনুমতি পাইত। শিক্ষার মধ্যে তাহারা কেবল পশমের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করা, বস্ত্রবয়ন ও রন্ধন এই তিনটী বিষয় শিক্ষা করিত। স্ত্রীলোকগণ সাধারণতঃ লিখিতে বা পড়িতে পারিতেন না।

দুই এক বিষয়ে প্রাচীন গ্রীসের রীতিনীতি প্রাচীন হিন্দুদিগের রীতিনীতির ন্যায় বটে, কিন্তু সাধারণতঃ বিবেচনা করিয়া দেখিলে ইহাই বোধ হয় যে ভারতীয় প্রাচীন আর্য্য রমণী দিগের অবস্থা গ্রীকরমণীগণের অবস্থা অপেক্ষা অনেক ভাল ছিল। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা মনে করাও উচিত নহে যে প্রাচীন ভারতে স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং পুরুষগণ তাঁহাদিগকে আপনাদের সমকক্ষ মনে করিতেন। "স্ত্রীলোকগণ কোন অবস্থাতে স্বতন্ত্রতা অবলম্বন করিবে না।" "স্ত্রীলোকের বেদে অধিকার নাই" ইত্যাদি বচনদ্বারা ইহাই সপ্রমাণ হয় যে পুরুষগণ স্ত্রীলোকদিগকে আপনাদের সমান অধিকার দিতে কাতর ছিলেন। এতদ্ভিন্ন দুই একজন ঋষি কন্যা বা ঋষিপত্নী বিদ্যাবতী ছিলেন বলিয়া ইহাও মনে করা ঠিক নহে যে প্রাচীন ভারতে স্ত্রীলোকগণ সাধারণতঃ বিদ্যা শিক্ষা করিতে পাইতেন। সংস্কৃত নাটকাদিতে দেখা যায় যে বড় বড় রাজমহিষীও প্রাকৃত ভাষায় কথা কহিতেন, দেবকন্যাগণ সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্ত্তা কহিতেন। তবে স্থলবিশেষে দুই এক জন বিশেষ আদরের কন্যাকে পিতা একটু আধটু লিখিতে পড়িতে শিখাইতেন বলিয়া বোধ হয়। স্ত্রীস্বাধীনতা সম্বন্ধেও এই কথা অনেক পরিমাণে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। প্রাচীন গ্রীসের ন্যায় প্রাচীন ভারতেও রাজমহিষী এবং ঋষিকন্যা প্রভৃতি বিশেষ সম্মানভাজন মহিলাগণ রাজ সভায় ও অন্য প্রকাশ্য স্থানে যাইতে পারিতেন। কিন্তু সাধারণ ভদ্রমহিলাগণ যে পুরুষদের সহিত স্বাধীনভাবে মিশিতেন অথবা প্রকাশ্য ভাবে পুরুষদের সমক্ষে বাহির হইতেন, এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

গ্রীক সাহিত্যপাঠে গ্রীক স্ত্রীলোকদিগের সামাজিক অবস্থা যতদূর জানিতে পারাযায়, তাহাই উপরে প্রদত্ত হইল। স্পার্টান স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা যে সাধারণতঃ অনেকটা ভাল ছিল, তাহার প্রধান কারণ এই যে, স্পার্টার সুবিজ্ঞ ব্যবস্থাপক লাইকারগাস্ বুঝিয়াছিলেন যে স্পার্টার পুরুষদিগকে বীরমন্ত্রে মত্ত করিবার জন্য বীররমণী চাই, পুরুষকে উন্নত করিতে হইলে নারীগণকেও উন্নত করা চাই। এইজন্য তাঁহার ব্যবস্থা সকল স্ত্রীলোকদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল পুরুষদের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল না। তাঁহার ব্যবস্থাবলি ও তাহার

রেন, একবিষয়ে তিনি প্রাচীন কালের সকল ব্যবস্থাকারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সেই আদিম সভ্যতার অভ্যুদয়কালে, যখন পুরুষ সর্ব্ববিষয়ে হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ছিলেন, যখন পুরুষের শ্রেষ্ঠতার ও প্রভুত্বের প্রতিবাদ করে এমন কেহ ছিল না, যখন স্ত্রীলোকের চক্ষু ফুটে নাই, যখন তাহাদের হইয়া এককথা বলে এমন কেহ ছিল না, যখন তাহারা গৃহপালিত পশুপক্ষী অথবা অচেতন গৃহসামগ্রী অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর পদার্থ বলিয়া বিবেচিত হইত না, যখন সকল আচার ব্যবহার, সকল বিধিব্যবস্থা, এমন কি সমস্ত জগৎ পুরুষের সুখের উপায় বলিয়া গণ্য হইত, তখন লাইকারগাস বুঝিয়াছিলেন যে স্ত্রীলোকগণও মানুষ, তাহারাও সমাজের অঙ্গ, তাহাদিগকে ছাড়িয়া কেবল পুরুষ লইয়া সমাজসংস্কার হইতে পারে না। তিনি স্পার্টানদিগকে বীরজাতি করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, কেবল শারীরিক বীর্য্যলাভ মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত কি না, সে বিচার এখানে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তিনি যে তাঁহার উদ্দেশ্যসম্বন্ধে সফলকাম হইয়াছিলেন, সমগ্র গ্রীক ইতিহাস তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ এবং তাঁহার উদ্দেশ্য যে সফল হইয়াছিল, তাহার প্রধান কারণ এই যে তিনি সমাজের অর্দ্ধাঙ্গের সংস্কার করেন নাই। তাঁহার ব্যবস্থাবলি, নরনারী উভয়দ্বারা সংগঠিত সমগ্র সমাজের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রণীত হইয়াছিল। যে সমাজের ব্যবস্থা সকল একদেশদর্শী, যেখানে পুরুষগণ স্বার্থপরতায় অন্ধ হইয়া সমাজের অর্দ্ধাংশকে আপনাদের সাংসারিক সুখ ও সুবিধার যন্ত্রস্বরূপ করিয়া রাখিতে চাহেন, সে সমাজের প্রকৃত উন্নতি এখনও বহুদূরে।

নিউইয়র্ক নারী সমাজ।

স্বাধীনতা ও সভ্যতাপ্রধান আমেরিকার সমস্তই অদ্ভুতকাণ্ড। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে যখন প্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখক চার্লস্ ডিকেন্স আমেরিকা [illegible] প্রত্যাগমন করেন, [illegible] [illegible] [illegible] একটী প্রীতিভোজ প্রস্তুত হয়। এই উপলক্ষে নিউইয়র্ক ওয়ার্ল্ডের অধ্যক্ষ-পত্নী বিদুষী ক্রলী উপস্থিত হইবার জন্য আবেদন করেন। তাঁহার দৃষ্টান্তের [illegible]গামিনী হইয়া সমিতির অন্যতর সভ্যের পত্নী [illegible] লেখিকা [illegible] আবেদন [illegible], ক্রমে [illegible]

হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সম্পাদক-সমিতির ইচ্ছা নয় যে, স্ত্রীলোকেরা তাঁহাদিগের কার্য্যভারের অংশ গ্রহণ করেন,তথাপি তাঁহারা স্পষ্ট করিয়া তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিতেও পারেন না—সুতরাং কৌশলপূর্ব্বক অধিবেশনের তিন দিবস পূর্ব্বে বিবি ক্রলীকে লিখিয়া পাঠান যে তিনি যদি বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত মহিলা সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারেন এবং তাঁহাদিগের প্রত্যেকে প্রবেশ টিকিটের মূল্য ১৫ ডলার (প্রায় ৩৫ টাকা) ইচ্ছাপূর্ব্বক দিতে সম্মত হন, তাহাহইলে তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য হইবে, নতুবা সমিতি দুএকটী মহিলাকে উপস্থিত হইবার অনুমতি দিতে প্রস্তুত নহেন। সমিতি জানিতেন এরূপ অল্প সময়ের মধ্যে এ কার্য্য হওয়া সম্ভবপর নহে। বিবি ক্রলী কৌশল বুঝিয়া ক্রোধ ও ব্যঙ্গোক্তিপূর্ণ প্রত্যুত্তর লেখেন যে ভদ্রমহিলারা যখন ভদ্রলোকদিগের অনুরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হন নাই—তখন তাঁহারা তাঁহাদিগের সমিতিতে উপস্থিত হইতে চান না।

এই ঘটনার পর বিবি ক্রলী কয়েক জন বিদুষী মহিলার সহিত মিলিত হইয়া পুরুষ সংস্রবহীন একটী নারী সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে যত্নবতী হন। ইহা বলা বাহুল্য যে অতি অল্পকালমধ্যেই তিনি ইহাতে কৃতকার্য্য হন। এক্ষণে ১২টী [illegible] হয় এবং এক্ষণে সহস্র সহস্র ভদ্রমহিলা ইহার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। ইহাদিগের যত্নে আরও শত শত শাখা সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া সভ্যতালোক দেশমধ্যে বিস্তারিত হইয়া পড়িয়াছে। ১৭ বৎসর পূর্ব্বে কেবলমাত্র স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা নির্ব্বাহিত এমন কোন একটী সভা ছিল না—কিন্তু এক্ষণে শত শত দেশহিতৈষিণী, উন্নতি-বিধায়িনী, ধর্ম্মপ্রচারিণী সভা তাঁহাদিগের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে;—State aid Societies, Women's exchanges Kitchen Garden Associations, or Industrial unions or Working women's clubs, church or Missionary societies এবম্বিধ নানাপ্রকার সমাজ সকল স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়া নির্ব্বাহিত হইয়া আসিতেছে।

সরোসিস নারীসমাজের মূল উদ্দেশ্য তাহাদিগের নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রস্তাবেই প্রকাশিত আছে। পাঠিকাগণের বিদিতার্থে আমরা তাহার অনুবাদ করিয়া দিলাম।

১। "আমরা কর্ত্তব্যকে যাবতীয় গুরুতর কার্য্য হইতে শ্রেষ্ঠজ্ঞান করি।

২। "একতাই বল—ব্যক্তিবিশেষের সামান্য অল্প ও সীমাবিশিষ্ট কার্য্যের পরিবর্ত্তে দলবদ্ধ হইয়া কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হওয়া উপযুক্ত হইবে। সকল তাঁহাদের [illegible]

দ্বারা অদ্ভুত কার্য্য সকল সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা।

৩। "স্বাবলম্বনই প্রকৃষ্ট অবলম্বন। নারীজাতির উন্নতি আপনাদিগের সাহায্য মূলক, বাহ্যিক বিষয় হইতে উদ্ভূত নয়।

৪। দান সকল অপরিমিত হইবে না, ইহা দ্বারা সামাজিক রোগের ক্ষণিক উপশম ভিন্ন স্থায়ী আরোগ্য হয় না, আমরা রোগ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছি সুতরাং সমূলে তাহার উচ্ছেদ সাধন করিব। বারান্তরে এ বিষয়ের পুনরালোচনা করিবার মানস রহিল।"

সংযুক্তাহরণ।

(২৮৩ সংখ্যার ... পৃষ্ঠার পর)

কতক্ষণে মহারাণী, ত্যজি দীর্ঘশ্বাস,
খুলিয়া মলিন আঁখি, সহসা বিকাশ
নীল সরোরুহ যথা, নিশার শিশির
শতদল ভিজি পড়ে হয়ে শত ধার!
কাতরে অশ্রান্ত স্তুতি করেন পার্ব্বতীর;—
"ত্রাহি মা হরসুন্দরি, পুত্র অনাথায়!
দুর্গতি নাশিনী দুর্গে, বিপদ বারিণি।
অভয়ে, জগত্তারিণী, শঙ্কর মোহিনী!
আদ্যাশক্তি, মহাকালি, পরমা প্রকৃতি,
মহামায়া, মহেশ্বরি, মহাবিদ্যা সতি!
নিস্তারিণী, এ দুস্তরে কর মা নিস্তার,
দোহাই! শ্রীপদ মাত্র ভরসা আমার!
আর কেহ নাহি মা আমার এ সংসারে,
এ ঘোর বিপদ তারা, জানাইব কারে!
অন্তর যামিনি, 'তুমি' দেখিছ অন্তর
হৃদয়ের কোন কথা তব অগোচর!
"পারি না সহিতে আর যাতনা জননি,
এ বিষম লজ্জা হ'তে রক্ষ নারায়ণি!
হের মা কেবল আশা, অপাঙ্গ নয়নে,
স্থান দাও কাঙ্গালীরে অভয় চরণে।"

কাতরে স্তবেন স্তব নৃপ সীমন্তিনী,
দুই চক্ষে বহে ধারা লুটায়ে মেদিনী
লুটায় আলু কেশ পাশ,—ভূমি আলিঙ্গিয়া
পড়িল পূর্ণেন্দু, ঘন কাঁদিছে যোগিনী!
সন্তান বৎসলা মাতা ভক্তের রোদনে
আর কি থাকেন স্থির? আশ্বাস বচনে
কহিলেন "শান্ত হও কাঁদিও না আর
মম বরে পূর্ণ হবে কামনা তোমার।"
আকাশ বাণীতে হাতে আকাশ পাইল,
আনন্দে অশ্রুর বেগ দ্বিগুণ বাড়িল!
অতি ভক্তিভরে পুনর্ব্বার প্রণমিয়া
উঠিলেন মহারাণী ভবানী স্মরিয়া!
পার্শ্বে উপবিষ্ট ভূপ করি দরশন,
ব্যস্ত হয়ে সম্বরিলা অঙ্গের বসন,
অশ্রুসিক্ত স্মিতানন মুছিয়া অঞ্চলে,
সংযতিলা হৃদয়ের বেগ সুকৌশলে!
বাত্যাহত উর্ম্মি যথা বীচি সংঘর্ষণে,
ভীমস্রোতে ঊর্দ্ধে উঠে ছাড়িয়া গগণে,
বেগে দোলে ফেনরাশি পর্ব্বত প্রমাণ,
বিলম্বাক্ত বহিত্র সহিতে নারে টান;

তবে কর্ণধার আর না হেরি উপায়,
কলস কলস তৈল ঢালে সিন্ধুকায়,
মুহূর্ত্তে নিবৃত্ত স্রোত তরঙ্গ উচ্ছ্বাস,
তিরোহিত ফেণপুঞ্জ, দূর বাত্যা ত্রাস,
পুনর্ব্বার পয়োরাশি শান্ত ভাব ধরে,
হৃদয়ের বেগ সিন্ধু হৃদয়ে সম্বরে।

দেবী প্রণমিয়া ভূপ উঠি দাঁড়াইল,
নিঃশব্দে মন্দির হ'তে দোঁহে বাহিরিলা,
মহিষীর পুরে আসি, দাঁড়াইয়া ফিরে,
সংযুক্তার বার্ত্তা রায় সুধান রাজ্ঞীরে।
"ভাল আছে কন্যা, আর ফিরিয়াছে মতি
স্বয়ংবর অনুকূলে দিয়াছে সম্মতি।"
শুনি হরষিত ভূপ, মহিষী সহিত
সংযুক্তার পুরী মধ্যে পশিলা ত্বরিত।
সখী সনে রাজবালা, বিরলে বসিয়া,
কহিছেন কত কথা হৃদয় খুলিয়া,
কত শঙ্কা সন্দেহ উদিছে মনোময়,
কখন সুখের হাসি, কখন হৃদয়
দুখে অভিভূত, আঁখি বহি ধারা বহে,
কল্পনার দাস লোক কত আশা করে!
হেনকালে রাজা রাজ্ঞী আসি উপস্থিত,
উঠি প্রণমিলা বামা সঙ্গিনী সহিত।
শিরো ঘ্রাণ লয়ে পার্শ্বে দাঁড়াইলা রায়,
মহিষী চুম্বিয়া কোলে নিলেন কন্যায়।
"কেন মা! এ অঙ্গ দিলে এমন করিয়া
আছ বসি, ভূমে শশি রয় কি পড়িয়া?
কনোজের রাজলক্ষ্মী তুমি মা আমার।
কারে করে এ [illegible] আছে আর?
[illegible] বিমুখ [illegible] এমন?"
[illegible]

ভূপে সম্বোধেন হাসি চিবুক ধরিয়া;—
"বল দেখি আর্য্যপুত্র, এ দুর্লভ ফুল
ফোটে কি সামান্য বনে? রতন অতুল
ক্ষীরোদ পয়োধি এড়ি, লবণাম্বুরাশে
উদ্ভবে কভু কি রমা? সুনীল আকাশে
ছাড়ি কি ভূতলে হয় বিধুর উদয়?
হিমাদ্রি ঔরসম্ভিত স্নিগ্ধ জলাশয়,
মরালে বেষ্টিত পূত মানস সরসে
ত্যজে কি কনক পদ্ম মরুভূমে বসে?
যশস্বী কনোজ কুলে এ দুর্লভ নিধি,
কৃপা করি ভাগ্যে তাই মিলাইলা বিধি!
চির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন ভবানী
যোগ্যমত পতি বরি হও পাটরাণী।"
পুনর্ব্বার মাতৃ স্নেহে করেন চুম্বন।
আদরে শিহরে অঙ্গ, সলজ্জ নয়ন,
সরমে সরমে মা ভাব, অর্দ্ধস্ফুট হাসে,
অন্তরের গূঢ় ভাব আননে প্রকাশে।
বুঝিলা অন্তরে রাজ্ঞী, হাসিলা নীরবে
মার কাছে সন্তানের ব্যথা ছাপা রবে?
মহিষীর বাক্যে রায় বিগলিত মন,
তনয়ারে চাহি কন আশিস বচন:—
"ভবানী করুন রক্ষা ধর্ম্মে হ'ক মতি,
উপযুক্ত পতি লভি হও পুত্রবতী,
বীর প্রসবিনী হয়ে নীরস ভারতে,
কনৌজের কুল ধন্য হ'ক তোমা হতে।"
মহিষীরে চাহি, "শুভ সময় এখন
সংযুক্তারে সাজাইতে করো আয়োজন,
আমি চলিলাম স্বয়ংবর সভাস্থলে,
অপেক্ষা করিছে কত ভূপতি মণ্ডলে।"
[illegible]

একেতো হেমাঙ্গ, তাহে নবনী ছানিয়া
মাখাইলা অঙ্গরাগ, সোহাগে রঞ্জিয়া
ভাতিল কনক কান্তি উজলিল পুরী!
বাল্যস্ফুট তারুণ্যের অপূর্ব্ব মাধুরী!
সন্ধ্যাপরিণামে শারদীয় পৌর্ণমাসী
কত মধুময়! বালকরে রূপরাশি
যৌবন উদ্গমে তদধিক মধুময়!
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য শোভা তুলনা না হয়!
সুগন্ধি মার্জ্জনে শোধি কুন্তল সুন্দর
বিনাইলা দীর্ঘবেণী অতি মনোহর!
মৌক্তিকের হারে বান্ধে কবরী শোভন—
মেঘে সৌদামিনী লেখা নিকষে কাঞ্চন!
মধ্যে হিরণের ফুল,—অতুল বিভার—
তারা সহ তারানাথ জলদে লুকায়।
মহামূল্য সুরুচির আভরণ নব
যে অঙ্গে যেমন সাজে পরাইলা সব।
অলঙ্কারে শোভা আরো হইল উজ্জ্বল,
সজ্জিত প্রতিমা যেন করে ঝলমল!
কারুময় কাচলিতে করি আবরণ,
পরাইলা দিব্য চেলী মহার্ঘ চিক্কণ,
অঞ্চলে কাঞ্চন মণি, রতন চমকে
আলোকে চমকে শোভা ঝলকে ঝলকে!
আরক্ত চরণে লেখা অলক্তের ধরে।
ফুটেছে চারুপাবক লোহিত সাগরে।
কজ্জলে উজ্জ্বল আঁখি মধুরতা ময়,
বর অঙ্গে বেশ ভূষা বর্ণিবার নয়!
মৃগমদ কস্তুরীকা চন্দন, আতর,
বিলেপিলা সুখসেব্য সুগন্ধি বিস্তর।
শ্রীঅঙ্গ সৌরভে পরিমুগ্ধ দশ দিশি,
হেরিয়া কন্যার রূপ মোহিত মহিষী!
বদনের স্বেদ বিন্দু আদর করিয়া
মুছায়ে অঞ্চলে; লঘু ঘনাঞ্জন দিয়া
শরদেন্দু মুখ যথা মুছায় প্রকৃতিঃ
কজ্জলের টীপ ভালে পরাইলা সতী।
মাতৃ স্নেহে মৃদু হাসি করিলা চুম্বন,
আদেশিলা মুকুরেতে দেখিতে বদন।
বেশ ভূষা পরি বালা বিনীত হৃদয়ে
প্রণমিলা মাতৃপদে, শিরোঘ্রাণ লয়ে;
আশিস করিলা রাণী, জননী চরণে
হৃদে ধ্যায়ি কন্যারে সঁপিলা মনে মনে।
সুরলা মুরলা দিব্য বেশ ভূষা পরি,
প্রণমিলা শেষে, দেবী আশীর্ব্বাদ করি,
প্রতীক্ষিত চতুর্দ্দোলে করি আরোহণ,
আদেশিলা স্বয়ংবরে করিতে গমন।

কলোন নগরস্থ নর-কপাল গৃহ।

মনুষ্য-কীর্ত্তি কতস্থানে কত প্রকারে সংস্থাপিত আছে। কোথাওবা হৈম-মন্দির, কোথাও বা রাজপ্রাসাদ, কোথাও অট্টালিকা, কোথাও বা স্ফটিক-উপাদানে কত প্রকার গৃহ ও মন্দির সকল সংরচিত হইয়া মনুষ্য কীর্ত্তির পরিচায়করূপে বিদ্যমান আছে, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায়না। ইতিহাস ও

আছে। নর-কপালের গৃহও সম্পূর্ণ অপরিচিত পদার্থ নয়, তবে এদেশের পাঠিকাগণের মধ্যে যাঁহারা ইহার বৃত্তান্ত অবগত নন, তাঁহাদিগের কৌতুহল চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত ইহা সঙ্কলিত হইল।

সুগন্ধ অডি-কলোনের জন্মভূমি কলোন প্রুসিয়া দেশের একটি প্রাচীন নগর। কথিত আছে মার্কাস এগ্রিপিনা খ্রীষ্টাপূর্ব ৫০ বৎসরেরও অগ্রে এই স্থানে প্রথম শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই জন্য ইহার নাম কলোনিয়া এগ্রিপিনা এবং তাহার অপভ্রংশ বর্ত্তমান কলোন। এখানে অদ্যাপিও অনেক স্থলে প্রাচীন রোমীয় প্রাকারের ভগ্নাবশেষ সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে। পৌরাণিক গৃহ ও দেবালয় ব্যতীত এখানে একটি প্রকাণ্ড গির্জ্জা আছে। ইহা পৃথিবীর মধ্যে একটি অতীব সুন্দর ও আশ্চর্য্য মন্দির। নগরের প্রান্তভাগে একটি অদ্ভুত গৃহ আছে। বেদিকা ও তৎসম্মুখে সুদীর্ঘ বর্ত্তিকা ভিন্ন বাহির হইতে ইহার আর কোন আকর্ষণ নাই। গৃহে প্রবেশ করিলে অভ্যন্তরস্থ অস্পষ্ট আলোকে প্রাচীরের অর্দ্ধদেশ উপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বর সকলই দৃষ্টিপথে পতিত হয়। এক একটি গহ্বরে এক একটি নর-কপাল নিহিত। যেদিকে দৃষ্টি কর, প্রাচীর ময় এইরূপ গহ্বর ও প্রত্যেক গহ্বরে এক একটি নর-কপাল। বিশে-উপর এক প্রকার প্রক্ষিপ্ত আলমারি রচিত হইয়াছে, তাহা মনুষ্যাস্থিতে পরিপূর্ণ। এতদ্ব্যতীত প্রকাণ্ড প্রস্তরময় শবাধারে শীতবর্ণের মনুষ্যাস্থি সকল স্তূপাকারে সজ্জিত আছে। প্রাচীর সকল দোহারা এবং তাহাদিগের অভ্যন্তরদেশ দশ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ মনুষ্যাস্থি রাশিতে পরিপূর্ণ। ইহার মধ্যে একটি স্বর্ণ কুটির আছে, যাহার চতুর্দ্দিকে দীর্ঘ দীর্ঘ আলমারি ও স্বর্ণময় দোহারা দ্বার দেখিলেই সমস্ত গৃহ স্বর্ণময় বলিয়া বোধ হইয়া থাকে। আলমারির দ্বার সকল উদ্ঘাটন করিলে সারি সারি প্রমাণ অঙ্কমূর্ত্তি সকল দৃষ্ট হয়। ইহাদিগের চুল ও বক্ষস্থল সমুজ্জল এবং মস্তকগুলি রৌপ্যাবরণে উন্মুক্তিত। আলমারির কোন কোন সেল্‌ফে রক্তিম মখমলে নর-কপালের শ্রেণী সুসজ্জিত এবং তদুপরি যে ধর্ম্মাত্মার কপাল, তাঁহার নাম স্বর্ণ অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। আলমারির ঊর্দ্ধদেশে মনুষ্যাস্থিতে উন্নত এবং অস্থিময় অক্ষরে এই কয়েকটি কথা কুটিরের চতুর্দ্দিকে লিখিত আছে "Ora pro nobis sancta ursula" কুটিরের মধ্যস্থলে একটি কাঁচের দীর্ঘ পাত্রে শবাবশেষ সকল যত্নে সংরক্ষিত আছে। এই বিকৃত শবাবশেষ সকলের দৃশ্য অতীব বিভৎস ও অপ্রীতিজনক। মন্দিরস্থ শরণীর বহির্ভাগে পুণ্যবতী অর্সোলার (Saint Ursola) উপাখ্যান চিত্রিত রহিয়াছে এবং

ভাবার তাহার ব্যাখ্যা আছে। এই পুণ্যবতী অর্সোলা কে ছিলেন, পাঠিকার তাহা জানিতে আগ্রহ হইতে পারে। তাঁহার উপাখ্যান এইরূপ বর্ণিত আছে। খ্রীষ্টীয় ২২০ শাকে গ্রেট ব্রিটন দ্বীপে রাজবংশে অর্সোলা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চিরকুমারীব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পিতা নিকটস্থ কোন রাজপুত্রকে তাহার সহিত বিবাহ দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করেন। পিতার প্রতিজ্ঞা রক্ষা এবং নিজের ব্রত পালন, উভয় দিক্ রক্ষার জন্ত অর্সোলা নিতান্ত ব্যাকুলা হইলেন এবং অনেক চিন্তার পর অবশেষে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া পিতৃগৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক রোমাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এরূপ কিম্বদন্তী যে একাদশ সহস্র কুমারী তাঁহার সমভিব্যাহারিণী হইয়া রোমে গিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে যখন তাহারা রাইন নদীর তীর দিয়া পদব্রজে চলিয়া আসিতেছিলেন, তত্রত্য নিষ্ঠুর বর্ব্বরেরা তাহাদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করে এবং এককালে সকলকে হত্যা করিয়া ফেলে। তাহাদিগের কঙ্কালে এই নরকপাল গৃহ রচিত। এই শোচনীয় হত্যা ঘটনার স্মরণার্থ প্রতি বৎসর ২১ অক্টোবর দিবসে নগরে একটী উৎসব হইয়া থাকে। নগরের শীর্ষদেশে ১১টী অগ্নিকুণ্ড আছে, সেগুলি এই একাদশ সহস্র নিহত কুমারীর স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ।

বিদেশীয় সভ্যতা এবং স্বদেশের সদাচার।

বর্তমান সভ্যতার প্রভাবে এক্ষণে পৃথিবীতে এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকেরা নানা স্থান ভ্রমণ করত নিজ নিজ দেশ জাত জ্ঞান সাহিত্য শিল্প এবং বাণিজ্য দ্রব্য সকল পরস্পরের সহিত বিনিময় করিতেছে; এক দেশের ভাষায় অন্য অনেক লোকেরা কথা কহিতেছে, আহার পরিচ্ছদ, সুখ বিলাসের সামগ্রী সকল এক জাতি অপর জাতির নিকট গ্রহণ করিতেছে; এমন কি সামাজিক আচার ব্যবহার পর্যন্ত পরিবর্তিত হইয়া যাইতেছে। যিনি অন্তঃপুর নিবদ্ধা হিন্দু মহিলা তিনিও বৈদেশিক সভ্যতার সুবিধাজনক প্রথা গুলি ক্রমে ক্রমে গ্রহণ করিতেছেন। জ্ঞান চক্ষে দেখিতে গেলে মনুষ্য সমাজের আভ্যন্তরীণ প্রদেশ যেন একটি ভয়ানক সংগ্রাম স্থল বলিয়া মনে হয়। যেন একটি অভিনব সৃষ্টি কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই আন্দোলনের ভীষণ স্রোতের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া কে বলিতে পারে, আমি সর্বতোভাবে দেশীয় রীতি প্রকৃতি রক্ষা

করিব," ভিন্ন দেশীয় আচার ব্যবহারের সহিত কিছুতেই ইহাকে মিশিতে দিব না? চিররক্ষণশীল চীন দেশীয় লোকেরাও সে কথা এখন বলিতে পারে না।

এই ঘোর প্রলয়াবস্থাতে আবার কত লোক দেশীয় প্রকৃতি বিস্মৃত হইয়া, বৈদেশিক সভ্যজাতির স্বভাব অনুকরণের জন্য নিতান্ত অন্ধানুরাগী হইয়া পড়িয়াছে। অবশ্য ইহা স্বভাব বিরুদ্ধ কার্য্য; বিধাতা প্রদত্ত জাতীয় প্রকৃতির বিশেষত্ব পরিহার করিয়া কেহই সুখী হইতে পারিবেন না, পারিলে এত দিন পরে মহারাজা দলীপ সিংহ কেনই বা খ্রীষ্ট ধর্ম্ম ছাড়িয়া স্বদেশে স্বজাতির সহিত মিশিবার জন্য এত আগ্রহ প্রকাশ করিবেন? তথাপি আপাতরম্য বিষয়ে লোকের মন বড় আকৃষ্ট হয়, সেই আকর্ষণে তাহারা যেন বায়ুবিক্ষিপ্ত তৃণের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে। যথার্থ যিনি চতুর হইবেন তিনি একদিকে কখনই ঢলিয়া পড়িবেন না, সমস্ত বিষয়ে সামঞ্জস্য রক্ষা করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইবে। জাতীয় স্বভাবের সুদৃঢ় ভূমির উপর তিনি বিদেশ জাত সভ্যতার সদ্গুণ সদাচার সমস্ত স্থাপন করিয়া দেশীয় আকারে চরিত্র গঠন করিবেন। তাহা হইলেই, সেগুলি স্বাভাবিক, সুতরাং চিরস্থায়ী হইয়া থাকিবে।

একণে আমাদের দেশে নারী জাতির পক্ষে এইরূপ শিক্ষার অতিশয় প্রয়োজন হইয়াছে। নারী প্রকৃতির এই এক লক্ষণ যে, সে সহসা কোন পুরাতন বিষয় পরিত্যাগ করেনা। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান কালে শিক্ষিতা এবং অর্দ্ধশিক্ষিতা গৃহিণীরা প্রাচীন সুপ্রথা সকলের প্রতি আর শ্রদ্ধার সহিত দৃষ্টিপাত করেন না। এই গ্রীষ্মকালে নিদাঘ পরিতপ্ত লোক সকলের তৃপ্তি সাধনের জন্য এ দেশে কত বিধ ব্রতাদি পালনের ব্যবস্থাই ছিল। জলসত্রে পথিক তৃষ্ণার্তকে জল দান, সাধু সজ্জনকে ফল দান, শীতল সামগ্রী দ্বারা গুরুসেবা, এগুলি কি কুসংস্কার না অজ্ঞানতা? ঈদৃশ ব্রতধারিণী নারীগণ জনসমাজ ও পরিবার মধ্যে শান্তি কুশল বিস্তার করিয়া থাকেন। বৈদেশিক জ্ঞান সভ্যতার সঙ্গে এরূপ সদাচার সকল রক্ষিত হইলে মানব প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সংসাধিত হয়, অন্যথা তাহাবিপরীত কুফল প্রসব করে। বুদ্ধিমতী বঙ্গীয়া নারীগণ স্বদেশ বিদেশের মিশ্রিত সদাচার অবলম্বন দ্বারা বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী নববিধ সভ্যতা রচনায় সহায়তা করেন, ইহাই একান্ত প্রার্থনীয়।

প্রভূতা বাই।

মান্দ্রাজ ঘাট উপকূলের সীমান্ত দেশে আর্কট * নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য আছে, ইহারই অন্তঃস্থলে চন্দ্রগিরি নাম্নী প্রসিদ্ধা নগরী অবস্থিত। বণিক বেশধারী ইউরোপীয় মহাপুরুষেরা সুশি-ক্ষিত কামানে ও উজ্জ্বল বর্ণের ফটিক পাত্রে সমৃদ্ধ জাহাজে আরোহণ করিয়া সর্ব্ব প্রথম যখন এদেশে উপস্থিত হন, তখন চন্দ্রগিরির হিন্দু রাজা সমাদরে তাঁহাদিগকে সাহায্য প্রদান করেন। ভারতে ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাত চন্দ্রগিরিতে হইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে যাঁহারা ইংরাজি ভাষায় জেমস্‌মিল সাহেব প্রণীত বিস্তৃত ভারতের ইতিহাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা বোধ করি জানিয়াছেন যে চন্দ্রগিরির রাজা আশ্রয় দান না করিলে এদেশে ইংরেজদিগের প্রভুত্ব বিস্তারের পথ এত শীঘ্র এত দূর প্রশস্ত হইয়া উঠিত না। জেমস্ মিল সাহেব, সুপ্রসিদ্ধ লেখক জন ষ্টুয়ার্ট মিল সাহেবের পিতা; ইনি কিছুকাল ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে এদেশে কার্য্যাধ্যক্ষ ও তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার গ্রন্থের অনেক স্থান অতিরঞ্জিত, অসত্য বর্ণে চিত্রিত এবং কুসংস্কারের দোষাত্মক বিবরণে পরিপূর্ণ হইলেও ইহার মধ্য হইতে অনেক প্রয়োজনীয় সার কথা নির্ব্বাচন করিয়া লইতে সক্ষম হওয়া যায়। মিলের ইতিহাসে প্রাচীন কথা যে পরিমাণে পাওয়া যায় অন্য কোন ইতিহাসে তদ্রূপ পাওয়া সম্ভাবনা নাই।

সত্য কথা বলিতে হইলে, এক সময়ে এদেশে ইউরোপীয় পুরুষের দাঁড়াইবার স্থল ছিল না। সাহেবদিগের অদৃষ্ট পূর্ব্ব বেশ ভূষা, নূতন রঙের আকৃতি, নূতন ধরণের প্রকৃতি এবং ক্ষুদ্রত্ব "ইঙ্গি বিঙ্গি ইনজিনী ভাষা" দেখিয়া এ দেশের লোকেরা সাহেবদিগকে অবিশ্বাসের চক্ষুতে দেখিতে লাগিল, কেহ কেহ আশঙ্কার সহিত তাহাদের কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কোনও কোনও সম্প্রদায়ের লোকেরা মনে ভাবিল ইহারা ভবিষ্য পুরাণের কোন অবতার বিশেষ হইতে পারে। যাহা হউক, জাহাজের মধ্যে অবস্থান করিয়া সাহেবদিগকে অনেক কাল অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। তদনন্তর অনেক কষ্টে এবং কাতরতায় ইহাঁরা চন্দ্রগিরির রাজার নিকট হইতে অতি সামান্য মাত্র স্থান পাট্টা লইয়া রীতিমত কর দিতে লাগিলেন এবং সেই স্থানে সাহেবের

---

* ইহার বর্ত্তমান রাজধানী ভিলোর, ইহা উত্তর আর্কটে অবস্থিত।

আড্ডা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। চন্দ্রগিরির সেই রাজা বাঁচিয়া থাকিলে আজি বলিতেন, "বুকে বসিয়া দাড়ি উপড়াইবে একথা আমি অগ্রে জানিতে পারিলে আশ্রিত ব্যক্তিকে আদর দিয়া কক্ষে নাচাইতাম না।" চন্দ্রগিরির রাজা কর্ত্তৃক পাট্টা দ্বারা প্রদত্ত দ্বাত্রিংশ বিঘা পরিমাণ ভূমিতে ইংরাজ সম্প্রদায় আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে কৌশল জাল বিস্তার পূর্ব্বক ভারতের ছাব্বিশ কোটি অধিবাসীকে মেষের শাবকের ন্যায় বশীভূত করিয়া রাখিয়াছেন। ইংরেজের এদেশে আগমন ও শাসন এই উভয় ব্যাপারই বিধির বিধি বলিয়া আমরা মানিয়া থাকি; চন্দ্রগিরির রাজা উপলক্ষ মাত্র অথবা সেই বিধি-যন্ত্রের হস্তাবলম্বন মাত্র বলিলেও বলা যায়।

দুর্ভাগ্য ক্রমে আমরা চন্দ্রগিরির রাজার নাম প্রাপ্ত হই নাই। অতীত সাক্ষী ইতিহাস সেই প্রয়োজনীয় নামটি আমাদিগকে জানিতে দেয় নাই। আমরা এইমাত্র জানিয়াছি, রাজার রূপবতী, গুণবতী এবং বিদুষী মহিষীর নাম প্রভূতী বাই; কেহ কেহ ইহাঁকে "পর্‌ভূতী" এবং কেহ কেহ "পর্বতী" নামে আখ্যাতা করিয়াছেন। আমরা রাণীর নামটি "পার্ব্বতী" বলিয়াই জানিতাম। ইংরাজি ভাষার অদ্ভুত অক্ষর বিন্যাস শক্তি দ্বারা একটি দেশীয় শব্দকে তিন চারি প্রকার করিয়া পড়া যাইতে পারে। দ্বারা জানিতে পারা গেল, প্রভূতী বাই নামে রাজমহিষী আখ্যাতা হইয়াছিলেন; ইনিই চন্দ্রগিরি রাজের বনিতা এবং ইনিই অদ্যকার প্রস্তাবের নায়িকা। সাধুশিক্ষা এবং সৎসঙ্গ প্রাপ্ত হইলে ক্ষমতা ও গুণবত্তায় রমণী জাতি পুরুষাপেক্ষা কোন প্রকারেই যে হীনতর হন না, অদ্যকার প্রবন্ধে আমরা তাহার কিয়দংশ দেখাইবার চেষ্টা করিব। প্রভূতী বাই রাণীর সমগ্র জীবন বৃত্তান্ত আমরা প্রাপ্ত হই নাই এবং তাহা প্রাপ্ত হইবার আশা করাও বিড়ম্বনা মাত্র। যত টুকু জানিতে পারা গিয়াছে, সেই টুকুই প্রস্তাব মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া দিলাম। প্রভূতী রাণী রমণী কুলের ভূষণ স্বরূপ এবং তাঁহার জীবন বিবৃতি পাঠ বা শ্রবণ করিবার সম্পূর্ণ যোগ্য। এদেশের প্রাচীণ ইতিহাস থাকিলে এইরূপ কত শত প্রভূতী-চরিত্র দেখান যাইতে পারিত তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। প্রভূতীর ইতিবৃত্ত, বোধ করি; সর্ব্ব প্রথম "বামাবোধিনীতে" বঙ্গ ভাষায় প্রকাশিত হইল। প্রস্তাবটি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু ইতিহাসের একটি অত্যুপাদেয় সার বস্তু।

রাণী প্রভূতী অতিশয় স্বাধীন প্রকৃতির রমণী ছিলেন। সাহেবদিগের কুকৌশলময় দৌরাত্ম্যে তাঁহার স্বামী হৃতসর্ব্বস্বপ্রায় হইয়া উঠিলে, চন্দ্রগিরির রাজাকে সাহেবেরা ডাকাইয়া বলিলেন "তুমি কোন কর্ম্ম গ্রহণ

[illegible] চেষ্টা হয়।" বস্তুত, স্বীকার [illegible] রাজার বাস্তবিক কোন আপত্তি [illegible] এবং সাহেবদিগের অধীনে [illegible] গ্রহণ করিতে তিনি এক প্রকার [illegible] প্রকাশ করিয়াছিলেন বলি-[illegible] হয়, কিন্তু তাঁহার বিদুষী ও বুদ্ধি-[illegible] রাণী রাজার এরূপ অভিপ্রায় জাত [illegible] নিতান্ত ব্যথিতা হইতেন। [illegible] আছে, প্রভূতী রাণী নিজ হস্তে [illegible] বয়ন করিয়া আয় বৃদ্ধির চেষ্টা [illegible] অথচ দাসত্ব স্বীকার করাইয়া [illegible] ধনবান বা সম্মানিত করিতে [illegible] হন নাই। রাজমহিষীর [illegible] বস্ত্র বয়ন করার কথাটা [illegible] নহে!! অন্ততঃ লক্ষ টাকার পরিচ্ছদ পরিধান না করিলে যে দেশের [illegible] রাজাকে "রাজা" বলিয়া মানে [illegible] রাজমহিষীর পক্ষে তাঁতীর [illegible] নিতান্ত স্বাধীন প্রকৃতির [illegible] ভিন্ন আর কি বলিব?

এইরূপ স্বাধীনতা [illegible] চিরকাল প্রথার বিরোধী। প্রভূতী যেমন স্বাধীনতাপ্রিয়া, তেমনি কষ্ট সহিষ্ণুতা গুণের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শুনা যায় এক এক দিন শক্তু এবং তক্র (ঘোল) খাইয়া কালাতিপাত করিতেন। দেশীয় প্রথায় তাঁহার আস্থা ও বিশ্বাস ছিল এবং সেই জন্য পবিত্র শান্তি ও প্রীতির সহিত তিনি মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। পতি ভক্তি ও মাতৃভক্তি তাঁহার সকল গুণের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। জননীকে তিনি অতিশয় ভক্তি করিতেন এবং অভাবের সময়ে নিজে নানা প্রকার কষ্ট সহ্য করিয়াও তিনি মাতাকে সুখে ও স্বচ্ছন্দে রাখিয়াছিলেন। প্রভূতী কখনই অশান্তিজনিত নিরানন্দ ভোগ করেন নাই এবং সম্পদে নিতান্ত উৎফুল্লা বা বিপদে নিতান্ত অবসন্না হয়েন নাই।

নূতন সংবাদ।

[illegible] প্রথিতা আহ্লাদিত [illegible] বি, এ পরীক্ষায় [illegible] কুমারী কামিনী সেন [illegible] উত্তীর্ণা হইয়াছেন। [illegible] কুমারী সেন [illegible] হইয়াছেন। সিটী কলেজ সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। ইংরাজী, সংস্কৃত ও ইতিহাস এই তিন বিষয়েরই অনার পরীক্ষায় ইহার ছাত্রগণ সর্ব্ব প্রথম হইয়াছে।

[illegible] প্রথিত [illegible] [illegible]

বামাবোধিনী পত্রিকা

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৫৭ সংখ্যা। জ্যৈষ্ঠ—১২৯৩—জুন ১৮৮৬। ৩য় কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মহারাণীর জন্মোৎসব—গত ২৪এমে ভারতেশ্বরী মহারাণী বিক্টোরিয়া ৬৭ বৎসর অতিক্রম করিয়া ৬৮ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। জগদীশ্বর ইহাঁকে চিরায়ু করুন।

দীর্ঘজীবন—ককেসস্ পর্ব্বতে এক মেষপালকের ১২৪ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে। এই বয়সে সে ব্যক্তি বেশ সুস্থ ছিল এবং পাহাড়ে উঠিয়া মেষ চরাইত। স্বাভাবিক নিয়মে চলিলে যে অনেক দিন বাঁচা যায়, তাহাতে সন্দেহ কি?

সমাজ সংস্কার—বোম্বাইয়ের কায়স্থগণ একটী অতি সুনিয়ম করিয়াছেন, বিবাহ উপলক্ষে কন্যাপক্ষে বরপক্ষকে ১০২ টাকা মাত্র দিবেন, যিনি ইহার অধিক দিবেন তিনি সমাজচ্যুত হইবেন বঙ্গদেশে এইরূপ কোন ব্যবস্থা না হইলে কায়স্থকুল স্বরায় উচ্ছন্ন যাইবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফাষ্ট আর্ট পরীক্ষায় মোটে ৭৬৩ জন এবং প্রবেশিকায় ১৩৩৭ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। প্রবেশিকার প্রায় বার আনা পরীক্ষার্থীর কপাল ভাঙ্গিয়াছে, পরীক্ষার এরূপ কুফল কখনও দেখা যায় নাই। ফাষ্ট আর্টে ৩টী ও প্রবেশিকায় ১৩টী স্ত্রীলোক উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি—আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের কলেজ সমূহে ১৮০০০ স্ত্রীলোক বিদ্যাভ্যাস করিতেছেন।

রাজবদান্যতা— ইন্দোরের মহারাজ হুলকার বাবু কেশবচন্দ্র সেনের লোকান্তর গমনে তাঁহার বিধবাপত্নী ও জননীর মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, এই বৃত্তি যথেষ্ট নয় বলিয়া দ্বিগুণ করিয়া দিয়াছেন।

স্ত্রী-অধ্যবসায়—শ্রম ও অধ্যবসায়ে সামান্য স্ত্রীলোকও মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে, নিম্ন উদাহরণটি তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী সমেক্স প্রদেশীয় একজন শ্রমজীবী তিনটী অপগণ্ড সন্তান রাখিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হন। কুমারী সেণ্ট পাইমর তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা, তিনি পিতার মৃত্যুতে অনন্যগতি হইয়া দুইটী কনিষ্ঠা ভগ্নীর সহিত ফ্লোরিডায় উপনিবেশ স্থাপন করেন। তথায় প্রথমে একখণ্ড অল্পায়তন ভূমি ক্রয় করিয়া কৃষিকার্য্য আরম্ভ করেন, ক্রমে কতিপয় বৎসর অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া কৃষিকার্য্যের বিস্তর উন্নতি করেন। এক্ষণে তিনি আমেরিকা ইউনাইটেড ষ্টেটের মধ্যে একজন প্রধান ভূম্যধিকারিণী এবং মহামাননীয়া মহিলা, তাঁহার নিজের একটী কয়লার খনি, রজের কারখানা ও মর্ম্মর প্রস্তরের খনি আছে, সম্প্রতি লোহার একটী প্রকাণ্ড কারখানায় বৃদ্ধি য়াছেন। তিনি তাঁহার নিজ জমিদারীতে নিজব্যয়ে একটী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, স্বয়ং তাহার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন।

বিলাতী সংবাদ—শিবরাম নামে পঞ্জাবের একজন সম্ভ্রান্ত বংশীয় কায়স্থ স্ত্রী ও ভগিনীর সহিত ইংলণ্ডে গিয়াছেন।

লেডি ডফারিণ ফণ্ড—যুবরাজ ও তাঁহার পত্নী এই ফণ্ডের সহকারী প্রতিপোষক হইয়াছেন। ভূপালের বেগম ভূপালে স্ত্রী ডাক্তরের তত্ত্বাবধানে এক স্ত্রীপীড়িতালয় খুলিবেন। বৈদ্যনাথ মন্দিরের প্রধান পাণ্ডা ব্রাহ্মণ ও অন্য উচ্চজাতীয় চিকিৎসা শিক্ষার্থিনীদিগকে স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক পুরস্কার দিবেন।

কুমারী মেরী রেণ্ড—কয়েক বৎসর অতি দক্ষতা সহকারে জর্ম্মাণিতে এক খানি দৈনিক সংবাদপত্র সম্পাদন করিতেছেন। তাঁহার পিতা এই পত্রের প্রবর্ত্তক ও স্বত্বাধিকারী ছিলেন।

চূর্ণ ধূমকেতু—গত নবেম্বর মাসে যে উল্কারাশি বর্ষিত হইয়া আকাশমণ্ডলকে অপূর্ব্ব উজ্জ্বল করিয়াছিল, তাহা পৃথিবীর চতুর্থাংশেরও অধিকায়তন স্থান হইতে দৃষ্ট হইয়াছে। পারস্য দেশে ইহার উজ্জ্বলতা বিশেষরূপে দৃষ্ট হইয়াছিল। এই উল্কাবর্ষণের বিষয়ে অনেকে অনেক প্রকার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

ই এল কলেজের অধ্যাপক নিউটন সাহেব যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহা এই :—

এই সকল উল্কা বাইএলা ধূমকেতুর অংশ মাত্র। লক্ষ লক্ষ বর্ষ পূর্ব্বে স্থির তারার মধ্যে এই ধূমকেতু পরিভ্রমণ করিত, একদা ইহার কক্ষ সূর্য্য মণ্ডলের এত নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল যে প্রচণ্ড রৌদ্রে ইহার বহিস্তুক বিদীর্ণ হইয়া খণ্ড খণ্ড হয়। এই সকল ভগ্নাংশ রৌদ্রজাত বায়ু বাষ্পে সংশ্লিষ্ট হইয়া সূর্য্য এবং ধূমকেতুর আকর্ষণে নিক্ষিপ্ত হইয়া উভয়ের মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে করিতে ক্রমে ধূমকেতু পুচ্ছরূপে পরিণত হইয়াছিল। এই অবস্থায় ধূমকেতু প্রতি ৩৩ বৎসর চ্যুতি মার্গে স্বীয় কক্ষমণ্ডল পরিভ্রমণ করিয়া আসিতেছে। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ দৃষ্ট হইয়াছে এই ভগ্নাংশ সকল ধূমকেতু হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িতেছে, ক্রমে সমস্ত ধূমকেতু খণ্ড খণ্ড হইয়া উল্কারাশি আকারে পরিণত হইয়াছে। এক্ষণে আর ধূমকেতুর পৃথক অস্তিত্ব নাই, কেবল অগণ্য উজ্জ্বল উল্কাপিণ্ড মাত্র—এরূপ অবস্থাতেও ইহাদিগের নিয়মিত অয়নের ব্যতিক্রম হয় নাই। এখনও প্রতি ৩৩ বৎসর চারি-মাসে আমাদিগের পৃথিবীর গতি পথে পতিত হইয়া থাকে এবং ইহারা অনেক স্থান অপূর্ব্ব উল্কাবর্ষণের আলোকে আলোকিত করে। পৃথিবীর বায়ু স্পর্শে অনেক অংশ প্রজ্বলিত ও হয় এবং কখন কখন ধ্বংসাবশিষ্ট অংশ সকলও পৃথিবীতে পতিত হয়। বামাবোধিনীর ২৫৩ সংখ্যায় নক্ষত্র পাত প্রবন্ধে ইহার বিষয় একবার বিবৃতি করা হইয়াছে। এই উল্কাবর্ষণ প্রায় ২ ঘণ্টা হইতে ৩ তিন ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়া থাকে। গত ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে উল্কাবর্ষণ এত দীপ্তিশালী হইয়াছিল, যে একজন দর্শক ইহার মধ্যে ৩০ সহস্র হইতে এক লক্ষ তারকাপাত গণনা করিতে সক্ষম হন। আগামী ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে পুনর্ব্বার ইহাদিগের অভ্যুদয় হইবে।

মেডিকল কলেজের ছাত্রীশ্রেণী— কলিকাতা মেডিকেল কলেজের ছাত্রীশ্রেণীতে প্রবেশের জন্য ১৩টী মহিলা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ১১টী ভর্ত্তি হইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ১০টী ফিরিঙ্গী ও ১টী পারসী।

বাবু অক্ষয় কুমার দত্ত— আমরা শুনিয়া অতিশয় শোক সন্তপ্ত হইলাম গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ বালিগ্রামে বঙ্গ লেখক শিরোমণি বাবু অক্ষয় কুমার দত্ত ৬৫ বৎসর বয়সে মানব লীলা সংবরণ করিয়াছেন। ইনি প্রায় গত ৩০ বৎসর কাল জীবন্মৃত অবস্থায় ছিলেন। যৌবন কালের কার্য্যকলাপ দ্বারাই অক্ষয়কীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। ইহাঁর নিকট বঙ্গ-রমণীগণও অঋণী নহেন, তাঁহারা ইহাঁর স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের সহায়তা করিতে যেন উদাসীন না হন।

সাময়িক সাহিত্য ও রমণী জাতি।

যাঁহারা অনুপাত-বাদ নামক এক প্রকার অত্যদ্ভুত নূতন মতের অবলম্বন করিয়া নারী-জাতিকে শিক্ষা ও দীক্ষা হইতে স্বতন্ত্র রাখিতে চাহেন, তাঁহারাও বোধহয় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে সাহিত্য-ক্ষেত্রে রমণী জাতির আবির্ভাব

বড় আধুনিক নহে। পৃথিবীর ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে আমরা বহুসংখ্যক বিদুষী রমণীর নাম দেখিতে পাই, ইহাঁদের কেহ শিক্ষয়িত্রী কেহ গ্রন্থকর্ত্রী কেহ বা "ধর্ম্মপ্রচারিকা" বলিয়া বিখ্যাতা। কিন্তু পাঠিকারা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিতা হইবেন সাময়িক সাহিত্যে নারীজাতি যেরূপ অসাধারণ প্রতিভা এবং অমিত অধ্যবসায় দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিয়া রাখিবার উপযুক্ত। আমেরিকার "চিকাগো টাইম্‌স্‌" নামক সুপ্রসিদ্ধ সংবাদ পত্রে তত্রত্য "নারীসম্পাদিকা সমিতি"র মুখপাত্র শ্রীমতী মেরিয়ন মিরুক্স মহাশয়া এতৎসম্বন্ধে যে একটী হৃদয়গ্রাহিণী লিপিপ্রকাশ করিয়াছেন, আমরা এস্থলে তাহার সংক্ষেপ অনুবাদ করিয়া দিতেছি। পাঠিকাগণ ১৮৮৬ অব্দের ২১এ মে দিবসীয় ষ্টেট্‌স্‌ম্যান নামক ইংরাজি দৈনিক সংবাদপত্রে এই অনুবাদের ইংরাজি আদর্শ দেখিতে পাইবেন।

বিবি মিরুক্স বলেন, পৃথিবীর সর্ব্ব প্রথম দৈনিক সংবাদ পত্র একজন রমণী কর্তৃক মুদ্রিত, প্রচারিত ও সম্পাদিত হয়। এলিজেবেথ ম্যালেট নাম্নী একজন রমণী লণ্ডন নগরে ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ প্রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে সর্ব্ব প্রথম দৈনিক সংবাদ পত্র প্রকাশ করেন। সমগ্র আমেরিকা রাজ্য মধ্যে মশাচুশেট্‌ নগরে সর্ব্বপ্রথম সংবাদ পত্র প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়, ইহাও একজন (বিধবা) রমণীর কীর্ত্তি!! এই রমণীর নাম মার্গারেট্‌ কেরেপার। ইনি অতিশয় দক্ষতা ও নিরপেক্ষতার সহিত তিন বৎসর কাল ব্যাপিয়া এই পত্র সম্পাদন করতঃ ভূয়োযশঃ লাভ করেন। ইহাঁর সময়ে ইংরেজেরা বোষ্টন নগর আক্রমণ করেন এবং সকল প্রকার রাজনৈতিক পুস্তক প্রচার একেবারে বন্ধ করিয়া দেন, কিন্তু কেরেপারের পত্রখানি এমনই আশ্চর্য্য ন্যায়পরতার সহিত সম্পাদিত হইত যে বৃটীশ বীরেরাও ইহা দমন করিতে সাহসী বা অভিলাষী হয়েন নাই। ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে রোড্‌স্‌ দ্বীপপুঞ্জে প্রথম সমাচার পত্র প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়, ইহার সম্পাদিকা ও স্বত্বাধিকারিণীর নাম এনা ফ্রাঙ্কলিন। ইনি ইহাঁর দুইটি কন্যা ও কতকগুলি বিশ্বস্ত ভৃত্যের সহায়তায় বহুকাল ব্যাপিয়া এই পত্র ও মুদ্রাযন্ত্র পরিচালনা করিয়াছিলেন। বিবি ফ্রাঙ্কলিন ৩৪০ পৃষ্ঠা পূর্ণ একখানি বৃহদাকার "ঔপনিবেশিক আইন" নামে গ্রন্থও প্রচার করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ প্রচারিত হইলে গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক এই রমণী রাজকীয় মুদ্রাযন্ত্রের তত্ত্বাবধায়িকা পদে নিযুক্ত হয়েন।

১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বিবি গদার্ড নিউপোর্ট নগরে একখানি সংবাদ পত্র প্রচার করিয়াছিলেন। কার্টার নামে এক সাহেব ইহাঁর সহিত যোগ দিয়া

মুদ্রাযন্ত্রের একটী প্রকাণ্ড কারখানার খুলিয়াছিলেন, তাহা [illegible] এবং [illegible] কোম্পানির ছাপাখানা নামে অভিহিত হইয়াছিল।

ভার্জিনিয়া প্রদেশের উইলিয়মসবর্গ নামক নগরে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে [illegible] কর্তৃক দুইখানি [illegible] [illegible] হইতে আরম্ভ হয়। [illegible], [illegible] "ভার্জিনিয়া গেজেট" এবং [illegible] [illegible] প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ইহাদের মধ্যে [illegible] [illegible] মুদ্রাযন্ত্রের স্থাপনা [illegible] [illegible] লিখিত হয়। [illegible] [illegible] ভোমরা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে [illegible] নগরে [illegible] টিমথি একখানি [illegible] [illegible] করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে তথায় অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত হয় এবং সেই গোলযোগে টিমথি পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে [illegible] [illegible] নিযুক্ত হয়েন এবং গবর্ণমেণ্টের মুদ্রাযন্ত্রের ভার প্রাপ্ত হয়েন। এই কার্য্যে তিনি [illegible] বর্ষকাল নিযুক্ত ছিলেন। এলিস [illegible] ইংলণ্ডে [illegible] লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। এইরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রস্তাব পরিপূর্ণ করা যাইতে পারে, কিন্তু সময়াভাবে আমাদিগকে বিরত থাকিতে হইল। এইত গেল আমেরিকার কথা [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] কিনা।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] একজন প্রধান [illegible] [illegible] [illegible] হইয়াছেন। [illegible] [illegible] ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হয়েন। [illegible] আর একজন [illegible] [illegible] বহুসংখ্যক [illegible] [illegible] হইয়াছেন। ইহাঁর [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সভা এবং খ্রীষ্ট ধর্ম্ম [illegible] প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নব অর্লিয়ন্স নগরের সুপ্রসিদ্ধ "সংবাদ পত্র সমিতি"ও একজন সুশিক্ষিতা রমণীর সুকীর্ত্তি!!

ধারণা ও স্মৃতি।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

যাহা জানিলাম তাহা মনে ধরে রাখাই ধারণা। যাহা ধরে রাখিলাম, তাহা আবার মনে লইয়া আসাই স্মৃতি। যথা, আগুনে হাত দিলাম, হাত পুড়ে গেল, মনে আগুন ও হাতের এইসম্বন্ধটী ধরিয়া রাখিলাম, আগুন দেখিয়া আমার মনে এই সম্বন্ধটী উদয় হইল। এই ধারণা ও স্মৃতি দুই শ্রেণীর কার্য্য মাত্র। সুতরাং এই কাজ করিবার জন্য শক্তির প্রয়োজন। ধারণার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন, তাহাকে ধারণা শক্তি এবং স্মরণের জন্য যে শক্তির প্রয়োজন তাহাকে স্মৃতি শক্তি বলে। এই দুই শক্তি কি এবং কিরূপেই বা তাহারা কাজ করিয়া থাকে, তার বিষয় বিশেষ কিছু আজিও জানা যায় নাই। তবে মস্তিষ্ক বা মগজের সঙ্গে তাদের যে বেশ সম্বন্ধ আছে, সেটা ঠিক। মগজ মাথার খুলির মধ্যে থাকে। পরীক্ষা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে মগজ কেবল কতক গুলি স্নায়ুসূত্র ও স্নায়ুকেন্দ্র মাত্র। এই সূত্র ও কেন্দ্রগুলি অধিক পরিমাণে যবক্ষারজান বিশিষ্ট এলবুমেনে (Albumen) তৈয়ারি। ধারণা ও স্মৃতি শক্তির সহিত মগজের সম্বন্ধ আছে বলিয়া কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে মগজের কোন এক বিশেষ জায়গায় এই দুই শক্তি বাস করিয়া থাকে। দার্শনিক বেইন সাহেব তাহা বিশ্বাস করেন না। তিনি বলেন কোন বিষয় জানিবার সময় যে স্নায়ুসূত্র এবং স্নায়ুকেন্দ্র নিযুক্ত হইয়া থাকে, ধারণা ও স্মরণের সময়ও তাহারাই কাজ করে। দৃষ্টান্তচ্ছলে বলিয়াছেন "ঘণ্টা বাজিতেছে, শব্দ শুনিতেছি, ঘণ্টা থামিল, শব্দ সঙ্গে সঙ্গে থামিল না। একটু একটু শব্দ তখনও যেন শুনিতে পাই। ঘণ্টা বাজিবার সময় শব্দ যে স্নায়ুসূত্র ও কেন্দ্র দ্বারা প্রবাহিত হইয়া আমার শব্দজ্ঞান জন্মাইয়াছিল, ঘণ্টা থামিয়া গেলেও সেই স্নায়ু সূত্র ও কেন্দ্র কাজ থেকে নিবৃত্ত হয় না। কারণ উত্তেজক থামিল অথচ শব্দ প্রবাহ থামিল না।" ঘণ্টা থামিয়া গেলেও যে শব্দ শুনি, তাহাকে তিনি একরূপ ধারণা বলিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার মতে ধারণা মাত্রই মগজের এক বিশেষ জায়গায় গিয়া জমাট বেঁধে থাকে না। বেইন সাহেব ও তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীগণ এই বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক করিতে পারেন, কিন্তু আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি যে এবিষয়ে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। সুতরাং এই দুই পক্ষের কে সত্য কথা বলিতেছেন অথবা ইহাদের কেহই সত্য কথা বলিতেছেন কি না, সে বিষয়ে আমরা

কোন মতামত প্রকাশ করিতে পারি না। তবে এই দুই শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি সম্বন্ধে আমরা যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাই বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকাগণের গোচর করিতে প্রয়াস পাইব।

সকল মানুষের ধারণা ও স্মৃতি শক্তি সমান নহে, চেষ্টাদ্বারা তাহা সমান করাও সম্ভবপর নয়। কেন সম্ভবপর নয়, তার মীমাংসা আমরা আজ করিব না। তবে কি না প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে যত দূর শক্তি বৃদ্ধি সম্ভব, চেষ্টা দ্বারা তত দূর করা যাইতে পারে, আবার চেষ্টা না করিলে উহা হ্রাস হইয়া যায়।

ইতিপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ধারণা ও স্মৃতি শক্তির সহিত মগজের খুব সম্বন্ধ আছে। মগজ সুস্থ ও পরিপুষ্ট থাকিলে এই দুই শক্তি বেশ খেলিতে থাকে। কি কি কারণে মগজ অসুস্থ হয়, তার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিচার করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, তবে সাধারণ ভাবে দুই একটী কথা বলিতেছি। মানসিক কাজের সহিত মগজের সম্বন্ধ আছে বলিয়া মগজ দিন রাত্ত ক্ষয় পাইতেছে। মগজের যথা পরিমিত রক্ত যাইতে না পারিলে এই ক্ষতি পূরণ হয় না। ইতিপূর্ব্বেই আমরা বলিয়া আসিয়াছি যে মগজে যবক্ষারজান বিশিষ্ট আলবুমেন পদার্থই অধিক। সুতরাং মগজে যে রক্ত সঞ্চালিত হয়, তাহাতে অধিক পরিমাণে আলবুমেন থাকার প্রয়োজন। মগজ রক্ত হইতেই আলবুমেন গ্রহণ করিয়া ক্ষতিপূরণ করিয়া থাকে। অতএব যবক্ষার জান বেশী থাকে, এরূপ খাবার জিনিষ খাইলে মগজের বেশ পুষ্টি সাধন হইতে পারে। মানুষ সচরাচর যে জিনিষ খায়, তার মধ্যে দুধ, ডিম, মাছ, মাংস, মটরের ডাল ও সিমের বীচি হইতে যথেষ্ট যবক্ষারজান পাওয়া যাইতে পারে। আবার জিনিষের প্রকার ভেদে যেরূপ মগজের পুষ্টি, অপুষ্টি এবং তদানুসঙ্গিক ধারণা ও স্মৃতি শক্তির হ্রাস বৃদ্ধি নির্ভর করে, জিনিষের পরিমাণ ভেদেও ঠিক সেই রূপ। স্পেন্সার সাহেব বলিয়াছেন প্রত্যেক দিন শরীরে যত রক্ত সঞ্চালিত হয়, তার পাঁচ ভাগের এক ভাগ মগজে সঞ্চালিত হইয়া থাকে। কম খাইলে অথবা উপবাস করিলে এত রক্ত কোথা হইতে আসিবে? কাজেই যাঁহারা পেট পুরিয়া খাইতে পারে না, তাদের বিদ্যাশিক্ষা বিড়ম্বনা মাত্র। বেশী খাইলেও বিপদ! আমরা "বিষম ভ্রান্তি" নামক প্রবন্ধে তাহা ভালরূপ দেখাইয়াছি। এখানেও একটু বলিয়া দিই, বেশী জিনিষ হজম করিবার জন্য বেশী স্নায়ু শক্তির দরকার। এদিকে হজম করিবার জন্য বেশী শক্তির দরকার হইলে মানসিক কার্য্যের জন্য যথা পরিমিত শক্তি পাওয়া যায় না।

অপরিমিত মানসিক পরিশ্রমে মগজ ক্ষয়িয়া যায়। মগজ যত বেশী কাজ

করিবে, তত বেশী ক্ষয় হইবে ; কাজেই ক্ষতি পূরণের জন্য তত বেশী রক্তের দরকার। পরিস্কৃত রক্ত যাইবার জন্য যে ধমনী ও অপরিস্কৃত রক্ত বাহির হইবার জন্য যে শিরা আছে, তাহাদের পরিসরের একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা আছে। সুতরাং নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ রক্তই উহার মধ্য দিয়া চলাচল করিতে পারে। মগজে ইহার চেয়ে বেশী রক্তের দরকার হইলেই, আর ছোট ছোট ধমনী অথবা শিরা দ্বারা সে কাজ হয় না। তাই যথা পরিমিত রক্ত না পাইয়া মগজ ক্রমে ক্ষীণ হইয়া যায়। মগজ ক্ষীণ হইলেই পাগল হইবার সম্ভাবনা। এজন্য হঠাৎ অপরিমিত চিন্তা অথবা উত্তেজনা বশতঃ মানুষ পাগল হইয়া পড়ে। ছেলেদের এ বিপদের বড় একটা আশঙ্কা থাকে না। কারণ তাহাদের হঠাৎ এরূপ কোন চিন্তা অথবা উত্তেজনা হয় না। বিশেষতঃ ধমনী ও শিরার পরিসর বাড়াইতে হইলে ছেলেরা তাহা অনায়াসে করিতে পারে। বাল্য কালে শিরা ও ধমনীকে ভেঙ্গে চুরে যেরূপ প্রয়োজন সেইরূপ করা যাইতে পারে, বয়স বেশী হইলে আর ওরূপ চলে না। তাই আমরা ছেলে পাগল অতি কম দেখিতে পাই। বরং কোন কোন ছেলে নির্ব্বোধ (Idiot) হইয়াই জন্মগ্রহণ করে।

মাদক দ্রব্য সেবনেও মগজ উত্তেজিত হইয়া পড়ে। তখন ইহা ধারণা কিম্বা স্মরণ করিতে পারে না। মাদক দ্রব্য সেবন অভ্যাস হইয়া গেলে এই শক্তি একেবারেই কমিয়া যায়। সুতরাং জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে হইলে কোনরূপ মাদক দ্রব্য সেবন করা উচিত নয়।

হৃদয়, ফুস ফুস, মেটেলি, পাকস্থলী ও মূত্র স্থলীর সহিত মগজের বেশ নিকট সম্বন্ধ, অর্থাৎ একের অসুখে অপরের অসুখ ও একের সুখে অপরের সুখ। সুতরাং এই ইন্দ্রিয় সমূহের যে কোন ইন্দ্রিয় অসুস্থ হউক না কেন, সঙ্গে-সঙ্গে মগজও অসুস্থ হইয়া পড়ে। সুতরাং ধারণা ও স্মৃতি শক্তিকে প্রকৃতিস্থ রাখিবার জন্য এই ইন্দ্রিয়গুলির উপরেও চোখ রাখা কর্ত্তব্য। শরীরের যে সকল দূষিত পদার্থ শরীর হইতে বহির্গত হওয়ার প্রয়োজন, তাহা বাহির না হইয়া শরীর মধ্যে থাকিয়া গেলে অথবা একবার বাহির হইয়া আবার শরীর মধ্যে প্রবেশ করিলেও মগজের অসুখ হইয়া থাকে। কোন বদ্ধ কুঠারীতে কতকগুলি লোককে বদ্ধ করিয়া রাখিলে অচিরেই তাহারা পরিত্যক্ত অঙ্গরজান বাস্প শরীর মধ্যে গ্রহণ করিয়া অচেতন হইয়া পড়ে। এজন্য বদ্ধ ঘরে বাস করিলে ধারণা ও স্মৃতি শক্তি ভাল খোলতে পারে না।

মগজ ও শরীর সুস্থাবস্থায় থাকিয়া পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইলেও ঋতু, দেশ, কাল ও বয়স ভেদে ধারণা-স্মৃতি শক্তির ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। সাধারণতঃ গ্রীষ্ম ঋতু অপেক্ষা শীত

ঋতুতে এই শক্তি দ্বয়ের আধিক্য দৃষ্ট হয়। কারণ বলিতে হইলে আমরা বিশেষ কিছু বলিতে পারি না, তবে এপর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে গ্রীষ্মকালে অনবরত ঘর্ম্ম বাহির হয় বলিয়া চর্ম্মের কাজ অধিক হইয়া পড়ে, কাজে কাজেই ঐ কাজ-কারবারের জন্য বেশী স্নায়ু শক্তির প্রয়োজন হয়। বিশেষতঃ গ্রীষ্মের বাতাসে মনও একটু চঞ্চল হইয়া উঠে। এই কারণে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকদিগের হইতে শীত প্রধান দেশের লোকেরা এই শক্তি দ্বয়ের অপেক্ষাকৃত অধিকতর প্রাধান্য দেখাইয়া থাকে।

ধারণা ও স্মৃতি জন্য যত স্নায়ু শক্তির প্রয়োজন, মনের আর কোন কার্য্য করিবার জন্য তত শক্তির প্রয়োজন হয় না। এজন্য ভোর হইতে আরম্ভ করিয়া বেলা ৯টা। ১০ টা পর্য্যন্ত এই দুই শক্তি বেশ কাজ করিতে পারে, কারণ এই সময়ে স্নায়বীয় শক্তি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। আমরা "বিষম ভ্রান্তি" প্রবন্ধে ইহা বিশেষ রূপে দেখাইয়াছি।

শৈশব ও বাল্য কালে যেরূপ ধারণা ও স্মৃতি শক্তির প্রাবল্য দৃষ্ট হয়, যৌবন প্রৌঢ় ও বৃদ্ধকালে সেরূপ দৃষ্ট হয় না; কারণ শেষোক্ত তিন কাল সন্তানোৎপাদন ও প্রতিপালনের সময়। এই কাজে পিতা মাতার অনেক শক্তি ক্ষয় হয়, সুতরাং ধারণা ও স্মরণ জন্য যত শক্তির প্রয়োজন, তত শক্তি পাওয়া যায় না।

বেশী শরীর সঞ্চালন করিলেও এই দুই শক্তি কমিয়া যায়, কারণ মাংসপেশীর সংকোচন ও প্রসারণেই শরীর সঞ্চালিত হইয়া থাকে, স্নায়বীয় শক্তি আসিয়া যদি মাংসপেশীকে উত্তেজিত না করে, তবে উহা নড়িতে পারে না। সুতরাং যত বেশী শরীর সঞ্চালিত হইবে, তত বেশী মাংসপেশীরও উত্তেজনার দরকার। মাংসপেশী বেশী উত্তেজিত করিতে হইলে, বেশী স্নায়বীয় শক্তির প্রয়োজন। কাজে কাজেই ধারণা ও স্মরণ জন্য বেশী স্নায়বীয় শক্তি পাওয়া যায় না। এজন্য আমাদের দেশী চাষারা অথবা হিন্দুস্থানের লোকেরা এই দুই শক্তির তত পরাকাষ্ঠা দেখাইতে পারে না। স্কুল কলেজের ছেলেদের মধ্যে যাঁরা কেবল ব্যায়াম লইয়াই ব্যস্ত, তাঁদের এই দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে। সুতরাং শরীরকে যথাযথ চালনা করা উচিত, অতিরিক্ত হইলেই মানসিক উন্নতির পথে কণ্টক পড়ে।

(ক্রমশঃ)

সাগর-তত্ত্ব।

বামাবোধিনীর পাঠিকাগণের মধ্যে কেহ কি কখন সমুদ্র দেখিয়াছেন? সম্ভবতঃ অনেকেই দেখেন নাই। আমাদের দেশের পুরুষদিগের ভাগ্যেই যখন সমুদ্র দর্শন সহজে ঘটিয়া উঠে না, তখন অবরোধবাসিনী মহিলাগণের পক্ষে যে উহা আরও দুর্ঘট হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য কি? পৌষমাসের মকর সংক্রান্তির দিন হিন্দু মহিলাগণ গঙ্গাসাগরে গিয়া যে 'সাগর' দেখিয়া আসেন, তাহা প্রকৃত সমুদ্র নহে, গঙ্গার মোহানা মাত্র। তবে আজ কালি যাঁহারা জাহাজে করিয়া পুরুষোত্তম যান, তাঁহাদিগকে সমুদ্রের উপর দিয়া যাইতে হয়। সমুদ্রের জল স্বচ্ছ নীলবর্ণ। এই জন্য এ দেশের দাঁড়ি মাঝিরা উহাকে 'কালাপাণি' বলিয়া থাকে। এককালে আমাদের দেশের লোক যে বাণিজ্যের জন্য সমুদ্রপথে গতায়াত করিতেন, তাহার কিছু কিছু প্রমাণ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। শ্রীমন্ত সওদাগরের গল্প অনেকে জানেন। তিনি পোতারোহণে সিংহলপত্তনে, বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলেন। এ সিংহল লঙ্কাদ্বীপ নহে। মান্দ্রাজ উপকূলে একটী বন্দর আছে, ইংরাজী মানচিত্রে তাহার নাম চিঙ্গলপট্, উহার প্রকৃত নাম চিঙ্গলপত্তন বা সিঙ্গলপত্তন। এই চিঙ্গলপত্তনই শ্রীমন্ত সওদাগরের সিংহলপত্তন। পত্তন শব্দের অর্থ বন্দর। মান্দ্রাজ উপকূলের আরও অনেক নগরের শেষে 'পত্তন' শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের উপকূলবর্ত্তী বন্দর ভিন্ন ভারত মহাসাগরীয় যাবা বালি প্রভৃতি দ্বীপে যে প্রাচীন হিন্দুদিগের গতাবিধি ছিল, তাহার কতক কতক প্রমাণ অদ্যাপি পাওয়া যায়। মধ্যে সমুদ্রযাত্রা একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, তখন কালাপাণি পার হইলে জাতি যাইত। কালে অবস্থা গতিকে সামাজিক নিয়মের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। আমাদের দেশেও তাহাই হইয়াছে। এখন অনেকে কালাপাণি পার হইয়া তীর্থ, কার্য্য বা স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য পুরুষোত্তম, মান্দ্রাজ, রেঙ্গুন, লঙ্কাদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে যাইতেছেন, তাহাতে তাঁহাদিগকে সমাজের নিকট দোষী হইতে হয় না। তবে যিনি বিলাত প্রভৃতি দূরদেশে যান, হিন্দু সমাজ তাঁহাকে ক্ষমা করিতে এখনও প্রস্তুত নহেন। কাছাকাছি কোথাও গেলে দোষ হয় না, দূরে গেলেই যত দোষ। কিন্তু সমাজের ভাবগতিক দেখিয়া বোধ হয় এ সম্বন্ধে এত বাঁধাবাঁধি অধিক দিন থাকিবে না।

সে যাহা হউক বামাবোধিনীর পাঠিকাগণের মধ্যে যে অনেকেই সমুদ্র

দেখেন নাই, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু সমুদ্রের বিষয় কিছু কি তাঁহাদের জানিতে ইচ্ছা করে না? এই যে বিশাল বারিপ্রান্তর ধরাতলের প্রায় [illegible] নানা অংশ অধিকার করিয়া রহিয়াছে, ইহার গভীরতা কত, ইহার জল লবণাক্ত কেন, ইহা দ্বারা সংসারের কি উপকার সাধিত হইতেছে, ইহার কোথায় কি আছে, পূর্ব্বকালের লোকেরা ইহার বিষয় কি জানিতেন, এক্ষণকার লোকেরাই বা কি জানেন, কিরূপে ক্ষুদ্র [illegible] ইহার নানা অংশ আবিষ্কার করিয়া সমুদ্র [illegible] [illegible] [illegible] ইত্যাদি বিষয় জানিতে কি [illegible] কৌতূহল হয় না? বামা-বোধিনীর ক্ষুদ্র কলেবরে [illegible] সমুদ্রের বিবরণ হওয়া দুষ্কর। সমুদ্রের সমস্ত ইতিহাস লাভ করিতে [illegible] খানি বৃহদাকারের পুস্তক হইয়া যায়। সে চেষ্টা আমরা করিব না, তবে মধ্যে মধ্যে সংক্ষেপে সমুদ্রের কিছু কিছু বিবরণ দিতে আমাদের ইচ্ছা আছে, তাহা হইতে পাঠিকাগণ সমুদ্র সম্বন্ধে মোটা মুটি কতকটা জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন।

জ্ঞানের অভাব হইতেই কুসংস্কারের উৎপত্তি। সমুদ্রের আকৃতি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে পূর্ব্বকালের লোকের জ্ঞান অতি সঙ্কীর্ণ ছিল বলিয়া পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে তাঁহাদের অনেক কুসংস্কার ছিল। আমাদের দেশের সেকালের লোকদের মতে পৃথিবী একটী ত্রিকোণ দ্বীপ; তাঁহারা লবণ সমুদ্র, ক্ষীরসমুদ্র প্রভৃতি সাতটী সমুদ্র আছে বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। ইউরোপের প্রাচীন ভূতত্ত্ববিদ্গণ কেহ পৃথিবীকে [illegible], কেহবা জলবেষ্টিত সমতল ক্ষেত্র, কেহবা নৌকাকৃতি ইত্যাদি নানা আকারের বলিয়া কল্পনা করিতেন। ইহার প্রধান কারণ এই যে সমুদ্র সম্বন্ধে তাঁহাদের জ্ঞান অতি সামান্য ছিল। [illegible] সমুদ্রপথে দূরদেশে যাইত, তাহারা স্বদেশে আসিয়া অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প, কিংবদন্তী ও অতিরঞ্জন করিত। ঐ সকল গল্প আমরা উপন্যাসের [illegible] [illegible] গল্প অপেক্ষা কোন অংশে কম আশ্চর্য্য নহে। ইউরোপের [illegible] লোকের বিশ্বাস ছিল যে [illegible] দিগের উপর এক মহাকায় দৈত্য বাস করে, ও [illegible] পশ্চিমাংশে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। সে কালের মানচিত্রে এই দৈত্যের প্রতিকৃতি অঙ্কিত থাকিত। এতদ্ভিন্ন ঐ সকল মানচিত্রে কত ভীষণাকৃতি কল্পনাসম্ভূত, সামুদ্রিক জীবের চিত্র প্রদত্ত হইত যাহার ভয়ে কেহ সাহস করিয়া পশ্চিম দিকে অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিত না। এমন কি কলম্বসের সময়ে যখন দিগ্দর্শন যন্ত্রের প্রচলন বশতঃ সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধে লোকের সাহস অনেক অংশে পরিবর্দ্ধিত হইয়া-

ছিল, তখনকার ভৌগোলিকগণও বিশ্বাস করিতেন যে আটলাণ্টিক মহাসাগরের বক্ষোপরি সয়তানের হস্ত অমানুষিক নাবিকগণের পোত আক্রমণ করিয়া জলমগ্ন করিবার জন্য সর্ব্বদা উত্তোলিত হইয়া রহিয়াছে। আমেরিকা আবিষ্কার করিতে গিয়া প্রথমে যখন [illegible] কলম্বসের পোতের গতি রুদ্ধ হইয়াছিল, তখন তাঁহার নাবিকগণ মনে করিয়াছিলেন যে [illegible] পৃথিবীর প্রান্তভাগে উপস্থিত হইয়াছে। ইহার পরে [illegible] ভাস্কো ডা গামা উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন করিতে ছিলেন, তখন তাঁহার নাবিকগণের মনে হইয়াছিল যেন পর্ব্বতবৎ মেঘমালার মধ্য হইতে এক প্রকাণ্ড মূর্ত্তি হস্ত সঙ্কেত দ্বারা তাহাদিগকে অগ্রসর হইতে নিষেধ করিতেছে।

কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। এখন জ্ঞান বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কুসংস্কার তিরোহিত হইতেছে। একদিকে কলম্বসের দ্বারা আমেরিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে, অপরদিকে ভাস্কো ডাগামার দ্বারা আফ্রিকার দক্ষিণ দিয়া ভারতবর্ষে আসিবার পথ নির্ণীত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ম্যাগেলান আমেরিকার দক্ষিণ ভাগ বেষ্টন পূর্ব্বক প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষ দিয়া ভারত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে আসিবার পথ আবিষ্কার করাতে পৃথিবীর গোলত্ব নিঃসন্দেহরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে। তাহার পর হইতে সাড়ে তিনশত বৎসর ধরিয়া আবিষ্কার কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। এই সময়ের মধ্যে সমুদ্রের যেখানে যেখানে যাওয়া মানুষের সাধ্যায়ত্ত, সে সমুদায় স্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে। একদিকে আসিয়ার পূর্ব্ব উপকূল হইতে আমেরিকার পশ্চিম উপকূল ও আমেরিকার পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে প্রাচীন মহাদ্বীপের পশ্চিম প্রান্ত [illegible] এবং [illegible] হইতে [illegible] সমুদ্র বক্ষস্থিত কোনও স্থান জানিতে বাকি নাই। [illegible] কৌতূহল নিবৃত্ত হয় নাই, এখন [illegible] কি [illegible] হইতেছে। এক আটলাণ্টিক মহাসাগরের [illegible] পৃথিবীর সমুদায় স্থান একরূপে জানা হইয়াছে। [illegible] বাষ্পীয়পোত উদ্ভাবিত হয় এবং তাহার অর্দ্ধ শতাব্দী পরে আটলাণ্টিকের গর্ভে সর্ব্বপ্রথম বার্ত্তাবহ বৈদ্যুতিক তার নিহিত হয়। সমুদ্র না থাকিলে এত সহজে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ তাড়িত বার্ত্তাবহ দ্বারা সংযুক্ত হইতে পারিত না। এই বাষ্পীয়পোত ও তাড়িত বার্ত্তাবহ দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত দেশ যেন একীভূত হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বে যে সমুদ্রের নাম করিলে লোকের মনে অনির্ব্বচনীয় ভীতি সঞ্চারিত হইত, এখন লোকে নির্ভয়ে

তাহার উপর দিয়া গতি বিধি করিতেছে। সমুদ্রপথ আকাবেব প্রথমা বস্থায় জলদস্যুর যে উপদ্রব ছিল, এখন আর তাহা নাই। এখন সমুদ্র সর্ব্ব জাতীয় লোকের গন্তব্য পথ হইয়াছে, অথচ এ পথে কেহ কোনরূপ কর আদায় করে না। দূরত্ব বিবেচনা করিয়া দেখিলে একস্থান হইতে অপরস্থানে যাইতে বা বাণিজ্য দ্রব্যাদি পাঠাইতে সমুদ্রের ন্যায় সহজ, নিরাপদ ও সস্তা পথ আর নাই। সমুদ্র অবিচ্ছিন্নভাবে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া আছে বলিয়া একই জাহাজে পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যাইতে সমর্থ হয়। সমুদ্রের কোথায় কোন্ স্রোত আছে, কোথায় কোন্ চড়া বা জলাবৃত পর্ব্বত হইতে বিপদের সম্ভাবনা আছে, তাহা আর মানুষের জানিতে বাকি নাই। প্রত্যেক দ্বীপ প্রত্যেক উপকূল মনুষ্যের গোচর হইয়াছে। এখন সমুদ্র সম্বন্ধে কোন অসম্ভব গল্প বলিলে কোন বুদ্ধিমান লোকে তাহাতে বিশ্বাস করে না—সে কালের অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার পূর্ণ কবিকল্পনা সমুদ্র সম্বন্ধে আর খাটে না।

নাবিকদিগের পক্ষে সমুদ্রযাত্রা এখন আর কঠিন কথা নহে, সামুদ্রিক মানচিত্রাবলীতে সমুদ্রের প্রত্যেক পথ চিহ্নিত করা আছে; দিগ্‌দর্শন দিক্ নির্ণয় করিয়া দিতেছে; বাষ্পীয় বল মনুষ্যকে বায়ু ও জলস্রোতের অধীনতা হইতে মুক্ত করিয়াছে, এখন আর বায়ুর অভাব বা প্রতিকূল স্রোতের জন্য অর্ণবপোতের গতি অবরুদ্ধ হয় না; লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া স্থানে স্থানে আলোকস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে ও হইতেছে; স্থলপথে দস্যু ভয় আছে, জলপথে তাহা নাই; এ সম্বন্ধে সাগরবক্ষ নিরাপদ, জনাকীর্ণ নগর তত নিরাপদ নহে।

ফলতঃ সমুদ্র এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় ভয়ের বস্তু নাই। সমুদ্র তীরস্থ স্থানের বায়ু স্বাস্থ্যজনক ও শান্তিপ্রদ; তথাকার অধিবাসীদিগের দূরদেশে যাতায়াতের সুবিধা অধিক; এবং তাহাদের দ্বারা অনেক দুঃসাহসিক কার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। সমুদ্রের দ্বারা আমাদের আরও কত উপকার সাধিত হইতেছে। সমুদ্রোত্থিত বাষ্প হইতে মেঘমালা উৎপন্ন হইয়া সমস্ত পৃথিবীকে শস্যশালিনী করিতেছে; কেবল স্থলভাগ হইতে যে বাষ্প উত্থিত হয়, যদি তাহাই পৃথিবীর একমাত্র সম্বল হইত, তাহা হইলে আমরা বৃষ্টি বা শিশিরের মুখ দেখিতে পাইতাম না। বলিতেই হয়, পৃথিবী মরুভূমির ন্যায় উদ্ভিজ্জ শূন্য ও জীববাসের অযোগ্য হইত। জলভারাবনত মেঘমালা, সুশীতল প্রস্রবণ, বহু শাখা প্রশাখাযুক্ত কলনাদিনী স্রোতস্বতী, উচ্চ গিরিশিখর শোভী, রজতবর্ণ তুষার স্তূপ, শ্যামল শস্যক্ষেত্র সুজলা-

ফল সদৃশ শিশিরবিন্দু—এ সকলের কিছুই বসুন্ধরাবক্ষ সুশোভিত ও সঞ্জীবিত করিত না। অসংখ্য অসংখ্য নদী সুমিষ্ট জলরাশি সাগরবক্ষে করস্বরূপ বহন করিয়া আনিতেছে তদ্দ্বারা সমুদ্র জলের উচ্চতার বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। আবার ঐ জল বাষ্পাকারে উত্থিত হইয়া বায়ুর সাহায্যে স্থলের দিকে চলিয়া গিয়া বৃষ্টি, বরফ, শিশির প্রভৃতি নানা আকারে পৃথিবীকে শীতল করিতেছে অথচ এতদ্দ্বারা সমুদ্র জলের কোনরূপ হ্রাস অনুভূত হয় না।

সমুদ্রদ্বারা ভূপৃষ্ঠের তাপ নিয়মিত হইতেছে। সমুদ্রের স্রোত একদিকে গ্রীষ্ম প্রধান দেশের তাপ মেরু সন্নিহিত শীতল প্রদেশে বহন করিয়া লইয়া যায়, অপর দিকে ঐ সকল শীতপ্রধান দেশের শীতলতা বহন করিয়া আনিয়া গ্রীষ্ম প্রধান স্থান সমূহের উত্তাপ প্রশমিত করে।

আফ্রিকার পশ্চিম দিক্ হইতে একটী উষ্ণ সামুদ্রিক জলস্রোত মেক্সিকো উপসাগরে প্রবেশ পূর্ব্বক ঐ উপসাগরের ভিতর দিয়া ঘুরিয়া বাহির হইয়া ক্রমাগত উত্তর পূর্ব্বদিকে চলিয়া গিয়াছে, ইহার নাম উপসাগরীয় স্রোত। মেক্সিকো উপসাগর হইতে যত উত্তর পূর্ব্বদিকে যাওয়া যায়, ততই ইহার বেগ মন্দীভূত ও বিস্তার পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। এই স্রোত নিরক্ষবৃত্তের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে যে উত্তাপ বহন করিয়া আনে, তদ্দ্বারা ইউরোপ খণ্ডের পশ্চিম প্রান্তস্থিত দেশ সকলের তাপ পরিবর্দ্ধিত হয়। এই জন্য ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানের পশ্চিম উপকূলে উহাদের সম অক্ষাংশস্থিত অন্যান্য দেশ অপেক্ষা শীত অল্প। আবার উত্তর মেরু সন্নিহিত প্রদেশ হইতে একটী শীতল জলস্রোত আমেরিকার পূর্ব্ব উপকূল দিয়া দক্ষিণ দিকে চলিয়া যাওয়াতে আমেরিকার ঐ সমস্ত প্রদেশে উহাদের সম অক্ষাংশবর্ত্তী অন্যান্য স্থান অপেক্ষা শীত অধিক হইয়া থাকে। সমুদ্র দ্বারা এইরূপে উত্তাপ নিয়মিত হইতেছে। এবং স্থল অপেক্ষা জল কম পরিমাণে উত্তপ্ত হয় অথচ অধিকক্ষণ তাপ রক্ষা করে বলিয়া সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানে সমুদ্রের জল বায়ু সাধারণতঃ প্রায় নাতি শীতোষ্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু সমুদ্র হইতে দূরান্তস্থিত দেশে গ্রীষ্মের সময় অত্যন্ত গ্রীষ্ম ও শীতের সময় অত্যন্ত শীত হয়। আমাদের দেশে বোম্বাই, লঙ্কাদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে উপরি-উক্ত কারণে শীত গ্রীষ্মের তারতম্য অপেক্ষাকৃত অল্প। কিন্তু উত্তর পশ্চিম অঞ্চল সমুদ্র হইতে দূরবর্ত্তী বলিয়া তথায় শীত গ্রীষ্মের তারতম্য অনেক অধিক।

সমুদ্র একদিকে যেমন উপকূল ধ্বংস করে, অপর দিকে তেমনি ভবিষ্যতে স্থল নির্ম্মাণের জন্য মৃত্তিকাদি সঞ্চিত

কারয়া রাখে। নানা কারণে পৃথিবীর স্থলভাগ ক্রমাগত ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে। কঠিন প্রস্তর পর্য্যন্ত এই নিয়মের অধীন। যে সকল অংশ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা নদীস্রোতে বাহিত হইয়া ক্রমে ক্রমে সমুদ্র গর্ভে সঞ্চিত হইতেছে। কালে হয়ত ভূমাংশের সঞ্চালন দ্বারা উহা সমুদ্রতল হইতে উচ্চে উত্থাপিত হইবে। [illegible] অসম্ভব নহে। বর্ত্তমান পৃথিবীর [illegible] পাহাড়ের অনেক [illegible], এমন কি হিমালয়ের কোন কোন অংশে [illegible] প্রস্তরাদির মধ্যে সমস্ত সমুদ্র [illegible] সামুদ্রিক জীবের কঙ্কাল দেখিতে পাওয়া যায়। [illegible] যে স্তর [illegible] আছে, তাহা [illegible] এক [illegible] নির্ম্মিত। এতদ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে ঐ সকল পাহাড় [illegible] সমুদ্র জলে নিমগ্ন ছিল। কালক্রমে সেখানকার মৃত্তিকা তাহাতে জীবদেহাবশেষসহ প্রস্তরে পরিণত ও ভূমাংশের সঞ্চালন দ্বারা উচ্চে উত্থাপিত হইয়াছে, অতীতকালে যাহা ঘটিয়াছে। ভবিষ্যতেও তাহা ঘটা অসম্ভব নহে।

সমুদ্রের [illegible] সম্বন্ধে আমরা এ প্রবন্ধে কিছু বলিব না। গত ফাল্গুন মাসের বামাবোধিনীতে ঐ বিষয়ে একটী প্রবন্ধ ছিল। সুতরাং সে সম্বন্ধে আর অধিক বলা [illegible] নিষ্প্রয়োজন।

সমুদ্রের [illegible] অনেক বর্ণিবার আছে, ইহার কোথায় কি আছে, ইহার উপর কখন কি স্মরণীয় ঘটনা ঘটিয়াছে বা ঘটিতেছে, তাহার কিছুই বলা হইল না। আমরা সমুদ্র সম্বন্ধীয় বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় সকল ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিব।

বসন্তে বিলাসিনী।

মাঘের প্রতাপে মাঘ শাসিয়া ধরণী
পলাইল প্রাণ লয়ে মকরবাহন
সিংহ বিক্রম ভানু দরশন করি।
দশ দিকে দিগঙ্গনা হাসিল উল্লাসে
বিকশিত কুন্দদন্ত বিকাশি,—হেরিয়া
ঊনবিংশ পবন পরাজয় মল্লযুদ্ধে.
মলয় পবন সহ। নভে তারাগণ
মাজিয়া আপন অঙ্গ সোণার বসনে
হেমাঙ্গ স্বরূপে যেন [illegible] আকাশে।
হেনকালে সেই যুবা সুন্দরীর প্রভু
শীতে প্রবাসিনী অঙ্গ আভরণহীন
দেখি মান অতিশয় হন বিষাদিত;
চৈত্রী নিশার শুক্লাসপ্তমীর চাঁদ
সুস্নিগ্ধ করে ধরা মৃদু কর দানে,—
পশিল অন্তঃপুরে পরবাস হতে।
পরবাসী পতি গৃহে সমাগত দেখি
গৃহিণী আনন্দে ভাসি মধুর সম্ভাষ-
সুমধুর প্রেম সেবা করে কত বিধ।

ঘিরেছে মধুর আজ যুগল মিলন,
তাই কান্তা কান্ত বড় প্রফুল্ল অন্তর।
দোঁহে দোঁহাকার প্রতি সতৃষ্ণ নয়নে
নিরখে, আত্মার প্রেম সাত্বিক লক্ষণে
প্রকাশে উভয় অঙ্গে স্বেদ অশ্রু আদি।
বিশেষ প্রেয়সী দেহ দেখি সুভূষিত
নানা আভরণে, আর চর্চ্চিত সুগন্ধে,
আবেশে বিবশ পরবাসী গৃহাগত
আরম্ভিল প্রিয়া সহ কৌতুক প্রসঙ্গ।
একি দেখি বিধুমুখি আজ তব অঙ্গে,
বিলাস তরঙ্গ রঙ্গে বরাঙ্গ ভাসিছে!
পতি যার পরবাসী সেত বিরহিণী,—
একবস্ত্রা একবেণী যোগিনীর ভাব,
তার কেন হেন সখি মনোহর বেশ,
এই কি সতীর ধর্ম্ম পতিপরায়ণে,
বিশেষ যৌবন রবি পশ্চিম গগনে
ঈষৎ হেলেছে, তুমি সন্তান জননী,
তোমার কি শোভা পায় এত ঠাট বাট?
কি ভাবে, দেখিবে লোকে তার হাবভাব,
যার পতি পরবাসী? শুনিয়া হাসিল
সুন্দরী পতির মুখে কথা এলো মেলো।
কহিল আদরে "নাথ! কেন অকারণে,
দূষিতে দাসীরে তব হয় না বিষাদ?
পরবাসী পরবাসী বলি অভিমান
কতই করিছ বঁধু, কিন্তু পরবাসী
আমিত দেখি না কভু তোমা, প্রাণাধিক
হৃদয় বিলাসী সদা তোমারে দেখিয়া
সুখের সাগরে ভাসি। নাহি আত্মারাজ্যে
দেশ কাল ভেদাভেদ, তোমা প্রতি মোর
ভালবাসা নহে শুধু জড়সুখ হেতু।
জীবন আত্মার সহ বরং কোন কালে
ইহ কিম্বা পরলোকে নাহিক বিচ্ছেদ,
তথা তব সহ মোর নাহি কোন কালে
বিরহ, তোমার সহ আত্মার মিলন।
জাগরণে কি স্বপনে তোমায় সতত
দেখিয়া সুখের সরে ভাসি নিরবধি,
দেহের দেবতা তুমি হৃদয় রতন।
আত্মময় রূপে তুমি সদা বিরাজিত
হৃদয় নিলয়ে মম। তাই তোমা সহ
কল্পনা বিরহ ঘটে। তবে কেন আমি
না সাজিব আভরণে, না পরিব বাস?
বিশেষ দেখনা চাহি জননীর প্রতি
এহেন মধুর মাসে কত সাজ তাঁর?
শুনিয়া প্রেয়সী মুখে সসার বচন
মধুমাখা, কহে কান্ত সুমধুর ভাবে,
আহা মরি বিধুমুখি, কি কথা তুলিলে,
মায়ের সুবেশ দেখি মোহে প্রাণ মন।
বোধ হয় সেই শোভা দেখিবারে মোরা
অযোগ্য, কেননা সতী ধরণীর শোভা
ধারণা করিতে নারি এক্ষুদ্র হৃদয়ে।
বোধ হয় ভগবতী বিশ্বম্ভরা দেবী
ভগবৎ বিলাসিনী তাঁর সুখান্তরে
ধরেছেন নিজ বক্ষে বসন্ত লক্ষ্মীরে।
এই যে অগণ্য ফুল বসন্ত সম্পদ
নিরন্তর সুবাসে মাতায় নাসিকা,
এই যে মলয়ানিল মেদুর হিল্লোলে
বারিছে দেহের তাপ যেন বারি দানে
অগ্নিতাপ। এই দেখ বসন্ত বিহগ
মধুকর ছুটাছুটি করে হেথা সেথা
মহোৎসবে মত্ত যেন, ঢালি স্বর সুধা
জুড়ায় চৈতন্যশীল জীবের শ্রবণ;
এই যে বসন্ত রসে রসিয়া সকল

তরু-লতা গুল্ম-পশু-পক্ষী আদি জীব
ধরেছে স্বর্গীয় শোভা নেত্র বিনোদিয়া;
এই যে মধুর মাসে কত বিধ ফল
মূল শস্য মধুরসে জুড়ায় রসনা;
তুমি কি ভাব হে প্রিয়ে, এসব কেবল
আমাদের সুখ হেতু? তা নয় তা নয়!
আমার বিশ্বাস দৃঢ় চতুর্ব্বিধ জীব
উদ্ভিজ্জ স্বেদজ-আর অণ্ড-জরায়ুজ
ভগবৎ-ভোগবস্তু, যাহা ভগবান
আশ্রয়ি করেন সদা প্রকৃতি-বিলাস।
নহিলে বিষয় ভোগে তৃপ্তি নহে কেন
আমাদের? কুসুমের মালা যবে পরি
গলায়, অঙ্গেতে চুয়া চন্দন লেপন-
চতুর্ব্বিধ রস যবে আস্বাদন করি,—
কেমন কেমন করে মন প্রাণ মোর,
ভাবি এই সব রস সেই রসময়ে
সব সুখ প্রিয়সখি, দেই প্রাণ ভরি,
যার সুখে বিশ্বসুখী, ভাল খেয়ে পরে
তাঁর সুখে দিব্য সুখ দিব্য উপভোগ।
যদি ভাবি মম দেহ যন্ত্রের স্বরূপ;
এই যন্ত্র দিয়া প্রভু সুখ আস্বাদন
করিছেন অহরহ,—তবে সুখ পাই।
নহিলে কেবল যদি নিজ সুখ খুঁজি
সকলি আমার সুখ-হেতু যদি ভাবি,
কভু না হইব সুখী, তৃপ্তি নাহি পাব।
বসন্ত সুখের হাট—শোভার বাজার
বসায়েছে শুধু সখি প্রভু সুখ তরে,
হেন অহঙ্কার যেন মনে নাহি হয়—
সকলি আমার জন্য আমি কার নয়।
বিলাসিনী পতি মুখে শুনি তত্ত্বকথা
কৃতার্থ হইয়া কহে ধরি পদ যুগ
নাথের-জীবন ব্যাপী ছিল ভ্রম জাল
প্রাণনাথ,কৃপাকরি ছিঁড়িলে হে আজি।
সকলে নিয়ত ব্যস্ত মম সুখ তরে,
জীব রাজ্যে রাজা আমি, সবে মোর প্রজা
দিতেছে সকলে মোরে সুখ উপহার,
নিত্য এই ভাব মোর মনে ছিল সখা।
তোমার কৃপায় এসে বুঝিনু সকলি—
স্বতন্ত্র আমার প্রভু, আমি নিত্য দাস,
প্রভুর সেবার তরে এই জড় দেহ।
অনন্ত বিশ্বেতে শুধু সুখ আয়োজন
হইতেছে তাঁর, মোরা মাত্র উপাদান।
তুমি আমি কিম্বা অন্যে যে যেথাকে আছে,
যেরূপে যতেক সুখ উপভোগ করে,
সকলি প্রসাদ তাঁর। প্রসাদে তোমার
শিখিনু এতত্ত্ব, নাথ। দয়া দাসী প্রতি
রেখ; তব পদে সদা রহ মোর মতি।

নিত্য পঞ্জিকা।

বৈশাখ।

১। ঈশ্বরের নাম লইয়া কার্য্য আরম্ভ কর, নিশ্চয়ই মঙ্গল ও সিদ্ধি লাভ হইবে।

২। জীবন ঈশ্বরের অমূল্য দান; ইহার সদ্ব্যয়ে জ্ঞান, ধর্ম্ম সুখ সম্পদ, ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ সকলই লাভ হয়, অপব্যয়ে অশেষ দুর্গতি।

৩। মনুষ্য আপনার কার্য্যের জন্য দায়ী। পুণ্যের ফল সুখ ও পাপের ফল দুঃখ অবশ্যম্ভাবী।

৪। বসন্তে যে বৃক্ষে মুকুল না হয়, গ্রীষ্মে তাহাতে ফলের প্রত্যাশা করা বিফল।

৫। "শুভস্য শীঘ্রং" সময় ও জলস্রোত কাহারও জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে না।

৬। চেষ্টা মনুষ্যের হস্তে, ফলবিধান ঈশ্বরের হস্তে। শুভকার্য্যে কায়মনোবাক্যে চেষ্টা কর এবং ঈশ্বরের উপর নির্ভর কর।

৭। কার্য্য ভালরূপে আরম্ভ করিতে পারিলে অর্দ্ধেক কার্য্য সম্পন্ন করা হয়।

৮। জীবনের "দৈনিক বিবরণ" রাখিতে ভুলিও না।

৯। প্রতিদিন আপনার জীবনের হিসাব পরিষ্কার রাখ। দিনগত পাপ ক্ষয় করিলে আর পাপ সঞ্চিত হইতে পারিবে না।

১০। প্রার্থনা জীবনের চাবি, ইহা দিয়া প্রতিদিন জীবনের দ্বার উন্মুক্ত কর ও বন্ধ কর।

হে জীবনদাতা ঈশ্বর! নববর্ষে তোমার জগৎ নূতন সৌন্দর্য্যে শোভিত হইয়াছে। বৃক্ষলতা সকল নূতন পল্লব ও ফুলে সজ্জিত, জীবজন্তুগণ নূতন উৎসাহে প্রমত্ত, বায়ু মধুর হিল্লোলে বহমান, আকাশ ও দিক্ সকল মধুরভাবে পরিপূর্ণ। তুমি এ সময় আমাকে নবজীবন দেও, যেন আমি নূতন উৎসাহ ও উদ্যমে জীবনের কার্য্য পুনরায় আরম্ভ করি এবং তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ ও নিষ্ঠাবান হইয়া সারা বৎসর কাল তোমার অভিমত পথে বিচরণ করিতে থাকি।

জ্যৈষ্ঠ।

১। অন্নপূর্ণা বিশ্বজননী আকাশ উনানে মহা অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া রন্ধনে বসিয়াছেন, পৃথিবীতে কত সুমিষ্ট ফল পক্ক হইতেছে। সন্তানগণ রন্ধনশালার তাপ একটু সহ্য কর, উদর তৃপ্ত করিয়া ভোজনে সুখী হইবে।

২। সূর্য্য পৃথিবীর হ্রদ তড়াগ নদী সমুদ্রের মলিন জল শোষণ করিয়া লইতেছে, তাহা বিশুদ্ধ করিয়া নির্ম্মল সুশীতল বারিবর্ষণে পৃথিবীকে স্নিগ্ধ করিবে।

৩। অতি গ্রীষ্ম হইলে বারিবৃষ্টি হয়, অতি দুঃখের অন্ধকার হইতে সুখের আলোক প্রকাশ পাইতে থাকে। ঈশ্বরের করুণায় নিরাশ হইও না।

৪। প্রস্তরময় মরুভূমি সকল হইতেই নদীস্রোত সকল উৎসারিত হয়, বালুকারণ্য সকলে বৃহৎ রসপূর্ণ ফল ও জলপূর্ণ বৃক্ষ সকল উৎপন্ন হয়, তথায় উত্তাপ যখন অসহ্য হয় তখন পৃথিবীর ধূলা গগনমণ্ডলকে আচ্ছন্ন করিয়া ভূতল ও বায়ুমণ্ডল শীতল করিয়া দেয়। ঈশ্বরের কার্য্য অলৌকিক ও অদ্ভুত।

৫। সংসার ঘোর পরীক্ষার স্থান, মনুষ্য দুর্ব্বল, কিরূপে অটলভাবে আপনাকে রক্ষা করিবে?

৬। যখন অন্তরের প্রেম শুষ্ক হয়, তখন রিপুগণ প্রবল হইয়া আক্রমণ করে।

৭। বনের হিংস্র জন্তুদিগকে ঠেঙ্গাইয়া মারা যায় না, বনে আগুণ দিলেই সকলে সহজে নিঃশেষিত হয়। অনুতাপানলেই রিপুকুল ধ্বংস হয়

৮। প্রস্তর আকাশে উঠিতে পারে না; কিন্তু এক কণা বালুকা আকাশে উড়িয়া আপনাতে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত করিতে পারে। আপনাকে লঘু না করিলে উন্নত ও দিব্য আলোকে আলোকিত হওয়া যায় না।

৯। অহঙ্কার পতনের মূল। মনুষ্য কে যে আপনার শক্তির অহঙ্কার করিবে?

১০। আপনার শক্তিতে যখন কুলায় না দেখিবে, প্রার্থনাদ্বারা দেবশক্তির আশ্রয় লইবে।

হে ঈশ্বর! দেখিতে দেখিতে সময় চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু কার্য্য পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতেছে, আমি কেমন করিয়া জীবনের কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিব? একে আমি অজ্ঞান, আপনার মঙ্গল সর্ব্বক্ষণ বুঝিতে পারি না, তাহাতে অলস, যাহা বুঝি তাহাও সম্পাদনে সচেষ্ট হই না। তুমি আমার জড়তা দূর কর, আমাকে জ্ঞান দেও, বল দেও, আমি আর এক মুহূর্ত্ত সময় যেন বৃথা না কাটাই। তোমার সাহায্যের উপর একান্ত নির্ভর করিয়া যেন সমুদায় দেহ মণ প্রাণ তোমার কার্য্যে নিয়োগ করি এবং তোমার প্রসাদ লাভ করিয়া জীবনকে কৃতার্থ ও সুখী করিতে পারি।

সিপাহীযুদ্ধে ভারত রমণীর দয়া।

অনেকের বিশ্বাস ১৮৫৭ অব্দের প্রসিদ্ধ সিপাহী বিপ্লবে ভারতের উন্মত্ত জনসাধারণে ইংরেজের শোণিতে আপনাদের হস্ত কলঙ্কিত করিয়াছে, নিহত ইংরেজদের ধন সম্পত্তিতে আপনাদিগকে সমৃদ্ধ করিবার চেষ্টা পাইয়াছে এবং নিরীহ ইংরেজ কুলকামিনী ও ইংরেজ বালকবালিকাদিগকে কঠোর আঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া আপনাদের নিষ্ঠুরতায় একশেষ দেখাইয়াছে। যে সকল ইংরেজ লেখক ঐ প্রসিদ্ধ বিপ্লবের ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকে ভারতবাসীদিগের চরিত্র এইরূপ কলঙ্কিত করিতে ত্রুটী করেন নাই। সুখের বিষয় এই যে, কোন কোন সহৃদয় ইংরেজ এই কলঙ্কের রেখা প্রক্ষালিত

করিতে যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছেন। সভ্য জগতে ইহাঁদের এই সহৃদয়তা, এই ন্যায়পরতা ও এই উদারতার সম্মান চিরকাল থাকিবে। বস্তুতঃ সিপাহী যুদ্ধের সময়ে ভারতের সমগ্র জন সাধারণ কখনও ইংরেজদিগের বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করেন নাই। তাঁহারা অনেক স্থলে নিরাশ্রয় ইংরেজদিগকে আশ্রয় দিয়া দয়া ও পরোপকারের যথোচিত পরিচয় দিয়াছেন, ইহাঁরা এজন্য আপনাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিতে ক্রটী করেন নাই। দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে যে ইহাঁদের সাহায্য না পাইলে পলাতক ইংরেজেরা কখনও রক্ষা পাইতেন না! অনাথ ইংরেজ বালক বালিকা কখনও অক্ষত শরীরে থাকিত না এবং অনাথা ইংরেজ কুলকামিনীও আসন্ন মৃত্যুর হস্ত হইতে কখনও পরিত্রাণ পাইতেন না।

ঐ সময়ে ভারতের দয়ার্দ্রপুরুষেরা যেমন বিপন্ন ইংরেজদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তেমনই দয়াবতী রমণী গণও কোমল হস্ত প্রসারণ করিয়া বিপন্নদিগের সমক্ষে সুখ ও শান্তির স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য বিকাশ করিয়াছিলেন। রমণী চিরদিনই প্রীতির পুত্তলি এবং রমণী চিরদিনই দয়ার অনন্ত উৎস। সিপাহী বিপ্লবে ভারতের রমণী কুল অনুপম প্রীতি ও অসাধারণ দয়ার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। নিম্ন শ্রেণীর রমণীরাও আপনাদের আয়ত্ত দয়া ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেন নাই। এস্থলে ঐরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে।

মিরাটের যুদ্ধোন্মত্ত সিপাহিগণ ত্বরিতগতিতে গ্রামের পর গ্রাম ছাড়াইয়া যখন দিল্লীতে উপস্থিত হয়, দিল্লীর ইংরেজেরা যখন আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়েন, তখন পল্লীগ্রামের অনেক দয়াবতী রমণী পলাতক ইংরেজদিগকে রক্ষা করেন। এই সময়ে ইংরেজেরা প্রাণের দায়ে যেরূপ ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে তাহাদের মধ্যে কিছুমাত্র শৃঙ্খলা ছিল না। যিনি যে সুযোগ সম্মুখে পাইয়াছিলেন, তিনি সেই সুযোগে প্রাণ লইয়া পলাইয়াছিলেন। এই গোলযোগের মধ্যে দুইটী ইংরেজ মহিলা একজন আহত ডাক্তারকে সঙ্গে লইয়া দিল্লী হইতে শশব্যস্তে প্রস্থান করিয়াছিলেন। ডাক্তারের মুখে গুলির আঘাত লাগিয়াছিল, ঐ আঘাতে তাঁহার চিবুক ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। আহত স্থান হইতে অনবরত রক্তস্রাব হওয়াতে ডাক্তার বড় অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন; এই অবসন্ন ডাক্তারের সঙ্গে দুইটী কুলকামিনী প্রাণের ভয়ে বিহ্বল হইয়া রাত্রিকালে দিল্লী হইতে কর্ণালের অভিমুখে ধাবিত হন। পথে ইহাদের অনেক কষ্ট হয়। এক এক সময়ে ইহারা আশ্রয় স্থান অভাবে, খাদ্য অভাবে অশেষ যাতনা ভোগ করেন। কিন্তু ইহারা যখন কোমল

পল্লীগ্রামে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন পল্লীবাসী মহিলাগণ ইহাদিগকে আহারীয় ও পানীয় দিয়া সম্প্রীত করিতে ক্রুটী করেন নাই। একদা এই পলাতকেরা কোনও গ্রামের নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন, এই সময়ে সেই গ্রামের কয়েকটী কুল-মহিলা ইহাঁদিগকে দেখিতে পান। দুইটী ইংরেজ কুলরমণীর ও আহত ডাক্তারের শোচনীয় অবস্থায় পল্লীবাসিনীগণ এরূপ দুঃখিত হন যে তাঁহারা প্রাণ পণ করিয়া ইহাদের শুশ্রূষা আরম্ভ করেন। একটী মহিলা জল গরম করিয়া ডাক্তরের ক্ষতস্থান পরিষ্কার করিয়া দিবার ব্যবস্থা করেন। আর কয়েকটী মহিলা আপনাদের গ্রামে ভাল তরকারী সংগ্রহ পূর্ব্বক সুস্বাদু ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া সেই ব্যঞ্জন ও কয়েক খানি রুটী ক্ষুধার্ত্ত পলাতকের জন্য আনিয়া দেন। উপস্থিত সময়ে উন্মত্ত সিপাহিরা চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। যদি ইহারা পল্লীবাসিনীদিগের এরূপ কার্য্য জানিতে পারিত, তাহা হইলে নিঃসন্দেহ তাঁহাদের প্রাণ যাইত। পল্লীবাসিনী কামিনীগণ এই ভয়ঙ্কর সময়ে এইরূপ ভয়ঙ্কর অবস্থায় পতিত হইয়াও বিপন্নদিগকে রক্ষা করিতে উদাসীনী থাকেন নাই। তাঁহারা আপনাদের জীবন হানির সম্ভাবনা জানিয়াও অসহায় ও অনাশ্রয়দিগের জীবন রক্ষায় অগ্রসর হন। উক্ত পলাতকগণ পল্লীবাসিনীদিগের আহারাদি আহার পানে পরিতৃপ্ত হইয়া আর এক পল্লিগ্রামে উপস্থিত হন। এই গ্রামের মহিলাগণও ইহাদের সহিত যথোচিত সদ্ব্যবহার করেন। অবশেষে ইহারা বলগড় নামক স্থানে উপস্থিত হন। একটী ক্ষত্রিয় মহিলা এই স্থানে কর্ত্তৃত্ব করিতেন। ইনি পলাতকদিগকে আপনার প্রাসাদে আশ্রয় দেন। তাঁহার আদেশে ভৃত্যগণ ঐ অসহায়া ইংরেজ মহিলা এবং আহত ডাক্তারের জন্য খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত করেন। পলাতকেরা বলগড়ের রাণীর এইরূপ দয়ায় আহার পানে পরিতুষ্ট হইয়া সেইখানে শ্রান্তি বিনোদন করেন। রাণীর সাহায্য না পাইলে উপস্থিত সময়ে বিপন্নগণ আপনাদের প্রাণ রক্ষা করিতে পারিতেন না। এইরূপ নানা স্থানে আশ্রয় পাইয়া এবং নানা স্থানে নানা প্রকার সুস্বাদু দ্রব্য উপভোগ করিয়া পলাতকগণ নিরাপদে কর্ণালে যাইয়া পৌছেন।

উপস্থিত ঘটনায় অন্যান্য স্থলেও ভারতরমণীর এরূপ দয়া ও পরোপকারিতার জ্বলন্ত পরিচয় পওয়া যায়। বুঁদীর অধিপতির ধর্ম্মপরায়ণা বনিতার পবিত্র ধর্ম্মের কথা উপস্থিত সময়ের ইতিহাস উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। বুঁদীর অধীশ্বরী যখন শুনিতে পাইলেন যে, যে সকল ইংরেজ কুল কন্যা ও বালক বালিকা এক সময়ে সুখ সৌভাগ্যে লালিত পালিত হইত, তাহারা এক্ষণে আশ্রয়বিহীন ও অন্ন

রিহীন হইয়া আশ্রয় স্থলের অভাবে দিবসের প্রচণ্ড রৌদ্র ও রাত্রির দুরন্ত হিমের মধ্যে জঙ্গলে পড়িয়া রহিয়াছে, এই শোচনীয় দুর্গতির সংবাদে কামিনীর কোমল হৃদয় আর্দ্র হইল। বুদীর রাণী বিশ্বস্ত লোক দ্বারা নিজ ব্যয়ে অরণ্যস্থিত নিরাশ্রয় ইউরোপীয়দিগের নিমিত্ত আহার্য্য ও পরিধেয় পাঠাইতে লাগিলেন, পাদুকা প্রভৃতি অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রেরিত হইতে লাগিল। রাজমহিষীর এরূপ সাহায্যে নিরাশ্রয় ইউরোপীয়গণ নিরাপদে দিল্লী স্থিত সেনানিবাসে উপস্থিত হন। রাণী যথাসময়ে সাহায্য না করিলে ইহাদের অনেকের প্রাণ বিনষ্ট হইত। এই রূপ সাহায্য দানে যে আপনার প্রাণ হানি হইবে, তাহা রাণী জানিতেন। কিন্তু জানিয়াও তিনি হৃদয়ের ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হন নাই। হিতৈষিণী রাণী অবিচলিত চিত্তে অপার হিতৈষিতার গৌরব রক্ষা করিলেন। যাঁহারা আপন প্রাণ তুচ্ছজ্ঞান করিয়া পরোপকারে উদ্যত হন, তাঁহাদের জীবনের সহিত কোন পার্থিব পদার্থের তুলনা হয় না। তাঁহাদের হৃদয়ে নিরন্তর স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য বিরাজ করে। তাঁহারা নিরন্তর দেব ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া এই দুঃখ শোকময় ভূলোকে শান্তির অমৃত রস সিঞ্চন করেন। ভারতের রমণীকুল এক সময়ে এইরূপে পবিত্র স্বর্গীয়ভাবের অলৌকিক মহিমা বিকাশ করিয়া ছিলেন।

প্রাচীন আর্য্য রমণীগণ।

১১—বিশিষ্টা।

জননীর মাহাত্ম্য থাকিলেই, পুত্র মহাত্মা হন,—দেবহূতি ও মদালসার চরিত্রে তাহা সপ্রমাণ হইয়াছে। এ বারেও ঐ শ্রেণীর একটী মহিলার বিবরণ প্রকটিত হইল। দেবহূতি ও মদালসা পৌরাণিক সময়ের; বিশিষ্টাদেবী তদপেক্ষা অপ্রাচীন কালের হইলেও, ইতিহাসোল্লিখিত কালের কাহিনী। তাঁহার বিষয় আলোচনায় অনেকেই আমোদিত হইবেন। দাক্ষিণাত্যের অন্তঃপাতী কেরল প্রদেশে চিদম্বর নামক গ্রামে বর্ত্তমান সময়ের ১১০০ একাদশ শত বর্ষ পূর্ব্বে শিবগুরু নামে এক বিপ্র বসতি করিতেন। তিনি মালব দেশের নাম্বুরি-অভিধেয় ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব ছিলেন। তাঁহার অন্য নাম বিদ্-

জিৎ। এই প্রস্তাবে আমরা কখন শিবগুরু, কখন বা বিশ্বজিৎ—এই দুই নামই উল্লেখ করিব। অথচ যে মহিলার মহত্ব কীর্ত্তিত হইতেছে, তিনি সেই দ্বিজবরের গৃহলক্ষ্মী। তিনি মণ্ডনাখ্য নামে এক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণের কন্যা। তাঁহার নাম বিশিষ্টা-গ্রন্থ-বিশেষে তাঁহার নামান্তর শ্রীমহাদেবী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি এক অসামান্যা নারী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে ও শিবগুরুর ঔরসে, ৭১০ সাত শত দশ শকের (৭৮৮ খৃষ্টাব্দের) বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষীয় দশমী তিথিতে জগৎপূজ্য শঙ্করাচার্য্য জন্ম পরিগ্রহ করেন। শঙ্করাচার্য্যের জন্ম-সম্বন্ধে দুইটী কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। প্রথম এই যে,—অপত্য কামনায় দেবী বিশিষ্টা মহাদেবের তপস্যায় দেহ ক্ষয় করিয়া ফেলেন। কিন্তু এই কঠোর সাধনায় তিনি সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন নাই। ও দিকে বিশ্বজিৎ অপুত্রক হওয়ায়, সংসার পরিত্যাগ করিয়া, চিদম্বরস্থিত শিবের আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন। এরূপ প্রবাদ,—বিশিষ্টা দেবীর উৎকট তপশ্চরণে সন্তুষ্ট হইয়া, চিদম্বরের মহেশ্বর তাঁহার গর্ভে প্রবিষ্ট হন। এই উপলক্ষে চিদম্বরের লোকেরা তাঁহার চরিত্রে সন্দিহান হইয়া, তাঁহাকে জাতিচ্যুত করিয়া দেয়। তিনি বিশুদ্ধ-স্বভাবা হইলেও, জনাপবাদে আপনাকে লজ্জিত ও দুঃখিত চিত্ত [illegible] মত দেহ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক লোক-গঞ্জনা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবেন, মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন।

এই সময়েই এক দিন বিশিষ্টা দেবীর পিতার প্রতি স্বপ্নে প্রত্যাদেশ হইল,—"তোমার কন্যা বিশুদ্ধচারিণী। সাবধান, যেন কোন ক্রমেই তাঁহার গর্ভপাত না ঘটে। তোমার তনয়ার গর্ভে মূর্ত্তিমান্ শঙ্কর আবির্ভূত হইয়াছেন।"

দ্বিতীয় জনশ্রুতি অনুসারে শিবগুরু সংসারাশ্রম পরিত্যাগ পুরঃসর কখনই অরণ্যে প্রয়াণ করেন নাই। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত গৃহধামে থাকিয়া, সপত্নীক তপশ্চর্য্যা দ্বারা শরীরপাত করেন। অবশেষে একদা ভূতভাবন ভগবান ভবানীপতি, দম্পতির পুরোভাগে উপস্থিত হইয়া, বর প্রদান করিতে চাহিলেন। বিশিষ্টা দেবীর ভর্ত্তা, সর্ব্বগুণে-সমলঙ্কৃত পুত্র প্রাপ্তির প্রার্থনা জানাইলেন। মহাদেব তথাস্তু বলিয়া তিরোহিত হইলেন। অনন্তর মহাভাগা দেবী, স্বামি-সকাশে এই বৃত্তান্ত বিদিত হইয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে স্ব-ভবনোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন। যথাকালে সুলক্ষণাক্রান্ত, তেজঃপুঞ্জ এক কুমার ভূমিষ্ঠ হইলেন।

এই দুই ঘটনার মধ্যে কোন্ কোন্ অংশ বাহুল্য-বর্ণন-দোষে দূষিত, পাঠিকারা পাঠমাত্র প্রতীতি করিতে পারিবেন বলিয়া, এ স্থলে ঐ বৃত্তান্ত অবিকল লিখিত হইল।

এই শঙ্কর দেব যেরূপে উত্তর কালে অদ্বৈত মত প্রবর্ত্তন করেন, ক্রমশঃ তাহা সঙ্কলন করিয়া, এ স্থলে বিচারিত হইতেছে। মাতা পিতার উদ্যোগে ৮ অষ্টম বৎসরে শঙ্করের উপনয়ন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অতঃপর তাঁহার বেদ শিক্ষার সূত্রপাত হয়। ৪ চারি বৎসর মাত্র শ্রুতি শাস্ত্রাধ্যয়নে পর্য্যবসিত হইল। এই সময় তাঁহার জনক কলেবর পরিত্যাগ করেন। ১২ দ্বাদশ বৎসর বয়সের সময় প্রয়োজনীয় তাবৎ শাস্ত্রাধ্যয়ন সাঙ্গ হয়। এই ঘটনাটী অস্বাভাবিক, সুতরাং অবিশ্বাস্য,—অনেকে এই প্রকার মনে করিতে পারেন। যাঁহারা এ বিষয়ে সংশয়াপন্ন হইবেন, তাঁহারা সুবিখ্যাত জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের শিক্ষা বিষয় পাঠ করিয়া দেখিবেন। সে যাহা হউক, বিশ্বজিতের অবর্ত্তমানে শঙ্কর-জননীই স্বীয় কুমারের সর্ব্ব-বিষয়ের একমাত্র ভরসাস্থল হইলেন। ভর্তৃবিয়োগের পরেও যে, আচার্য্য শঙ্করের শাস্ত্রপাঠ বন্ধ হয় নাই, পিতৃ-হীন-বনিতার যত্নই তাহার একমাত্র কারণ, তৎপক্ষে কিছুমাত্রও সন্দেহ হইতে পারে না। এই সময়ে অর্থাৎ ১৬ ষোড়শ বৎসর বয়ঃক্রমকালে শঙ্করাচার্য্য প্রাচীন ও প্রাচীন ১০ দশ উপনিষদের * ও বেদব্যাস-প্রণীত ব্রহ্মসূত্র গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করেন। এই সময়েই হউক, বা ইহার অল্প কাল পরেই হউক, সন্ন্যাসাশ্রম পরিগ্রহ করিবার বাসনা তাঁহার মনোমধ্যে বলবতী হইয়া উঠে। কেবল স্বীয় জননীর অনিচ্ছা প্রযুক্ত তাহা সফল করিতে পায় নাই। দেবী, পুত্রকে পরিণয়-পাশে আবদ্ধ করিবার কারণ প্রাণপণ চেষ্টিত থাকেন। ইহাতে পুত্রের ন্যায় তাঁহারও মনোরথ পরিপূর্ণ হয় নাই। পরিশেষে যে ঘটনাচক্রে শঙ্করের সন্ন্যাসাবলম্বন সংঘটিত হয়, তাহা এই,—

একদা নিজ মাতাকে সমভিব্যাহারে লইয়া শঙ্করদেব কোন আত্মীয়ের ভবনে গমন করেন। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-সময়ে পথিমধ্যে দেখিতে পাইলেন যে, গমনকালে যে তটিনী অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন তাহা বৃষ্টিজলে পরিপূর্ণা। তরঙ্গিণীর প্রবল প্রবাহের খর্ব্বতা হউক, তৎপরে পর পারে গমন করিব, এই স্থির করিয়া, কিঞ্চিৎ কাল প্রতীক্ষা করিয়া, জননী ও পুত্র নদীতে অবতরণ করিলেন। স্রোতস্বতী-গর্ভে গমন করিতে করিতে, শঙ্করের কণ্ঠ পর্য্যন্ত জলমগ্ন হইয়া আসিল। তখন তিনি সুন্দর অবসর পাইয়া কহিলেন, "মা! যদ্যপি আমায় সন্ন্যাস ধর্ম্মাবলম্বনের অনুজ্ঞা না দাও, তবে উভয়কেই সলিল নিমগ্ন হইতে হইবে। আর যদি আমাকে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণে অনুমতি প্রদান কর, তাহা

* ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ড, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, ঐতরেয় এই দশ উপনিষদ।

হইলে, পরাৎপরের অর্চ্চনা করিয়া দুই জনেরই প্রাণযাত্রা বিধানের সদুপায় সমুদ্ভাবন করিতে পারি।' *

শঙ্কর জননী বিষম বিপাক দেখিয়া, অগত্যা তনয়ের মতে মত দিলেন। তখন শঙ্কর, মাতাকে স্বকীয় পৃষ্ঠে আরোহিত করিয়া সন্তরণ দ্বারা, নদীর পরপারে গিয়া সমুপস্থিত হইলেন। প্রণাম প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক সংসারাশ্রমের নিকট হইতে চিরবিদায় লইয়া স্বাভিলষিত কর্ম্ম ক্ষেত্রোদ্দেশে মনের আনন্দে যাত্রা করিলেন। এই সময় তিনি নানাদেশ, কত শত জনপদ-মণ্ডল ও ভূরি ভূরি রাজ্য পরিভ্রমণ পুরঃসর শৃঙ্গাখ্য আদ্রিমধ্যে সুরেশ্বরাচার্য্য প্রভৃতি শিষ্যপরম্পরা পরিবৃত হইয়া, বেদান্ত শাস্ত্রের অনুশীলন করিতে থাকেন। সেই সময়েই বিশিষ্টা দেবীর অন্তিম সময় সমাগতপ্রায় হয়। একে স্বামিবিহীনা হওয়ায়, যারপর নাই দরিদ্রবেশধারিণী, তাহাতে আবার তিনি বর্ষীয়সী হইয়াছিলেন। এই শোচনীয় অবস্থায় নিপতিত হইয়া একমাত্র আশা ও সান্ত্বনার স্থল প্রিয় কুমারকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্যক্রমে কোন সুযোগে শঙ্করাচার্য্য জননীর সেই দুর্দ্দশার কথা শ্রুতিগোচর করিবামাত্র মাতৃ-সন্নিধানে আগমন করিলেন। শিষ্য প্রশিষ্যদিগকে আশ্বাস দিয়া, শঙ্করাচার্য্য কালী গ্রামে যাওয়াতে, তাঁহার জননীর আর্ত্তসূচক বিলাপধ্বনি, মর্ম্মবেদনা প্রভৃতির অবসান হইল।

বিশিষ্টা দেবী, পুত্র দর্শনরূপ অভাবনীয় সৌভাগ্য লাভে আশ্বস্ত হইলেন। পরে তিনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া পুত্রকে বলিলেন, 'বৎস! আমার তো চরম সময় সমাগত। আমি অজ্ঞানা নারীজাতি। এ অবস্থায় আমার যাহা করা বিধিসঙ্গত ও পরমার্থকর, তাহার উপদেশ দাও।'—

শঙ্কর জননীর বাক্যাবসানে নিরাকার ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয় কহিতে লাগিলেন। জ্ঞানপ্রধান ও অনধিগম্য তথ্য বিশিষ্টা দেবীর অন্তর ধারণা করিতে সমর্থ হইল না। তিনি যেরূপ বলিতে থাকিলেন, এস্থলে তাহা যথাবৎ প্রকটন করা গেল।

বিশিষ্টা দেবী।—সেই দুরধিগম্য নিরাকার ব্রহ্মকে আয়ত্ত করিতে পারি, আমার এমন সামর্থ্য কি? আমি ধর্ম্মতত্ত্বের অনধিকারিণী। আধ্যাত্মিক বিষয়ের উচ্চ অঙ্গের অনুধ্যান করিতে পারা, আমার সাধ্যাতিরিক্ত। কেন না, আমি কোমলমতি, ধর্ম্মবলহীনা—দুর্ব্বলাত্মা নারী। অতএব আমারে, শিব, সুন্দর, স্নিগ্ধমূর্ত্তি, সগুণ ব্রহ্মের বিষয় বর্ণন দ্বারা আমার উপকার সংসাধন কর।

শঙ্করাচার্য্য প্রথমতঃ মাতাকে অগ্-

* কেহ কেহ লিখিয়াছেন,—মাতার মরণ পর্য্যন্ত শঙ্কর গুরুবাশ্রমে বসতি করিয়াছিলেন। কিন্তু অধিকাংশের গ্রন্থে এই কথা [illegible]।

দেবের রুদ্রমূর্ত্তির উপদেশ দিলেন। তাহাতে তাঁহার চিত্তের তুষ্টি হইল না দেখিয়া, প্রশান্তদর্শন বিষ্ণু দেবতার স্তোত্র পাঠ দ্বারা নিজ মাতার আনন্দ বিধান করিলেন। অতঃপর বিশিষ্টাদেবী মর্ত্যধাম পরিত্যাগ করিলেন।

এরূপ প্রবাদ যে,—মলবের লোকেরা শঙ্কর মাতার অন্ত্যেষ্টির নিমিত্ত অগ্নি প্রদান বা শবদাহ কার্য্যে কোন প্রকার আনুকূল্য করে নাই। তাহারা শঙ্করাচার্য্যের প্রতি বড়ই অপ্রসন্ন ও বিরূপ ছিল। তাহার কারণ, শঙ্কর প্রচলিত ধর্ম্মমতের উপর ঘোরতর আঘাত করিয়াছিলেন। সেই আঘাতের প্রতিঘাতে তাঁহার ঐ দুরবস্থা সংঘটিত হয়। দেশ সংস্কারকগণকে যে চিরন্তন প্রচলিত মর্ম্মপীড়া পাইতে হইয়াছে, শঙ্করের ভাগ্যে তাহা না ঘটাই বিচিত্র। শুদ্ধ ঐ প্রতিকূলাচরণই যে একমাত্র মর্ম্মশূল, তাহাও নয়। শঙ্করদেবের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে দোষারোপ শুনা যায়, তাহা ঐরূপ লোকদিগের স্বকপোলকল্পিত বই আর কিছুই নয়। অন্যথা ধর্ম্মবীরপ্রসূ বিশিষ্টাদেবীর অখ্যাতি কদাচ সম্ভাবিত ও বিশ্বাস্য নহে। দেবহুতি ও মদালসার সহিত তুলনা করিলে, বিশিষ্টা তাঁহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা তাঁহাদের সমকক্ষ হইবেন না। না হউন, তিনিও একটী রমণী, তদ্বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। তাঁহার পুত্র শঙ্করাচার্য্যই তাঁহার মুখ চির উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন।

সংযুক্তাহরণ।

(২৫৬ সংখ্যা ২৬ পৃষ্ঠার পর।)

নিমন্ত্রিত নৃপগণ স্বয়ংবরাঙ্গণে
আসি উপস্থিত ক্রমে প্রাসাদ তোরণে,
অশনি নির্ঘোষে ভীম শতঘ্নী ভীষণ
সংকেতে প্রচারে শুভ বার্ত্তা আগমন।
অহা ধূমোন্মুক্ত অগ্নি প্রজ্বলে যেমতি,
মুহূর্ত্তে ধাঁধিয়া নেত্রে ধাঁধিয়া তেমতি
বিভাতিল যানরাজী—কাঞ্চন নির্ম্মিত,
মণিময় কারুকার্য্যে সুচারু খচিত।
সম্মুখে বৈজয়ন্তিক বিচিত্র পতাকা
শোভে তাহে স্বর্ণাক্ষরে নাম ধাম আঁকা।
নৃপতির রাগী বৃন্দ নানা বেশ ধরি
সুশোভিল সভাঙ্গনে; আশু অবতরি
দাণ্ডাইলা রাজগণ, বরবেশে বর!
বরাঙ্গে বিচিত্র শোভা, অপূর্ব্ব সুন্দর!
একে পূর্ণিমার শশী, নির্ম্মেঘ গগণ,
তাহে শরতের যোগ মাণিক্যে কাঞ্চন!
অগ্রসরি ব্যগ্র হয়ে কনোজ ঈশ্বর,
রাজ-ব্যবহারে সবে করি সমাদর,
যোগ্য মত সম্মানিয়া পূজি প্রতিজনে,
বসাইলা একে একে নির্দ্দিষ্ট আসনে।

প্রসারিত সভা গৃহে পরিখা বেষ্টিত,
স্ফটিক প্রাকারে ঘেরা, কৌশলে নির্ম্মিত।
মণিময় পীঠ মঞ্চ অপূর্ব্ব সুন্দর,
রচিত বিচিত্র রত্নে উজ্জ্বল ভাস্বর,
মধ্যে মরকতময় পট্ট উদ্ভাসিত [illegible]
সুরুচির কারুকার্য্যে বিচিত্র খ[illegible]
সুগঠিত পাদপীঠ মর্ম্মর প্রস্তরে,
সুগন্ধি কুসুম মালা শোভে স্তরে স্তরে,
[illegible] সুরভি বিন্দু [illegible]
শিল্পসিদ্ধ ব্যজনী বহিছে অবিরত।
এক এক মঞ্চ হেন বাসব বাঞ্ছিত,
এক এক রাজ জন্য রহে প্রতিষ্ঠিত।
স্বর্ণাক্ষরে নাম ধাম অঙ্কিত শিখরে,
চিহ্নিত বিজয় ধ্বজ উড়িছে উপরে।
শত শত মঞ্চ হেন রচিত কৌশলে
চক্রাকারে মধ্য দেশে, সমুন্নত স্থলে
প্রতিষ্ঠিত মহা মঞ্চ,—সম্রাট [illegible]
সংস্থাপিত যার মধ্যে, [illegible]
যথা সমাসীন হয়ে, স্বয়ংবর স্থল
এক বারে সন্দর্শন করেন সকল;
নিজ নিজ মঞ্চে রহি রাজগণ আর
যথায় করিতে পারে সম্মান তাঁহার।
সুরম্য তোরণ দুই পার্শ্বে বিরাজিত
মণিময় সুশোভিত, আলোকে মণ্ডিত,
প্রবেশ নির্গম জন্য ভিন্ন ভিন্ন পথ,
সশস্ত্র সজ্জিত রক্ষী ফিরিছে নিয়ত।
সুবিচিত্র চন্দ্রাতপে আবৃত অঙ্গন,
নানাবর্ণ দীপাধারে সজ্জিত কেমন!
মধ্যে মধ্যে মণিময় স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত,
সুগন্ধি কুসুম দামে অপূর্ব্ব সজ্জিত!
রুচি, যত্ন, ব্যয়, শিল্প কিসের বাখান?
ভূমণ্ডলে ইন্দ্র সভা হয় অনুমান।
সমাগত রাজগণে বসায়ে আদরে,
স্বয়ংবর সভাস্থল প্রদক্ষিণ করে,
সমস্ত প্রস্তুত দেখি পূর্ণ আয়োজন,
আপন নির্দ্দিষ্ট মঞ্চে বসিল রাজন।
মধুর জাতীয় বাদ্য উঠিল বাজিয়া,
কুলভট্ট সভা শোভা গায় দাঁড়াইয়া,
মহোৎসাহে কুলাচার্য্য করে নান্দীগান,
বৈজয়ন্ত ধামে মহা যজ্ঞ অনুষ্ঠান।
সম্ভ্রমে দৈবজ্ঞ নিবেদিলা শুভক্ষণ!
সভাস্থ করিতে কন্যা কহিলা রাজন।
সহসা থামিল বাদ্য, জন কোলাহল,
নিথরিল নৃত্য গীত, স্তব্ধ সভাস্থল।
স্পন্দহীন জনগণ নাহি স্ফুরে কথা,
চিত্রার্পিত মূর্ত্তি চিত্রশালিকায় যথা!
মন, কর্ণ, নেত্র মেলি সাধনে নিরত!
মায়াপুরী ইন্দ্রজাল কুহক তাবত!

(ক্রমশঃ)

বাঙ্গালা প্রবচন।

আমরা বাঙ্গালী স্ত্রীকবি দৃষ্টান্তে এদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের আশ্চর্য্য রচনা শক্তি এবং অসাধারণ বিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তার অনেক পরিচয় দিয়াছি। আমা-

দের জাতীয় প্রবচন সকলের অধিকাংশই ইহাঁদিগেরই সৃষ্টি এবং তাহাতে প্রয়োজনীয় সকল বিষয়েরই সুন্দর উপদেশ আছে। বস্তুতঃ সেগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল লাভ হয়। তদ্ভিন্ন অনেক প্রবচন অনেক সুবুদ্ধি ও সুরসিক লোকের রচিত, তাহাহইতে বিস্তর শিক্ষা ও আমোদ পাওয়া যায়। এই জন্য আমরা বাঙ্গালা প্রবচন সকল সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াদেখি ইহা একটী অতিবৃহৎ ব্যাপার, যত সংগ্রহ করা যায় শেষ করা যায় না। বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকাগণ এ বিষয়ে আমাদিগকে সাহায্য করিলে বিশেষ উপকৃত হইব। বাঙ্গালা প্রবচনের মধ্যে বাঙ্গালী জাতির ব্যবহৃত সকল প্রবচন বাক্য সঙ্কলন করাই আমাদিগের উদ্দেশ্য সুতরাং মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত ও হিন্দী বাক্যও দৃষ্ট হইবে। পাঠক পাঠিকাদিগের নিকট একটী বিষয় বক্তব্য, একই প্রবচন বঙ্গদেশের ভিন্নভিন্ন জেলায় কিছু কিছু ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় গ্রথিত ও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমরা অধিকাংশ স্থলে কলিকাতা অঞ্চলের প্রচলিত কথা দিব, তাহাতে কোন কোন কথা শ্রুতিকটু বা অশ্রুতপূর্ব্ব বলিয়া বোধ হইলে কেহ বিরক্ত হইবেন না, তাঁহাদিগের কথা দিয়াই তাঁহারা সে প্রবচন সংশোধন করিয়া লইবেন। আমাদিগের প্রদত্ত ভাষা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ভাষায় গ্রথিতবাক্য পাইলে আমরাও তাহা সংশোধন করিয়া লইতে প্রস্তুত আছি।

১ অকাল কুষ্মাণ্ড।

২ [illegible] অক্ষাত্রে না নোও বাঁশ,
[illegible] কবে টাঁশ ট্যাঁশ।

৩ অঙ্গারঃশতধৌতেন মলিনত্বং নমুঞ্চতি

৪ অজ্ঞাত কুলশীলস্য বাসোদেয়ো
[illegible] কস্যচিৎ।

৫ অতিথি সর্ব্বময় গুরু।

৬ অতি দর্পে হতা লঙ্কা।

৭ অতি বড় সুন্দরী না পায় বর,
অতিবড় ঘরণী না পায় ঘর।

৮ অতিবাড় বেড়না ঝড়েতে উড়াবে,
অতি ছোট হ'ওনা ছাগলে মুড়াবে।

৯ অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।

১০ অতি বুদ্ধির না ভাত [illegible]

১১ অতি লোভের হয়, গালে তুলে দেয়,
ঢিক্‌লেত * হয়।

১২ অদ্য ভক্ষো ধনুর্গুণঃ।

১৩ অধনেন ধনং প্রাপ্য
তৃণবৎ মন্যতে জগৎ।

১৪ অন্ধ জাগো, কিবা রাত্রি কিবা দিন।

১৫ অমৃতে অরুচি কার?

১৬ অরণ্যে রোদন।

১৭ অব্যবস্থিত চিত্তস্য প্রসাদোপি ভয়ঙ্করঃ। [illegible]

১৮ অবুঝে বুঝাব কত বুঝ নাহি মানে,
ঢেঁকিকে বুঝাব কত নিত্য ধান ভানে।

১৯ অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ।

* গিলিতে।

১ আগে খেলে বাঘে খায়।

২ আগে দেও কড়ি,
তবে দিব বড়ী।

৩ আগে হলাম আমি, তার পর হল
মা; হাসতে হাসতে দাদা হলো,
বাবা হলো না।

৪ আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ।

৫ আচারে লক্ষ্মী বিচারে পণ্ডিত।

৬ আছে গোরু না বয় হাল,
তার দুঃখ সর্ব্বকাল।

৭ আছে কাজ ত সকালে সাজ।

৮ আজি খেয়ে নেড়া নাচে,
কালিকের [illegible]।

৯ আজি মরে লক্ষ্মণ ছমাসের পথ।

১০ আসল ঘরে মশাল নাই
চেঁসকেলে চাঁদোয়া।

১১ আঁটিকুড়োর পুত।

১২ আতুরে নিয়মো নাস্তি।

১৩ আত্মদোষে ধর্ম্ম,
পিচুলোকের কর্ম্ম;

১৪ আপনার মান আপনার কাছে।

১৫ আদি্য কইলে দেবতা তুষ্ট,

১৬ আদি্য কইলে মনুষ্য রুষ্ট।

১৭ আপনার বেগাল পথ্যি পায় না।

১৮ আপনার ছাগল লেজের
দিকে কাটি।

১৯ আপনার ছেলেটী, খায় এতটী,
বেড়ায় যেন নাটিমটী।
পরের ছেলেটা, খায় এতটা,
বেড়ায় যেন বাঁদরটা।

২০ আপ রুচি খানা, পর রুচি পরনা।

২১ আপ ভালা ত জগৎ ভালা।

২২ আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

২৩ আপনি পায় না সঙ্করাকে ডাক।

২৪ আদা ব্যাপারীর জাহাজের খবর।

২৫ আপনার বেলায় ছ কড়ায় গণ্ডা,
পরের বেলায় তিন কড়ায় গণ্ডা।

২৬ আপনার নয় ঠাকুর পরে কি
করিবে?

২৭ আমার বুদ্ধি শোন,
ঘর দোর ভেঙ্গে নটে শাক বোন।

২৮ আলালের ঘরের দুলাল।

২৯ আলোচাল দেখলে ভেড়ার মুখ
চুলকোয়।

৩০ আশার অর্দ্ধেক ফল।

৩১ আস্তে খেয়েছ, দৌড় [illegible]

৩২ আঁধারে ঢিল মারা।

(ক্রমশঃ)

পুস্তকাদি সমালোচন।

১। বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা।—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত, মূল্য ।৵০ আনা। ইহাতে প্রথমে বিধবা-বিবাহের সপক্ষে ও বিপক্ষে প্রায় সমস্ত যুক্তি নিরপেক্ষভাবে প্রদত্ত হইয়া বিপক্ষ যুক্তি সকল বিখণ্ডিত

হইয়াছে। লেখক শাস্ত্র ও যুক্তি উভয় প্রমাণ লইয়া বিচার করিয়াছেন। বিধবা-বিবাহের সপক্ষ বিপক্ষ উভয়েই এ পুস্তক পাঠে উপকৃত হইবেন।

৩। The welcome to Pundita Ramabai of India—আমেরিকার পেনসিলবিনিয়া মাহলা মেডিকাল কলেজের অধ্যক্ষ ডিন বড়লীর নিকট হইতে এই পুস্তকখানি উপহার পাইয়া আমরা যার পর নাই কৃতজ্ঞ হইলাম। ইহাতে আনন্দযশী বাই ও রমাবাই সম্বন্ধীয় অনেক জ্ঞাতব্য বিবরণ আছে। আমেরিকার সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও রমণীগণ ভারতের কত হিতৈষী এবং ভারতের গুণবতী রমণীদিগের প্রতি তাঁহাদের কত শ্রদ্ধা ও অনুরাগ, ইহাতে তাহা দর্শন করিয়া হৃদয়ে আনন্দ ধরে না। ঈশ্বর আমেরিকার সহিত ভারতের সহন্ধ প্রিয়তর ও দৃঢ়তর করিতে থাকুন।

নূতন সংবাদ।

১। ফিলাডেলফিয়া স্ত্রী নর্ম্মাল বিদ্যালয় সমূহে পুরাণ শিক্ষার পরিবর্ত্তে রন্ধন শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। এদেশীয় নারীগণ রন্ধনশিক্ষাকে কি সামান্য বোধ করিতে পারেন?

২। মহারাজ দলীপ সিংহকে এডেন হইতে পুনরায় বিলাত যাত্রা করিতে হইয়াছে।

৩। টিকারীর রাণী মহারাজ কুমারী রাজেশ্বরীকে গবর্ণমেণ্ট হইতে মহারাণী উপাধি প্রদান করা হইয়াছে। দুঃখের বিষয় উপাধিলাভের পূর্ব্বেই তিনি ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন।

[illegible] মহারাণীর মৃত্যু হইয়াছে। [illegible] একজন [illegible]ণী ও উন্নত প্রকৃতির রমণী ছিলেন। কিছু দিন হইল ৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নগরবাসীদিগের জন্য জলের সুব্যবস্থা করেন। তাঁহার আরও অনেক সুকীর্ত্তি আছে।

৪ পরলোকগত বাবু অক্ষরকুমার [illegible] ৩৬হাজার টাকা রাখিয়া গিয়াছেন, তন্মধ্যে ১০ হাজার টাকা দেশহিতকর বিবিধ সৎকার্য্যে দান করিয়া গিয়াছেন। বিজ্ঞান তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল, বিজ্ঞানসভায় ২॥০ হাজার টাকা দিয়াছেন।

বামাগণের রচনাবলী।

১।

নক্ষত্র।

যুঝিয়া সমস্ত দিন যবে নিশীথিনী
পরাজয়ি প্রভাকরে, বিপুল আনন্দ ভবে,
বিস্তারিয়া অধিকার ছাইলা মেদিনী,
লাজে ভয়ে তেজোহীন হ'য়ে বিবস্বান,
অলঙ্ঘ্য নিয়তি স্মরে, গিয়া অস্তাচল পরে
লুকাল বদন খানি পেয়ে অপমান।

২

নীরবেতে শশধর গগনে উদিল,
নীরবে ধরণীপরে, কৌমুদী পড়িল ক'রে,
নীরবে সরসী জলে কুমুদী হাসিল।
মৃদু মৃদু সঞ্চরিয়া বিলাসী পবন,
পরশি কুসুমদলে, মনোহর পরিমলে,
সুবাসিত হয়ে যায় যথা বাতায়ন,

৩

নীরবে মানব কুলে পরশি যতনে,
শোক তাপ ভুলাইয়া,
নিদ্রাকোলে শোয়াইয়া,
ঢালে যত শান্তিবারি সদা-পাপ-দগ্ধ মনে
কখন নীরবে পেয়ে জলাশয়োপরে
হ'য়ে ঘোর রাগান্বিত,
ক'রে জল আলোড়িত,
রজত বরনে শত শত ভাগ করে।

৪

ওই যে গগন মাঝে ঝিকি মিকি করে,
লোকে যারে তারা বলে,
পণ্ডিত বিজ্ঞান বলে
বৃহৎ বলেন কোটী যোজন অন্তরে;
পণ্ডিতা না হই আমি না জানি বিজ্ঞান,
হেরি ক্ষুদ্র তার কায়, পড়ি বড় ভাবনায়,
চন্দ্রাতপে হীরা খণ্ড করি অনুমান।

৪

আবার ভাবনা কভু হয় এ অন্তরে,
নন্দন কাননজাত, এই সেই পারিজাত,
কিম্বা স্বর্ণ বুটা স্বর্গনারী নীলাম্বরে।
নক্ষত্র! যে হও তুমি জানিনা তোমায়,
তোমার নীরবহাসি,
মনে বড় ভালবাসি,
কিন্তু ও হাসির অর্থ বলনা আমায়।

৫

মানব নিকর বাসনার দাস দাসী,
তাই আশা মন্ত্র বলে,
দুঃখকেই সুখ বলে
দেখি কি বিদ্রূপ হাস্য হাস স্বর্গবাসি?
তাহা যদি হয় তবে হেসো না হেসোনা,
শোকে দুঃখে নিরাশায়
কত হৃদি ফেটে যায়,
দেখিয়া সেরূপ দুঃখ আনন্দে ভেসনা।

৭

যদিও সৌভাগ্যবান ভাব আপনায়,
তথাপি সৌভাগ্য পাছে,
নিয়ত দুর্ভাগ্য আছে
যেমন জীবের পাছে কাল ধর্ম্ম ধায়।
বিকসিত ফুলকুল সুষমার কোলে,
তদুপরি অলি সব,
করে গুণ গুণ রব,
আঁখি মাঝে কৃষ্ণ তারা যেমন উজলে।

৮

আহা সে কুসুম স্তোম উদ্যান ভূষণ,
শুষ্ক হয়ে কাল করে,
ঝ'রে পড়ে ধরা পরে,
একটীও দল তার রহেনা কখন।
তাই বলি নক্ষত্র রে! অত কেন হাস,
বিভাবরী পোহাইলে,
সৌভাগ্য যাইবে চলে
রবেনা রবেনা কভু হবে হীন ভাস।

৯

সময় চক্রেতে বাঁধা রয়েছে যখন,
সুসময়ে আস্ফালন,
করিওনা অকারণ,
দুঃসময়ে অধৈরয হওনা কখন।

কাহারো দুঃখের তরে রবেনা সময়,
(দেখে) কাহারো সৌভাগ্যসুখ,
কাল ত চাবে না মুখ,
চলে যাবে অবিরাম কে রোধিবে তায়?

শ্রীকুমুদিনী
বিদ্যানন্দ কাটী।

দ্বারভাঙ্গাধিপতি মহারাজের উদ্যোগে লেডী ডফরিণ কর্ত্তৃক দ্বারভাঙ্গায় স্ত্রীচিকিৎসা বিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনোপলক্ষে লিখিত।

গোহাল রজনী
রক্তিম বরণী
ঊষা বিনোদিনী উদিল অই,
উজল অরুণ
কিরণ তরুণ
উঠিছে ছড়ায়ে শনৈঃ শনৈঃ।
বসন্ত অনিল
সুনীল সলিল—
ব্যাগ্রমতী বক্ষে বহিছে কিবা,
গুল্ম লতা তরু
কুসুম সুচারু
করিছে সুশোভা রজনী দিবা।
আনন্দের রেখা
আলোকের লেখা
উৎসবের নানা হয় আয়োজন,
রম্য হর্ম্ম্য রাজি
সারি সারি সাজি
কি অপূর্ব্ব আজি হইছে শোভন!
কুসুমের মালা
নানা শিরে খেলা,
চারিদিকে আজ হতেছে প্রকাশ,
মধুর বাজনা
সঙ্গীত দামামা
আনন্দে পূরিছে পৃথিবী আকাশ।
বড় শুভ দিন
সাধ্বী ডফরিণ
আসিছেন আজ আনন্দে বিহারে,
বিহারী ভগিনী
অশিক্ষিতা জানি
উদ্ধারে তাদের ব্যথিত অন্তরে।
শিখাইতে জ্ঞান
চিকিৎসা বিজ্ঞান
বিহারী নারীরে, পরম আদরে
আপন হস্তেতে
বিহার ভূমেতে
বিদ্যালয় ভিত্তি গাঁথিলা প্রস্তরে।
বিকার দুর্দ্দিন
সাধ্বী ডফরিণ
বিনাশের সূত্র পাতিলে আজ,
"হও চিরজীবী"
ঘোষুক পৃথিবী—
চিরজীবী হোক্ দ্বারভাঙ্গা রাজ।

শ্রীমতী সুমতি মজুমদার।
দ্বারভাঙ্গা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৫৮ সংখ্যা। | আষাঢ়—১২৯৩—জুলাই ১৮৮৬। | ৩য় কল্প। ২য় ভাগ।

সামরিক প্রসঙ্গ।

অর্দ্ধশতাব্দী রাজত্ব—গত ২১এ জুন মহারাণী বিক্টোরিয়ার রাজত্বের ৪৯ বর্ষ পূর্ণ হইয়া ৫০ বর্ষ আরম্ভ হইয়াছে। ইংলণ্ডের অল্প রাজা এতদিন সিংহাসন ভোগ করিয়াছেন। রাজ্ঞী এলিজেবেথ ৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন। ৩য় জর্জের রাজত্ব ৬০ বৎসরব্যাপী হইলেও প্রায় ২০ বর্ষ তিনি পাগল অবস্থায় ছিলেন এবং যুবরাজই রাজ্যশাসন করেন। বিশ্বরঞ্জন ধার্ম্মিকা মহারাণীর জয় হউক, ইহা সকলেরই প্রার্থনা।

পার্লেমেণ্ট পুনর্গঠন—ইংলণ্ডের প্রধান রাজমন্ত্রী গ্লাডষ্টোন আয়র্লণ্ড শাসন ব্যবস্থার যে পাণ্ডুলিপি করিয়াছেন, তাহা পার্লেমেণ্টের গ্রাহ্য না হওয়াতে মহারাণী পার্লেমেণ্ট ভঙ্গ করিয়াছেন। পার্লেমেণ্ট ও মন্ত্রি সভা আবার নূতন সংগঠিত হইবে।

রোমের নেকড়িয়া—রোমের স্থাপন কর্ত্তা রমুলাস ও রিমাস নেকড়িয়া কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হওয়াতে রোমের কাপিটল পর্ব্বতে আড়াই হাজার বৎসরের অধিক কাল একটী করিয়া নেকড়িয়া সাদরে রক্ষিত হইত। বাঘিনীর চীৎকারে নগরবাসীদিগের নিদ্রাভঙ্গ হয় বলিয়া এই প্রথা এখন রহিত করা হইয়াছে।

আনন্দ যশী বাই—আমেরিকাতে

আর ৪ মাস থাকিয়া ইংলণ্ডে যাইবেন। আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া কোলাপুরের নব-প্রতিষ্ঠিত স্ত্রী-হাঁসপাতালের কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন।

শোক সভা—পরলোকগত মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্তের জন্য শোক প্রকাশার্থ বালীগ্রামবাসীরা সর্ব্বপ্রথমে সভা করেন। সভাবাজার রাজবাটীতেও নগরবাসী অনেকে মিলিয়া তাঁহার গুণকীর্ত্তন পূর্ব্বক স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন জন্য এক কমিটী নিযুক্ত করিয়াছেন। মহানগরে আর একটা বৃহৎ সভা হইবার সূচনা হইতেছে। আমরা আশা করি হৃদয়বতী মহিলাগণ এ সময় কিছু না করিয়া নিরস্ত থাকিবেন না।

জলের দুগ্ধত্ব— সঞ্জীবনী কোন বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছেন ;—পূর্ব্বগত শনিবার অপরাহ্নে জলপাইগুড়ি রাজার দীর্ঘির জল দুগ্ধবৎ শ্বেতবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। অনেকে বোতলে পুরিয়া এই জল রাখিয়া দিয়াছে। তথাকার ডেপুটী কমিশনার ও ডাক্তার ঐ জল পরীক্ষার্থ লইয়া গিয়াছেন। (২৩ জ্যৈষ্ঠ)

বৃক্ষের গতি—এডুকেশন গেজেটের বর্দ্ধমানস্থ এক সংবাদদাতা বিশেষ অনুসন্ধান পূর্ব্বক লিখিয়াছেন ;—"জাহানাবাদ সব ডিবিজনের অন্তর্গত রামনগর গ্রামে একটী অতীব বিস্ময়জনক ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে। পুষ্করিণীর তীরস্থ একটী ঈষৎ নমিত খর্জ্জুর বৃক্ষ প্রাতঃকাল হইতে উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে নমিত হইয়া বেলা দুই প্রহরের সময় উহার পত্রসমূহ জলে পতিত হয়। পরে ক্রমে উঠিয়া রাত্রিতে সরল ভাবে পুনরায় দণ্ডায়মান হয়। এই আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়া প্রদেশীয় লোক সমূহ বৃক্ষে দেবতা-বিশেষের আবির্ভাব জ্ঞানে দলে দলে বৃক্ষমূলে উপস্থিত হইতেছে।" সকল প্রাকৃতিক ঘটনারই প্রাকৃতিক কারণ আছে। অজ্ঞ লোকে তাহা দেবতার বুজরুকী মনে করে।

শিশুর জন্মমৃত্যু—প্রতি বর্ষে পৃথিবীতে ৪ কোটী ৩০ লক্ষ শিশু জন্মে এবং ৩ কোটী ৯০ লক্ষ মরিয়া যায়। এই হিসাবে প্রতিদিন ১১৭৮০৮, প্রতিঘণ্টায় ৪৮০০ ও প্রতিমিনিটে ৮০ টী শিশু ভূমিষ্ঠ হয় এবং প্রতিদিন ১০৬৪৮০, প্রতি ঘণ্টায় ৪৪৪০ ও প্রতি মিনিটে ৭৪টী শিশু কালগ্রাসে পতিত হয়। প্রতি মিনিটে জাত ৮০ টীর মধ্যে ৬টী মাত্র বাঁচে, বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহাদের মধ্য হইতেও এক একটী করিয়া মৃত্যুর কবলে যায়। এক-আধটী যাহা যমের ভুক্তাবশিষ্ট থাকে, তাহা লইয়াই মনুষ্যসমাজ !

আশ্চর্য্য প্রসব—এক জর্ম্মণ রমণী ১১ মাসের মধ্যে দুইবার প্রত্যেক বারে ৩টীকরিয়া সন্তান প্রসব করিয়াছেন।

রেলগাড়িতে স্ত্রীশকট—ইষ্টইণ্ডিয়ার ন্যায় ইষ্ট বেঙ্গল রেল লাইনেও স্ত্রীলোকদিগের জন্য স্বতন্ত্র গাড়ীর ব্যবস্থা হইয়াছে, শুনিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। এ বিষয়ে আউড রোহিলখণ্ড রেলওয়ের ব্যবস্থা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। তথায় স্ত্রীগাড়ীতে এক একটী স্ত্রী গার্ড বা পরিচারিকা নিযুক্ত আছে,

তাহারা স্ত্রী আরোহীর প্রতি বিশেষ যত্ন ও সমাদর প্রকাশ করিয়া থাকে।

ইউরোপীয় বিশেষ সংবাদ;—

(১) সেণ্টপিটার্সবর্গে নর্দান হেরাল্ড নামক একখানি রাজনৈতিক সংবাদ পত্র প্রকাশিত হইতেছে। ইহার সম্পাদক ও প্রকাশক উভয়েই স্ত্রীলোক। রুষিয়ায় স্ত্রীলোক দ্বারা রাজনৈতিক পত্রিকা সম্পাদনের এই প্রথম [illegible]।

(২) লণ্ডনে পিপল্স ব্যাঙ্কের অধ্যক্ষ পদে একজন স্ত্রীলোক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

(৩) [illegible] একটী [illegible] প্রস্তুত [illegible] একজন স্ত্রীলোক [illegible] আসিতেছেন, [illegible] একটী [illegible] করিয়াছেন।

(৪) [illegible] ফরাসী গবর্ণমেণ্ট [illegible] বৃদ্ধ ও আতুরদিগের ভরণ পোষণার্থ একটী সুন্দর উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। পৃথিবীর মধ্যে ফরাসীরা একটী প্রধান ও সমৃদ্ধিশালী জাতি। ইহাদের সম্রাট ও রাজগণ অতুল ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট স্বাধীনতন্ত্র হইলে রাজপদের সহিত রাজকোষও জাতীয় সম্পত্তি হয়, সুতরাং রাজমুকুট ও রাজাভরণ সকল অব্যবহার্য্য পড়িয়া আছে। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট মনন করিয়াছেন যে সেই সকল মহার্ঘ রত্নের লটারি (সুরতি খেলা) হইবে। লটারির টিকিট সমগ্র সভ্য জগতে বিক্রীত হইবে এবং তদুৎপন্ন অর্থে অনাথ বৃদ্ধ ও আতুর দিগের [illegible] সংস্থান করা হইবে। এই মহৎ কার্য্যটী ফরাসীর ন্যায় মহৎ জাতির শোভা।

(৫) আমাদিগের তৃতীয় রাজকুমারী [illegible] মঙ্গলবার মধ্যাহ্নে [illegible] করিতেছেন। অভ্যাগত বালক ও বালিকার সংখ্যা প্রায় ২০০ দুই শত। রাজকুমারী স্বয়ং পরিবেশনের সহায়তা করিয়া থাকেন।

বিবি গ্লাডষ্টোন।

“যোগ্যং যোগ্যেন যুজ্যতে” একটী সমীচীন প্রবচন। আমাদিগের বর্ত্তমান রাজ-মন্ত্রী গ্লাডষ্টোনের গুণের কথা ব্যাখ্যা করিয়া আর কাহাকেও পরিচয় দিতে হইবে না, তিনি যেমন সুবিদ্বান ও সহৃদয়, সেইরূপ তেজস্বী ও কর্ম্মঠ পুরুষ—বৃদ্ধবয়সেও মানসিক ও দৈহিক শ্রমকার্য্যে যুবকদিগকে হারাইয়া দেন। গ্লাডষ্টোন-পত্নীও স্বামীর সম্পূর্ণ অনুরূপ। তিনি একজন বিদ্যাবতী, সাধ্বী ও কার্য্য-কুশল রমণী। স্বামীর ন্যায় স্ত্রীও লোকহিতকর ব্রতে দিন-

পালন করিয়া থাকেন। স্বামীর সাধু-কার্য্যে সাধ্যমত সাহায্য করিতে তিনি সর্ব্বদাই সমুৎসুক। যখন অবসর পান, পল্লীস্থ জনগণের সহিত মিলিত হইয়া কতই মঙ্গল কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। দুঃখী লোকদিগের প্রত্যেক কুটির তাঁহার বিশেষ পরিচিত। সঙ্গতিহীন লোকদিগের জন্য তাঁহার [illegible] ধন, পদ, ও সম্মান [illegible] বস্তু নহে, কিন্তু সারল্য ও শীলতা তাঁহার প্রিয় সামগ্রী। ইহার জন্য ধনাভিমানী ও পদাভিমানী ব্যক্তিরা কখন কখন তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য করেন না। এমন কি একদা কতিপয় পদাভিমানী ব্যক্তি প্রধান মন্ত্রীর নিকট এই জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু মন্ত্রিবর এই মাত্র উত্তর দেন যে তিনি কখনও তাঁহার স্ত্রীর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই ও করিবেন না, তাঁহার ইহা ধ্রুব বিশ্বাস যে তাঁহার সহধর্ম্মিণী কখনও অন্যথা কার্য্য করেন না এবং যাহা করেন তাহা ভালই করেন। গুণবতী স্ত্রীর প্রতি গুণবান্ স্বামীর এইরূপ ব্যবহারই বটে।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তুলা রপ্তানি বন্ধ হইলে লাঙ্কাশায়ারস্থ তন্তুবায়দিগের মধ্যে যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, মন্ত্রি-পত্নী তন্নিবারণার্থ বহুল পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। হেওয়ার্ডেন পর্য্যন্ত রাস্তা ও পথ নির্ম্মাণার্থ ৫০ জন শ্রমজীবীকে নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগের জীবিকার সম্বল করিয়া দেন। একদা তাঁহার একজন কর্ম্মচারী আসিয়া শ্রমজীবীদিগের মধ্যে তিনজনের নামে এই বলিয়া অভিযোগ করে যে তাহারা অলস ও উত্তরদায়ক, সর্ব্বদা অবাধ্য, সুতরাং তাহাদিগকে ছাড়াইয়া দিতে হইবে। মন্ত্রিপত্নী উত্তর করেন যে এরূপ সময়ে তাহাদিগকে ছাড়াইয়া দেওয়া উচিত নহে। তাহাদিগের সাহায্যার্থ এই কার্য্যানুষ্ঠান, কার্য্যের উন্নতি তাহার লক্ষ্য নহে। সুতরাং রাস্তা শেষ হইয়া গেলেও যতদিন না দুর্ভিক্ষ শেষ হইয়াছিল, ততদিন তিনি উক্ত দরিদ্রলোক সকলের সাহায্য করিয়াছিলেন।

তিনি পরিশ্রম করিতে এত ভালবাসেন যে যখন নিজের কোন কার্য্য না থাকে, দুঃখী প্রতিবেশীর কুটিরে গিয়া স্বহস্তে তাহাদের পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন। কিপ্রকারে চারা রোপণ করিলে ভাল হয়, পুষ্প বৃক্ষ সকল কিরূপে থাকিলে সুন্দর দেখায়, বাটীর পারিপাট্য কিরূপে করিতে হয়, তিনি স্বয়ং ইহার সম্পাদনে ও তত্ত্বাবধানে পরম প্রীতি লাভ করেন।

একজন আমেরিক মহিলা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া তাঁহার পরিশ্রমের বিষয় এই প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন যে "একটী মস্তিষ্ক ও দুইটী

হস্তে এত কার্য্য সম্পন্ন হয়, ইহা চিন্তা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।” আর এক ব্যক্তি তাঁহার যোগ্যতা ও কর্ত্তব্য-পরায়ণতার ব্যাখ্যা করিয়া বলিয়াছেন যে এই অপূর্ব্ব রমণী যদিও ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি সংসারে তাঁহাকে পাইলে সকল কার্য্যই সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হওয়া যায়।

“যদি কোন কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে চাও, তাহা হইলে তুমি স্বয়ং কর।” ইহা ইঁহার জীবনের মূল মন্ত্র। তাঁহার পিতা সর রিচার্ড প্লাইনি হেওয়ার্ডিন কাসলের বেরোনেট বলিতেন যে বালিকাবস্থাতেও তিনি তাঁহার ধাত্রীর শ্রম লাঘবের জন্য কত উপায় উদ্ভাবন করিতেন। তিনি যে ভবিষ্যতে রমণী-কুলের আদর্শ হইবেন, প্রথম হইতেই তাহার বিশেষ পরিচয় দিয়াছিলেন।

রমণীর বুদ্ধি কৌশল।

আরব্য সাহিত্য অনুসন্ধান করিলে যে পরিমাণে উপন্যাসময় গ্রন্থ সমূহ দেখিতে পাওয়া যায়, পৃথিবীর আর কোনও সাহিত্যে তদ্রূপ পাওয়া যায় না। জগতের যে জাতি যে পরিমাণে স্বাধীন এবং সুখী, সেই জাতি সেই পরিমাণে আমোদপ্রিয় এবং সৌখীন হইয়া উঠে। রাজনৈতিক ইতিহাসে আরব দেশের অধিবাসীদিগের স্বাধীনতাস্পৃহা, স্বেচ্ছাচারিতা, সমরপ্রিয়তা, স্বদেশরক্ষণশীলতা, প্রভৃতি বিষয়ের যেরূপ ইতিবৃত্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা পাঠ করিলে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই যে পৃথিবীর মধ্যে কেবল মাত্র আরবদেশে কখনও কোনও কালে বিজাতীয় পতাকা উড্ডীন হয় নাই। এরূপ নিরাপদ এবং নিশ্চিন্ত জাতি যে সুখে ও স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিবে, ইহারা যে অনেক অবকাশ সময় আমোদ বা উপন্যাস চর্চ্চায় যাপন করিবে ইহা বিচিত্র নহে। সমগ্র আরবের প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোকের কোনও নির্দ্দিষ্ট আবাস নাই, ইহারা স্থানে স্থানে ঋতু বিশেষে শিবির স্থাপন করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে এবং ভ্রমণকারী বেশে দেশের সর্ব্বত্র পর্য্যটন করিয়া থাকে, সুতরাং অনেক সময়ে উপন্যাসাদি বিরচন বা বিবৃত করিয়া সময় ক্ষেপণ নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠে। বোধ করি, এই জন্যই আরব্য সাহিত্যে এত উপন্যাসের প্রাদুর্ভাব। বোধকরি এই জন্যই আরব দেশে শীত ঋতুতে অগ্নি-কুণ্ডের চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিয়া বিদ্বজ্জন সমাজ উপন্যাসের এত অনুশীলন করেন। যাহাই হউক, আরব্য সাহিত্যের সমগ্র উপন্যাসময় গ্রন্থাবলীর মধ্যে “একাদশ সহস্র রজনী” নামধেয় সুবৃহৎ

গ্রন্থখানি সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও সারগর্ভ। ইংরাজী ভাষায় এই গ্রন্থের নাম "আরেবিয়ান নাইট," আরবদেশে ইহা "আলেফ্ লায়লা" নামে অভিহিত। এই পুস্তক পাঠ করিলে রমণী জাতির যেরূপ অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, চাতুর্য্য কৌশল, ধর্ম্ম ভীরুতা এবং স্বর্ণশক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার এক একটি দৃষ্টান্তে এক এক খানি রমণীয় নাটকের ভিত্তি প্রস্তুত হইতে পারে। আমরা সেই অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থের অন্তর্গত অসংখ্য দৃষ্টান্তের মধ্যে অদ্য একটীমাত্র পাঠিকাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করি। দৃষ্টান্তটী পুস্তকের সর্ব্ব প্রথমেই সন্নিবেশিত হইয়াছে, কিন্তু "একাদশ সহস্ররজনী" গ্রন্থের পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে কয়জন মনোনিবেশ পূর্ব্বক তাহার সারতত্ত্ব সংগ্রহে সযত্ন হইয়াছেন, আমরা জানি না।

অতিপূর্ব্বকালে পারস্য দেশে একজন প্রবলপ্রতাপান্বিত নরপতি বাস করিতেন। ইঁহার পিতা সিন্ধুনদের তীরবর্ত্তী প্রদেশ সমূহ অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। কাল ক্রমে বংশ বৃদ্ধি হইলে রাজার বংশধরগণ ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং সাহরিয়র নামে ইহাঁদেরই একজন রাজকুমার স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া অঙ্গুগাজের প্রদেশে শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন। [illegible] সাহরিয়র সাহিত্যপ্রিয়, শিক্ষিত, প্রজারঞ্জন ও গুণগ্রাহী নরপতি বলিয়া বিখ্যাত। রমণীজাতিকে ইনি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন এবং ইহাঁদের উন্নতিকল্পে ইনি যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন তাহাতে ইনি সর্ব্বথা প্রশংসার যোগ্য। একদিবস সমস্তদিন মৃগয়ায় নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া রজনীযোগে বাদসাহ বাহাদুর অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমত সময়ে দূর হইতে দেখিতে পাইলেন, রাজমহিষী একটি প্রকোষ্ঠে উপবেশন পূর্ব্বক রমণী জাতির স্বাভাবিকী লজ্জাশীলতা ও পতিপরায়ণতা গুণের অবমাননা করিয়া একজন অপরিচিত ও অসচ্চরিত্র পুরুষের সহিত নির্লজ্জ এবং কলুষিত ভাবে কথোপকথন করিতেছেন। ক্রোধে তদ্দণ্ডেই বাদসাহ বাহাদুর মহিষীর মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিলেন এবং সেই দিন হইতে তাঁহার মনে এই সংস্কার জন্মিল যে রমণী জাতিকে সহজে বিশ্বাস করা বিধেয় নহে। সেই দিন হইতে তাঁহার হৃদয়ে এই ধারণা জন্মিল যে রমণী জাতির পতিপরায়ণতা গুণ কেবল অলীক উপন্যাসের কথা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাহা হউক, সেই দিন অবধি বাদসাহ প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, অদ্য হইতে আমি প্রতিদিন সায়াহ্নে একটি করিয়া রমণীকে বিবাহ করিব এবং নিশাবশেষে তাহার প্রাণসংহার করিব। পালা ক্রমে প্রতিদিন সায়ংকালে এক একটি করিয়া অবিবাহিতা বালিকা

বাদসাহের নিকট প্রেরিত হইতে লাগিল এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে কালকবলে নিষ্ঠুররূপে নিহত হইতে লাগিল। এই রূপে কিছুকাল গত হইলেও অসংখ্য মানবের প্রাণ নাশ হইলে, একদিন উজীরের কুমারী তাঁহার পার্শ্বে উপস্থিত হন। বিমর্ষ চিত্তে উজীর বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, নয়নাশ্রুতে তাঁহার কপোল দেশ অভিষিক্ত হইতেছে, এমন সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা সাহারজাদী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া কন্যা পিতাকে অনেক প্রকারে অভয় দান করিলেন, কিন্তু পিতার স্নেহময় হৃদয় কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। যাহা হউক রাজার আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয় সুতরাং সূর্য্যাস্তের পরেই সাহারজাদী রাজনিকেতনে প্রেরিত হইলেন। গমনকালে সহাস্যবদনে ও প্রফুল্ল মনে সাহারজাদী আপন পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, অদ্যকার রজনী রমণী জাতির আশ্চর্য্য বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষার প্রশস্ত সময়; অদ্যকার রজনী প্রভাত হইলে আপনি দেখিবেন এদেশে আর কখনও কোনও কালে রাজকীয় আদেশে নারী জাতির প্রাণ বিনষ্ট হইবে না"। সাহারজাদী এই কথা বলিয়া বাদসাহের প্রাসাদে চলিয়া গেলেন।

উজীরকুমারী বাদসাহের শয্যা পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন "মহারাজ। আপনার অলঙ্ঘনীয় আদেশে অদ্যকার রজনীতে আমাকে যমালয়ে গমন করিতে হইবে, কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে আপনার একটী বৎসামান্য প্রার্থনা আছে। আমি একটি সুন্দর ও শ্রবণমধুর উপন্যাস জানি; আপনার ন্যায় শিক্ষিত, সাহিত্যপ্রিয় ও গুণগ্রাহী নরপতিরাই একমাত্র এরূপ উপন্যাস শ্রবণ করিবার যোগ্য পাত্র। বাদসাহ গল্প শুনিতে বসিলেন। রূপবতী, গুণবতী, বুদ্ধিমতী এবং বিদ্যাবতী সাহারজাদী সেই সুন্দর, সরস এবং সুশ্রাব্য গল্প বিবৃত করিতে আরম্ভ করিলেন। রাত্রিশেষ হইল, তবুও গল্প শেষ হইল না। কৌতূহলাক্রান্ত বাদসাহ সেই গল্প পররাত্রে শ্রবণ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন এবং সেই জন্য সাহারজাদীর জীবন রক্ষার আদেশ দিলেন। প্রতি রাত্রির শেষে বালিকার বুদ্ধিকৌশলে গল্পটি এরূপ ভাবে অসম্পূর্ণ

* পাঠান্তরে বর্ণিত আছে সাহারজাদী তাঁহার কনিষ্ঠা সহোদরা দিনারজাদীকে সেই রাত্রি নিকটে থাকিবার জন্য বাদসাহের নিকট পূর্ব্বে প্রার্থনা করেন। বাদসাহ অনুমতি দান করিলে রাত্রিশেষে দিনারজাদী দিদীর নিকট একটী গল্প শুনিতে চান। বাদসাহ সেই গল্প শুনিয়া এত মোহিত হন যে পররাত্রে তাহার অবশিষ্টাংশ শুনিবার অভিলাষে এক দিনের জন্য মহিষীর প্রাণ নাশের বিলম্ব করেন। ক্রমে গল্পের মোহে বশীভূত হন। সাহারজাদীর বুদ্ধি হইতেই এই অদ্ভুত আত্মরক্ষা কৌশলের সৃষ্টি হয় এবং আরব্য উপন্যাস এই অদ্ভুত কৌশলের পূর্ণ বিকাশ।

করিয়া রাখা হয় যে তাহার অপরাংশ শুনিবার জন্ত মন নিতান্তই ব্যগ্র হইয়া উঠে। এইরূপে গল্পের মৌলিক বৃত্তান্তে এবং তাঁহার শাখা প্রশাখায় দুই বৎসর নয়মাস এবং এক দিন অর্থাৎ একসহস্র একদিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। যে দিন উপন্যাসের উপসংহার হইল, সেই দিন বাদসাহ বলিলেন "অদ্য হইতে স্ত্রীজাতির প্রতি আমার রাজ্যে আর যেন অত্যাচার না হয় এবং সাহারজাদী যাবজ্জীবন রাজকীয় বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া রাজমহিষীরূপে পরিগণিতা হইবেন।" প্রথিত আছে, সাহারজাদী মহিষী পদে বরিতা হইয়া পরম সুখে প্রজাপালন করতঃ অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

আর্ম্মেডিলো।*

জগদীশ্বর পৃথিবীর কোন্ স্থানে যে কিরূপ অদ্ভুত অদ্ভুত পদার্থনিচয় সৃজন করিয়া রাখিয়াছেন তাহা কে নিরূপণ করিতে পারে? মনুষ্যেরা এ পর্য্যন্ত যে সকল পশুর বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত আছে, তন্মধ্যে প্রায় সকলেরই শরীরের উপরিভাগ চর্ম্ম ও লোম দ্বারা আবৃত। কিন্তু আমরা এক্ষণে যে জীবের বিবরণ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছি তাহার সর্ব্বাঙ্গ অস্থিময় আচ্ছাদনীতে পরিবৃত আছে। ইহা আপাততঃ অনেকেই স্বভাবের বিরুদ্ধ বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বোধ হইবে, যে যে মহান শিল্পকর এই অদ্ভুত প্রাণী সৃজন করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে কিছুই অসম্ভব নহে। আমরা যে কোন প্রাণীর বিষয় বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখি, তাহাতেই তাঁহার অনন্ত কৌশল ও অভাবনীয় রচনা নৈপুণ্য দেখিতে পাই। যে পশুর বিষয় উল্লিখিত হইল তাহার নাম আর্ম্মেডিলো। ইহারা দক্ষিণ আমেরিকায় বাস করে। পৃথিবীর অন্য কোন অংশে এই পশু দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদিগের মস্তক, স্কন্ধ, পৃষ্ঠ ও পার্শ্বদেশ এবং পুচ্ছ প্রভৃতি প্রায় সমস্ত অঙ্গই অস্থিময়, কেবল গলদেশ, বক্ষঃস্থল ও উদর এক প্রকার ধবল বর্ণের সুকোমল চর্ম্ম দ্বারা আবৃত আছে, কিন্তু তাহা সাধারণ চর্ম্মের ন্যায় নহে, তাহাকে উপাস্থি বলা যায়। বাস্তবিকও আরমেডিলোর যে কোন অঙ্গ সর্ব্বদা বায়ুসংলগ্ন হয়, এবং কোন প্রকারে ঘর্ষণ প্রাপ্ত হয়, তথাকার শ্বেতচর্ম্ম ক্রমে ক্রমে অস্থিরূপে পরিণত হইয়া থাকে। এই পশুর মধ্যে অনেক ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে, তন্মধ্যে অতি

---

* ১৪৫ সংখ্যা বামাবোধিনীর "আর্ম্মেডিলো বা বর্ম্মধারী" প্রস্তাব দেখ।

ক্ষুদ্র জাতিরা এক পাদ প্রমিত এবং সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ জাতিরা ত্রিপাদ প্রমিত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে। সকলের দেহে অস্থিমালার সংখ্যা সমান নহে এবং তাহার ন্যূনাধিক্যানুসারে ইহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন জাতির নির্ণয় হইয়া থাকে, কিন্তু সকল জাতিরাই সাধারণরূপে অস্থিময় আচ্ছাদনে আবৃত। চিঙড়ী মৎস্যের শরীরস্থ ত্বক্‌গুলি যেরূপ এক খানির উপর আর এক খানি করিয়া অতি পরিপাটিরূপে সজ্জিত আছে, এই প্রাণীর দেহেও তদনুরূপ নিয়মক্রমে অস্থিসমূহ সংস্থাপিত হইয়াছে। সচরাচর প্রায় সকল জাতিরই শরীরে দুই খানি বৃহদাকার অস্থি দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে এক খানি স্কন্ধোপরি ও অপর খানি কটির পশ্চাদ্‌ভাগে স্থাপিত। এই দুই অস্থির মধ্যস্থলে অর্থাৎ পৃষ্ঠদেশে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ক্রমে গড়ানিয়াভাবে সজ্জীভূত হইয়াছে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কোন দুই খানাই পরস্পর সংলিপ্ত নহে, সকল গুলিরই চারিদিকে অল্প পরিমিত স্থান শূন্য আছে, কারণ অস্থি গুলি পরস্পর অসংলিপ্ত না থাকিলে ইহাদের অঙ্গচালনার পক্ষে বিষম ব্যাঘাত হইয়া উঠিত, কিন্তু এরূপ থাকাতে ইহারা সকল দিকেই শরীর ফিরাইতে ঘুরাইতে পারে। অধিকন্তু পরম কৌশলজ্ঞ জগদীশ্বর এই প্রাণীর দেহে আর এক পরমাশ্চর্য্য কৌশল প্রকাশ করিয়াছেন, অর্থাৎ ইহাদিগের সমস্ত অস্থিগুলিকে এমনি এক প্রকার অতি সূক্ষ্ম হরিদ্রাবর্ণের ত্বক দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন, যে তদ্দ্বারা ইহাদের প্রত্যেক অঙ্গের গতিবিধি অবলীলা ক্রমে সম্পন্ন হইতে পারে। উপরোক্ত বৃহৎ অস্থিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী যে সকল অস্থি আছে, সে গুলি অতি পরিপাটীরূপে ক্রমে ক্রমে গড়ানিয়া ভাবে স্থাপিত হইয়াছে, এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি শ্রেণীর সংখ্যা সকল জাতির শরীরে সমান নহে। কোন জাতির বৃহৎ অস্থিদ্বয়ের মধ্যস্থলে তিন সারি মাত্র, কাহারও ছয় সারি, কাহারও বা আট, কাহারও নয় এবং কাহারও বা বার সারি এই রূপে ভিন্ন ভিন্ন জাতির দেহ মধ্যে বিভিন্ন প্রকার শ্রেণীবদ্ধ অস্থিমালা স্থাপিত আছে। আরমেডিলোর মধ্যে কেবল এক জাতির দেহের গঠন কিছু বিভিন্ন, উপরে যে দুই খণ্ড অস্থির উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহা তাহাদের নাই। তৎপরিবর্ত্তে তাহাদিগের স্কন্ধদেশে কেবল এক খণ্ড মাত্র অস্থি স্থাপিত হইয়াছে এবং তৎপরে ক্রমে ক্রমে পৃষ্ঠ অবধি লাঙ্গুল পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিগুলি ক্রমনিম্নরূপে সুসজ্জীভূত আছে। জাতি বিশেষে এই সকল অস্থির বর্ণ বিভিন্ন রূপ হইয়া থাকে, কিন্তু সচরাচর প্রায় কৃষ্ণ মিশ্রিত পাংশুবর্ণ। পরন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আরমেডিলোর শরীরস্থ সমস্ত অস্থি গুলিই এক প্রকার চক্‌চকে [illegible] অতি সূক্ষ্ম

চর্ম্ম দ্বারা আবৃত এবং সেই চর্ম্মের বর্ণানুসারেই ইহা দিগের অস্থির বিভিন্নতর বর্ণের অনুভব হইয়া থাকে। আরমেডিলোরা অতিশয় শান্তস্বভাব, এবং পরানিষ্টতৎপর নহে। ইহাদিগের এমন কোন তীক্ষ্ণ অস্ত্র নাই যে তদ্দ্বারা আপনাদিগের শত্রু হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে, তজ্জন্য জীবন যাত্রানির্ব্বাহে এই পশুরা অনেক যাতনা ভোগ করে ও প্রায় সকল জন্তু কর্ত্তৃক অবমানিত হইয়া থাকে, ইহাদের শরীর যে সমস্ত অস্থি দ্বারা আচ্ছন্ন আছে, তদ্দ্বারা অতি কষ্ট স্বল্পে আপনাদিগকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারে। ইহারা আশ্রয় বিহীন বলিয়া, অন্যান্য চতুষ্পদ প্রাণীরা ইহাদিগকে নির্ভয়ে ও নিরাপদে আক্রমণ করিয়া থাকে। যদিও আরমেডিলোরা দুর্ব্বল শত্রু হইতে দেহাবরণ অস্থি মালা দ্বারা অনায়াসে সুরক্ষিত হইতে পারে, তথাপি তাহাদের পক্ষে এই ক্ষীণ অস্ত্রযোগে পরাক্রমশালী বিপক্ষগণের হস্ত হইতে পরিরক্ষিত হওয়া দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। কিন্তু পরমকারুণিক পরমেশ্বর তাহাদিগের এই অভাব নিরাকরণার্থে (শজারুরা বিপদ সময়ে যেরূপে আপনাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে) ইহাদিগকেও সেই উপায়ের বশবর্ত্তী করিয়াছেন। যখন কোন বিপক্ষ নিকটবর্ত্তী হয়, তখন ইহারা আপনাদিগের আস্য দেশ অস্থির আচ্ছাদন মধ্যে সংগোপন করিয়া রাখে, এই অবস্থায় ইহাদের কেবল নাসিকাগ্রভাগ কিঞ্চিৎ দৃশ্যমান হয়, নতুবা সমস্ত মুখই অদৃশ্য থাকে। কিন্তু ইহাতেও যদি বিপদের ন্যূন না হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে দেখে, তাহা হইলে আরমেডিলো আপনার পদ চতুষ্টয় একত্রিত করত উদরের নিম্ন দেশে গুড়াইয়া রাখে, তৎপরে মুখ ও লাঙ্গুলাগ্রভাগ সঙ্কুচিত করিয়া একত্রে সংযোজন করে এবং লাঙ্গুলকে রজ্জু স্বরূপ করিয়া সংযুক্ত দেহকে দৃঢ় রূপে বন্ধন করিয়া ফেলে। এই অবস্থায় আরমেডিলোকে ঠিক একটী ভাঁটার ন্যায় বোধ হয়, কেবল প্রত্যেক পার্শ্বের পরিসর কিঞ্চিৎ পরিমাণে হ্রাস হইয়া থাকে। এই পশু এতাদৃশ বর্ত্তুলাবস্থায় বহুক্ষণ পর্য্যন্ত থাকিতে পারে। সচরাচর শত্রু পরিত্যাগ করিয়া যাইলেও অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত ইহাকে এই ভাবে অবস্থিতি করিতে দেখা যায়। কিন্তু শত্রু সন্নিকটে থাকিলে ইহারা স্বেচ্ছানুসারে ইতস্ততঃ গড়াইয়া বেড়ায়। আরমেডিলোর এই অবস্থা নিরীক্ষণ করিলে কোন ক্রমেই তাহাকে সজীব পদার্থ বলিয়া বোধ হয় না।

যদিও ইহারা এইরূপ কৌশলে চতুষ্পদ জন্তুদিগের নিকট পরিত্রাণ পাইতে পারে, কিন্তু আমেরিকার সন্নিকটবর্ত্তী উপদ্বীপবাসী লোকদের হস্ত হইতে রক্ষা পাওয়া ইহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। কারণ তাহারা বর্ত্তুলাকার আরমেডিলোকে

প্রজ্বলিত অগ্নি সম্মুখে নিক্ষেপ করে, সুতরাং তখন এই হতভাগ্য পশু উত্তাপ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া আপনার প্রকৃত মূর্ত্তি ধারণে বাধ্য হয়। আর-মেডিলোরা পরানিষ্টতৎপর অথবা দুষ্ট স্বভাব নহে বটে, কিন্তু কোন প্রকারে উদ্যানে প্রবেশ করিবার পথ পাইলে স্ব স্ব পরাক্রম প্রকাশে ত্রুটি করে না, [illegible] মূল, আলু ও অন্যান্য শস্য প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়া [illegible] অনিষ্ট উৎপাদন করিয়া থাকে। কিন্তু অন্য সময়ে ইহাদিগকে তাহাদের কোন প্রকার অনিষ্ট করিতে দেখা যায় না।

এই পশুরা আমেরিকার উষ্ণতর প্রদেশে বাস করে বটে, কিন্তু শীতপ্রধান শীতল দেশে অবস্থান করাও ইহা-দিগের পক্ষে অসাধ্য নহে, কারণ এই জন্তু অনেক বার সাধারণের দর্শন মানসে শিকারী কর্ত্তৃক অনেক শীতপ্রধান দেশেও আনীত হয় এবং তথায় বাস করিতে ইহাদের কিছুমাত্রও ক্লেশানুভব হয় নাই, বরং উষ্ণ প্রদেশের ন্যায় তথায় ইহারা স্বচ্ছন্দে বাস করে। অতএব প্রতীয়মান হইতেছে যে করুণাময় জগৎপাতা যেমন এই অদ্ভুত প্রাণীকে উষ্ণদেশে বাস করিবার উপযোগ করিয়া সৃজন করিয়াছেন, তদ্রূপ আবার ইহাকে শীত সহ্য করিবারও সবিশেষ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন।

ক্রমশঃ—

বৃষ্টি।

জল উষ্ণ হইলেই বাষ্প হয়। তখন আর তাহাতে জলের তরলতা থাকে না। উর্দ্ধগামী বায়ুর শৈত্য বশতঃ ইহা ঘনীভূত না হইলে, উহা আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এই বাষ্প বায়ু অপেক্ষা পাতলা বলিয়া উপরদিকে উঠিতে থাকে। যতই উপরদিকে উঠে, ততই উপরিস্থ বায়ুস্তরের সংস্পর্শে ইহার তাপ কিয়দংশ বিনিষ্ট হইয়া পড়ে। ক্রমে এইরূপ তাপ হারাইয়া বাষ্পরাশি উর্দ্ধাকাশে ঘনীভূত হইয়া যায়। তখন বায়ু অপেক্ষা ভারি হওয়াতে আর উপর-দিকে উঠিতে পারে না—বায়ু মধ্যেই ঝুলিতে থাকে। এই ঘনীভূত বাষ্পকে মেঘ বলে। মেঘে মেঘে যুক্ত হইয়া যখন কতকগুলি ঘনীভূত বাষ্পবিন্দু মিলিত হয়, তখন আর উহা আকাশে ঝুলিয়া থাকিতে পারে না, বৃষ্টি হইয়া ভূতলে পড়ে। এই বৃষ্টিজলে উদ্ভিদ ও জীব জগতের কি কি উপকার ও অপকার হইয়া থাকে, তাহা সম্প্রতি আলোচনাতে আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি।

একজন নিরক্ষর কৃষককে জিজ্ঞাসা কর "বৃষ্টি জলে কি উপকার পাইতেছ?" সে মুহূর্ত্ত তরেও চিন্তা না করিয়া বলিবে বৃষ্টিজল সময় মত বর্ষিত হইলে, জল সিঞ্চন জন্য তাহার পরিশ্রম করিতে হয় না। বৃষ্টির গুণেই তাহার রৌদ্র দগ্ধ নীরস ভূমিকে সরস করিয়া তুলে। সুতরাং ক্ষেত্রস্থ শস্যাদি এই রস আকর্ষণে বাড়িতে আরম্ভ করে। কৃষক জানে যে বৃষ্টি জল উদ্ভিদের পানীয়। কিন্তু বৃষ্টি জল যে শস্যাদির পিপাসা নিবারণ ভিন্ন আর এক মহান্ উপকার সাধন করে, কৃষকের সে জ্ঞান নাই। অঙ্গারজান বাষ্প উদ্ভিদ মাত্রেরই প্রধান খাদ্য। এই বাষ্পের কিয়দংশ উদ্ভিদগণ পত্র দ্বারা চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুমণ্ডল হইতে গ্রহণ করে, অবশিষ্ট ভাগ শিকড় দ্বারা শরীর মধ্যে আকর্ষণ করিয়া লয়। বৃষ্টির জলে বায়ুমণ্ডলস্থ অঙ্গারজান অল্প পরিমাণে দ্রবীভূত হইয়া থাকে। এই মিশ্রিত জল উদ্ভিদ মূলের নিকটস্থ ফাটাল দিয়া শিকড় সমীপে উপস্থিত হয়। শিকড়গুলি কৈশিক আকর্ষণে এই অঙ্গারজান মিশ্রিত জল টানিয়া উদ্ভিদ শরীরে প্রেরণ করে। এতদ্ভিন্ন গলিত মৃত্তিকাস্থ গলিত উদ্ভিদ শরীর হইতে যে অঙ্গারজান জন্মে, তাহাতে এমোনিয়া প্রভৃতি উদ্ভিদের খাদ্যপদার্থগুলি বৃষ্টি জলে দ্রব হইয়া জল সংযোগে উদ্ভিদ শরীর মধ্যে নীত হয়। ইহা দ্বারা স্পষ্ট সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে বৃষ্টি জল বায়ু সাগরস্থ অঙ্গারজান বাষ্প কিয়ৎ পরিমাণে শোষণ করিয়া, বায়ুকে কিঞ্চিৎ সংশোধিত করিতেছে। বৃষ্টি জল কেবল এইরূপ ভাবেই বায়ুরাশি সংশোধন করে এমত নহে, পৃথিবী-পৃষ্ঠ হইতে অহর্নিশ যে বিষাক্ত বায়ু ও উদ্ভিদ পরমাণু উঠিয়া বায়ুসাগরে সন্তরণ করিতেছে, তাহাও অধিক পরিমাণে ধৌত করিয়া লয়। এইরূপে বায়ুরাশি সংশোধন করিয়া বৃষ্টি জল আমাদের মহান্ উপকার সাধন করিতেছে। বায়ুমণ্ডলস্থ দূষিত পদার্থ বৃষ্টি জলে মিশ্রিত হওয়াতে উহা পানের অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং সংশোধন না করিয়া উহা পান করা কদাচ উচিত নয়, পান করিলে রোগ হইবার সম্ভাবনা।

বায়ু সংশোধন ভিন্ন বৃষ্টিজল পর্ব্বত ও পৃথিবী পৃষ্ঠকেও ধৌত করিয়া পরিষ্কার করে। পর্ব্বত ও পৃথিবী পৃষ্ঠোপরি যে সমস্ত মৃত উদ্ভিদ ও জন্তুদেহ পচিয়া গলিতে আরম্ভ করে, তাহা স্রোত জলে ভাসাইয়া দেয়। কিন্তু ভাসাইয়া লইয়া তাহা কি লোক পীড়ার জন্য একস্থলে সঞ্চয় করিয়া থাকে? না। পৃথিবীপৃষ্ঠস্থ ধৌত মৃত্তিকা ও পর্ব্বত পৃষ্ঠস্থ প্রস্তররেণুর সহিত ঐ সকল পদার্থ মিশ্রিত করিয়া সারবান্ মৃত্তিকা প্রস্তুত করে। এই মৃত্তিকা হয় নদী খাতে জমিয়া ক্রমশঃ জলের উপরে

উঠিয়া থাকে, নতুবা প্লাবনে নদী তীরস্থ ভূমির উপরে জমিয়া, উহাকে অধিকতর শস্যশালিনী করিয়া তুলে। এইরূপে বৃষ্টি জল উর্ব্বর ভূমিকে সারবান করিতেছে।

বৃষ্টির জল বাণিজ্য কার্য্যের প্রধান সাধন। অর্দ্ধ সভ্য প্রদেশে বৃষ্টির জলই অন্তর্ব্বাণিজ্য রক্ষার একমাত্র মূল কারণ। দেশের একস্থান হইতে স্থানান্তরে পণ্যদ্রব্য লইয়া যাইতে হইলে নদীবক্ষে নৌকাযোগে লইয়া যাইতে হয়। ধারাবাহিক বৃষ্টি জলই নদী নামে অভিহিত। নদীবক্ষে শতসহস্র নৌকা বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া যাইতে না পারিলে, সমাজ কখনও উন্নতি লাভ করিতে পারিত না। অসভ্য পার্ব্বত্যজাতি যেরূপ স্বদেশজাত ও স্বহস্ত নির্ম্মিত দ্রব্য দ্বারাই অভাব মোচন করিয়া থাকে, সকল সমাজেরই ঠিক সেইরূপ দশা হইত। সভ্যদেশে রেলওয়ে দ্বারা অন্তর্ব্বাণিজ্য কার্য্য অধিকাংশ সম্পাদিত হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু সভ্যদেশেরও সর্ব্বস্থানে রেল দ্বারা বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া যাওয়া অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য। সুতরাং জলবাণিজ্য কোন ক্রমেই সর্ব্বতোভাবে দূর করা সম্ভবপর নয়। সুতরাং অন্তর্ব্বাণিজ্য ও তজ্জনিত সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধির জন্য সমাজমাত্রেই বৃষ্টিজলের নিকট ঋণী

বৃষ্টি জল দ্বারা অনেক কল চালিত হইয়া থাকে। বৃষ্টির জল যথোপযুক্ত স্থানে সঞ্চয় করিয়া কলের চাকার উপর গড়াইয়া ফেলিতে হয়, এইরূপ পতনে চাকা ঘুরিতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে কল চলিতে আরম্ভ হয়। বৃষ্টি জল দ্বারা কি কি উপকার সাধিত হয়, তাহা পাঠক পাঠিকাগণ বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু বৃষ্টি জলে মাঝে মাঝে অনিষ্টও হইয়া থাকে। অসময়ে বর্ষণ কি অপরিমিত বর্ষণে শস্যাদি বিনষ্ট হইয়া যায়, তজ্জন্য দুর্ভিক্ষ ও লোকপীড়া হইয়া অনেক অনিষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন অতি বর্ষণে নদীজল অপরিমিত বৃদ্ধি পাইয়া কখন কখন বাড়ী ঘর ও জীব জন্তু ভাসাইয়া লইয়া যায়। তখন প্লাবিত দেশের লোকগুলিকে অপরিমিত কষ্ট পাইতে হয়। জল প্লাবনে যেরূপ অপকার, সেইরূপ উপকারও হইয়া থাকে। আমরা ইতিপূর্ব্বেই বলিয়াছি জল শুকাইয়া গেলে প্লাবিত ভূমির উপর একস্তর সারবান মৃত্তিকা জমিয়া প্রাচীন ভূমিকে অধিকতর শস্যশালিনী করিয়া তুলে। এতদ্ভিন্ন প্লাবনে মৃত্তিকা-উপরিস্থ দূষিত পদার্থগুলিও ধৌত হইয়া দেশের স্বাস্থ্য বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

আমরা বৃষ্টি সম্বন্ধে যাহা আলোচনা করিলাম, তাহা দ্বারা ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে বৃষ্টি জলে নিরবচ্ছিন্ন উপকারও হইতেছে না, নিরবচ্ছিন্ন অপকারও হইতেছে না, তবে উপকারের ভাগ অপকারের ভাগ অপেক্ষা অনেক বেশী।

সংযুক্তাহরণ।

(২৫৭ সংখ্যা ৫৯ পৃষ্ঠার পর।)

হেনকালে তিন খানি স্বর্ণ চতুর্দ্দোল
প্রবেশিল সভাঙ্গনে, আনন্দ হিল্লোল
বহিল মধুর ধারে, পুলকে পূরিয়া
মাঙ্গলিক বাদ্যভাণ্ড উঠিল বাজিয়া,
উলু দিয়া শংখনাদ করে পৌরজন,
স্কন্ধ হতে অবতীর্ণ হইল রাজন,
আগ্রহে চৌদল অগ্রে আসি দাণ্ডাইলা
সম্ভ্রমে বাহিকা চতুর্দ্দোল নামাইলা।
অমনি প্রথম আর তৃতীয় হইতে
অপসারি আস্তরণ নামিলা ভূমিতে
সুরলা মুরলা আলী, জলদ খসিয়া
পড়িল দামিনী জ্যোতি নয়ন ধাঁধিয়া!
ভ্রান্তিমান সভাজন! নৃপতি চরণে
নমে আলী, জয় ধ্বনি হৈল সভাঙ্গনে!
সসম্ভ্রমে দাণ্ডাইলা উঠি রাজগণ,
আশার ধারায় হয় পুষ্প বরিষণ!
মহা আনন্দের রোল পড়িল সভায়,
দিগ দর্শনের কাঁটা কোন্ দিকে ধায়?
দর্শকের আঁখি যুগ্ম ক্ষুধার্ত্ত চকোর,
অনিমেষে সুধাপান-বিভ্রমে বিভোর!
দ্বিতীয় চৌদল পার্শ্বে সম্ভ্রমে সত্বরে,
দাণ্ডাইলা আলী দ্বয়, সুকোমল করে
ধীরে ধীরে ঘুচাইলা অতি সন্তর্পণে,
মণিময় সুবিচিত্র কারু আস্তরণে।
সুতারকা খচিত ঘন নিথর অম্বর
ভেদিয়া সহসা যথা তমসা অন্তর,
পূর্ণ শরদিন্দু-বিম্ব উদয় যেমন—
প্রশান্ত আলোকে পুলকিত ত্রিভুবন!
তেমতি আলোক ছটা সহসা ভাতিল,
মুগ্ধ জনগণ পরিমোহিত হইল!
অসুর পীড়নে যবে অস্থির হইয়া
আকুল অমর বৃন্দ, একত্রে মিলিয়া
বিরিঞ্চিরে বিবরিয়ে বলিলে সকল,
বিধাতা ভুতভাবন ভাবিয়া কৌশল
প্রত্যেকের তিলমিত তেজ রূপ হানি,
নির্ম্মাইলা তিলোত্তমা অনুপমা নারী!
রূপে ম্লান রবি চন্দ্র, দিক্ আলোকিত,
দৃষ্টি মাত্র দেববৃন্দ হইলা মূর্চ্ছিত!
মূর্চ্ছিত রাজন্যবর্গ সংযুক্তা দর্শনে,
বিজলী আহত যথা সুরতরু বনে!
ধীরে সম্বরিয়ে বাস হ্রীনম্র আননে,
উঠি প্রণমিলা বালা পিতার চরণে।
শিরোঘ্রাণ লয়ে নৃপ আশিষ করিলা।
মুরলা কাঞ্চন মালা আনি হাতে দিলা,
আপনি কনক ঝারী জল পূর্ণ করি
লইলা দক্ষিণ করে, বামে শংখ ধরি,
হাসি দাণ্ডাইল বামা; সুরলা সুন্দরী
দাণ্ডায় দক্ষিণে আসি, শোভে শিরোপরি
মাঙ্গলিক দ্রব্য পূর্ণ দিব্য হেম থাল—
বরণের ডালী, শুদ্ধ পূত চিরকাল!
কুশ হস্তে কুলাচার্য্য হয়ে আগুয়ান,
সভা প্রদক্ষিণ জন্য করিলা আহ্বান!
শরতে শারদা যথা হৈমপুর হতে
মহেশে ভেটিতে যান কৈলাসের পথে,

অগ্রে শিবদূত, জয়া, বিজয়া সুন্দরী
বিরাজে দক্ষিণ বামে, রূপে আলো করি
চলিছেন দিশ দশ, শ্রীঅঙ্গ সৌরভে

গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, নর, চরাচর সবে
পরিমুগ্ধ, অনুপম সুধীর চলনে
ধন্যা বসুন্ধরা, রূপ ধরে না ভুবনে!

(ক্রমশঃ)

প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ।

পুরাণের (রামায়ণ) কাল।

১২--জটিলা।

অদ্য যে গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া, একটী উৎকৃষ্টস্বভাবা কামিনীর বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে, তাহা এক খানি সুপ্রাচীন গ্রন্থ। তাহার নাম রামায়ণ। মনুসংহিতা ও মহাভারত ইহা অপেক্ষা আধুনিক। মহাভারতের মূল অংশ বর্ত্তমান সময়ের প্রায় ৪০০০ চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বের রচিত। অতএব মূল রামায়ণ তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ, তদ্বিষয়ে কোনই সংশয় নাই। এ বিষয়ে সাহেবেরা যাহা বলেন, তাহা ভ্রমপূর্ণ। উপক্রমণিকায় অধিক বাক্যাড়ম্বর না করিয়া একবারেই প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলাম।

বর্ত্তমান সময়ের ৪০০০ চারি সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে জটিলা জীবন ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি তপশ্চরণ পুরঃসর দিনাতিপাত করিতেন। কিছুকাল পরে রাম ও লক্ষ্মণ, সীতার অন্বেষণে দণ্ডক ও পঞ্চবটী ভ্রমণ করিতে করিতে, অবশেষে জটিলার আশ্রমে গিয়া উপনীত হন। জটিলা শবরী। তিনি এক জন তপস্বিনী; তিনি মতঙ্গ মুনির শিষ্যগণের পরিচারিকা ছিলেন। বৃদ্ধ সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম অত্যন্ত অধিক হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন তাঁহার জীবন-সংক্রান্ত অন্য তথ্য জানা যায় নাই। তাঁহার আশ্রম পম্পা নদীর নিকট বর্ত্তী ও নানা তরুশ্রেণী পরিবৃত হওয়ায়, নিতান্ত নির্জ্জন ও মনঃসংযমের উপযুক্ত স্থান ছিল। তিনি রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে তপোবন-মধ্যে সমাগত দেখিয়া, সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে অভিবাদন করিলেন ও পাদ্য-অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহাদের উভয়ের অভ্যর্থনা করিলেন। তদনন্তর রাম তাঁহাকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—"হে তাপসী! তোমার কোন বিপদ্ তো নাই? তপস্যা বৃদ্ধি হইতেছে তো? তোমার আহার ও ক্রোধ তোমার স্ববশে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে কি? তুমি অন্তরের

সুখলাভ করিয়াছ কি না? তুমি গুরুর যে পরিচর্য্যা করিয়াছ, তাহা তো সার্থক হইয়াছে?" জটিলা কহিলেন "আপনার সন্দর্শন হেতু অদ্য আমার তপঃসিদ্ধি হইল, আমার জন্মধারণ ও তপঃসাধন সফল হইল। হে পুরুষোত্তম রাম! অদ্য তোমার পূজা করিলে, আমার স্বর্গলাভও ঘটিবে। আমি যে সকল ধর্ম্মজ্ঞান-সম্পন্ন মহাতেজাঃ মুনিগণের শুশ্রূষানিরত ছিলাম, তুমি অতুল-প্রভাশালী বিমান-যোগে চিত্রকূটে উপস্থিত হইলে পর, তাঁহারা ত্রিদিবারূঢ় হইলেন এবং যাইবার কালে কহিয়া গেলেন, রাম এই আশ্রমে পদার্পণ করিবেন। তাঁহাদের আদেশ ক্রমে আমি তোমাদের দুই জনের আতিথ্য সেবার অভিলাষিণী হইয়াছি। আমি তোমাদের নিমিত্ত পম্পাতীরোৎপন্ন ভূরি ভূরি আরণ্য ফল, মূল, কন্দাদি আনয়ন করিয়াছি।"

তৎপরে রামচন্দ্র শবরীকে কহিলেন, "তাপসী! আমি দনুর সকাশে তপস্বীদিগের মহিমা শ্রবণ করিয়াছি। যদি তুমি সম্মত হও, তবে এক্ষণে সেই মাহাত্ম্য বিষয় প্রত্যক্ষ করিবার অভিলাষ করি।"

জটিলা।—নিবিড় মেঘ সদৃশ, মৃগপক্ষি-পরিপূর্ণ মতঙ্গ বন এই দেখুন। এখানে ধর্ম্মাত্মা তাপস-কুল মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক প্রজ্বলিত বহ্নিতে নিজ নিজ দেহ আহুতি দিয়া গিয়াছেন। এই দেখুন, প্রত্যক্স্থলী নামক বেদী। লোকারাধ্য সেই মহর্ষিরা এই বেদীতে কুসুমোপহার দিতেন। এই বেদী আজ পর্য্যন্তও কেমন শোভা বিস্তার করিতেছে! তাঁহারা স্নানের পর বৃক্ষোপরি বল্কল রক্ষা করিতেন। দেখুন, অদ্যাপি তাহা শুষ্ক না হইয়া কেমন অবস্থায় আছে! মুনিগণ পদ্ম ও অন্যান্য যে সকল পুষ্প দিয়া দেবারাধনা করিয়াছিলেন, এখনও সে গুলি ম্লান হইয়া যায় নাই। ভগবন্! সমগ্র বনভাগ আপনাকে দেখাইলাম। আপনার যাহা শুনিবার বিষয় ছিল, তৎ সমস্ত শুনাইলাম। এক্ষণে আপনি অনুজ্ঞা প্রদান করিলেই, আমি তনুত্যাগ করিতে পারি। যাঁহারা এই তপোবনের অধিস্বামী ছিলেন, এবং আমি যাঁহাদিগের সেবা করিয়াছি, এখন আমি তাঁহাদের সন্নিহিত হইবার ইচ্ছা করি।

সিদ্ধা শবরী জটিলার পূর্ব্বোলিখিত বচন-পরম্পরা শ্রবণ করিয়া, দাশরথি অপরিসীম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি বলিলেন, "তুমি আমার যথোপযুক্ত অভ্যর্থনা করিয়াছ, এক্ষণে তুমি স্বীয় অভিলষিত স্থানে স্বচ্ছন্দে গমন কর।"

অতঃপর কৌপীন-ধারিণী ব্যাধকন্যা জটিলা, রামচন্দ্রের আদেশ প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই অগ্নিকুণ্ডে নিজ শরীর পাতিত করিলেন। অনলে দগ্ধ হইবার সমকালে বিদ্যুৎবৎ তাঁহার দেহের অত্যুজ্জ্বল দীপ্তি বিভাসিত হইল। তাঁহার দেহের মধ্য হইতে একরূপ সদগন্ধ উদ্ভূত হইতে লাগিল।

মহাভারত-মধ্যে আর এক জটিলার

উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি গৌতম বংশীয় এক ধর্ম্ম পরায়ণা কন্যা। তিনি সাত জন ঋষিকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই জটিলা অতি প্রাচীন কালের। [illegible] অনেককাল [illegible] [illegible] তাঁহার [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জটিলা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। [illegible] জটিলা [illegible] অব [illegible] পরিচিতা [illegible] করিয়াছি [illegible] প্রতীতি হইতে থাকে। [illegible] এক [illegible] জটিলার প্রসঙ্গ আছে। সেই প্রবীণা [illegible] জটিলা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। [illegible] বিষয় যেখানে জটিলার [illegible] আছে, সেই [illegible] তাহার [illegible] আমাদের [illegible] প্রতীত হইয়াছে।

[illegible] বাদে [illegible] বিশিষ্ট [illegible] চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। এবারেও ধর্ম্মিষ্ঠা জটিলার বিবরণ আলোচিত হইল। জটিলা **ধর্ম্মনিষ্ঠা** ও গুরুশুশ্রূষা বিষয়ে অনেকেরই আদর্শস্থল। তিনি হীন জাতীয়া নারী হইলেও সে ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণের অধিকারিণী হইয়াছিলেন, ইহাতেই প্রমাণীকৃত হইতেছে, এই সময়ে [illegible] অন্যান্য [illegible] ধর্ম্ম সাধন করিতে পারিতেন। ফলতঃ জটিলা শবরী এক অদ্ভুত রমণী। [illegible] প্রভাবে যিনি [illegible] প্রবেশপূর্ব্বক নিজ তপঃপ্রভায় চারি দিক প্রদীপ্ত করিয়া পুণ্যালোকে গমন করিতে পারিয়াছেন, যিনি জন্ম কাল হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত অবিবাহিত অবস্থায় ছিলেন, তাঁহার অলোকসামান্য প্রভাবে তাঁহার নাম জগতে দেদীপ্যমান [illegible] ও চিরদিন [illegible] থাকিবে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

মহানুভব অক্ষয়কুমার দত্ত ও স্ত্রীজাতি।

অক্ষয় বাবুর মৃত্যুতে বঙ্গদেশের সকলেই কাতর। যিনি বঙ্গভাষার, বঙ্গদেশের এবং হিন্দু ও ব্রাহ্মসমাজের অশেষ হিতসাধন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার অভাবে কেনই বা এদেশে ক্রন্দন রোল উত্থিত না হইবে? তাঁহারই লেখনীর বলে বঙ্গদেশে অনবর্ণ বিবাহ ও বিধবাবিবাহ প্রচলনের সাহায্য হইয়াছে, তাঁহারই লেখার বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রহিত হইবার পক্ষে অনেক চেষ্টা হইয়াছে, সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কার দূরীকরণ এবং বিজ্ঞান ও সুনীতি প্রচারার্থ তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, সে সমুদয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত করা অদ্য আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তিনি এদেশীয় স্ত্রীজাতির নিমিত্ত কি করিয়া গিয়াছেন,

তাহা প্রদর্শন করাই আমাদের লক্ষ্য। তাঁহার আন্তরিক ভাবের [illegible] প্রদর্শনার্থ তাঁহারই রচনার কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। [illegible] মূল রচনা পাঠে [illegible] দিত হইবেন।

[illegible] পত্রিকায় [illegible] প্রকৃত ধর্ম্মজ্ঞান [illegible] শয় [illegible] অতি অল্প লোকেই চেষ্টা করিয়াছিলেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা [illegible] হইলেও অক্ষয় বাবুর [illegible] নির্ঝরিণী [illegible] হইয়া উঠে। তিনি ১৭৬৮ শকের [illegible] মাসে লিখিয়াছেন :—

"[illegible]"

২।—উপরি উদ্ধৃত অংশে [illegible] বিদ্যাশিক্ষা প্রদানের [illegible] সাধারণতঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে তিনি কিরূপ উন্নত মত প্রকটন করিয়াছেন, তাহারও আলোচনা করিয়া দেখিলে তাঁহার স্বচ্ছ অকপট হৃদয়ের আগ্রহাতিশয় ও সমধিক উৎসুক্যের সুস্পষ্ট পরিচয় প্রতীয়মান হইতে থাকে।

"শিশুগণ সচরাচর যে সমস্ত বস্তু দেখিতে পায়, মাতাকে সর্ব্বদাই তাহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। বায়ু বহিতেছে, মেঘ উঠিতেছে, বৃষ্টি হইতেছে, চন্দ্র ও সূর্য্য উদিত হইতেছে, নক্ষত্র [illegible] ইত্যাদি বিবিধ [illegible] জননী, [illegible] [illegible]"

[illegible] বিষয় শিক্ষা দিতে, [illegible]

সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজে অক্ষয় বাবু বক্তৃতা পাঠে যখন ব্যাপৃত আছেন, তখনও তিনি [illegible] রমণীকুলের দুরবস্থা বিস্মৃত হন নাই। সমাজের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া আর্ত্তস্বরে সর্ব্বসমক্ষে ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন,—

"প্রাচীনেরা যাহাদিগকে গৃহের শ্রী স্বরূপা বলিয়া [illegible] গিয়াছেন, তাহাদিগের অজ্ঞানাবৃত চিত্তভূমিতে যখন অশেষ দোষাকর কুসংস্কার-রূপ

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৭[illegible] শক, আষাঢ়, ৩৩ ও ৩৪ পৃষ্ঠা অথবা বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন বৃত্তান্ত, ২৩৬ পৃষ্ঠা দেখ।

বিষবৃক্ষ সকল বদ্ধমূল হইয়া গরলময় ফল উৎপাদন করিতেছে, তখন আর তাহাদের শ্রী রহিল কোথায়? তাহারাই যদি বুদ্ধিমতী ও বিদ্যাবতী না হইল, মনঃকল্পিত কাল্পনিক ধর্ম্মরূপে নিমগ্ন থাকিল, বিবিধ প্রকার কুসংস্কার পাশে বদ্ধ থাকিয়া, অপমানকর ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত রহিল, তবে কিরূপেই বা আমাদের সাংসারিক ব্যবস্থা সুসম্পন্ন হইবে? কিরূপেই বা আমাদের বাসগৃহ সুখ ও শান্তির আধার হইবে? তাহাদের অজ্ঞানদোষে আমাদের সন্তানগণের সৎপ্রবৃত্তি [illegible] হইতেছে। তাহারা না আপনার, না আপন সন্তান সন্ততির, না স্বজাতি স্বজনেরই মঙ্গলামঙ্গল বিবেচনা করিতে পারে। অজ্ঞান তাহাদের রোগের মূলীভূত রোগ। * * * আমাদের গৃহ ছায়াতপে বিভিন্ন; এক ভাগে উজ্জ্বল জ্ঞান জ্যোতিঃ বিকীর্ণ, অন্য ভাগে অজ্ঞানরূপ অন্ধকার ঘনীভূত হইয়াই রহিয়াছে। হে পরমেশ্বর! এরূপ বিষম বৈষম্য কিরূপে, কত দিনে দূরীকৃত হইবে, তুমিই জান।"

৫। "বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার গ্রন্থেও তিনি নারীগণের উন্নতি বিষয়ে বিস্তর আন্দোলন করিয়াছেন। প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে তাহা উদ্ধৃত করা গেল না। অবলাদের দুর্গতি দূর করিবার জন্য মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তাঁহারা যে কয়েকজন সহৃদয় মহাত্মা ইহার জন্য প্রগাঢ় চিন্তা ও চেষ্টা করেন অক্ষয় বাবু তন্মধ্যে একজন। রামমোহন রায় মহোদয় এতদ্দেশের কামিনীকুলের হিতার্থে অনিবার্য্য চিন্তা ও যত্ন করিতেন; তাঁহার মৃত্যু ঘটনায় রমণীকুলের উন্নতি চেষ্টার অন্তরায় হইল বলিয়া দত্ত মহাশয়ের প্রাণ কাঁদিয়াছিল। নিম্নোদ্ধৃত কয়েক পংক্তিমাত্র পাঠ করিলেই, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়।

"ভারতবর্ষীয় চির-নিগ্রহভাজন অবলাগণ! তোমাদের অশেষরূপ দুঃখ-বিমোচন ও বিশেষরূপ উন্নতি-সাধন যাঁহার (সে রাজা রামমোহন রায়ের) সঙ্কল্পের একটী প্রধান সঙ্কল্প ছিল, এবং যে হৃদয়বিদীর্ণকারী ব্যাপার স্মরণ হইলে, শরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া হৃৎকম্প উপস্থিত হয়,—যিনি নিতান্ত অনাদৃত ও অপমানিত নিগৃহীত হইয়াও, তোমাদের সেই নিদারুণ আত্মঘাত ব্যবস্থা (সহমরণ প্রথা) ও তন্নিবন্ধন স্বজনবর্গের শোকসন্তাপ, আর্ত্তনাদ ও অশ্রুবারি সমস্তই নিবারণ পূর্ব্বক ভারতমণ্ডলের মাতৃহীন অনাথ বালকের সংখ্যা হ্রাস করিয়া যান— * * তোমরা সেই দয়াময় পরম বন্ধুকে হারাইয়াছ।"

অবলাদের কল্যাণোদ্দেশে দত্ত মহাশয় কিরূপ ব্যাকুল, কিরূপ মর্ম্মান্তিক দুঃখিত, লিখিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা পাওয়া বৃথা। সকল মনের সাগ্রহ ভাব কথায় ব্যক্ত হয় না। তাঁহার মনের ভাবের সঙ্গে একীভূত হইতে না পারিলে, তাহার সার্থকতা বুঝিবার উপায় কোথায়? স্ত্রীজাতির ক্লেশবিমোচনার্থেই রাজা রামমোহন রায় সচেষ্ট ছিলেন। এস্থলে রাজার সেই গুণগ্রাম স্মরণ করাতে, অক্ষয় বাবু স্ত্রীজাতিরই মর্ম্মবেদনায় কাতর, অনায়াসেই প্রতীতি জন্মে। এ বিষয়ে দত্তজের মত বিস্তারিতরূপে লিখিতে গেলে একখানি পুস্তক রচনা করিতে হয়। যাঁহাদের উহা সবিশেষ জানিবার ইচ্ছা হইবে, তাঁহারা তৎপ্রণীত ধর্ম্মনীতি, বাহ্যবস্তু ও পুরাতন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পাঠ করুন।

হ্রস্ব দৃষ্টি, দীর্ঘ দষ্টি ও চসমা।

পাঠিকাগণ! আমাদের সম্পাদক মহাশয় ফটোগ্রাফ বা চক্ষু সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পাঠে অনেক আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত অবগত করিয়াছেন। এ স্থলে চক্ষু সম্বন্ধে কেবল আর একটি বিষয় বলিব। আপনারা অনেককে চসমা ব্যবহার করিতে দেখিয়াছেন। —আজকাল দেখিতেছি আমাদের কোমলস্বভাবা, ক্ষীণাঙ্গী ভগিনীদের মধ্যেও কেহ কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার তাড়নায় মস্তিষ্ক বিলোড়ন করিয়া অতিরিক্ত পরিশ্রমে শরীরের স্বাস্থ্যভঙ্গ করিতেছেন, চিরদিনের মত চক্ষুর সর্ব্বনাশ করিয়া উপাধি দ্বারা সুন্দর নয়নকে ঢাকিতেছেন; এজন্য প্রস্তাবের উপসংহারকালে চসমার আবশ্যকতা সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। কার্ণিয়া নামক স্বচ্ছাবরণের কেন্দ্র হইতে সমগ্র চক্ষুর মধ্যভাগ দিয়া রেটিনা পর্য্যন্ত এক কল্পিত রেখাকে চক্ষুর অক্ষরেখা (axis) কহে। কাহারও কাহারও স্বভাবতঃ এই অক্ষরেখা অধিক লম্বা হয় অর্থাৎ কর্ণিয়া ও ক্রিষ্টালাইন হইতে রেটিনা কিঞ্চিৎ অধিক দূরে হয় সুতরাং চক্ষুর ভিতর বক্রগামী রশ্মি সমূহ রেটিনায় পহুছিবার পূর্ব্বেই মিলিত হয়—অর্থাৎ তাহাদের অধিশ্রয়ণ বিন্দু রেটিনায় না হইয়া তাহার সম্মুখে হয়; এই জন্য তাঁহারা কেবল খুব নিকটের পদার্থ দেখিতে পান;—ইহাকে হ্রস্ব দৃষ্টি (short sight or Myopia) কহে। আর এক কারণে এই হ্রস্ব দৃষ্টি হইয়া থাকে এবং এই কারণেই সচরাচর ছাত্রদিগের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। চক্ষুর অবিচ্ছিন্ন পরিশ্রম, রাত্রিতে অল্পালোকে পাঠ এবং পুস্তকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষর চক্ষুর খুব নিকটে ধরিয়া পাঠের অভ্যাস বশতঃ ক্রিষ্টালাইনের বক্রভাব বৃদ্ধি হয় সুতরাং এস্থলেও অধিশ্রয়ণ বিন্দু রেটিনার সম্মুখে হয়। এই হ্রস্ব দৃষ্টি প্রতিকারের জন্য এক প্রকার চসমা ব্যবহার হয়, তাহার কাচ কুব্জপৃষ্ঠ (concave) এই জন্য ইহার দ্বারা অধিশ্রয়ণ বিন্দুর দূরত্বের বৃদ্ধি হয়, সুতরাং রেটিনার উপর পড়ে।

আবার কাহারও কাহারও অক্ষরেখা ছোট অর্থাৎ রেটিনা ক্রিষ্টালাইনের খুব নিকটে; সুতরাং তাঁহাদের চক্ষে অধিশ্রয়ণ বিন্দু রেটিনাকে অতিক্রম করিয়া যায়। এই জন্য তাঁহারা দূরের জিনিষ দেখিতে পান, নিকটের পদার্থ ভাল দেখিতে পান না; ইহাকে দীর্ঘ দৃষ্টি (Long sight or Presbyopia) কহে। বার্দ্ধক্যবশতঃ ক্রিষ্টালাইনের ব্যুব্জতার হ্রাস হওয়াতেও দীর্ঘ দৃষ্টি হইয়া থাকে; এই কারণেই বৃদ্ধদিগকে এক

প্রকার চস্‌মা ব্যবহার করিতে হয়, যাহার কাচ ন্যুব্জাকার (conex) এবং যতই বার্দ্ধক্য বৃদ্ধি হয়, ততই ক্রিষ্টালাই-নের ন্যুব্জতার হ্রাস হয়, সুতরাং চসমার কাচের ন্যুব্জতার মাত্রা বাড়াইতে হয়।

আমাদের প্রবন্ধ শেষ হইয়া আসিল; চক্ষুর গঠনে বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টি কৌশল দেখিয়া—ভাবিয়া দেখিবার জন্য পণ্ডিতগণ যতই স্তব্ধ হইয়া যাবেন—অহঙ্কারী মস্তক কৃতজ্ঞতাভরে সেই বিশ্বপিতার চরণে লুটাইয়া পড়িবে—তাঁর অসীম জ্ঞানের কণামাত্রের আভাস পাইয়া তাহাতেই ডুবিয়া যাইবে। কিন্তু হায়! বলিতে লজ্জা হয়, দুঃখ হয় যে উনবিংশ শতাব্দীর অনেক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত জ্ঞানগর্ব্বে স্ফীত হইয়া যিনি অনন্ত জ্ঞানের উৎস তাঁহার সৃষ্টি কৌশলের ভ্রম অন্বেষণ করিয়া থাকেন; —অনীশ্বরবাদী দাম্ভিক নাস্তিক দল তাঁহার সৃষ্টি হইতে স্রষ্টাকে সরাইয়া দিতে চাহেন! ভ্রান্ত মানব! ক্ষুদ্র পরিমিত জ্ঞান লইয়া কি অহঙ্কার কর? তোমার সাধ্য কি সর্ব্বশক্তিমানের অনন্ত জ্ঞান কৌশলের সমালোচনা কর?—একটি বালুকণাতে যে অনন্ত কৌশল নিহিত রহিয়াছে, যুগ যুগান্তের চেষ্টাতেও তাহার সকল জানিতে সক্ষম হইবে না। পরিমিত জ্ঞানের অন্ত হইয়া যাইবে, সে অনন্ত জ্ঞানের কণামাত্রও ধারণা করিতে পারিবে না; ক্ষুদ্র জ্ঞানের জাল বিস্তার করিয়া অনন্তকে আয়ত্ত করিতে গিয়া আপনার জালে আপনাকেই জড়াইয়া ফেলিবে। তাই বলি:—

"তর্ক ছাড়ি মূর্খ হয়ে সরল দৃষ্টিতে
দেখি সবে, দেখি বিশ্বদেব। প্রাণরূপে
বিরাজিত, প্রাণিরূপী অন্তরে বাহিরে।
প্রাণরূপে বিরাজিত সবিত্র মণ্ডলে,
গ্রহচক্রে, বিশ্বধামে, দ্যুলোক, ভূলোকে
আমি মূঢ় ভয়ে স্তব্ধ।"

সায়ারা লিয়ন্।

এই প্রদেশ সেনিগেম্বিয়ার দক্ষিণ পূর্ব্ব, উত্তর গিনিতে। ইহা উত্তর অক্ষবৃত্তের ৮।০ ডিগ্রী, ও পশ্চিম দ্রাঘিমার ১৩ ডিগ্রীতে অবস্থিত। ফ্রিটাউন্ ইহার প্রধান নগর। এই নগরের পশ্চাদ্ভাগে সমুদ্রতীর হইতে ক্রমশঃ উচ্চ হইয়া ২,৫০০ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ পর্ব্বত শ্রেণী শোভা পাইতেছে। সুতরাং বলা বাহুল্য এই গিরি ঢালুতায় তত্রস্থ জল বায়ুর বিভিন্নতা হয়। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এখানে ইয়ুরোপীয় উপনিবেশের সূত্রপাত হয়। আশ্চর্য্য, ইয়ুরোপীয়েরা প্রায় এক শত বৎসর হইল এখানে আসিয়াছেন, কিন্তু ম্যালেরিয়া-

সঙ্কুল নিম্নস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বাস্থ্যকর পর্ব্বতময় স্থানে একটি বই আবাসস্থান নির্ম্মাণ করেন নাই। এই প্রদেশ অতিশয় অপরিষ্কার; বিদেশীয়দিগের বিশেষতঃ ইয়ুরোপীয়দিগের পক্ষে ইহা অতিশয় অস্বাস্থ্যকর; এই নিমিত্ত ইহা "শ্বেতকায়দিগের সমাধিক্ষেত্র" বলিয়া অভিহিত হয়। এখানে বর্ষা পাঁচ মাস, অর্থাৎ জুন হইতে আরম্ভ হইয়া অক্টোবরে শেষ হয়। বর্ষায় ২।৩ দিন ধরিয়া ক্রমাগত বৃষ্টি হইতে থাকে, এবং ঝটিকা প্রাত্যহিক ঘটনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অনবরত বারিধারা পাতে প্রাকৃতিক দৃশ্য এরূপ সুন্দর হয়, যে সায়রা লিয়নকে চিত্রকরদের নিমিত্ত স্বর্গ বলিয়া বোধ হয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে যে যে উদ্ভিদ জন্মে, এই প্রদেশে তৎসমুদায় দেখিতে পাওয়া যায়। ফ্রিটাউন নগরটি নানাশোভায় সুশোভিত। ইহাতে অনেক ভজনালয় আছে। ইংলণ্ডেশ্বরী কর্তৃক নিযুক্ত এখানে এক জন "বিশপ" অর্থাৎ ধর্ম্মাধ্যক্ষ আছেন, তিনি আবার তথাকার ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সভ্য। খৃষ্টধর্ম্ম এখানে জীবনশূন্য। শিক্ষিত কৃষ্ণকায় নিগ্রোরা রবিবারে উপাসনাকালে গির্জ্জায় গিয়া উপাসনা হৃদয়ে রাখিয়া নিদ্রাবেশে অভিভূত হইয়া থাকেন। সাধারণ লোকের অনেকে উপাসনায় না হউক, সঙ্গীতে যোগ দান করিয়া থাকে।

এখানকার লোকদিগের দেহের বর্ণ বা জাতি সম্বন্ধে কোনও কথা কোন বিদেশীয় কর্তৃক উল্লিখিত হইলে, উহারা তদ্দণ্ডে উল্লেখকারীর শাস্তিবিধানে তৎপর হয়। শ্বেতকায় পুরুষদিগের সংখ্যা এখানে একশতের অধিক নহে।

নিগ্রো জাতি সাতিশয় পরিচ্ছদপ্রিয়। চাকচিক্যশালী পরিচ্ছদের জন্য তাহারা যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিতে প্রস্তুত। ইংলণ্ডের পরিচ্ছদের নূতন ফ্যাসন এখানে অপ্রচলিত হয় না, বরং তাহার আড়ম্বর আরও বাড়ান হয়। ভদ্র মহিলাগণ রেশমী পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া রৌদ্রনিবারক ক্ষুদ্র ছাতা ব্যবহার করিয়া থাকেন। যৌবনবান সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিমাত্রে [illegible] পোষাক, উঁচু কলার, দীর্ঘ টুপী ও বুট জুতাদি পরিধান করিয়া থাকেন। নীতি সম্বন্ধে ইহারা বড় শিথিল। বলিতে কি ইহারা যত শিক্ষা লাভ করিতে থাকেন, ততই দুর্নীতিসূচক কার্য্যের পরিচয় দিয়া থাকেন। আমাদিগের বিবেচনায় খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারকদিগের চেষ্টা এই প্রদেশে বড় ফলপ্রদ হয় নাই। শুধু গির্জ্জায় যাইলেই যদি ধার্ম্মিক হওয়া যায়, তাহা হইলে, ইহারা ধার্ম্মিক, শুধু বাইবেল লইয়া কথোপকথন করিলে যদি সাধুচরিত্র হওয়া যায়, তাহা হইলে ইহারাও সেরূপ। বালিকা ব্যবসায়ী নরাধমেরাও রবিবারে ভজনালয়ে গিয়া থাকে। যুবতীগণ অর্থলোভে অমূল্য সতীত্ব রত্ন বিক্রয়

করিয়া থাকে। আফ্রিকাখণ্ড কি যত অনর্থের মূল! আলেকজান্দ্রিয়ার মত এমত কদর্য্য স্থান (নীতি সম্বন্ধে) বোধ হয় ধরাধামে দ্বিতীয় আর নাই। আবার এখানে আমরা সায়রালিয়নের বিষয় পাঠ করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হইলাম। ঈশ্বর! এই স্থানগুলির কি মুক্তি হইবে না? তোমার আশীর্ব্বাদ কি ইহাদিগের পাষাণ হৃদয় ভেদ করিবে না? ইংরাজ তুমি সুসভ্য; তোমার সমক্ষে এমত ঘোর পাপাচরণ হইতেছে তুমি কি দেখিতেছ না? যদিই দেখিয়া থাক, তাহা হইলে ইহার কি প্রতিবিধান করিতেছ? এখানে শিক্ষিত নিগ্রো উকীল ও চিকিৎসকগণ ইংরাজ রমণীদিগকে অনায়াসে গ্রহণ করে। এখানকার ইংরাজদিগের বিষয় কিছু বলা আবশ্যক হইতেছে। ইহাদিগের রীতি নীতি এতদূর পর্য্যন্ত দুষণীয় যে, সুসভ্য ইংরাজ জাতির ইহারা কলঙ্ক বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য।

খ্রীষ্টীয় বা গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার পর, নিগ্রোরা আইন পড়িতে আরম্ভ করে, কারণ আইন ইহাঁদিগের প্রিয় পাঠ। আইনের বই পকেটে লুকান থাকে, বিষয় কর্ম্ম করিতে করিতে ইহারা মাঝে মাঝে লুকাইয়া উহা পাঠ করিয়া থাকে। ইহারা অপমান ভয় শূন্য, সাধুতা বিবর্জ্জিত ও পরছিদ্র অনুসারী। যদি কোন শ্বেতকায় কোন নিগ্রোকে 'নিগার' বলে, তাহা হইলে সে তদ্দণ্ডে উকীল ডাকিয়া তাঁহার নামে অভিযোগ করিয়া ৫ পাঁচ পাউণ্ড অর্থাৎ ৫০ পঞ্চাশ টাকা জরিমানা করায়। আমরা বাঙ্গালী আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি যে, আমরা নিগ্রোদিগের অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ কিন্তু একই ইংরাজ-রাজত্বে কত ইংরাজ দিনের মধ্যে আমাদিগকে কতবার "নিগার" বলিতেছে, কাহার কয়বার জরিমানা হইয়া থাকে?

কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রজা বলিয়া পরিগণিত। সুতরাং ইংলণ্ডীয় প্রজাবর্গ যে, সকল স্বত্ব ভোগ করিয়া থাকে, এ প্রদেশের নিগ্রোরাও তাহা করে। আমাদিগের দেশে কি এরূপ কখনও হইয়া থাকে? ইলবার্ট বিলের সময় ইহার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

নিগ্রোরা চিরাগত দাসত্বপ্রিয়তা এখনও পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। কেরাণীগিরি বাঙ্গালীদিগের ন্যায় ইহাদিগেরও সুখের পরাকাষ্ঠা।

নিত্য পঞ্জিকা।

আষাঢ়।

১। সাধু যাহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাঁহার সহায়।

২। গ্রীষ্মকালে ক্ষুদ্র নদীদিগের কি দুর্দ্দশা! সমুদ্রের সহিত যোগ নাই বলিয়া তাহারা শুষ্ক ও অদৃশ্য হইয়া যায়। পুণ্যের সাগর ঈশ্বরের সহিত নিত্য যোগ না থাকিলে মনুষ্যের ক্ষুদ্র ধর্ম্মজীবন শুকাইয়া বিনষ্ট হয়।

৩। অনুতাপের অশ্রুতে ধৌত না হইলে চক্ষু নির্ম্মল হয় না ও স্বর্গরাজ্যের শোভা দর্শন করিতে পারে না।

৪। আত্মচিন্তা কর, আত্মপরীক্ষা কর, আপনার দুর্ব্বলতা বিশেষরূপে অনুভব করিয়া সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের বলের আশ্রয় লও।

৫। যাচ্ঞা কর প্রাপ্ত হইবে, ডাক উত্তর পাইবে, দ্বারে আঘাত কর, দ্বার উন্মুক্ত হইবে।

৬। যে রোগের কোন ঔষধ নাই, সহিষ্ণুতাই তাহার মহৌষধ।

৭। জীবন পথে চলিতে চলিতে যদি শ্রান্ত হইয়া থাক, সাধুসঙ্গ নামে পান্থধামে বিশ্রাম কর। যদি পথহারা হইয়া থাক, এই পান্থশালাবাসীদিগকে জিজ্ঞাসা কর, গম্য পথ জানিতে পারিবে।

৮। জীবনের কর্ত্তব্য সাধনে কখনও ক্লান্ত হইও না, সুখ্যাতি অখ্যাতির মুখাপেক্ষা করিও না। চন্দ্র পূর্ণিমার রজনীতে জগৎকে হাসাইয়া সকলের প্রশংস দৃষ্টির সম্মুখে যেমন নদী সমুদ্রের জল উচ্ছ্বসিত করে, অমাবস্যার অন্ধকারে দৃষ্টিমাত্র আপনার কার্য্যসাধনে সেইরূপ তৎপর।

৯। সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বদর্শী ঈশ্বর [illegible] ও [illegible], তাঁর দৃষ্টির নিকট [illegible] থাকিলে, [illegible] লাভ হয়।

১০। স্থৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা, অনেক সময় দুঃখের মধ্যে শান্তি ঢালিয়া থাকে. ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত প্রতীক্ষা করিলেই সুফল লাভ হয়।

দর্পহারী বিশ্ববিধাতা পরমেশ্বর! আমি না বুঝিয়া আপনার শক্তি সামর্থ্য জ্ঞানবুদ্ধি ও ধর্ম্মবলের অহঙ্কার করিয়া জীবনপথে চলিতে গিয়াছিলাম, দেখি এখন কেমন দুর্বিপাকে পড়িয়াছি। আমার শরীর ক্ষীণ, মন অবসন্ন, হৃদয় মলিন ভাবে আচ্ছন্ন। দুর্দিন যাইতে না যাইতে আমার শুভসঙ্কল্প সাধুপ্রতিজ্ঞা কোথায় গেল? আমি রিপুর অধীন ও পাপের কিঙ্কর হইয়া অনুতাপে দগ্ধ হইতেছি। প্রভু রক্ষা কর, রক্ষা কর।

শ্রাবণ।

১। ঈশ্বরের প্রেম ও করুণা ধারা বৃষ্টিরূপে অবিশ্রান্ত বর্ষিত হইতেছে, খাল, বিল, পুষ্করিণী সব একাকার।

২। দৈববল, আত্মপুরুষকার এবং স্বজনবল এই তিনের যোগে সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়। আকাশের জল, কৃষকের শ্রম ও শ্রাবণ মাসের যোগে ধান্য বৃক্ষ সকল কেমন সতেজে উৎপন্ন হইয়া পৃথিবীর মুখশ্রী উজ্জ্বল করিতেছে!

৩। "মন তুমি কৃষি কাজ জান না, এমন মানব জমি রৈল পতিত, আবাদ করলে ফলতো সোণা!"

৪। স্বাতী নক্ষত্র উদয় হইলে, বৃষ্টির ফোঁটা পড়িলে, আর ঝিনুকে হাঁ করিয়া গিলিলে, তবে ঝিনুকে মুক্তা জন্মে।

৫। নদীতে যখন জলের অভাব হয়, তখন তাহার গর্ভস্থ চাড় গোড় ও লুক্কায়িত পদার্থ সকল বাহির হইয়া পড়ে। জলপূর্ণ সময়ে কিছুই দেখা যায় না।

৬। বিপদের মধ্য দিয়া ঈশ্বর কত মঙ্গল সম্পন্ন করেন। বর্ষাকালে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, পৃথিবী কর্দ্দমময়, পথ ঘাট অগম্য, সৌখীন ব্যক্তিদিগের পক্ষে বাটীর বাহির হওয়া মহাদায়িক, কিন্তু এই বর্ষাকালের জল কাদায় যে বীজ অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইবে, তাহাতে জগতের জীবদিগের সংবৎসরের উপজীব্য হইবে।

৭। প্রগাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘ হইতে দীপ্তিময় বিদ্যুৎ ও প্রভূত বারিধারা উৎপন্ন হয়। ঘোর বিপদ কত সময় প্রভূত কল্যাণের কারণ হইয়া থাকে।

৮। মনুষ্য অল্প দুঃখে কাতর, গ্রীষ্ম একটু অধিক হইলে বৃষ্টি চায়, বৃষ্টি অধিক হইলে খরা চায়। ঈশ্বর মনুষ্যের ইচ্ছাধীন না হইয়া যখনকার যাহা উপযুক্ত, তাহাই বিধান করেন।

৯। যদি মনের আনন্দে প্রচুর পরিমাণে শস্যসংগ্রহ করিতে চাও, তবে রৌদ্রের তাপ ও বৃষ্টির ধারা মস্তকে বহিয়া বীজ বপন কর।

১০। যাহা আমার অসাধ্য, তাহা সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের সাধ্য। আপনার শক্তিতে নিরাশ হও, কিন্তু তাঁহার শক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কর।

দয়াময় ঈশ্বর! তুমি নিরাশের আশা, নিরুপায়ের উপায়। আমার ভগ্ন হৃদয়ে আশার সঞ্চার কর, আমার মন ও দেহে বল দেও, আমার মলিন আত্মাকে নির্ম্মল করিয়া তোমার পুণ্যলোকের উপযুক্ত কর। আমার গুণে নয়, কিন্তু তোমার কৃপার গুণেই সকল বিপদ হইতে উদ্ধার হইব—পরিত্রাণ লাভ করিব। তোমার নামের জয় হউক, তোমার মহিমার জয় হউক, তোমার করুণার জয় হউক।

অভাগা দলীপ!

উথলিল সুখের স্বপন,
প্রাণের ভিতরে তরঙ্গরে
বাসনার মরীচিকা ছায়া
আপনা আপনি এল স'নে
সুখ সনে বাসনার দেখা
হৃদয়ের সঙ্গে আঁকে রেখা;
দলীপের জাগিল ভরসা,
চেয়েদেখে আশা খেলা করে।

২

আপনা আপনি আশা এসে
সাজাইল গৃহযাত্রি-বেশে।
নির্ব্বাসিত অভাগা দলীপে!
নিবিড় অটুট অন্ধকার
নবাইল আশা বারম্বার
আশ্বাসের অলৌকিক দীপে।
প্রাণে মরা দলীপ তখন
চেয়ে দেখে—নূতন জীবন
দাঁড়ায়েছে আসিয়া সমীপে,
"এস এস, নূতন জীবন!
এস, দলীপের হারাধন!
রেখো না আমারে পর-দ্বীপে।"

৩

আশাগড়া নূতন জীবন
দলীপেরে তুলিয়া বলায়;
বায়ু কোণী সিন্ধুতট হ'তে
রাণজিত অগ্নিকোণে চায়।
আনন্দ ধরে না আর প্রাণে,
আশা তাঁরে বলে কাণে কাণে,
'দুখনিশি হ'ল তোর ভোর,
ডাকে তোরে জন্মভূমি তোর,
মোর কোলে উঠে আয়,
রাখিব শান্তির ছায়,
সেথা হ'তে এসেছিলি হেথা,
হেথা হ'তে নিয়ে যা'ব সেথা।'
এতেক কহিয়া আশা তায়,
নিজ কোলে সাদরে উঠায়।

৪

কোলে তুলে গুণ গুণ কাণে
কি বলিল ছলময়ী আশা;
দলীপ লেখনী মুখে ত্বরা
প্রকাশিল অন্তরের ভাষা।
দলীপের আসিবার আগে
সে ভাষা আসিল তাঁ'রদেশে;
আশার কুয়াশাময়ী ভাষা
অভাগার কাল হ'ল শেষে!
আনন্দের উৎস ছুটাইয়ে
জলে ভেসে আসিছে দলীপ;
এক দিকে প্রিয় জন্মভূমি,
অন্যদিকে পিশাচের দ্বীপ,
মাঝখানে উত্তাপের দেশ,
আশা সেথা দলীপে আনিল;
চক্ষু রাঙ্গাইয়া নিশাচরী
অভাগারে শিলায় ফেলিল!

৫

উথলিল দুঃখের লহরী,
প্রাণের ভিতরে তরঙ্গরে;

বাসনার মরীচিকা ছায়া
আপনা আপনি গেল স'রে।
দুখসনে নিরাশার দেখা;
ভগ্ন প্রাণ একেবারে ফাঁকা;
দলীপের ভগ্ন আশা তরী
ডুবে গেল অকূল সাগরে।

আমি ক্ষুদ্র হইব।

নিমেষের মধ্যে মানবের হৃদয়ের ভাবের যত পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, যে শত শত রাষ্ট্রবিপ্লব ও যুগপ্রলয়ের কথা তাহার কাছে ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা মাত্র। নিশীথের অন্ধকারে যখন চারিদিক আবৃত ছিল—সাড়া ছিল না, শব্দ ছিল না, তখন ভীষণ দৃশ্য অথচ তমিস্রার বুকে দারুণ হতাশায় যে উষ্ণ শ্বাস ফেলিয়াছি, যে কামনায় হৃদয়কে জর্জ্জরিত করিয়াছি, আজি প্রভাতে তাহারা কোথায় লুকাইল? নিশীথে ভাবিতেছিলাম কি করিলে এসংসারে পূজা পাইতে পারি, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারি, পৃথিবীর ভাণ্ডারের সুখ সামগ্রী উপভোগ করিতে পারি! প্রভাতে গবাক্ষ উন্মোচন করিয়া বিস্তৃত প্রান্তরের দিকে তাকাইয়া ভাবিতেছি আমি কি ক্ষুদ্র হইতে পারি না? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশির যেমন তরুপত্র প্রক্ষালন করিয়া প্রান্তরের তৃণে ও কণ্টক বুকে ঢলিয়া পড়িতেছে, আমি কি ঐরূপ সংসারের জ্ঞানী মানীর পদ প্রক্ষালন করিয়া দরিদ্র, ঘৃণিত ও নির্ব্বাসিতের বুকে আমার স্নেহাশিসের হস্ত প্রসারণ করিতে পারি না? আমি বড় হইয়া কি করিব? সুদূরে আলেকজাণ্ডারের শেষ অতৃপ্তি, অদূরে নেপোলিয়ানের নিরাশা গন্ধকের মত জ্বলিতেছে। কত রাজ্য কত রাজা, কত শাস্ত্র কত মন্ত্র, ভস্মশেষ কার্থেজের অস্থিতে, মরুপ্লাবিত মিশরের কুক্ষিতে, কণ্টকারণ্যবেষ্টিত বাবিলনের গহ্বরে, এবং কল্পনাশার জনস্পর্শশূন্য গর্জ্জিত তরঙ্গে মিশাইয়া গিয়াছে, তাহার কি কেহ তালিকা দিতে পার? যদি না পার, তবে ভাই তোমার উচ্চাশা লইয়া আমি কি করিব? আমার শরীরের রক্ত ও মাংসের বিনিময়ে আমি কেন এমন কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপনা করিব যাহার স্থায়িত্ব চক্ষুর নিমেষের উপর নির্ভর করিতেছে? কেহ আমাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতে পারেন যে, হাঁ, আঙ্গুর ফলগুলি বড় টক্ বটে। তুমি যাহাই বলনা কেন, আমি বড় হইবার সাধ হৃদয়হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছি। বড় হইবার কামনায় ও চেষ্টায় শুধু আত্মপ্রতিষ্ঠা করা যায় না তাহা নহে, উহাতে সুখ নাই বরং দুঃখাতিশয্য আছে। যেখানে রাজা, সেইখানেই

রাষ্ট্রবিপ্লব। রাজা যদি অধিপতি না হইয়া রাজ্যের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন, দশ জনের মধ্যে একজন হইয়া জগতের কুশল কামনা করেন, কে তাঁহার কণ্ঠদেশ ছেদন করিতে চাহে? রাজকার্য্যে, ধর্ম্মকার্য্যে, সামাজিক ব্যবহারে ও পারিবারিক ব্যবহারে সর্ব্বত্রই যদি আমাদের একই মূলমন্ত্র হয় যে, আমরা পরের সেবা করিতে চেষ্টা করিব, কিন্তু পূজা পাইতে কামনা করিব না, তাহা হইলে অক্ষয় সুখে সুখী হইতে পারিব। পরসেবায় আত্মদান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সুখ আর যে কিছু আছে, জগতের মহাজনেরা তাহা বলেন না। বুদ্ধদেব বহুদিন পূর্ব্বে এই শিক্ষাই দিয়াছিলেন; দুর্ভাগ্য ভারতবর্ষ তাহা সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে নাই। জগতের সভ্যতার ইতিহাসে অবগত হইতে পারা যায় যে, এক সময়ে রাজা ও পুরোহিত, সমাজের সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। সকলকে বুঝিয়া হউক, আর না বুঝিয়াই হউক, স্বমতে হউক বা মতবিরুদ্ধে হউক যাহা কিছু রাজাজ্ঞা যাহা কিছু পুরোহিতের আদেশ, তাহা সকলই পালন করিতে হইত, নচেৎ কঠোর দণ্ডে সকলে দণ্ডিত হইত। এই অবিচার তিরোহিত করিবার জন্য মনুষ্য রাষ্ট্রবিপ্লব ও ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল, এবং যাহাতে প্রত্যেকেই আপনার ব্যক্তিত্ব সংস্থাপন করিতে পারে, তাহার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিল। বর্ত্তমান যুগকে উন্নত যুগ বলিলেও ইহা যে আত্মসংস্থাপন যুগ, তাহার আর কোন ভুল নাই। কিন্তু উন্নততর সভ্যতা, উন্নততর নীতি মনুষ্যের জন্য আসিতেছে। চাহিয়া দেখ ভবিষ্যৎ কেমন উজ্জ্বল! এ যুগের সারমন্ত্র এই হইবে কিসে আমি আপনাকে হারাইয়া ফেলিতে পারি, একেবারে পরের হইয়া যাইতে পারি। এক রাজার বা পুরোহিতের নিকট আত্ম বিক্রয় করিব না বটে, কিন্তু কেবল আত্মস্থাপন করিয়া আত্মমগ্নও থাকিতে পারিব না। আমার এই জীবন সমাজের নামে উৎসর্গ করিব। সকলের দাস হইব। মনুষ্যজাতি, একদিন এই অপূর্ব্ব মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সকলের সেবা করিতে ব্যস্ত হইবে। আপনার মাহাত্ম্য সংস্থাপন না করিয়া কেবল জগতের কল্যাণে নিযুক্ত হইবে। এই শ্রেষ্ঠ সুখের পথে লইয়া যাইবার জন্য চৈতন্য সকলকে, তৃণ অপেক্ষা সুনীচ এবং তরু অপেক্ষা সহিষ্ণু হইতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। আমি এই সকল কথা ভাবিয়া স্থির করিয়াছি আমি ক্ষুদ্র হইব। আমি আমার কুচরিত্রতার কণ্টকগুলি উত্তোলন করিয়া অহঙ্কারে মাথা তুলিয়া সংসার প্রান্তর পথের যাত্রী ভাই ভগ্নীদিগের চরণে কেন বিঁধিব! আমি কি ঐ প্রান্তরের সুকোমল তৃণ হইয়া, সকলের নয়নাভিরাম পদসেবাকারী হইতে পারি না? আমার আজি একই কামনা, একই লক্ষ্য, আমি ক্ষুদ্র হইব, জগতের দাসানুদাস

হইব এবং পর সেবা করিয়া অজ্ঞাতে বিজনে ইষ্টদেবতাকে সাক্ষী করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিব।

খ্যাতি প্রতিপত্তি কয় দিনের জন্য ? আমি খ্যাতি চাই না। তোমার সেক্সপীয়র, কালিদাস, নিউটন প্রভৃতির নাম কি চিরস্থায়ী হইবে ভাবিতেছ ? মিসরের পিরামিড নির্ম্মাণ করিতে যে বিদ্যার প্রয়োজন হইয়াছিল, যে দক্ষতার প্রয়োজন হইয়াছিল, বর্ত্তমান শিল্প বিদ্যাদি তাহার সমকক্ষ হইতে পারে না। অত উচ্চ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলা ও [illegible], উত্থিত হইয়াছিল, তাহা বর্ত্তমান কীর্ত্তিকুশলদিগের সিদ্ধান্তে আসিতেও পারে না। সেই কৌশল, সেই বিদ্যা, যাহার মস্তিষ্কে ছিল, তাহার যখন নামগন্ধও নাই, তখন তোমার ওয়াট্‌স্‌ ও নিউটনের নাম কয় দিনের জন্য ? ঐ যে উন্নততর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিতেছে, আজি কালিকার বিদ্যা ও সভ্যতা যাহার একটা বর্ণমালার অক্ষর বা হিয়ারোগ্লিফিক্* মাত্র সে সভ্যতার দিনে তোমার কবিলব্ধনামা পণ্ডিতেরা কোন্ সাগরের জলবিম্ব হইবেন ভাবিয়া দেখিয়াছ কি ? আত্মপ্রতিষ্ঠা যখন এইরূপ অতি তুচ্ছ পদার্থ, তখন যত দিন বাঁচিয়া আছ, পরসেবায় ও পর সুখবর্দ্ধনে কেন জীবনাতিবাহিত করিব না ? সেই জন্যই বলিতেছিলাম যে আমি বড় হইবার সাধ একেবারে বিসর্জ্জন দিয়াছি। এবারে ক্ষুদ্র হইব, ইহাই আমার উচ্চতম আশা।

* মিসরদেশের দুর্ব্বোধ্য বর্ণাঙ্কিত ভাষা।

বাঙ্গালা প্রবচন।

(৫৭ সংখ্যা ৩১ পৃষ্ঠার পর)

৩৩ ইটটী পড়লে পাটকেলটী পড়ে।

৩৪ ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্টঃ।

৩৫ ইল্লোত যায় ধুলে,
স্বভাব যায় মলে।

৩৬ উচোটে পড়ে প্রণাম।

৩৭ উটন্ত মুল, পত্তনে চেনা যায়।

৩৮ উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ।

৩৯ উদোর পিণ্ডি, বুধোর ঘাড়ে।

৪০ উপরোধে ঢেঁকী গেলে।

৪১ উপস্থিত অন্ন ছাড়িতে নাই।

৪২ উপোস করলে যাবে দিন,
[illegible]

৪৩ উপোসের কেউ নয়, পারণার গোঁসাই

৪৪ উন ভাতে, দুনো বল,
বিস্তর ভাতে রসাতল।

৪৫ এক রজপুত তের হাঁড়ী,
কেউ না খায় কারু বাড়ী।

৪৬ এককাণ কাটা সহরের বারদিয়ে যায়,
দুকাণকাটা সহরের ভিতর দিয়ে যায়

৪৭ এক নদী বিশ ক্রোশ।

৪৮ এক হাতে তালি বাজে না।

৪৯ এক হেন্‌সেলে তিন রাঁধুনী।
পুড়ে মলো তার ফেন গালুনী

৫০ এক লাঠিতে সাত সাপ মারা।

৫১ এক সূর্য্যে ধান শুকান।

৫২ এক আঁচড়ে টের পাওয়া যায়।

৫৩ এক মুরগী কবার জবাই?

৫৪ এক পুতের আশ,
আর নদীকুলে বাস!

৫৫ একবরের স্ত্রী হেলা দোলা,
দোজ বরের স্ত্রী গলার মালা।

৫৬. এক দেশে ঢেঁকা পড়ে,
আর দেশে মাথা ব্যথা।

৫৭ এক যাত্রায় পৃথক্ ফল।

৫৮ এক কলসী জল আনিয়ে
কাকালে দিলে হাত,
এই মুখে খাবে তুমি
বাগদিনীর ভাত?

৫৯ এক ভস্ম আর ছার,
দোষগুণ দিব কার?

৬০ এক পাগলে রক্ষা নাই,
সাত পাগলের মেলা।

৬১ একুশ কোড়া গুণে খায়,
ফুলের ঘায় মূর্চ্ছা যায়।

৬২ একে বাপ, তায় বয়সে বড়।

৬৩ একা না বোকা।

৬৪ একে রুণু ঝুনু, দুয়ে পাঠ,
তিনে গণ্ডগোল, চারে হাট।

৬৫ একাই একশ।

৬৬ একে মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ।

৬৭ এগুলে নির্ব্বংশের বেটা,
পেছুলেও নির্ব্বংশের বেটা।

৬৮ এচোঁড়ে পাকা।

৬৯ এত সুখ তোর কপালে,
তবে কেন তোর কাঁথা বগলে?

৭০ এসা দিন নাহি রহে গা।

৭১ এক শীতে জাড় পালায় না।

৭২ ওঠ ছুঁড়ী তোর বিয়ে,
নেকড়ার আলো দিয়ে।

৭৩ ওদের বৌ নত্ পরেছে সাত সাঙে বয়,
নাকে কেমনে রয়? না ওরাই বলে
ওরাই কয়।

৭৪ ওল খেয়ে গোল।

৭৫ ঔষধার্থে সুরাপান।

সঙ্গীত।

কে আজি বিরলে বসি ধরিছে মোহন তান,
জাগ গো জননী রজি হ'ব নিশা অবসান।
পাখীর বীণার ধ্বনি, কবি কুঞ্জে নাহি শুনি,
কুহরিছে মধু কুঞ্জে বসন্তের সুখ গান।
ঘুমায়ে ভারতবাসী, আকাশে তারকা রাশি
লুকায়ে মেঘের কোলে, ভারত মহা শ্মশান।
ঝলকা ভারত ব্যাপী, রজত সেঁউতী মাখা,
শ্মশান আঁধার মাঝে লাগিকলা আপনার।

শিক্ষা দীক্ষা ছারখার, মহা মত্ত হাহাকার,
ভারতে ভারতী মার, মহামন্ত্র সমাধান।
যদি রে কল্যাণ চাও, ভারত মঙ্গল গাও,
মহাযজ্ঞ আত্মত্যাগ কর মহাশক্তি ধ্যান।
ভারতের ঘরে ঘরে, বাজ বীণে সমস্বরে,
জাগিবে ভগিনীগণে, মৃত দেহে পাবে প্রাণ।
ভারতী আমার নাম, পূর্ণ হোক মনস্কাম,
আশীর্বাদ করি সবে, জয় ভারত সন্তান।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। শৈশবকুসুম, তৃতীয়ভাগ—শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। কবিতাগুলি সরল ও সরস হইয়াছে, পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম। ইহার অনেকগুলি প্রবন্ধ সুনীতি ও সদ্ভাবের উদ্দীপক।

২। মদ খাও—নেশা ছুটিবে না।—শ্রীপ্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত, মূল্য ৵০ আনা। লেখক মদের নেশার গুণ শুনিয়া তাহা সেবনে উৎসুক ছিলেন। পরে এক মাতালের মুখে শুনিলেন সে যে মদ খাইয়াছিল, তাহার নেশা ছুটিয়া গিয়াছে। তখন তিনি যে মদে নেশা ছোটে না, তাহার অনুসন্ধায়ী হইলেন এবং ঈশ্বরকৃপায় বিবেক মদ পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। লেখাটি সুন্দর হইয়াছে।

নূতন সংবাদ।

১। মহারাজ সিন্ধিয়া ও হলকার উভয়েরই প্রায় এক সময়ে মৃত্যু হইয়াছে। ইহাঁরা দেশীয় রাজাদিগের সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। ইহাঁদের বিয়োগে ইহাঁদের উত্তরাধিকারীদিগের স্বাধিকার লোপ না হইলে ভারতের পরম ভাগ্য।

২। ফ্রান্স হইতে অর্লিন ও নেপোলিয়ন রাজবংশ নির্ব্বাসিত হইয়াছেন। রাজবংশ স্বদেশ হইতে নির্ম্মূল করাই ফরাসী সাধারণ তন্ত্রের উদ্দেশ্য।

৩। ডাক্তারী শিখিবার জন্য এ বৎসর ১০টী স্ত্রীলোককে ১৫টাকা করিয়া ছাত্রবৃত্তি দেওয়া হইবে। যাঁহারা এফ, এ বি, এ পরীক্ষোত্তীর্ণ, তাঁহারা ২০ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইবেন।

৪। মৃত ইহুদী ধনকুবের এজরা সাহেবের পত্নী স্বামীর প্রীত্যর্থে কলিকাতা মেডিকাল কলেজের পার্শ্বে একটী নূতন হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠার জন্য গবর্ণমেণ্টের হস্তে অনেক টাকা দিয়াছেন। ছোট লাট সাহেব শীঘ্র এই বাটির ভিত্তি স্থাপন করিবেন।

৫। মৈমনসিংহে সুখদা নাম্নী এক বিধবাবালিকা পুনরুদ্বাহের ইচ্ছায় তাঁহার পিতৃগৃহ ছাড়িয়া মাতুলের আশ্রয় গ্রহণ করেন, ইহাতে পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া কন্যা পুনঃ প্রাপ্তির জন্য নালিস করেন। মাজিষ্ট্রেট তাঁহার দাবী অগ্রাহ্য করিয়া প্রাপ্তবয়স্ক কন্যাকে আপনার ইচ্ছা মত কার্য্য করিবার অধিকার দিয়াছেন।

৬। ব্রহ্মদেশে কেবল পুরুষেরা ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্রচালনা করিতেছে না, তথায় এক বীররমণীরও উদয় হইয়াছে, তিনি এক বিদ্রোহী দলের অধিনায়িকা।

বামাগণের রচনা।

স্বপ্নে স্বর্গদর্শন।

প্রিয়তম বিয়োগ।

নীরব নিশীথ, নিস্তব্ধ প্রকৃতি
না নড়ে একটি পাত
প্রফুল্ল হৃদয়, কুমুদ মোদিনী
লজ্জিত মাধবী লতা।
করে টল টল, চাঁদের কিরণ
উছলে পীযুষ রাশি,
প্রফুল্ল কুসুম, চাহি চাঁদ পানে
হাসিয়া যাপিছে নিশি।
নিখিল জগৎ, আছে ঘুমাইয়া,
বিমল শান্তির কোলে
একাকিনী আমি, আছিনু জাগিয়া
প্রফুল্ল বকুল তলে।
কত কি ভাবনা, উঠিল অন্তরে
একটি একটি করি,
জাগিল হৃদয়ে, সে চারু মূরতি
অতুল সুষমা ধরি।
উঠিল ফুটিয়া, চিত্তার সলিল,
ললাট কপোল দিয়া,
থাকি, থাকি থাকি, উঠিল চমকি
বিষাদে বিষণ্ণ হিয়া।
নিরখি গগনে, অগণন তারা
কি যেন পড়িল মনে,
চির পরিচিত, কে যেন বিরাজে
বিমানে তারকা সনে।
"ভুলিবার ধন নয় সে রতন
একি লো আজির কথা,
চেয়ে দেখ ফিরে শোণিত অক্ষরে
প্রাণমত আছে গাঁথা।"
তবে কি সত্যই মানুষ মরিলে
বিরাজে তারকা লোকে ?
তবে কি আমারও প্রাণের প্রাণেশ
এসেছে লুকায়ে রেখে ? *
তা না হ'লে পরে কাঁদে কেন প্রাণ
তারকার দেখি চেয়ে.
যেন সেই মুখ রেখেছে লিখিয়ে
নক্ষত্র অক্ষর দিয়ে।
ঠিক্ তাই বটে যেতে কি পারিনা
উঠিয়া বিমান পথে ?
লইতে পারিনা খুঁজিয়া তাহারে
অগণ্য নক্ষত্র হতে ?
দেখেছি অনেক ছোট বড় তারা
থাকিয়া খসিয়া পড়ে
কোথা যায় তারা ? যথা হতে আসে,
সেথায় কি যায় ফিরে ?
কলেবর ছাড়ি আত্মা কোথা যায়
তারকা মুরতি ধরে ?
তাকি কভু হয় অনন্ত আত্মায়
যায় মিশে দেহ ছেড়ে।

(ক্রমশঃ)

* এ চিন্তার কারণ মৃত বন্ধুকে একদিন মৃত্যু পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল—মানুষ মরিলে কি হয় ? তিনি উত্তর দেন, "নক্ষত্র।"

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৫৩ সংখ্যা। শ্রাবণ ১২৯৩—আগষ্ট ১৮৮৬। ৩য় কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

পার্লেমেণ্ট সভ্য নির্ব্বাচন—রক্ষণশীল দলের এবার পোয়াবার। উদার-নৈতিক গ্লাডষ্টোনের দলের অপেক্ষা তাঁহারা প্রায় দ্বিগুণ সভ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। বড় দুঃখের বিষয় বাবু লালমোহন ঘোষ এবারও পরাজিত হইয়াছেন।

ডুবুরী দস্যু—নব বিভাকর বলেন, কাশীতে গঙ্গার ঘাটে ডুবুরী দস্যুরা সালঙ্কারা রমণীদিগকে ডুব দিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া মারিয়া ফেলে, আর ইহাদের অলঙ্কার পত্র লইয়া আত্মসাৎ করে। পূর্ব্বে কলিকাতার গঙ্গায় এইরূপ ডুবুরী ডাকাইতের উৎপাত ছিল, ব্লাকয়ার সাহেবের শাসনে তাহা নিবারিত হয়।

আসামে কুলী রমণী—অভাগিনী চিরদুঃখিনী ভারতরমণীদিগের দুঃখের ভরা পূর্ণ হয় নাই বলিয়াই বুঝি আসামে তাহাদিগের জন্য চা বাগিচারূপ নরককুণ্ড প্রস্তুত হইয়াছে এবং তথায় কুলী রমণীদিগের জীবন্ত দাহন হইতেছে। পিশাচপ্রকৃতি ইউরোপীয় চা-করগণের ঘোর অত্যাচারের বিরাম নাই। ইউরোপীয় স্থানীয় বিচারকগণ আবার রক্ষক হইয়া ভক্ষক। সম্প্রতি একটী কুলী রমণী এক

চাকর কর্ত্তৃক অত্যাচরিত হইয়া অভিযোগ করাতে বিচারক নালিস অগ্রাহ্য করিয়া মিথ্যাবাদিনী বলিয়া রমণীকে পুলিস সোপরদ্দ করিয়াছেন। অনাথিনীকে কে রক্ষা করিবে?

এটনার অগ্ন্যুৎপাত—সিসিলি দ্বীপের এটনা পর্ব্বত অগ্ন্যুৎপাতের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ। সম্প্রতি ইহার ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুদ্গীরণ হইতেছে। ১১টী গহ্বরদ্বার খুলিয়াছে এবং ৬০০ ফিট প্রশস্ত গলিত ধাতুস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। সৌভাগ্যের বিষয় ইহা দ্বারা এপর্য্যন্ত জনপদের কোন অনিষ্ট ঘটে নাই।

স্ত্রীলোকের শ্রবণ শক্তি—ডাক্তার টেট সপ্রমাণ করিয়াছেন পুরুষদিগের অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের শ্রবণ শক্তি অনেক অধিক। কর্ণে এক সেকেণ্ডে ন্যূন সংখ্যা ১৬ হাজার এবং ঊর্দ্ধ সংখ্যা ৪২ হাজার শব্দের অভিঘাত হয়, স্ত্রীকর্ণ অধিক সংখ্যক আঘাত পাইবার উপযোগী। হৃদয়ের সহিত কর্ণের সমধিক যোগ ইহার কারণ হইতে পারে।

আশ্চর্য্য ঘূর্ণাবর্ত্ত—ডাক্তর এল এ উইলসলো ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ডেলাওয়ার নদী দর্শন করিতে গিয়া যে আশ্চর্য্য ব্যাপার আবিষ্কার করেন, তাহার বিবরণ এই ;—

এই নদী স্থানে স্থানে গভীর ও প্রশস্ত, তজ্জন্য অত্যন্ত বেগবতী ও ভয়ঙ্করী। পেঘসিলভেনিয়ার দিকে একটী ঘূর্ণাবর্ত্ত আছে, তথায় এত বেগ [illegible] পর্য্যন্ত ঘূর্ণায়মান হইতে থাকে, কখন কখন অনেকদিন পর্য্যন্ত এরূপ অবস্থায় থাকে। ডাক্তার একদিন এই ঘূর্ণাবর্ত্তের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে যাইতে একটী জলন্ত দেয়াশেলাই ঊর্ম্মীর উপর ফেলিয়া দিলেন। জল তৎক্ষণাৎ জ্বলিয়া উঠিল, ক্ষণেক কাল নীল বর্ণের শিখা উঠিয়া নির্ব্বাণ হইয়া গেল। তখন জলোপরি বুদবুদ দেখিতে পাইলেন, বুদ্বুদসকল দ্রুত বেগে নদীর তলদেশ হইতে উদ্ভূত হইয়া উপরিভাগে ভাসিতেছে। তিনি একজন ভূতত্ত্ববিৎ এবং বৈজ্ঞানিক ছিলেন, সুতরাং তৎক্ষণাৎ জানিতে পারিলেন যে বুদ্বুদ সকল গ্যাস বা বাষ্প সম্ভূত, ইহার নদী তলদেশ হইতে উৎপন্ন হইতেছে এবং দাহ্য। তিনি দেশেলাই দ্বারা অনেক বুদ্বুদ্ জ্বালাইলেন। রাত্রি কালে তিনি সমস্ত তরঙ্গাকুল বুদ্বুদ্ময় দেশ এককালে প্রজ্বলিত করিলেন, তাহাতে অপূর্ব্ব আলোক উৎপন্ন হইল। তিনি সেই জলের গভীরতা পরিমাণ করিয়া জানিলেন যে স্থানে স্থানে গভীরতা ৯০ ফিট এবং তল দেশ পর্ব্বতময়, কোথাও কোথাও অতলস্পর্শ। তিনি অনুমান করেন, নিম্নস্থ পর্ব্বতের গহ্বর সকল গ্যাসে পূর্ণ এবং তাহা হইতে বুদ্বুদ্ সকল উদ্ভূত হইতেছে। এই স্থানে কর্দ্দম ও গ্যাস পূর্ণ। ডাক্তার একটী পিপা উপুড় করিয়া গ্যাস ধরিয়াছিলেন, তাহাতে দিবারাত্রি উজ্জ্বল আলো হইয়াছিল।

স্বাভাবিক কূপ—ওহিও প্রদেশে ফিণ্ডলে নামক স্থানে একটী স্বাভাবিক কূপ আছে, তাহার নাম কার্ব্ব কূপ। ইহা একটী অতীব আশ্চর্য্য পদার্থ, ইহা হইতে উজ্জ্বল আলোক ও উচ্চ অগ্নি শিখা বহির্গত হয়। রাত্রিকালে ইহার শোভা অতি বিস্ময়জনক, এমন কি সমস্ত প্রদেশ ইহাদ্বারা আলোকিত হইয়া থাকে।

আলোকময় কালী—একজন ইটালীয় এক প্রকার উজ্জল ছাপার কালি প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার ছাপা সংবাদ পত্র সকল অন্ধকারে পাঠ করা যাইতে পারে। ইহাতে পুস্তক ও পত্রিকা সকল মুদ্রিত হইলে পাঠকদিগের পক্ষে রাত্রি কালীন আলোকের খরচ বাঁচে। অনেকে উজ্জল কার্ড ব্যবহার করিয়া থাকেন, পুস্তক ও পত্রিকা উজ্জল কালীতে মুদ্রিত হওয়া বিচিত্র নহে।

বিবি দিনারজাদী।

পারস্যদেশের প্রবলপ্রতাপান্বিত এক মুসলমান (১) নরপতি একদিবস অপরাহ্নে সিংহাসনে উপবেশন পূর্ব্বক গম্ভীর স্বরে সচিবশ্রেষ্ঠকে আহ্বান করতঃ অনুজ্ঞা করিলেন "মন্ত্রিন্! বিশ্ববিধাতা জগদীশ্বর দিক্ সমূহের মধ্যে কোন্‌দিকে নয়ন নিক্ষেপ করিয়া আছেন এবং সতত তিনি কি কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন, এই দুইটি অবশ্য জ্ঞাতব্য এবং অতীব প্রয়োজনীয় প্রশ্নের সত্বর সদুত্তর প্রদান করিয়া আমার আনন্দ উৎপাদন করুন।" মন্ত্রী নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। বাদসাহ পুনরায় আগ্রহাতিশয় সহকারে অনুরোধ করিয়াও কোন উত্তর না পাওয়াতে বলিলেন "মন্ত্রিন্! বুদ্ধিমত্তা, বহুদর্শিতা ও বিজ্ঞতার জন্য আপনি আমার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন, কিন্তু এক সপ্তাহ কাল মধ্যে যদি এই প্রশ্ন দ্বয়ের আপনি সদুত্তর প্রদানে সমর্থ না হয়েন, তাহা হইলে আমি নিশ্চয়ই আপনার মস্তক অসিদ্বারা দ্বিখণ্ডিত করিব।" এই রূপ নিদারুণ আদেশ কর্ণগোচর করিবামাত্র উজির মহাশয় বিমর্ষ বদনে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

মন্ত্রীবর আবাসগৃহে গমন করিয়া সতত চিন্তাসাগরে নিমগ্ন থাকেন এবং নয়নাশ্রুতে কপোল দেশ সিক্ত করেন। এইরূপে দুই দিন, তিন দিন, করিয়া ছয়দিন অতিবাহিত হইয়া, অদ্য সেই সর্ব্বনাশক সপ্তম দিবস উপস্থিত!! প্রবৃদ্ধ সচিব মহাশয় মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া পরমেশ্বরের উপাসনায় প্রবৃত্ত এবং মধ্যে মধ্যে অশ্রু সম্বরণ করিয়া স্বকীয় ধর্ম্মানুযায়ী কোরাণের পরিচ্ছেদ বিশেষ পাঠ করিতে নিযুক্ত। ঠিক্ এই সময়ে তাঁহার বুদ্ধিমতী কন্যা দিনারজাদী আসিয়া উপস্থিত হইল। পিতাকে শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করায় মন্ত্রী মহাশয় রাজার নিদারুণ আদেশ ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন। কন্যা বলিল "পিতঃ! এই সামান্য বিষয়ের জন্য আপনার জ্ঞান

(১) কেহ কেহ বলেন, এই মুসলমান নরপতি ফেণীর রাউজ-খুলুক নামে বিখ্যাত।

প্রধান লোকের খেদ প্রকাশ করা নিতান্ত অসঙ্গত, আমাকে সঙ্গে করিয়া রাজার নিকট লইয়া চলুন, আমি অদ্য রাজসভায় ইহার সদুত্তর প্রদান করিয়া আপনার প্রাণ ও খ্যাতি রক্ষা করিব।” মন্ত্রী প্রথমে স্বীকৃত হয়েন নাই, কিন্তু স্ত্রী বুদ্ধি প্রলয় করিতেও সমর্থ ভাবিয়া অবশেষে সম্মতি প্রদান করিলেন। কিছু ক্ষণ পরে উভয়ে আহারাদি সমাপন করিয়া পরিচ্ছদ গৃহে প্রবেশ করিলেন; কন্যা বলিলেন “পিতঃ! অদ্য আপনাকে আমাদের বাটীর ভৃত্যের পোষাক পরিতে হইবে।” পিতা তাহাই করিলেন, একজন ভৃত্যের মলিন এবং ছিন্ন পোষাক পরিধান করিলেন। কন্যাটি কৃত্রিম পুরুষের বেশ ধারণ করিয়া মন্ত্রীর মূল্যবান পরিচ্ছদে অঙ্গ সুসজ্জিত করিল, তদনন্তর পিতাকে পশ্চাতে এবং নিজে অগ্রে অগ্রে রাখিয়া রাজসদন গমনে প্রবৃত্ত হইল। বাদসাহের সম্মুখে উভয়ে উপস্থিত হইলে প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসিত হইল। বস্ত্র বাহুল্য দিনারজাদীর অপূর্ব্ব কৃত্রিম বেশে তাঁহাকেই মন্ত্রী বলিয়া রাজার ভ্রম হইয়াছিল। দিনারজাদী দক্ষিণ হস্তের একটি অঙ্গুলী আপনার দিকে এবং বাম হস্তের একটি অঙ্গুলী পিতার দিকে রাখিয়া বলিলেন “মহারাজ! জগদীশ্বর সতত এই কার্য্য করিয়া থাকেন।” রাজা ইহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। তখন কৃত্রিম মন্ত্রী পুনরায় বলিতে লাগিলেন “মহারাজ! বিধাতা কখন প্রভুকে ভৃত্য, কখন ভৃত্যকে প্রভু করিতেছেন, কখন আমীরকে ফকির, কখন ফকিরকে আমীর করিতেছেন, অর্থাৎ নিরন্তর পরিবর্ত্তন সাধন করাই তাঁহার কার্য্য। উত্থান ও পতন এবং পতন ও উত্থান অর্থাৎ পরিবর্ত্তনই প্রকৃতির নির্দ্দিষ্ট কার্য্য। আমি মন্ত্রী মহাশয়ের একজন সামান্য বেতনভোগী সেবক ভিন্ন আর কিছুই নহি, কিন্তু অদ্য দেখুন আমি মন্ত্রীর সজ্জায় সজ্জিত এবং বুদ্ধিমান সচিব শ্রেষ্ঠ সেবকের অকিঞ্চিৎকর বস্ত্রে আচ্ছাদিত।” মহারাজা অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর প্রার্থনা করিলে কন্যা বলিতে লাগিলেন “মহারাজ! বাতির দীপ শিখা যেমন কোনও দিকেই মুখ ফিরাইয়া থাকে না; অথচ চতুঃপার্শ্বস্থ স্থানে সমভাবে আলোক বিস্তার করে, এবং যে কেহ দীপের নিকটে যায়, সেই ব্যক্তিই আলোক প্রাপ্ত হয়, ঈশ্বর তেমন কোনও দিকেই মুখ রাখেন না, অথচ তিনি পৃথিবীর চতুর্দ্দিকেই কীর্ত্তি ও মহিমা বিস্তার করেন। তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইলেই—অর্থাৎ তাঁহার আজ্ঞার অনুবর্ত্তী হইলেই—আলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। দীপশিখা হইতে যত অন্তরে থাকিবেন, আলোক ততই কম পরিমাণে প্রাপ্ত হইবেন; ঈশ্বরের যত নিকটে থাকিবেন, ঈশ্বরের করুণা ও মহিমা তত অধিক পরিমাণে শীঘ্র উপলব্ধি করিতে পারিবেন; তাঁহার সমীপবর্ত্তী না হইলে তাঁহার প্রেমালোকে আলোকিত হইতে

পারিবেন না।" সদুত্তর শুনিয়া রাজা এবং রাজসভাস্থ সুধীগণ ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। শেষে দিনারজাদীর পরিচয় হইলে পর কন্যা বলিলেন "আমি বর্ত্তমান থাকিতে পিতাকে এসকল সামান্য প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় না; কন্যার অসাধ্য হইলে পিতা উত্তর দিয়া থাকেন।" রাজা বলিলেন "উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত কন্যা না হইলে কি এমন কথা বলিতে পারে?" বাদসাহ পরম পরিতোষ লাভ করিয়া দিনারজাদীকে বিবাহ করিলেন এবং মন্ত্রীকে লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক দিয়া বিদায় করিলেন।

প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ।

১৩—লীলাবতী।

লীলাবতী নামে তিনটী রমণীর উল্লেখ দৃষ্ট হইতেছে। এক লীলাবতী ভাস্করাচার্য্য-দুহিতা; উদয়নাচার্য্যের কাব্যে আর একটী কামিনীর নাম পাওয়া যায়, তিনিও লীলাবতী নামে পরিচিত। তিনি ও ভাস্করাচার্য্য-কন্যা অভিন্ন কি না, নিঃসংশয়ে কিছু বলা যায় না। স্মৃতিশাস্ত্রে আর এক লীলাবতীর নির্দ্দেশ আছে। তিনি কোন মন্দ কার্য্য করিয়াছিলেন, তজ্জন্য অজস্র লবণ দান করিয়া, তাহার প্রায়শ্চিত্ত করেন। এই কামিনীর সহিত আমাদের প্রস্তাবের কোনই সম্বন্ধ নাই। প্রথমোল্লিখিত নারীই আমাদের আলোচ্য। কেহ কেহ বলেন, লীলাবতী ভাস্করাচার্য্যের ভার্য্যা। কাহার কাহার মতে ভাস্করাচার্য্যের লীলাবতী নামে বনিতা ও দুহিতা ছিলেন। এ বিষয়ের বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

সুপ্রসিদ্ধ গণিতশাস্ত্রবেত্তা ভাস্করাচার্য্যের কন্যার নাম লীলাবতী। তাঁহার পিতা বিদর নগরে বসতি করিতেন। তিনি শক রাজার ১০৩৬ বৎসরে (খৃষ্টীয় শকের ১২০০ দ্বাদশ শতাব্দীতে) বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং লীলাবতীও ঐ সময়ের কিছু কাল পরেই ভূমিষ্ঠ হন। লীলাবতী ভিন্ন ভাস্করাচার্য্যের অন্য পুত্র বা কন্যা ছিল কি না, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না। ভাস্করাচার্য্য কন্যাকে যে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, তাহার প্রমাণ এই,—তিনি স্বীয় কন্যার নামানুসারে নিজের একখানি গণিত পুস্তকের নাম "লীলাবতী" রাখিয়া

ছিলেন। লীলাবতীর পিতামহের নাম মহেশ্বর। লীলাবতী শাণ্ডিল্য গোত্রে জন্ম গ্রহণ করেন।

এরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, ভাস্করাচার্য্য গণনা করিয়া দেখিয়াছিলেন, তাঁহার কন্যা বিবাহের অল্প-কাল পরেই স্বামিহীনা হইবেন। পিতা, কন্যার এই ভাবী বিপদ্ নিবারণার্থে সর্ব্বদাই চিন্তিত থাকিতেন। অবশেষে তাঁহার মনে এক সদুপায় উপস্থিত হইল। তিনি উদ্বাহের লগ্ন এমন সময়ে নির্দ্ধারিত করিলেন, সঙ্কল্প করিলেন যে, সেই লগ্নে পরিণীতা হইলে, কন্যা বিধবা হইবেন না। তদনুসারে লগ্ন-নির্ণয়ার্থ জলপূর্ণ এক পাত্রের উপরিভাগে সূক্ষ্ম-রন্ধ্র-বিশিষ্ট এক তাঁবি স্থাপন করিলেন। যখন ঐ তাঁবি ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বারা জলে পরিপূর্ণ হইবে, তখনই বর-কন্যার বিবাহ হইবে, আচার্য্য ভাস্কর এইরূপ স্থির করিয়া রাখেন এবং সভাস্থ সকলকেই তাহা বিজ্ঞাপন করিয়া দেন। দৈবের কর্ম্ম দেখ, লীলাবতী ক্রীড়া-কৌতুক বশতঃই হউক, আর চাঞ্চল্য প্রযুক্তই হউক, ঐ তাঁবির মধ্যে কিরূপে জল-প্রবেশ হইতেছে, সন্দর্শন করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে অকস্মাৎ তাঁহার শিরোদেশের আভরণ হইতে একটী মুক্তা ঐ তাঁবির অভ্যন্তরে নিপতিত হইল। যাহারা ঐ কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের ভার লইয়াছিলেন, সেই দৈবজ্ঞগণ, তাঁবি জলে পরিপূর্ণ হইবার সম্ভাবিত সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, অথচ তাহা জলময় হইল না দেখিয়া, উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। তদনন্তর ঐরূপ বিলম্ব ঘটিবার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, রন্ধ্রপথে একটী ছোট মুক্তা পড়িয়া রহিয়াছে। এতক্ষণে লগ্নকাল নিশ্চয়ই অতীত হইয়া গিয়াছে, সকলেরই প্রতীতি জন্মিল। অগত্যা তদন্তেই লীলাবতীর পরিণয়-ক্রিয়া সম্পাদিত হইল। ভাস্করাচার্য্যের মনোরথ ব্যর্থ হইয়া গেল।

পরিণয়ের কিছু কাল পরেই লীলাবতীকে পতিহীনা হইতে হইল। তখন ভাস্করাচার্য্য সিদ্ধান্ত করিলেন, তনয়াকে "পাটীগণিত, পরিমিতি, জ্যোতিষ শাস্ত্র ও বীজগণিতে পারদর্শিনী করিব।" এইরূপ উচ্চ শাস্ত্রের আলোচনা অবলম্বন করিলে, লীলাবতী দুঃসহ বৈধব্য যন্ত্রণা অনায়াসেই বিস্মৃত হইতে পারিবেন।

এই ঘটনার সত্যাসত্য বিষয়ে অনেকেই সন্দিহান হইতে পারেন। কিন্তু বৃত্তান্তটী আদ্যন্ত অমূলক নয়। লীলাবতীর বাল-বৈধব্য-সম্বন্ধে-সংশয় করিবার কিছুমাত্রও কারণ নাই। উহা চির-প্রচলিত একটী প্রসিদ্ধ কিংবদন্তী। ঐ বিবরণের উপর নির্ভর করিয়াই লীলাবতী গ্রন্থের উৎপত্তি হইয়াছে।

লীলাবতীর জনক, যাহা আবিষ্কা-

ছিলেন, কার্য্যেও তাহাই ঘটিয়াছিল। লীলাবতী উক্ত শাস্ত্রের অনুশীলনে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন। ভাস্করাচার্য্য তাঁহার কুমারীর নামে এক পুস্তকের নাম "লীলাবতী" রাখিলেন। কোন্ সময়ে এই অদ্ভুত গ্রন্থ প্রণীত হয়, "লীলাবতী" পুস্তকে তাহার কোনই নিদর্শন পাওয়া যায় না। [illegible] "[illegible]" নামক [illegible] অনুসারে [illegible] [illegible] তাঁহার [illegible] [illegible] "লীলাবতী" [illegible] লীলাবতী [illegible] সম্বোধন পূর্ব্বক অঙ্কশাস্ত্রের রচনা করিয়াছেন। ঐ পুস্তকে অঙ্ক সমাধান বেশ সহজেই প্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে। উহাতে পাটীগণিত অঙ্কের প্রণালী ও [illegible] সুন্দররূপে ব্যাখ্যাত আছে। সঙ্কলন, ব্যবকলন, গুণন, ভাগহরণ, বর্গমূল, ঘনমূল ইত্যাদি নিয়মের সূত্র ও দৃষ্টান্ত উত্তম নিয়মে লিখিত হইয়াছে।

এই পুস্তক এতাদৃশ উৎকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে বিরচিত যে, ফৈজি নামক এক প্রসিদ্ধ মুসলমান পারস্য ভাষায় উহার অনুবাদ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তৎপরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির এক জন কর্ম্মচারীর উদ্যোগে উহা ইংরেজীতে ভাষান্তরিত হইয়াছে।

ভাস্করাচার্য্য প্রণীত "লীলাবতী" গ্রন্থের নিমিত্ত লীলাবতীর নাম চিরস্মরণীয়, কেহ যেন এরূপ কথা স্বপ্নেও মনে স্থান না দেন,—এই আমাদের প্রার্থনা। কেবল কথায় নির্ভর করিয়া, আমরা পাঠিকাদিগকে এরূপ বলিতেছি না। 'লীলাবতী' গ্রন্থের স্থানে স্থানে [illegible] [illegible] হইয়াছে, [illegible] বা কোন নিয়মটী আদৌ নির্দ্দেশ করেন নাই। তাহার কারণোদ্ধার করিবার সময় বলিয়াছেন, [illegible] ব্যক্তিরা [illegible] অনায়াসে [illegible] [illegible]। কিন্তু বাস্তবিক [illegible] [illegible] নিতান্ত [illegible]। আর যেগুলি জড়বুদ্ধিদিগের [illegible] লিখিয়াছেন, [illegible] বুদ্ধির [illegible] নাই,—[illegible] তাহা [illegible] নিতান্ত ক্লেশ ভোগ করিতে হয়। লীলাবতী ঐ সকল নিয়ম অবলীলাক্রমে শিক্ষা করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার সুতীক্ষ্ণ মনীষা ও অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাইয়া সকলেই আশ্চর্য্য [illegible] বিস্ময়াপন্ন হন। সেই প্রশংসনীয় পুস্তকের অনেক অঙ্কের সমাধান ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাও গ্রহণ করিয়া, স্বদেশীয় অঙ্কবিদ্যার প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহারা নিজ দেশে ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। আর, তাঁহাদের ঔদার্য্য ও গুণগ্রাহিতাগুণে আমরাও তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধাস্পদ মনে করিয়া কৃতজ্ঞ

সুখ্যাতি করিয়া থাকে। লীলাবতী যেমন গুণবতী, তেমনই বিদ্যাবতী। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমতী ছিলেন, তাহার অন্যতম প্রমাণ--বৃক্ষতলে উপবিষ্ট থাকিয়া, তিনি বৃক্ষের পত্র, শাখা প্রশাখার সংখ্যা সম্বন্ধে গণনা করিতে পারিতেন। এই অসাধারণ শক্তি একমাত্র নলরাজার ছিল। সমস্ত ভারতবর্ষের মধ্যে আর কাহারও এই অলোকসামান্য সামর্থ্য ছিল কি? যে দেশে অবলারা অনাদৃত, শিক্ষিত, সেই দেশের পক্ষে ইহা কখনই সামান্য শ্লাঘার বিষয় নয়।

আচার্য্য ভাস্কর মহোদয় লীলাবতী পুস্তক ভিন্ন কর্ণকুতূহল, সিদ্ধান্ত শিরোমণি, গোলাধ্যায় প্রভৃতি গ্রন্থও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। লীলাবতী এই সমস্তই অনুশীলন করিয়া থাকিবেন। তাঁহার পিতা ফলিত জ্যোতিষের অজস্র নিন্দা করিয়াছেন। তাহা নিষ্ফল ও নিরর্থক, এরূপ অভিপ্রায়ও ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। লীলাবতীও পিতার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া যে, ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা স্বতঃই বিশ্বাস হয়। কারণ, পিতার গুণাগুণ লীলাবতীর তুল্য বিদ্যাবতী দুহিতার বর্ত্তিবারই কথা।

লীলাবতীর চরিত্র আলোচনায় আমাদের মনে কয়েকটী কথা উপস্থিত হইল। প্রথমতঃ তাঁহার পরিণয় নিতান্তই বাল্যাবস্থায় বা সমধিক বয়স্কাকালে সমাহিত হয় নাই, সম্ভবতঃ কৈশোর সময়ে হইয়া থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার পিতা একজন উচ্চ ও উন্নত প্রকৃতির তত্ত্বজ্ঞ মনীষী ছিলেন। তৃতীয়তঃ তখন নারীজাতির সুশিক্ষায় লোকের অনাস্থা, অনাদর বা ঔদাসীন্য ছিল না, বরং তদ্বিষয়ে সমধিক উৎসাহ, আগ্রহ ও অধ্যবসায় দৃষ্ট হইত। তখনকার সমাজ-বন্ধন এখনকার মত এতাদৃশ বিকট-অনুদার-ভাবাপন্ন, সুতরাং কঠোর ছিল না--থাকিলে, আমরা আজ গুণাংশে লাবণ্যবতী লীলাবতীর মত রমণী রত্নের নাম স্মরণ করিয়া পুলকিত হইতে পাইতাম না। লীলাবতী জগতের ইতিহাসে উচ্চ পদবী অধিকার করিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকিবেন, ইহা স্মৃতিপথে সমারূঢ় হইলেই, আমাদের সৌভাগ্যগর্ব্ব উপস্থিত হয়।

কেবল আমরাই তাঁহার গুণগ্রামের ভূয়সী প্রশংসা করি, এমন নয়। ইয়ুরোপ ও আমেরিকা মহাদেশের সর্ব্বত্র তাহার অপরিসীম যশ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। ধন্য লীলাবতী! তুমি অমর, তুমি কামিনীকুলের শিরোমণি।

তৎকালে সহমরণ প্রচলিত ছিল না--থাকিলে লীলাবতী নিশ্চয়ই ভর্ত্তার জলচ্চিতায় আরোহণ করিতেন। অতি প্রাচীনকালে প্রকৃত সতী কন্যারা যেরূপ নির্দ্দোষ ভাবে আত্মার উন্নতা দেখাইয়া গিয়াছেন, লীলাবতীও সেইরূপ নিষ্কলঙ্ক ছিলেন বলিয়া, ভারত-

মণ্ডলের একটী গণনীয় আদর্শচরিত্রা পবিত্রা নারী। এক্ষণে যে ব্রহ্মচর্য্যের তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছে, লীলাবতী তদ্বিষয়েও অনুকরণীয়। তিনি যে পুরুষের ভার্য্যা হইয়াছিলেন, যদি তিনি জীবিত থাকিয়া, সতী লীলাবতীর বিদ্যাবত্তা দেখিতে পাইতেন, না জানি কতই পুলকিত হইতেন! পত্নীর গুণে তাঁহার সুনাম দেশদেশান্তরে বিঘোষিত হইত। লীলাবতী রূপবতী ছিলেন কি না জানিবার উপায় নাই। রূপের খ্যাতি অপেক্ষা বিদ্যাজনিত প্রতিপত্তি গরীয়সী কি না, পাঠিকারা বিবেচনা করিয়া দেখুন।

আর্ম্মেডিলো।

(২৫৮ সংখ্যার ৭৫ পৃষ্ঠার পর।)

আর্ম্মেডিলো স্বভাবতঃ এত বেগে গমন করিতে অক্ষম এবং অক্লেশে বৃক্ষারোহণ কিম্বা লম্ফপ্রদানেও সুনিপুণ নহে, অতএব অনাবৃত স্থানে কোন বিপক্ষ পশ্চাদ্ধাবিত হইলে এই জন্তু বিষম বিপাকে পতিত হয়। কিন্তু অকস্মাৎ এতাদৃশ বিপাক হইতে মুক্ত হইবারও তাহার এক অত্যাশ্চর্য্য শক্তি আছে। অর্থাৎ যদ্যপি সেই সময়ে সম্মুখে কোন একটা গহ্বর দেখিতে পায়, তাহাহইলে অবিলম্বে তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শত্রুহইতে রক্ষা পাইতে পারে। কিন্তু যদি নিকটবর্ত্তী স্থানে কোন গহ্বর না থাকে, তাহাতেও সে ভরসাহীন হয় না—তৎক্ষণাৎ আপনি একটী নূতন গর্ত্ত খনন করিয়া আত্মরক্ষায় সক্ষম হয়। ফলতঃ এ বিষয়ে ইহার অদ্ভুত শক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, বিপক্ষ পরিধাবন করিলেও পলা ইতে পলাইতে নিমেষমাত্রে একটা গর্ত্ত প্রস্তুত করিতে পারে। এই কর্ম্ম সহজে সম্পন্ন করিতে পারিবে বলিয়া জগৎ-স্রষ্টা এই প্রাণীর পাঁবগুলিকে অতিশয় বৃহৎ, সুদৃঢ় ও কুঞ্চিত করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহার সর্ব্বশুদ্ধ চারিটী পাবা, তন্মধ্যে এক একটীতে চারিটী বৃহৎ নখসংযুক্ত অঙ্গুলি আছে অনেকেই অবগত আছে যে, গন্ধমুষীর গর্ত্ত নির্ম্মাণে অতি সুনিপুণ, কিন্তু এতদ্বিষয়ে তাহাদিগকে আর্ম্মেডিলোর নিকট পরাভব মানিতে হয়। পশ্চাদ্‌গামী বিপক্ষেরা কখন কখন গর্ত্ত প্রবেশকালে এই জন্তুদিগের লাঙ্গুল টানিয়া ধরে। কিন্তু ইহারা এতাদৃশ দৃঢ় অভিজ্ঞা সহকারে প্রাণ রক্ষার্থে সমর্থ হয়, যে তাহারা সজোরে আক-

র্ষণ করত লাঙ্গুল ছিন্ন করিয়া ফেলিলেও গহ্বর হইতে বহির্গত হয় না, তজ্জন্য শত্রুদিগের হস্তে কখন কখন কেবল পুচ্ছ মাত্র পতিত হয়, এবং ইহারা বিচ্ছিন্নাব- শিষ্ট শরীর লইয়া গর্ত্ত মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। কিন্তু শিকারীরা ইহাদিগকে প্রাণ রক্ষার্থে এতদ্রূপ দৃঢ়সংকল্প জানিয়া প্রায় পুচ্ছদেশে আপনাদের সম্পূর্ণ শক্তি প্রকাশ করে না। তাহারা প্রথ- মতঃ সহজে অথচ হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন না হয় এমত ভাবে গহ্বরস্থিত পশুর পুচ্ছ ধৃত করিয়া থাকে, তৎপরে অন্য এক ব্যক্তি চতুর্দ্দিকস্থ মৃত্তিকা খনন করিলে পর হতভাগা আরমেডিলো সজীবাবস্থাতেই শিকারীর হস্তে পতিত হইয়া স্থানান্তরে নীত হয়। কিন্তু যে সময়ে ইহা আপনাদিগকে বৈরিহস্তে পতিত জানিয়া নিতান্ত নিরাশ্রয় বোধ করে, তখন সমস্ত অঙ্গ সঙ্কুচিত করত গোলাকারে পরিণত হইয়া শত্রুদিগের প্রদত্ত যন্ত্রণা সহ্য করণার্থ এক ভাবে অবস্থিতি করে।

ক্ষুদ্রজাতীয় আরমেডিলোর মাংস অতিশয় সুকোমল ও সুস্বাদু বলিয়া শিকারীরা কোমল হস্তে ও অতি সাবধানে ইহাদিগকে আক্রমণ করিতে যৎপরো- নাস্তি পরিশ্রম স্বীকার করিয়া থাকে। যদিও ইহারা মৃত্তিকার নিম্নে গভীর গহ্বর মধ্যে অবস্থিতি করে, তথাচ তাহারা এই পশুকে তথা হইতে বাহির করিতে নানা প্রকার উপায় কল্পনা করিয়া থাকে। কখন কখন তাহারা ইহাদিগের বিবর মধ্যে ধূম প্রবেশ করাইয়া এবং কখনও বা জল দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া ইহাদিগকে তথা হইতে বহির্গত হইতে বাধ্য করে।

অধিকন্তু তাহারা কোন কোন সময়ে এক প্রকার ক্ষুদ্রাকৃতি কুক্কুর সঙ্গে লইয়াও এই পশু শিকারার্থে আগ- মন করে। কুক্কুরেরা যদ্যপি আরমে- ডিলোকে গহ্বর হইতে কিঞ্চিৎ দূরে অব স্থিতি করিতে দেখে, তবে নিমেষমধ্যে সেইদিকে ধাবমান হইয়া অনায়াসে ইহাকে পরাভব করিতে পারে। আর মেডিলো যখন কুক্কুর ভয়ে ব্যতিব্যস্ত ও নিতান্ত বিপদগ্রস্ত হয়, তখন আর কোন উপায় না দেখিয়া অবশেষে গোলাকৃতি হইয়া ইতস্ততঃ গড়াইয়া গড়াইয়া বেড়ায়, এবং ব্যাধেরাও ইহাকে এই অবস্থায় স্বস্থানে লইয়া প্রস্থান করে, কিন্তু যদি এই প্রাণীরা এরূপ আকারে কোন পর্ব্বতস্থলীতে উপনীত হইতে পারে, তাহা হইলে ইহাদের প্রাণ রক্ষা অতি সুলভ হইয়া উঠে; কারণ সেসময়ে তাহারা ক্রমে নিম্নভূমি পাইয়া এক শৈল হইতে অপর শৈলে এমনি খরতর বেগে গড়াইতে গড়াইতে পলায়ন করে, যে শিকারীরা কোন ক্রমেই ইহাদের পশ্চা- দ্ধাবমান হইয়া ইহাদিগকে ধৃত করিতে পারে না। শিকারীরা কোন কোন সময়ে নদীতীরে ও অশুষ্ক নিম্নভূমিতে ফাঁদ পাতিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া থাকে।

আরমেডিলোরা অতি গভীর গহ্বরে বাস করে বলিয়া সচরাচর নিম্ন ও আর্দ্র ভূমিতে আহার অন্বেষণ ও ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া থাকে, তজ্জন্য ব্যাধেরাও উচ্চস্থলে জাল বিস্তারিত করে না, নিম্ন স্থানেই পাতিয়া রাখে। তাহারা দিন মানে প্রায় গর্ত্ত হইতে নির্গত হয় না, রাত্রিকালে যেমন তথা হইতে বহির্গত হইয়া নিম্নস্থলীতে গমন করে, অমনি জালে আবদ্ধ হইয়া যায়। আরমেডিলো শিকারের যে সমস্ত উপায় কথিত হইল, তৎসমুদায় মধ্যে শেষোক্ত উপায়ই বিশেষ উপকারী, কারণ এতদ্দ্বারা প্রায় নিষ্ফল হইতে হয় না। এই পশুরা যখন বিবর হইতে বাহির হইয়া ভূমিতে বিচরণ করে, তখন প্রায় স্ব স্ব আশ্রয় স্থানের অধিক দূরে গমন করে না। তন্নিমিত্ত আক্রমণ কালে তাহাদিগের পলাইবার ব্যাঘাত জন্মাইতে গেলে বিশেষ কৌশল ও সতর্কতা আবশ্যক করে।

এক প্রকার মূল আছে যাহা আরমেডিলোজাতির প্রধান খাদ্য। ইহাদিগের মধ্যে এমত একটীও জীব নাই যে তদন্বেষণার্থে শূকরের ন্যায় ইতস্ততঃ বেড়াইতে বেড়াইতে পদদ্বারা ভূমি খনন করে না। ইহা ফুটি এবং অন্যান্য সরস ও তেজস্কর শস্য ফলাদিও ভক্ষণ করিয়া থাকে এবং মৎস্য পাইলেও পরিত্যাগ করে না। ইহারা অনেক সময়ে জল ও জলার্দ্র স্থানে ভক্ষ্য দ্রব্য প্রাপ্তির আশয়ে ভ্রমণ করিয়া থাকে এবং তথায় নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য সকল ধৃত করিয়া আহার করে।

এরূপ কথিত আছে যে আরমেডিলোর সহিত ঝুম ঝুম শব্দকারী বিষাক্ত সর্প বিশেষের বিলক্ষণ বন্ধুতা আছে কিন্তু বাস্তবিক একথা সত্য নহে। উক্ত ভুজঙ্গজাতি কখন কখন ইহাদের নিবাস বিবর অধিকার করিয়া লয়, কিন্তু পরাক্রমে আরমেডিলোরা তাহাদিগের সমকক্ষ নহে বলিয়া আপনাদিগের আবাস স্থান হইতে তাহাদিগকে দূরীকৃত করিতে পারে না, তন্নিমিত্ত কিঞ্চিৎ সদ্ভাব প্রকাশ করিয়া অগত্যা একত্রে বাস করিতে বাধ্য হয়। অতএব নিশ্চয় জানা যাইতেছে যে আরমেডিলোরা বাধ্যতাবশে উক্ত সর্পের সহিত একত্রে অবস্থিতি করে বলিয়াই তদ্দর্শনে অনেকে তাহাদিগের বিশেষ বন্ধুতার বিষয় উল্লেখ করিয়া থাকে।

আরমেডিলোরা সর্ব্বশুদ্ধ ছয় জাতিতে বিভক্ত, এবং ইহাদের মধ্যে যদিও সকল জাতিই অস্থিময় আবরণে আবৃত, তথাপি আকারগত বিশেষ বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাদের শরীরে বৃহৎ অস্থিদ্বয়ের মধ্যস্থলে তিন শ্রেণীমাত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি স্থাপিত আছে, তাহারা টৈটু-আপেরা নামে বিখ্যাত। অন্যান্য জাতি অপেক্ষা ইহাদের পুচ্ছ-

দেশ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, তাহার দীর্ঘতা দুই অঙ্গুষ্ঠের অধিক হইবে না, এবং শরীরস্থ সমস্ত অস্থি একত্রে মাপিলে দীর্ঘে একপাদ প্রমিত ও প্রস্থে ৮ অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ হইবেক। দ্বিতীয় জাতিকে টেটাউ অফ্‌রে অথবা এন্‌ কাউবারট্‌ অফ্‌ বাফুন্‌ কহে। ইহাদের আকার প্রায় একমাসবয়স্ক শূকরের ন্যায় হইবে, এবং প্রথম জাতি অপেক্ষা ইহাদের পৃষ্ঠ দেশে দ্বিগুণ পরিমিত অস্থি শ্রেণী স্থাপিত আছে। ইহাদের লাঙ্গুল অতিশয় লম্বা এবং মুখ দীর্ঘ অথচ তদুপযুক্ত স্থূল নহে। তৃতীয় জাতকে টেটাউ এট্‌ কহে। ইহাদের পৃষ্ঠদেশ আট সারি অস্থিতে সজ্জিত আছে। এই জাতির লাঙ্গুল সুদীর্ঘ বটে। কিন্তু পদ চতুষ্টয় অত্যন্ত ক্ষুদ্র, ইহাদের পুচ্ছ দীর্ঘে ৭ অঙ্গুষ্ঠ, এবং নাসিকাগ্রভাগ হইতে তাহার মূল পর্য্যন্ত প্রায় ১০ অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ লম্বা হইবে। চতুর্থ জাতির মস্তক বরাহের ন্যায় হওয়াতে তাহারা বরাহশির আরমেডিলো বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তাহারা নয় শ্রেণী অস্থিতে ভূষিত এবং উপরোক্ত জাতি ত্রয় অপেক্ষা সমধিক দীর্ঘ। তাহাদিগের নাসিকাবধি পুচ্ছদেশ পর্য্যন্ত প্রায় পাদ দ্বয় প্রমিত লম্বা হইবেক। পঞ্চম জাতিকে কেবেসাউ বা কেটাফ্রক্টাস কহে। ইহারা পূর্ব্বোল্লিখিত কিম্বা আরমেডিলোর মধ্যে অন্যান্য যত প্রকার জাতি বিদ্যমান আছে, তৎসমুদায় অপেক্ষাই বৃহৎ। ইহাদের পৃষ্ঠ দেশ দ্বাদশ শ্রেণী অস্থি দ্বারা সুসজ্জীভূত হইয়াছে। ইহা দীর্ঘে ত্রিপাদ প্রমিত হইবে, এবং অন্যান্য জাতি দিগের ন্যায় ইহারা আহারীয় দ্রব্য মধ্যে গণ্য নহে। পূর্ব্বোক্ত সমস্ত জাতি অপেক্ষা ষষ্ঠজাতিদিগের আকারের বিশেষ বিভিন্নতা দেখাযায়। ইহাদিগের মস্তক নকুলের ন্যায়, তন্নিমিত্তে ইহারা নকুলশিরা আরমেডিলো বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাদের স্কন্ধদেশে কেবল এক খানি মাত্র বৃহৎ হাড় আছে, তৎপরে পৃষ্ঠাবধি পুচ্ছ পর্য্যন্ত অষ্টাদশ শ্রেণী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিমালা শোভা পাইতেছে, এই জাতির লাঙ্গুলের পরিমাণ ৫অঙ্গুষ্ঠ এবং অন্যান্য সমস্ত অঙ্গ দীর্ঘে পাদৈক প্রমিতের অধিক হইবে না।

যাহা হউক এই সমস্ত বিভিন্ন শ্রেণীস্থ আরমেডিলোর মধ্যে কেবেসাউওএন্‌ কাউবারট নামধারী জীবেরাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। যে সকল জাতিরা আকারে বৃহৎ, তাহাদের অস্থিগুলি নিরেট এবং মাংসও অতিশয় কঠিন, তন্নিমিত্তে তাহারা কাহারও আহারের উপযুক্ত নহে এবং ক্ষুদ্র জাতিরা যেরূপ নদীতীরে ও সলিলার্দ্র ভূমিতে বিচরণ করিয়া থাকে, তাহারা তদ্রূপ নহে, তাহারা কেবল উচ্চ স্থলে ভ্রমণ করিতে ভাল বাসে। কিন্তু অঙ্গ সঙ্কুচিত করিয়া গোলাকারে পরিণত করা সম্বন্ধে আরমেডিলো

জাতির প্রকৃতিসিদ্ধ সাধারণ গুণ, কেবল যাহাদের পৃষ্ঠস্থ অস্থি শ্রেণীর সংখ্যা অল্প, তাহারা সমস্ত শরীর সুন্দর রূপে আবৃত করিতে পারে না। টেটাউ গণেরা জাতিতে ইহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাইতে পাওয়া যায়। কারণ তাহারা যেকালে দেহ সঙ্কুচিত করিয়া গোলাকার ধারণ করে, তৎকালে তাহাদের শরীরের দুই পার্শ্বে দুইটী ছিদ্রবৎ শূন্য স্থান প্রকাশিত হইয়া উঠে, এবং তদ্দ্বারা অতি দুর্ব্বল শত্রুরাও তাহাদের দেহ ভেদ ও সাংঘাতিক আঘাত করিতে সমর্থ হয়।

সংযুক্তাহরণ।

(২৫৮ সংখ্যা ৯২ পৃষ্ঠার পর।)

বাসনা কনোজ রাজ মরালগামিনী,
রূপে আলো করি পুরী স্থির সৌদামিনী,
যাহার অলোকসামান্য লাবণ্য প্রভাব,
লোক দৃশ্য নারী মাঝে লুকায় লজ্জায়।
ইহাও দুর্গতি নিঃ হইয়া মোহিত,
স্পন্দহীন, জ্ঞানশূন্য যেন চিত্রার্পিত
মুরতি মোহন পটে, বিভিন্ন কেবল
নেত্রে পুত্তলিকা আর নিমেষ উজ্জ্বল।
কি যে দেখিতেছে আঁখি কি ভাবছে মন
কেন যে আকুল প্রাণ কে বুঝে কারণ?
বিচ্ছেদে নিমগ্ন, পূর্ণ সৌন্দর্য্য সাগরে,
সাধে কি পতঙ্গ অঙ্গ ঢালে আলোপরে?
পারীর অম্বোধি মাঝে কৌমুদী বিভায়
লালসাকুলিত অঙ্গ বেলায় লুটায়!
সাধে কি রসের হ্রদে ডোবে মক্ষিগণ?
সৌন্দর্য্যের আকর্ষণ নিত্য অখণ্ডন!
কোকিল কাকলী ধ্বনি অলির ঝঙ্কার
তারি কাছে মধুময় কর্ণে কভু যার
ঢালে নাই সৌন্দর্য্যের মধুর [illegible]!
সৌন্দর্য্যের সুধা কোথা পাবে সুধাপতি?
যে জন না দেখিয়াছে সৌন্দর্য্যের হাসি,
সেই বলে স্নিগ্ধ নিদাঘের পৌর্ণমাসী!
কনক চম্পক নিয়ে তারি প্রয়োজন,
সৌন্দর্য্য লাবণ্যে চির অন্ধ যেই জন।
স্পন্দনের শোভার প্রশংসা করে সবে,
মানবিক সৌন্দর্য্যের তুল্য কি তা হবে?
সুন্দরীর প্রেমপূর্ণ সস্মিত আনন,
কার সহ জগতের করিবে তুলন?
কি ছার কমল ফুল, শরত চন্দ্রমা?
সুন্দরীর মুখশ্রীর কিসের উপমা?
অনেক ভাবিয়া স্থির করে কোন কবি,
মনে সংকল্পিয়া বিধি সৌন্দর্য্যের ছবি
নিরমিলা কমলিনী ফুলকুলেশ্বরী,
কিন্তু সে মলিনী হৈল হেরিয়া সর্ব্বরী!
পরে বিধি চন্দ্রকলা করিলা নির্ম্মাণ,
সেও পণ্ড হৈল হয়ে দিবাগমে ম্লান।
অনেক যতনে শেষে করিয়া কৌশল,
নিরমিলা রমণীর বদন মণ্ডল।

দিবা নিশি এক ভাব হ্রাস বৃদ্ধি নাই—
ক্রমশঃ বিজ্ঞতা বাড়ে প্রবচন তাই ;
সাধারণ নারীমুখ যদি মনোহর,
সুন্দরীর সুবদন কত না সুন্দর ?
বিশেষতঃ যিনি অলোকসামান্যা রূপসী,
বর্ণিতে মুখশ্রী তাঁর অক্ষম ভারতী !
উপমেয় উপমান মিলে না যোজন !
উৎপ্রেক্ষার আবেশে শুধু বিড়ম্বন !
অদ্বিতীয় সুন্দরী কনোজ নন্দিনী !
লোকে অসামান্য রূপ সাক্ষাৎ মোহিনী
ভূভার হরণ হেতু উদয় ভুবনে !
বিজলে বিমল বিভা বদনমণ্ডলে !
যেমন সুদীর্ঘ কেশ শ্যামল চিক্কণ,
তেমনি সীমন্ত কাটি শোভিছে কিরণ ;
সুন্দর ললাট শোভে টিপ্পনী কুন্তল,
আকর্ণ বিস্তৃত নেত্র নীলিমা উজ্জ্বল !
ঈষৎ অঞ্জন রেখা অপূর্ব্ব রঞ্জন !
চিত্ত সুপ্রসন্ন দৃষ্টি পবিত্র মোহন !
মনোহর পরিষ্কার বিশাল ভুরূণে
ভূষিত ঈষৎ চারু ধনু আবরণে !
সুচারু নাসিকা অগ্রে গজমুক্তা দোলে,
সমুজ্জ্বল আরক্তিম সলজ্জ কপোলে ।
রাগরক্ত ওষ্ঠাধর রঞ্জিত মোহন,
বিশদ দশন পাতি স্বচ্ছ সুদর্শন !
ঈষৎ মিশির রেখা উজ্জ্বলে তাম্বুলে,
মোহিনী হাসির ঠামে ত্রিভুবন ভুলে !
সুন্দর চিবুকে মুখ জ্যোতি উদ্ভাসিত,
গ্রীবা কণ্ঠ স্থূল অংসে অপূর্ব্ব যোজিত !
উন্নত উরসে শোভে মণি রত্ন হার,
দীপ্ত বপুকান্তি করি-আবৃতী বিদার !
সুগোল কোমল বাহু, কমনীয় করে,
নিবিড় ভূষণদাম শোভে থরে থরে !
আরক্ত অঙ্গুলী পরে মহার্ঘ অঙ্গুরী,
শোভিছে স্ফুরিছে রত্ন লাবণ্য মাধুরী !
ক্ষীণকটি পীন দেহ ধরিবে কেমনে ?
বিশাল নিতম্ব তাই বিধি প্রয়োজনে !
সুগ উরু সুললিত সুচারু চরণ,
সুকোমল পদাঙ্গুলী নখর মোহন,
রক্তিম অলক্ত রাগে পাদুকা রঞ্জিত,
নানা অলঙ্কারে তাহে শোভে মনোহর ;
অলঙ্কারে অঙ্গ শোভা বাড়িছে অতুল,
অলঙ্কৃত অঙ্গ, তাতে শোভিছে আভরণ,
বিশ্বের মাঝারে নীহারিকারে কোন্‌ জন ?
সৌন্দর্য্যে ভুবন মোহ যাঁহাতে রাজিত
বিশেষ কি ভাবে তুলনা কি আছে ?
স্বর্গীয় এলোক্য পদ ভাবে ভোলে যাহে
শ্রান্ত পদ বিশ্রামে উল্লাসে মন প্রাণ,
সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য একাধারে সমাধান !
চাঞ্চল্য চপল, ধীর কারুণ্য অটল !
পূর্ণ যৌবনতা তাহে সদা ঢল ঢল !
স্নেহপূত মুখভঙ্গি বিনয় বিনত,
মধু মধুরের ধারে কপোল বিরত,
ব্রীড়ায় মধুর স্পন্দে ওষ্ঠ সম্মিলনে,
মৃদু মৃদু মন্দ হাসি বিকাশ বদনে,
মূর্ত্তিমতী প্রীতি স্থির শান্তিস্বরূপিণী,
ভুবনে দুর্ল্লভ নিধি কনোজ-নন্দিনী !
মধুর কিঙ্কিণী রোলে প্রাণ চমকিয়া
প্রবোধিলা সভাঙ্গনে অমৃত সিঞ্চিয়া !
রূপে আলোকিত দেশ, অঙ্গের সৌরভে,
আকুল জীবন মন, পরিমুগ্ধ সবে !
স্পন্দহীন কলেবর বিগত চেতন,
সৌন্দর্য্য সমুদ্র মাঝে চিত্ত নিমগন !

দ্রৌপদী। *

"দ্রৌপদী" এই নামটী ভারতের আপামর সাধারণ সকলেই অবগত আছে, তাহার কারণ দ্রৌপদী প্রভৃতি কতিপয় ভারত মহিলার পবিত্র নাম আমরা প্রাতে স্মরণ করিয়া থাকি। বাস্তবিক দ্রৌপদী প্রাতঃস্মরণীয়া বটেন, তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি, অবিচলিত ধৈর্য্য নির্ভীকতা, স্বাতন্ত্র্য প্রকৃতি, পতিভক্তি ও উদারতা ভারত রমণী-দিগের আদর্শ স্বরূপ যদি এই দেশের রমণীগণ দ্রৌপদীর চরিত্রের কিঞ্চিৎ মাত্র অনুকরণ করিতে সক্ষম হইত, তবে ভারতের এরূপ দুর্দ্দশা কদাচ ঘটিত না। আমরা এই প্রকার কতিপয় অসামান্য রমণীর যশঃকীর্ত্তন, ও চরিত্র সমালোচন করিবার অভিলাষ করি-য়াছি; অদ্য মহিলা প্রধানা দ্রৌপদীর জীবন সমালোচনে প্রবৃত্ত হইলাম।

বাল্মীকির সীতারই অনুকরণে মহর্ষি দ্বৈপায়ন ভারতের নায়িকা দ্রৌপদীর সৃষ্টি করিয়াছেন। সীতার ন্যায় দ্রৌপদী অযোনিসম্ভবা এবং সীতা ও দ্রৌপদী উভয়েরই বিবাহ পণে নির্দ্ধারিত, সীতার বিবাহে ধনুর্ভঙ্গ পণ দ্রৌপদীর বিবাহে লক্ষ্যবিদ্ধ পণ। উভয়েই স্বামীর সহিত বনে গমন করিয়া বনবাস কষ্ট অম্লান বদনে সহ্য করিয়াছিলেন। উভয়েই পরে ভারত সিংহাসনে রাজ্ঞীরূপে অধিষ্ঠিতা হইয়া-ছিলেন, উভয়ের জীবন বিপদ সঙ্কুল ও যুদ্ধ বিগ্রহের কারণ। সীতাকে রাবণ হরণ করিয়াছিল, দ্রৌপদীকে জয়দ্রথ হরণ করিতে গিয়াছিলেন। তবে সীতা একবারে স্বামী কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইয়া বনবাসে পতিব্রতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। দ্রৌপদীও সে বিষয়ে ন্যূন নহেন, তিনি যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক দ্যূত মুখে বিসর্জ্জিতা হইয়া বস্ত্র হরণকালে তাঁহার নির্ভীকতা, মনস্বিতা ও পতি ভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছি-ছিলেন। উভয়ের জীবন প্রায় এক-রূপ বিপদজালে জড়িত এবং উভয়ে অতীব কষ্টে, বিবিধ দুঃখ ও অত্যাচার সহ্য করিয়া, ভারত ভূমিতে নিজ নিজ নাম ও কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া চির-স্মরণীয়া হইয়াছেন।

যদিচ দ্রৌপদী ও সীতার জীবন-গত ঐতিহাসিক ঘটনা প্রায়ই সমা-তুল্য, তত্রাপি দ্রৌপদীর চরিত্র সীতা হইতে নিতান্ত ভিন্ন। সীতা কোমল-স্বভাবা, সহিষ্ণু অক্ষুণ্ণমতি, গুরুজনের বাধ্য, অবগুণ্ঠনবতী লজ্জাশীলা কুলবধূ।

* বঙ্গমহিলা পত্রিকায় এই প্রস্তাবের কিয়দংশ পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, উক্ত পত্রিকা বন্ধ হওয়াতে একণে "দ্রৌপদীর" জীবনী সমালোচনা সম্পূর্ণাকারে প্রকটিত হইতেছে।

দ্রৌপদী, রাজনীতিজ্ঞা, বুদ্ধিমতী, তেজস্বিনী, কৌশলময়ী রাজ্ঞী।

মহাকবি ব্যাস রামায়ণের অনুকরণে ঐতিহাসিক ঘটনার সমষ্টি দর্শাইয়াছেন, কিন্তু বাল্মীকি যে উপকরণে সীতা গড়িয়াছেন, তিনি দ্রৌপদী নির্ম্মাণে তাহার একটিও গ্রহণ করেন নাই। কাব্য বৈচিত্রে সামাজিকতা ও স্বাতন্ত্র্য এই দুইটী প্রধান উপাদান। বাল্মীকির রামায়ণ ত্রেতাযুগের কাণ্ড, তখন কেবল মাত্র আর্য্য সমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে, রাক্ষস, বানর প্রভৃতি অসভ্যগণ দ্বারা ভারত পরিপূর্ণ। সত্য যুগের আদিম অবস্থা কেবলমাত্র পরিবর্ত্তন হইতেছে, সরস্বতী ও দৃষদ্বতী অতিক্রম করিয়া আর্য্যেরা বিন্ধ্যাচলের উত্তর সীমা ব্যাপিয়া বাস করিতেছেন। এসময় অযুব রাজ্য পত্তিত হইয়াছে ও কোশল মিথিলা প্রভৃতি নগর সংস্থাপিত হইয়া শাসন প্রণালী ও রাজনীতি আরম্ভ হইয়াছে। এ সময়ে কবির মনের ভাব সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে যে টুকু উন্নত হইয়াছিল, সেই উন্নতির ফল রাম লক্ষ্মণ ও সীতা রামায়ণের নায়ক অধিনায়ক ও নায়িকা। রাম তখন সত্যবাদী, পিতৃ-সত্য পালনে তৎপর ও লোক ভয়ে বিব্রত, সুতরাং এপ্রকার নায়কের নায়িকা, অবগুণ্ঠনবতী কুলবধূ পতিপরায়ণা, নম্রমুখী নারী-সুলভ-লজ্জাশীলা সীতাই সম্ভব। কিন্তু যখন মহাকবি বেদব্যাস মহাভারত সঙ্কলন করেন তখন আর সে কাল নাই। তখন সমাজ পরিবর্ত্তিত, তখন আর দস্যু প্রভৃতি স্বতন্ত্র জাতি কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণের আশঙ্কা নাই, আভ্যন্তরিক সংস্করণে সকলেই ব্যস্ত। তখন স্বাধ পর ভারত রাজাদের মধ্যে পরস্পর বিগ্রহ স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার উদ্দেশ্য অতএব এই বিপ্লবের সময়, কবির কল্পনার কি লক্ষ্য, তখন ঘোর বিবাদ বিসম্বাদ সঙ্কুল ভারত সমাজের নীতি কৌশল বিশারদ বিস্মার্কের (Bismark ন্যায় সংস্থাপক ও মোল্কের (Moltke ন্যায় সমরশাস্ত্রবিদ্ বীরের প্রয়োজন অতএব কবি তৎসময়োচিত অভাব পূরণ জন্য শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের অবতারণা করিয়াছেন। নীতি-কৌশলবেত্তা শ্রীকৃষ্ণ সখা, সমরকুশল গাণ্ডিব ধারী অর্জ্জুনের স্ত্রী, কৃষ্ণা ভিন্ন অন্য কোন রমণী শোভা পায় না। যে মহাভারতে নায়ক শ্রীকৃষ্ণ, অধিনায়ক অর্জ্জুন, সেই মহাভারতে নায়িকা দ্রৌপদী—সেই তেজস্বিনী পাণ্ডব দিগের মন্ত্রিণী দ্রৌপদীর জীবনচরিত পাঠক সমাজের গোচর করিব।

পাঞ্চাল অধিপতি মহারাজ দ্রুপদ আচার্য্য দ্রোণ কর্ত্তৃক অপমানিত হই লেন। তিনি নিঃসহায়, বলবীর্য্যে দ্রোণাচার্য্য হইতে অপেক্ষাকৃত ন্যূন দ্রোণের অপমান প্রতিহত ছিল সহ করিলেন। বল নাই যে অস্ত্রে প্রতি

বিধান করেন হিন্দুদের শেষ সহায় দৈববল, সুতরাং দেব প্রসাদ আকাঙ্ক্ষী হইয়া, তপ জপ, যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, দেবতা প্রসন্ন হইলেন। হুতাগ্নি হইতে চর্ম্ম বর্ম্ম ও অসিধারী এক পুরুষ উত্থিত হইলেন। ইনি কে? দ্রোণান্তক ধৃষ্টদ্যুম্ন! দ্রোণকৃত অপমানের প্রতি বিধাতা পুত্র উপস্থিত, কিন্তু উপায় কৈ? কবি দ্রোণবধের কারণস্বরূপা, কমনীয় রূপলাবণ্যসম্পন্না যাজ্ঞসেনীকে সেই হুতাগ্নি হইতে উত্থিত করিলেন। আকাশবাণী হইল "এই কন্যা কাল ক্রমে ক্ষত্রিয় কুল ক্ষয় করিয়া বিস্তর সুকার্য্য সাধন করিবে"। অতএব দ্রৌপদীর সহিত ভারত বিপ্লব জন্মগ্রহণ করিল। এখন দেখা যাউক এই ক্ষত্রিয় কুলক্ষয়কারিণী ভাবী পাণ্ডববধূ ভারত রঙ্গভূমিতে কি চিত্র প্রদর্শন করেন। সীতা হলমুখে উত্থিতা, দ্রৌপদী অগ্নি সম্ভূতা, সীতার জন্ম কালে দ্রৌপদীর ন্যায় আকাশ বাণী হইয়াছিল। উভয়ের মধ্যে ঐতিহাসিক ঘটনাগত সাম্য, কিন্তু উদ্দেশ্যের বৈষম্য লক্ষিত হইতেছে। এক জনের নির্দ্দিষ্ট ও মুখ্য উদ্দেশ্য ক্ষত্রিয় কুল ক্ষয়, দ্রোণাচার্য্য বধ ও বিগ্রহপূরিত ভারত সমাজ সংস্করণ। অন্যের তাদৃশ বিশেষ উদ্দেশ্য কিছুই নাই, রাবণ বধ এক মাত্র গৌণ উদ্দেশ্য অথবা যাগযজ্ঞনাশক বহিঃ শত্রু রাক্ষস কুল হইতে ঋষিকুলকে রক্ষা করা ইহার উদ্দেশ্য বলিলে বলা যায়।

দ্রৌপদী এক্ষণে পূর্ণযৌবনা ও বিবাহযোগ্যা, সাধারণ বিবাহের ন্যায় দ্রৌপদীর বিবাহ সহজে সম্পন্ন হইলে কবির উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। দ্রৌপদীর জীবনের প্রত্যেক ঘটনা সমাজের দৈনিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্দ্ধিত হওয়া আবশ্যক, তজ্জন্য কবি পণের আবিষ্কার করিলেন। বাল্মীকি সীতার বিবাহে পণ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সে পণে ও এ পণে সমাজ ও অবস্থাগত অনেক তারতম্য লক্ষিত হইতেছে। ত্রেতা যুগে বাহুবল ও সামরিক কৌশল যে পরিমাণে পরিস্ফুট হইয়াছিল, তাহাতে বীরেরা আপন দৈহিক বলের প্রতি নির্ভর না করিয়া দৈব বল প্রতীক্ষা করিতেন; রামায়ণের কাণ্ড প্রায় সকলই অলৌকিক। রাবণ বধ দৈব বল সাপেক্ষ, রামচন্দ্র অকালে দুর্গা পূজা করিলেন, নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সম্পন্ন করিলে মেঘনাদ দৈব বলে অবধ্য, যজ্ঞ বিঘ্ন মেঘনাদ বধের কেবল মাত্র উপায় বলিয়া অবলম্বন করা হইয়াছিল। সীতার স্বয়ম্বরও সেই রূপ অলৌকিক ব্যাপার। যে ধনু ভঙ্গ করিতে হইবে, সে ধনু দেবাদিদেব মহাদেবের ধনু, পৃথিবীতে কোন্ বীর সেই দেবধনু ভঙ্গে সমর্থ? সকলেই চেষ্টা করিলেন, সকলেই নিরস্ত হইলেন। জনক রাজা বলিলেন "নির্ব্বীর মুর্ব্বীতলং" পৃথিবী বীরশূন্য! তখন রাম সেই ধনু ভঙ্গ করিলেন; রাম কি ক্ষত্রিয়তেজে কি কাঠিকরবিনিন্দিত বাহুবলে ধনু ভঙ্গ

করিয়াছিলেন, দেবধনু ভঙ্গ করা কি মনুষ্যের সাধ্য? তবে রাম কিসে ধনু ভঙ্গ করিলেন? রাম অমানুষ, মায়া দেহধারী মানব, বিষ্ণুর অবতার, রাম দেবতা। কিন্তু দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর অলৌকিক ব্যাপার নহে। মহাভারত যে সময় রচিত, তখন ধনুর্ব্বিদ্যা যুদ্ধকৌশল রামায়ণের সময় অপেক্ষা অনেক উন্নত ও পরিবর্দ্ধিত, তখন লোকেরা দেব শক্তির প্রতি তত নির্ভর করে না। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে যে লক্ষ্য ভেদ করিতে হইবে, তাহাতে কোন দেবতার অধিকার নাই, মনুষ্যের রচিত লক্ষ্য মনুষ্যেই ভেদ করিবে এবং তথায় ধনুর্ব্বিদ্যার বলের পরিচয়, এবং নীতিকৌশলে বুদ্ধিমতী ভারত রাজ্ঞীর উপযুক্ত পাত্রের জন্য অবতারের প্রয়োজন নাই, কবি সেই জন্যই ধনুর্ব্বিদ্যা বিশারদ, সমরকুশল মহাবীর অর্জ্জুনের সৃষ্টি করিয়াছেন।

সভাস্থল ঋষি, রাজন্যগণ ও ব্রাহ্মণ মণ্ডলীতে পরিপূর্ণ। একদিকে বস্ত্রালঙ্কার-সুশোভিতা শরদিন্দুনিভাননা দ্রৌপদী পুষ্পমাল্য হস্তে দণ্ডায়মানা। তুমুল ব্যাপার, শ্রবণ বধির ঘোর কোলাহল, কোন মহাবীর লক্ষ্য ভেদ করিয়া এবম্বিধ রমণীরত্ন লাভ করিয়া চরিতার্থ হইবেন। ভারতসম্রাট মহারাজ দুর্য্যোধন সবংশে উপস্থিত, সুতরাং সর্ব্বাগ্রে ধনুর্ধারণে তাঁহার অধিকার। তিনি ধনুর্ব্বাণ হস্তে অগ্রসর হইলেন, লক্ষ্য ভেদে অপারগ হইয়া নিরস্ত হইলেন। মহাবীর ভীষ্মকে লক্ষ্যভেদে অক্ষম করিয়া অবমাননা করা কবির উদ্দেশ্য নহে, মহাভারতের বিশুদ্ধচরিত্র বীরশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের কারণে দোষারোপ করা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ, এজন্য কবি নপুংসক শিখণ্ডীকে উপস্থিত করিলেন, শাস্ত্রবিদ্ ধার্ম্মিক ভীষ্মদেব, অমঙ্গল দর্শন করিয়া ধনুর্ব্বাণ ত্যাগ করিলেন। কর্ণ পিতামহকে নিরস্ত দেখিয়া শর সন্ধান করিলেন। কুরু ও পাণ্ডব দলে মহাবীর কর্ণ ও অর্জ্জুন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। লক্ষ্যভেদে অপারগ করিয়া কর্ণকে বীরত্বে লাঘব করিলে অর্জ্জুনের গৌরবের লাঘব করা হয়, এজন্য কর্ণকে বীর বলিয়া পরিচয় দেওয়া ও লক্ষ্য ভেদে বিরত করা, কবির এই দুই কল্পনা একটী উপায় দ্বারা সিদ্ধ করিতে হইবে সভামণ্ডপে নির্ভীকচেতা দ্রৌপদী বলিলেন "আমি সূতপুত্রকে পতিত্বে বরণ করিব না"। চারিদিকে লোকে চমৎকৃত হইল। কর্ণ ম্লানবদনে ভগ্নোদ্যম হইলেন। ক্রমে সকল রাজা ও ক্ষত্রিয় পরাস্ত হইয়া মন্ত্রাহত আশীবিষের ন্যায় নতশিরে স্ব স্ব স্থানে উপবেশন করিলেন। সভাস্থল নিস্তব্ধ, সকলেই নিশ্চেষ্ট ও ম্রিয়মান, তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন দণ্ডায়মান হইয়া তারস্বরে বলিলেন "কি ব্রাহ্মণ কি ক্ষত্রিয় কি বৈশ্য যে কেহ এই লক্ষ্য ভেদ করিবেন, তিনি আমার ভগ্নী যাজ্ঞসেনীর বরমাল্য লাভে সমর্থ হইবেন"। এই কথা শেষ হইবামাত্র সেই বিরাট সভার এক

পার্শ্ব হইতে একটি কৃষ্ণকেশ মলিন বেশ দরিদ্র ব্রাহ্মণকুমার ধনুর্ব্বাণ হস্তে অগ্রসর হইলেন। কেহ উপেক্ষা, কেহ বিদ্রূপ, কেহ এই যুবা পুরুষের অসম সাহসকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। যুবক অটল পর্ব্বতের ন্যায় নির্ভয়হৃদয়ে কার্ম্মুকে জ্যারোপ করিয়া অভ্রান্ত শর সন্ধান করিলেন। যখন অঙ্গরাজ কর্ণ লক্ষ্য ভেদ করিতে উঠিয়াছিলেন, তখন দ্রৌপদী বলিয়াছিলেন যে আমি সূতপুত্রকে পতিত্বে বরণ করিব না, কিন্তু যখন এই ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ লক্ষ্য ভেদ মানসে শর সন্ধান করিলেন, তখন কোন কথাই বলিলেন না। এ মৌনের কি কোন তাৎপর্য্য নাই? অঙ্গরাজ কৃতকার্য্য হইলে তিনি অঙ্গদেশের রাজ্ঞী হইতেন, তিনি তাহা উপেক্ষা করিলেন এবং অঙ্গরাজ্যের রাজেশ্বরী হওয়া ঘৃণিত বলিয়া মনে করিলেন, কিন্তু উচ্চবর্ণ বীর ভিখারীর নারী হইতে একটুও কুণ্ঠিত হইলেন না। তিনি কি জানিয়াছিলেন যে এই যুবক ভস্মাবৃত অগ্নির ন্যায়, ব্রাহ্মণ বেশধারী বীর পার্থ? না—তিনি জানিতেন না। তবে কৃষ্ণার এ ভাবের কারণ কি? কারণ কেবল দ্রৌপদীর স্বভাব। দ্রৌপদী উন্নতমনা তেজস্বিনী আর্য্যরমণী, তিনি বরং বীরের রমণী হইয়া ভিখারিণী হইবেন, তবুও নীচ কুলে গৃহীতা হইয়া ক্ষুদ্র রাজ্যের অধীশ্বরী হইতে ইচ্ছা করেন না! দ্রৌপদীর এই উন্নত মনোবৃত্তি রমণী কুলের আদর্শ স্বরূপ।

(ক্রমশঃ)

বাঙ্গালা প্রবচন।

(২৫৮ সংখ্যার ৯৪ পৃষ্ঠার পর)

৯৫ * কত ধানে কত চাল!

৯৬ কত সাধ যায় রে চিতে।
মলের আগে চুটকী দিতে।

৯৭ কথায় চিড়ে ভিজে না।

৯৮ কানের মা কাঁদে,
আর [illegible] পুটলী বাঁধে।

৯৯ কপাল [illegible]

১০০ [illegible] পাতে [illegible] ঘি,
ঠক ঠকালে হবে কি?

১০১ কর্ম্মে কুঁড়ে, ভোজনে দেড়ে,
বচনে খান গুড়য়ে।

১০২ কাক খায় সকলের মাস,
কাকের মাস কেউ খায় না।

১০৩ কাকের বাসায় কোকিলের ছা।

১০৪ কাঙালের ঘোড়া রোগ।
১০৫ কাঙালের মরণ বিষ্টিকেল।
১০৬ কাঙালিকে শাকের ক্ষেত দেখান।
১০৭ কাঁচা মাটীতে পা দেওয়া।
১০৮ কাজির কাছে হিঁদুর পার্ব্বণ।
১০৯ কাজ দেবে যদি,শত্রু মেরে হাসি।
১১০ কাজের সময় কাজী,
কাজ ফুরালে পাজী।
১১১ কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে।
১১১॥ কাট বিড়ালের সাগর বাঁধা।
১১২ কাটলেও রক্ত নাই,
কুটলেও মাংস নাই।
১১৩ কাঁটালের আমসত্ব।
১১৪ কাঠের ভিতর পিঁপড়ে বলে
চিনি নইলে খাব নি,
চিন্তা করে চিন্তামণি যোগান অমনি।
১১৫ কাণ চায় সোণারে,
সোণা চায় কাণেরে।
১১৬ কান নে গেল কাকে তো
কাকের পাছে পাছে ছোট।
১১৭ কাণা গোরুর ভিন্ন গোঠ।
১১৮ কাণা গোরু ব্রাহ্মণকে দান।
১১৯ কাণা [illegible]
১২০ কাণার বেটা পদ্মলোচন।
১২১ কাণা ঘোড়ার একগুণ বাড়া।
১২২ কাণ টানিলে মাথা আসে।
১২৩ কামারের কুমোর বৃত্তি।
১২৪ কায়েতের ছোট [illegible]র বড়।
১২৫ কায়েতের মূর্খ [illegible] বলদ।
১২৭ কায়েতের বাড়া
বেঙ্গুনী বাড়া।

১২৬ কার শ্রাদ্ধ কেবা করে,
খোলা কেটে বামন মরে।
১২৮ কারুর ঘর পোড়ে,কেউ ধোঁয়া খায়।
১২৯ কারু দুধে চিনি,কারু শাকে বালি।
১৩০ কারুর সর্ব্বনাশ, কারুর পৌষমাস।
১৩১ কালনেমির লঙ্কা ভাগ।
১৩২ কালা শুনে ঢাকের বাদ্য,
কাণা বলে গোর বের বাঁদা।
১৩৩ কালি রাম রাজা হবে, আজি
বনবাস।
১৩৪ কালে বাপ্ পণ্ডিত হবে।
১৩৫ কাশীতে ভূমিকম্প।
১৩৬ কিনতে ছাগল বেচতে পাগল।
১৩৭ কিল খেয়ে কিল চুরী।
১৩৮ কিসের নাই কি, বেগুণপোড়ায় ঘি।
১৩৯ কিসের মাসি, কিসের পিসি
কিসের বৃন্দাবন,
মরাগাছে ফুল ফুটেছে মা বড় ধন।
১৪০ কিবা মেয়ের ছ্যারী
বাপধনের প্যারী।
১৪১ কুকুরকে নাই দিলে কাঁদে উঠে।
১৪২ কুকুরের হলো ঘি পাত্তি,
কুকুর বলে এ কি বিপত্তি।
১৪৩ [illegible]র বড় কুঁড়ে,
আমি ঘুমুই তুই উঠে দোর তাড়া দে।
১৪৪ কুঁড়েরে কুঁড়ে বায় বয় ; মা
দোরটা দিলে ভাল হয়।
১৪৫ কুঁড়ে গরু অমবস্যা খোঁজে।
১৪৬ কুঁদোর মুখে বেঁক থাকে না।
১৪৭ কৃপণের ধন।
১৪৮ কৃষ্ণ বিষ্ণুর মধ্যে।

১৪৯ কেউ মরে বিল ছেঁচে
কেউ খায় কৈ।

১৫০ কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরুলো।

[illegible]

১৫১ কেঁদে জেতা।

১৫২ কোন্ কালে হবে পো
নেকড়া কানি ফুল দো।

একান্নবর্ত্তিতা।

একান্নবর্ত্তিতা হিন্দু সমাজের একটি চিরপ্রসিদ্ধ লক্ষণ; কিন্তু দিন দিন ইহা উঠিয়া যাইতেছে। ভবিষ্যতে ইহার অদৃষ্টে কি আছে তাহা এক্ষণে স্থির করা অবশ্য সহজ নহে; কিন্তু ইহার বর্ত্তমান অবস্থা বড় আশাপ্রদ বলিয়া বোধ হয় না। ইহার অনেকগুলি কারণ আছে; নিম্নে সেগুলির উল্লেখ করিতেছি।

(১) আমাদের মধ্যে ইউরোপীয় জ্ঞান ও রুচি, রীতি নীতি অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে; ইউরোপীয় সমাজে একান্নবর্ত্তিতা লক্ষিত হয় না; সুতরাং ইউরোপীয়দিগের অনুকরণকারী হিন্দুসমাজেও একান্নবর্ত্তিতার প্রতি লোকের আর পূর্ব্বের মত আস্থা নাই।

(২) পাঁচজনের সহিত একত্রে থাকিতে হইলে অনেক সময় তাহাদের ভার বহন করিতে হয়। কিন্তু আজ কাল যেরূপ কঠিন দিন পড়িয়াছে, তাহাতে লোকে নিজের দায়েতেই বিব্রত। এরূপ অবস্থায় একান্নবর্ত্তিতা কোন ক্রমেই অব্যাহত থাকিতে পারে না।

(৩) আমাদের স্বার্থপরতা ইহার অন্যতম কারণ। আমরা স্বীকার করি আর না করি, ইহা নিশ্চয় যে বর্ত্তমান সময়ে আমাদের মধ্যে স্বার্থপরতার প্রাদুর্ভাবটা কিছু বেশি হইয়াছে। স্বার্থপর ব্যক্তি অপরকে ত্যাগ করিয়া আপনি পৃথক থাকিতে স্বভাবতঃ ভালবাসে, সুতরাং এ অবস্থায় একান্নবর্ত্তিতার অবশ্যই উচ্ছেদ হইবে।

উল্লিখিত কারণগুলি বশতঃ হিন্দুসমাজ মধ্যে একান্নবর্ত্তী পরিবারের সংখ্যা দিন দিন কমিয়া যাইতেছে। এক্ষণে দেখা যাউক একান্নবর্ত্তিতার দোষ গুণ কি। সভ্যসমাজ মধ্যে এমন একটি রীতি সহজে খুঁজিয়া পাওয়া ভার যাহা একেবারে নির্গুণ। সুতরাং একান্নবর্ত্তিতার মধ্যে বহু দোষ থাকিলেও ইহার অবশ্য কিছু না কিছু গুণ থাকিবার কথা। আমরা প্রথমে ইহার গুণগুলির বিষয় বলিয়া পরে ইহার দোষগুলি দেখাইব।

কিরূপে স্বল্প ব্যয়ে সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ করিতে পারা যায়, ইহা সংসারাশ্রমের একটি অতি কঠিন প্রশ্ন।

একান্নবর্ত্তিতাতে এই প্রশ্নের অনেকটা মীমাংসা দেখিতে পাওয়া যায়। একটি একান্নবর্ত্তী পরিবার পৃথক হইয়া দুই বা ততোধিক পরিবারে বিভক্ত হইলে তাহাদিগকে শত শত ব্যয় ভার বহন করিতে হয়, একান্নবর্ত্তি অবস্থার ব্যয়ের অপেক্ষা অনেক অল্প ব্যয়ে তাহারা চলিতে পারে। এরূপ অনেক দেখা গিয়াছে যে দুইটি ভ্রাতা একান্নবর্ত্তী থাকিয়া যেরূপ সুখ স্বচ্ছন্দতায় দিন যাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, পৃথক্ হইবার পরে কিছুতেই সেরূপ সুখ স্বচ্ছন্দতার অধিকারী হইতে পারিলেন না। যাঁহাদের অর্থের অভাব নাই, তাঁহারা এই তর্কটি উপেক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু মধ্যবিত্ত লোক-দিগের পক্ষে ইহা কিছুতেই উপেক্ষণীয় বলিয়া বোধ হয় না।

একান্নবর্ত্তিতার পক্ষে আর একটি তর্ক আছে। বাল্যকাল হইতে আমরা যাঁহাদের সহিত একত্রে আহার করিয়াছি, এক শয্যায় শয়ন করিয়াছি, তাঁহাদের অহিত সদ্ভাব যাহাতে চির-কাল বদ্ধমূল থাকে তাহা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে পৃথক্ অন্নে সেরূপ আত্মীয়তা কিছুতেই থাকিতে পারে না। 'ভিন্ন ভাতে বাপ পড়শী' এ কথাটির ভিতরে অনেক অর্থ আছে। দুইটি ভ্রাতা পৃথক্ থাকিলে তাহাদের ভ্রাতৃভাব দিন দিন অবশ্যই কমিয়া যাইবে, এবং অবশেষে তাহারা নিশ্চয়ই দূর সম্পর্কীয় জ্ঞাতিতে পরিণত হইবে। জগতে ভ্রাতৃভাবের যত বৃদ্ধি হয়,ততই মঙ্গলের বিষয়। [illegible] যদি বর্দ্ধিত না হইয়া তিরোহিত হয়, তাহা কোন ক্রমেই বাঞ্ছনীয় বলিয়া বোধ হয় না। *

একান্নবর্ত্তী হইয়া থাকিতে হইলে পাঁচজনের সহিত একত্রে বাস করিতে হয়। সুতরাং নিজের স্ত্রী পুত্রের সুখ ব্যতীত আর পাঁচজনের জন্য চিন্তা করিতে আমরা অভ্যস্ত হই। এই কারণবশতঃ একান্নবর্ত্তী পরিবার নৈতিক শিক্ষার একটি অতি উৎকৃষ্টস্থল।

একান্নবর্ত্তিতার যেমন গুণ আছে, তেমন আবার অনেকগুলি দোষও আছে। নিম্নে সেগুলি একে একে দেখাইতেছি।

একান্নবর্ত্তী পরিবারের কর্তৃত্ব ভার প্রায়ই একজনের উপর ন্যস্ত হয়; সুতরাং আর পাঁচজনে সংসার কার্য্যের কিছুই শিখেন না। বিশেষতঃ পরি-বারটির আয় পৈতৃক বিষয় হইতে উৎপন্ন হইলে তাঁহারা কেবল আলস্যে কাল যাপন করেন। কিন্তু এই দোষ-টির হস্ত হইতে অনায়াসে নিস্তার পাওয়া যাইতে পারে। সংসারের প্রত্যেক সক্ষম ব্যক্তিকে কোন না

* এই তর্কটির বিরুদ্ধে যাহা বলা যাইতে পারে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইয়াছে।

কোন কার্য্যের ভার লইতে হইবে, এরূপ নিয়ম অতি সহজেই করিতে পারা যায়।

একান্নবর্ত্তি পরিবারের আর একটি মহা দোষ এই যে অনেক স্থলে পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ একজনের উপর নির্ভর করে বলিয়া আপনারা উপার্জ্জনক্ষম হইবার চেষ্টা করে না। ইহাতে তাহাদের নিজের নৈতিক ও মানসিক অমঙ্গল হয়, এবং এক ব্যক্তিকে অকারণে অনেকের ভার বহন করিতে হয়। এরূপ স্থলে একান্নবর্ত্তিতা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু যাহারা সকলেই অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকেন, এবং যাহাদের আয়ের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই, তাহাদের পক্ষে এ আপত্তিটি খাটিতে পারে না। যেস্থলে একজনের ঘাড়ের উপর দিয়া পাঁচজনে চালাইব এরূপ সংকল্প থাকে, অথবা পাঁচজনের মধ্যে দুই একজনের আর আর সকলের অপেক্ষা বিত্ত অধিক, সেখানে একান্নবর্ত্তিতা প্রায়ই অধিক দিন থাকিতে পারে না।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে একান্নবর্ত্তিতার দ্বারা সদ্ভাব বদ্ধমূল হয়। কিন্তু ইহা মনে রাখা উচিত যে এতদ্দ্বারা যেমন সদ্ভাব বৃদ্ধি পাইতে পারে, তেমন আবার অনেক সময়ে ইহা হইতে বড়ই বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রথমে অতি সামান্য বিষয় লইয়া ভ্রাতায় ভ্রাতায় অসদ্ভাব উপস্থিত হয়, এবং অবশেষে ভ্রাতৃভাবের পরিবর্ত্তে অতি ভয়ানক শত্রুতা তাঁহাদের হৃদয়কে অধিকার করে। বস্তুতঃ এই জন্যই অনেক উৎকৃষ্ট ব্যক্তি একান্নবর্ত্তিতার পরম বিরোধী। যাহাতে এমন অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহার প্রতি পূর্ব্ব হইতে সাবধান হওয়া উচিত। অবশ্য ইহা বুঝিতে হইবে যে এ দোষটি একান্নবর্ত্তিতার নহে। ইহা আমাদের নিজের দোষ। পাঁচ জনের ও নিজের মঙ্গলের জন্য তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া পরিশ্রম করিব, এ শিক্ষা আমাদের নাই বলিয়া একান্নবর্ত্তিতা হইতে এই বিষময় ফল উৎপন্ন হয়। সুতরাং আমরা চেষ্টা করিলে এই অমঙ্গলটি অতিক্রম করিয়া একান্নবর্ত্তিতার শুভ ফলগুলি উপভোগে সক্ষম হইতে পারি।

একান্নবর্ত্তিতা বাঞ্ছনীয় কি না তাহা আমরা বলিতে চাহি না। ইহার দোষ ও গুণ উভয়ই দেখাইলাম। এক্ষণে পাঠিকাবর্গ আপনারা বুঝিয়া লইতে পারিবেন।

স্ত্রীজাতি ও শিল্পকার্য্য।

পুরুষেরা যেরূপ বিষয় বিশেষের অনুশীলনে আত্মোৎসর্গ করিয়া পরিশেষে কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন, স্ত্রীলোকেরা যতদিন পর্য্যন্ত না সেইরূপ অনুশীলনে শিক্ষিতা হন, ততদিন তাঁহারা পুরুষদিগের ন্যায় সমাজ মধ্যে গণনীয় হইতে পারিবেন না। স্ত্রী, মাতা, গৃহিণী, গায়িকা, পরিচ্ছদ প্রস্তুত কারিণী পাচিকা ধাত্রী, ছাত্রী, চিত্রকারিণী প্রভৃতি যে বিষয়ে যিনি দক্ষতা লাভ করিতে চাহেন, তাহাকে সেই বিষয়ের অনুশীলনে জীবন পণ করিতে হইবে, নতুবা তাঁহা হইতে কোন মহৎ কার্য্যের সম্ভাবনা নাই। স্ত্রীলোকেরা অভ্যাস বশতঃ প্রায় অস্থির-চিত্ত, এক বিষয়ের অনুশীলনে তৃপ্ত থাকিতে পারেন না। একটু শিল্পকার্য্য, একটু লেখাপড়া শিক্ষা, একটু গৃহকার্য্য, একবার এক বিষয়ে অনুশীলন এবং পর ক্ষণে ভিন্ন বিষয়ে আলোচনা, এই করিয়া তাঁহারা সমস্ত শ্রম ও কার্য্য পণ্ড করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহাদের হইতে সংসারে, কোন মহৎকার্য্য প্রায়ই সম্পন্ন হয় না। "স্ত্রীলোকের হস্তে কার্য্য সমর্পণ পণ্ডশ্রমের উদাহরণ স্বরূপ" ইহা আমাদিগের একটী সনাতন প্রবচন। লীলাবতী, বা খনা গার্গীর ন্যায় হইতে অভিলাষী হইলে তাঁহাদিগের ন্যায় আত্মোৎসর্গ করিয়া অভিলষিত বিষয়ের অনুধাবন করিতে হইবে।

শিল্পবিদ্যা স্ত্রীজাতির স্বভাবসিদ্ধ হইতে পারে কারণ ইহার অনুশীলনে অনেককেই স্বতঃ প্রধাবিত হইতে দেখা যায়, তথাপি কেন, তাঁহারা ইহার উৎকর্ষসাধনে সমর্থ নন? এই প্রশ্নের উত্তর কেবল ইহাই হইতে পারে যে তাঁহারা আত্মোৎসর্গ করিয়া বিশেষ অনুশীলন করেন না, যাঁহারা ইহা করিতে পারিয়াছেন তাঁহারা তাহার উৎকর্ষ সাধনও করিয়াছেন। রোজাবনহর, (Rosa Bonheur), এলিজেবেথ বটলার (Elizabeth Butler), কুমারী এলিজেবেথ ষ্ট্রং (Elizabeth Strong) প্রভৃতি মহিলারা ইহার দৃষ্টান্ত স্থল।

অনেকে অনুমান করেন উদ্বাহ বন্ধন স্ত্রীজাতির উন্নতির অন্তরায়। অপরিণীত অবস্থায় যেরূপ আগ্রহের সহিত বিষয় বিশেষের অনুশীলনে প্রবৃত্তি হয়, পরিণীত অবস্থায় সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য অনেক সময় বিষয়ান্তরে সময় অপব্যয় করিতে হয়। যাঁহারা এরূপ অনুমান করেন, তাঁহারা বিষম ভ্রমে পতিতা। বরঞ্চ, এরূপও দেখা গিয়াছে যে অনেক স্বামী স্ত্রীর গুণের পক্ষপাতী হইয়া তাঁহার সাহায্যার্থে জীবন পর্য্যন্ত পণ

করিয়াছেন, জর্জ্জ ইলিয়ট (George Eliot) ইহার প্রমাণ। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় যে স্ত্রী স্বামীর অনুগামিনী হইয়া তাঁহার অবলম্বিত বিষয়ের আলোচনাদি করিয়া থাকেন, এতদর্থে অনেক সময় তাঁহাকে নিজ অবলম্বিত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া অনভিলষিত ও অপ্রীতিকর বিষয়েরও অনুশীলন করিতে হয়, সুতরাং স্বামীর সাহায্যার্থ তাঁহাকে নিজরুচির পরিবর্ত্তন করিতে হয়। সংসারের হিতকল্পে এরূপ কার্য্য কল্যাণকর ও বুদ্ধিমতীর কার্য্য বটে, তথাপি কোন বিষয়ের বিশেষ উন্নতি সাধন করিতে ইচ্ছুক হইলে স্বামীর রুচিও উপেক্ষা করিতে হইবে। গৃহিণী ও পতিপ্রাণা স্ত্রীদিগের এবিষয়ে ওজর থাকিতে পারে, কিন্তু যে সকল স্ত্রী স্বামীর সাহায্য করেন না অথচ নানা বিষয়ে প্রধাবিতচিত্ত হন—তাঁহাদিগের আপত্তি কি? কুমারী অবস্থায় শিল্প কার্য্য, পরিণীত অবস্থায় শাস্ত্রানুশীলন,—এবং প্রৌঢ়াবস্থায় গৃহকার্য্য—ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের অনুশীলনে কোন কার্য্যই সুন্দররূপে সম্পন্ন হয় না।

তারকা।

মেঘমুক্ত, জ্যোৎস্নাবিহীন শারদীয় নৈশ গগনে অগণ্য হীরকখণ্ডসদৃশ নক্ষত্ররাজি দর্শন করিয়া কাহার হৃদয় না আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে? আবার যখন বিজ্ঞানের প্রসাদে আমরা জানিতে পারি যে, উহারা দেখিতে ক্ষুদ্র হীরকখণ্ডের ন্যায় হইলেও, উহাদের অধিকাংশই আমাদের এই পৃথিবী অপেক্ষা লক্ষ লক্ষ গুণ বৃহৎ, তখন ঐ আনন্দ বিস্ময়ে পরিণত হইয়া আমাদিগকে একেবারে হতবুদ্ধি করিয়া ফেলে। এই জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর মধ্যে আমাদের মধ্যে কোন কোনটী পৃথিবী অপেক্ষা বৃহত্তর হইলেও, নক্ষত্রের তুলনায় তাহারা অতিশয় ক্ষুদ্রাকৃতি। আমাদের এই পৃথিবীর ন্যায় অন্যান্য গ্রহগুলিও সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। নক্ষত্রেরও গতি আছে। কিন্তু উহারা পৃথিবী হইতে এত দূরে অবস্থিত যে, আমাদের চক্ষে উহাদিগকে স্থির বলিয়াই বোধ হয়। সহস্র সহস্র বৎসরেও উহাদের অবস্থানের বিশেষ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় না। গ্রহগণের সম্বন্ধে অন্যরূপ। দিন কতক একটু লক্ষ্য

বুঝিতে পারা যায়। আজি শুক তারাকে (শুক্র) যে সকল নক্ষত্রের নিকট অবস্থিত দেখিবে, কিছু দিন পরে আর উহাকে তাহাদের নিকট দেখিতে পাইবে না। আমরা প্রথমে গ্রহগণের আকার, দূরত্ব ও গতি সম্বন্ধে দুই চারিটী জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্ষেপে বলিয়া তাহার পর নক্ষত্রের দূরত্ব ও অবস্থাদির বিষয় বর্ণন করিব।

সৌরজগতে সর্ব্বশুদ্ধ আটটী গ্রহ আছে। উহারা অনবরত বৃত্তাভাস (বাদামে) পথে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতেছে। সূর্য্য হইতে উহাদের যেটী যতদূরে অবস্থিত, তদনুসারে উহাদের নাম এই,—বুধ (Mercury), শুক্র (Venus), পৃথিবী, মঙ্গল (Mars), বৃহস্পতি (Jupiter), শনি (Saturn), ইউরেনস্ (Uranus)নেপচুন্ (Neptune)।

মঙ্গল ও বৃহস্পতির ভ্রমণ পথের মধ্যে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ আছে, তাহাদের নাম এষ্টারয়েড্স (Asteroids) ক্ষুদ্র তারা বা প্ল্যানেটয়েড্স (Planetoids) ক্ষুদ্র গ্রহ। ১৮০১ খৃষ্টাব্দ হইতে এ পর্য্যন্ত ইহাদের প্রায় এক শত ত্রিশটী আবিষ্কৃত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে, ঐ গুলি কোন গ্রহবিশেষের ভগ্নাবশেষ মাত্র।

গ্রহগণের চতুর্দ্দিকে যে সকল অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জড়পিণ্ড সকল ভ্রমণ করিতেছে, তাহারা উপগ্রহ বা চন্দ্র নামে খিক চন্দ্র আছে। কাহার কয়টী চন্দ্র, তাহা ক্রমে ক্রমে বলা হইবে।

ধূমকেতুও একপ্রকারের গ্রহ। কিন্তু উহাদের ভ্রমণ পথ গ্রহগণের ভ্রমণ পথ অপেক্ষা দীর্ঘাকৃতি।

আমাদের সূর্য্য ও তাহাকে মধ্য বিন্দু করিয়া যে সকল গ্রহ, উপগ্রহ ও ধূমকেতু গগনপথে বিচরণ করিতেছে, তাহাদের সমবায়ের নাম সৌরজগৎ।

১। গ্রহগণের মধ্যে বুধ (Mercury) অন্যান্য গ্রহ অপেক্ষা সূর্য্যের নিকটতর। তথাপি ইহা সূর্য্য হইতে সাড়ে তিনকোটী মাইল দূরবর্ত্তী। ইহার আকারও সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। ইহা আমাদের চন্দ্র অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহৎ। সূর্য্যোদয়ের কিছু পূর্ব্বে এবং সূর্য্যাস্তের পর কিয়ৎ কাল মাত্র পৃথিবী হইতে বুধ গ্রহ নয়নগোচর হয়। আমাদের ৮৪ দিনে বুধের এক বৎসর অর্থাৎ এই ৮৪ দিনের মধ্যে বুধ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে একবার ঘুরিয়া আইসে।

২। বুধের পরই শুক্র (venus) বা শুক তারা। সূর্য্যহইতে ইহার দূরত্ব ছয় কোটি বাটী লক্ষ মাইল। ইহা আকৃতিতে প্রায় আমাদের পৃথিবীর মত। গগন পথে ভ্রমণ কালে ইহা অন্য গ্রহ অপেক্ষা পৃথিবীর নিকটে আসে বলিয়া আমাদের চক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল দেখায়। বুধের ন্যায় শুক্রও সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অথবা সূর্য্যাস্তের পর পৃথিবী হইতে দৃষ্টি-

অধিক ক্ষণ দেখা যায়। উদয়কালের পরিবর্ত্তন অনুসারে এই একই গ্রহ কখনও সায়ংকালে এবং কখনও প্রত্যুষে আমাদের দৃষ্টি পথের পথিক হয়। আমাদের ২২৪ দিনে শুক্রের এক বৎসর অর্থাৎ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে একবার ঘুরিয়া আসিতে শুক্রের ২২৪ দিন লাগে।

পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যস্থলে অবস্থিত বলিয়া কখনও বা বুধ, কখনও বা শুক্র, পৃথিবী ও সূর্য্যের সহিত সমসূত্রপাতে অবস্থিত হয়। তখন ইহাদের প্রত্যেককে সূর্য্যের উপর একটা কাল দাগের মত দেখায়। ইহাকে বুধ বা শুক্রের (transit) অতিক্রমণ বলে।

৩। পৃথিবী সূর্য্য হইতে প্রায় নয় কোটি কুড়ি লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। আটটী প্রধান গ্রহের মধ্যে পৃথিবী আকৃতিতে পঞ্চম স্থানীয় অর্থাৎ উহাদের চারিটী পৃথিবী অপেক্ষা বড় এবং তিনটী পৃথিবী অপেক্ষা ছোট। একটা কমলা লেবুর তুলনায় শাদা মটর যত বড়, বৃহস্পতির তুলনায় পৃথিবী তত বড় এবং এই হিসাবে বুধ একটী সরিসার মত। পৃথিবীর ব্যাস ৭৯১২ মাইল এবং পরিধি ২৪,৮৫৬ মাইল। যদি একখানি রেলগাড়ি ঘণ্টায় ক্রমাগত ৪০ মাইল করিয়া চলে, তবে সমস্ত পৃথিবী বেষ্টন করিতে উহার প্রায় ২৬ দিন লাগিবে। পৃথিবীর উপগ্রহ বা চন্দ্রের সংখ্যা একটী। পৃথিবী যদি একস্থানে স্থির থাকিত, তাহা হইলে চন্দ্র ২৭॥০ দিনে উহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া আসিতে পারিত। কিন্তু পৃথিবীর স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য এই আবর্ত্তন প্রায় ২৯॥০ দিনে সম্পাদিত হয়। এই জন্য সৌর মাস অর্থাৎ পৃথিবীর সাম্বৎসরিক গতি ধরিয়া যে মাস গণনা করা হয়, তাহার ও চান্দ্রমাসের সামঞ্জস্য থাকে না। প্রতি বৎসরে সৌরমাসে ও চান্দ্রমাসে প্রায় দশ এগার দিন অগ্র পশ্চাৎ হইয়া পড়ে। এ বৎসর যদি ৩২এ আষাঢ় পূর্ণিমা হইয়া থাকে, তবে আগামী বৎসর ২১এ আষাঢ় নাগাইদ, তৎপর বৎসর ১০ই আষাঢ় নাগাইদ এবং তাহার পর বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে পূর্ণিমা হইবে। এই জন্য তিথি অনুসারে যে সকল পার্ব্বণ হয়, তাহা প্রতি বৎসর এক সময়ে হয় না। গত বৎসর যে তারিখে দুর্গাপূজা হইয়া গিয়াছে, এ বৎসর তাহার প্রায় দশ এগার দিন পূর্ব্বে হইবে, পর বৎসর আরও দশ এগার দিন পূর্ব্বে হইবে। ক্রমাগত এইরূপ হইলে দুর্গাপূজা, দোল প্রভৃতি হিন্দু পূজা সকল মুসলমানদের পার্ব্বণের ন্যায় বৎসরের সকল সময়েই হইতে পারিত। সৌর ও চান্দ্রমাসের অসামঞ্জস্যের প্রতিবিধানের জন্য হিন্দুগণ পঞ্জিকা গণনার সময় প্রতি তৃতীয় বৎসরে একটী করিয়া চান্দ্রমাস বাদ দিয়া হিসাব করেন। যে বারে দুই সংক্রান্তির মধ্যে দুইটী অমাবস্যা পড়ে, সেই বারে চান্দ্রমাসটী 'মলমাস' বলিয়া ত্যাগ করা হয়; সে মাসের পূজাদি শুভকর্ম্ম তাহার

পরবর্ত্তী চান্দ্রমাসে সম্পাদিত হয়। হিন্দুগণ এইরূপে সৌর ও চান্দ্রমাসের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু মুসলমান পঞ্জিকাকারগণ চান্দ্রমাস ধরিয়া বৎসর গণনা করেন বলিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহাদের মহরম প্রভৃতি পর্ব্ব কখন শীতকালে, কখন গ্রীষ্মকালে, কখন বা পূজার সময় হইয়া থাকে। ইহাদের পর্ব্ব সকল সৌর বৎসর অনুসারে প্রতি বৎসর দশ দিন এবং প্রতি তিন বৎসরে প্রায় এক মাস সরিয়া যায়।

চন্দ্র যখন পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে থাকে, তখন উহার একই দিক সর্ব্বদা পৃথিবীর দিকে ফিরিয়া থাকে। সুতরাং যে সময়ের মধ্যে চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে একবার ঘুরিয়া আসে, সেই সময়ের মধ্যে উহার সমস্ত অংশ একবার না একবার সূর্য্যের দিকে ফিরে, অর্থাৎ যত দিনে আমাদের এক চান্দ্রমাস হয়, তত দিনে চন্দ্রে একবার দিনরাত্রি হয়। চন্দ্রের যে অর্দ্ধভাগ সর্ব্বদা পৃথিবীর দিকে ফিরিয়া থাকে, পূর্ণিমার দিন তাহা সম্পূর্ণরূপে সূর্য্যালোকে আলোকিত হয় এবং অমাবস্যার দিন চন্দ্রের অপর অর্দ্ধাংশ সূর্য্যের দিকে ফিরিয়া থাকে। মনে কর তুমি একটী উজ্জ্বল আলোকের দিকে সম্মুখ করিয়া বসিয়া আছ, এমন সময় যদি কেহ তোমার ও আলোকের মধ্যে দাঁড়াইয়া এমন ভাবে তোমার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে থাকে যে তাহার মুখ বরাবর তোমারই শরীরের দিকে ফিরিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি যখন তোমার ও আলোকের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইবে তখন কেবল তাহার শরীরের পশ্চাদ্ভাগ আলোকিত হইবে এবং সে যখন তোমার পশ্চাতে আসিবে তখন তাহার সম্মুখের দিকে আলোক পড়িবে। সে যখন আবার ঐ ভাবে পরিভ্রমণ করিয়া আসিবে, তখন ঐ আলোকটী তাহার আবার পশ্চাতে পড়িবে। সুতরাং একবার চতুর্দ্দিক ঘুরিতে যতক্ষণ সময় লাগে, সেই সময়ের মধ্যে উহার শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ একবার করিয়া আলোকের সম্মুখে পড়িবে। এখন মনে কর ঐ আলোক সূর্য্য, তুমি পৃথিবী, আর যে তোমার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে সে চন্দ্র, তাহা হইলেই চন্দ্র যে ভাবে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে ও যতদিনে চন্দ্রের একবার দিবারাত্রি হয়, তাহা বুঝিতে পারিবে।

* অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ অপেক্ষা পৃথিবী ও চন্দ্রের সহিত আমাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর বলিয়া ইহাদের সম্বন্ধে এত কথা বলা গেল।

নিত্য পঞ্জিকা।

ভাদ্র।

১। গঙ্গা ভরা, একটানা, এমন সুযোগ আর পাইবে না, নৌকা ছাড়িয়া দেও।

২। তরী ভাসিয়াছে, আনন্দে দাঁড় বাহিয়া চল, মাঝীর মুখের দিকে চাও, উৎসাহ ও বল বৃদ্ধি হইবে।

৩। অনুকূল বায়ু বহিলে পাল তুলিয়া দেও, কিন্তু বায়ু না বহিলে দাঁড় বাহিতে ছাড়িও না। পাল প্রস্তুত করিয়া রাখ, বায়ু কখন বহিবে জান না। প্রার্থনা ও আত্মচেষ্টা উভয়ই আবশ্যক।

৪। অন্ধ লোকে মনে করে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন; সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র মেঘাচ্ছন্ন, তাই তাহাদিগকে দেখা যাইতেছে না। নির্ব্বোধ মানুষ! ঘনাচ্ছন্ন আকাশ, না ঘনাচ্ছন্ন তোমার চক্ষু?

৫। রাসায়নিক একটী ক্ষুদ্র ঘরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপকরণ লইয়া বাষ্পকে জল, জলকে বাষ্প ও বরফে পরিণত করিতেছেন। বিশ্বকর্ত্তা রাসায়নিকের কত বড় আকাশ কারখানা, নিমেষে নিমেষে কত কি কাণ্ড হইতেছে!

৬। সমুদ্র এত বৃহৎ হইলেও শুষ্ক হইয়া যাইত, অনবরত নদীর স্রোতের জলই তাহাকে রক্ষণ ও পোষণ করিতেছে।

৭। নদীর জন্মস্থান অজ্ঞাত নির্জ্জন দুর্গম স্থানে, কিন্তু ইহার কার্য্য কাহার অবিদিত? কার্য্যদ্বারাই লোকের গৌরব।

৮। নদী যে সমুদ্রের অংশে উৎপন্ন হয়, তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কত পাহাড় পর্ব্বত, বন জঙ্গল, মরু প্রান্তর অতিক্রম করিয়া যায়, এবং অবশেষে যখন তাহার সাক্ষাৎ পায়, তখন কত নৃত্য ও আনন্দ কোলাহল করিয়া তাহার সহিত মিশিয়া যায়; সমুদ্রও কেমন তরঙ্গ বাহু তুলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক আপনার দেহের মধ্যে স্থান দেয়। জীবাত্মা ও পরমাত্মার সম্মিলন এইরূপ।

৯। গ্রীষ্মে যে সকল নদী শুকাইয়া গিয়াছিল, তাহাদের খাদ সকল জলের অপেক্ষায় ছিল, তাই বর্ষাগমে আজি সেখানে বড় তুফান। প্রার্থনাশীল লোক কখনও নিরাশ হয় না।

১০। বাঁধের একস্থানে একটী ছিদ্র হইলে তদ্দ্বারা অনবরত জল নির্গত হইয়া তাহার আয়তন বৃদ্ধি করে এবং অবশেষে সমস্ত বাঁধকে ভাঙ্গিয়া ফেলে। চরিত্রে একটী ক্ষুদ্র দোষ প্রবেশ করিলে সমুদায় চরিত্রকে নষ্ট করিয়া দেয়।

কৃপাসিন্ধু পরমেশ্বর! তোমার কৃপাতে শুষ্ক-ভূমি সরস এবং মরু প্রান্তর সমুদ্র হইয়া যায়। আমরা যেন কখনও তোমার কৃপাতে নিরাশ না হই। আমাদিগের জীবনের কর্ত্তব্য সাধনে প্রাণ পণে চেষ্টা করিব এবং তোমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিব। তোমার কৃপা পবন যখন বহিবে, তখন প্রতিকূল অবস্থা অনুকূল হইবে, তখন জীবনের ভার লঘু হইবে, এবং তখন সকল পরিশ্রমের শান্তি হইবে। তোমার কৃপা গ্রহণে আমরা সর্ব্বদা যেন প্রস্তুত হইয়া থাকি এবং হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া রাখি। বর্ষার ন্যায় তোমার প্রেম বন্যা আসিয়া আমাদিগের জীবনকে ভাসাইয়া দিবে।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। বিজলী বা নারী ভাগ্য উপন্যাস—আরণ্য প্রসূন প্রভৃতির প্রণেতা শ্রীরামাচরণ বসু প্রণীত, মূল্য ১।০ টাকা। ইহা সিপাহী বিদ্রোহের ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে লিখিত। ইহাতে অনেকগুলি অদ্ভুত ও মনোজ্ঞ দৃশ্যের অবতারণা করা হইয়াছে এবং নারীভাগ্যে কত দুর্ঘটনা ও ক্লেশ সম্ভব, তাহা বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে "সহিষ্ণুতাই সারধর্ম্ম" এই বাক্য স্বর্ণাক্ষরে খুদিয়া পুস্তকের উপসংহার করা হইয়াছে। পাঠিকাগণ এই পুস্তক পাঠে চিত্ত বিনোদন ও উপকার লাভ করিতে পারিবেন।

নূতন সংবাদ।

১। গত ১৮ই জুলাই আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারক মহাত্মা ডাল সাহেব ৭০ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইনি ৩৫ বর্ষকাল ভারতবর্ষের হিতসাধনে ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত ছিলেন, গরিব দুঃখী এবং স্ত্রীলোকদিগের উন্নতি সাধনে তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। ইহাঁর মৃত্যুতে ভারত একটী প্রকৃত বন্ধু হারাইলেন।

২। পার্লেমেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচনে টোরীদল সম্পূর্ণ জয়যুক্ত হইয়াছেন। গ্লাডষ্টোন পদত্যাগ করিয়াছেন। লর্ড সালিসবরী আবার প্রধান রাজমন্ত্রী হইবার সম্ভাবনা।

৩। বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে গুজ-

রাটী ভাষা সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত। এই ভাষার অনেক স্ত্রীকবি আছেন। পুরীবাই, গৌরীবাই, কৃষ্ণাবাই এই শ্রেণীর মধ্যে গণনীয়, কিন্তু মীরাবাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

৪। মান্দ্রাজ মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ রমণীগণ বেশ কাজ করিতেছেন। তাঁহাদের একজন হাইদ্রাবাদে খুব পশার করিয়াছেন, একজন উদয়পুরের মহারাজার পরিবারের ডাক্তার, একজন লেডী ডফরিণ হাসপিটাল কলিকাতা ডিস্পেন্সারীর অধ্যক্ষ, এক জন আলওয়ারের স্ত্রী হাঁসপাতালের কর্ত্রী। সম্প্রতি এক যুবতী তাঁহাদের স্ত্রী হাঁসপাতালের কার্য্যভার লইয়া তথায় যাইতেছেন।

৫। যুবরাজ মাধো মহারাজ সিন্ধিয়া এবং শিবজী রাও হল্কার গোয়ালিয়ার ও ইন্দোরের গদিতে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

বামাগণের রচনা।

স্বপ্নে স্বর্গদর্শন।

(গত বারের পর)

কোথা যমপুরী　প্রেতাত্মা-আশ্রয়
　ঘোর বিভীষিকাময়,
কোন্ দেশে গেলে　ধর্ম্ম অধর্ম্মের
　যথার্থ বিচার হয়?
আছে কি ত্রিদিব,　বৈজয়ন্ত ধাম
　দেবদ্যুতি বিভাসিত?
আছে কি তথায়,　পুণ্যাত্মা আত্মার
　নিত্য সুখ বিরাজিত?
যার নাই মনে,　পাপ-পুণ্যভয়
　সে মরিলে কোথা যায়?
সরলতাময়,　পবিত্র জীবন
　কোথায় আশ্রয় পায়?
কে বলিবে কোথা!　দূর ভবিষ্যতে
　আছে যে বিলীন হয়ে,
ছায়া বাজীপ্রায়,　জাগিছে হৃদয়ে
　পোড়া স্মৃতি জ্বালাইয়ে।
এমনি কত কি,　চিন্তার প্রবাহ
　সাগর তরঙ্গ মত,
একটি বিলয়ে,　একটি উঠিছে
　লহরী তুলিছে কত!
নিস্তেজ হইল,　চিন্তিত হৃদয়
　অলসে অবশ প্রাণ,
এলাইয়ে প'ল,　শিথিল ইন্দ্রিয়,
　বিলীন হইল জ্ঞান।
বহিল মৃদুল　নৈশ সমীরণ
　অবগাহি শশি করে,
বিরামদায়িনী,　সুষুপ্তি সুন্দরী
　চেতনা লইল হরে।

নিদ্রার আবেশে দেখিনু স্বপন
মানসমোহন বেশে,
যেন এক ধনী নবীনা যুবতী
দাঁড়াল আমার পাশে।
মৃদু হাসি হাসি চাঁদ মুখ খানি
উজার নলিনীদাম,
করে ঢল ঢল লাবণ্য বিমল
প্রভায় পলায় তমঃ।
প্রফুল্ল কমল, আয়ত লোচন,
মুকুতা দশন-পাঁতি,
পড়েছে কুন্তল নিতম্ব লুটায়ে
নবীন নীরদ-ভাতি।
সুনীল বসন, সোণার বরণ,
আবরি, জঘনে দোলে;
বকুল কাঁচলী, মুকুতা খচিত
সুচারু হৃদয়-কোলে।
ললাটেতে আঁকা, চন্দনের রেখা,
কুসুমের হার গলে,
ইন্দুভাতি সম, সীমন্তে সিন্দুর
ঝক্ ঝক্ করি জ্বলে।
হয় বিকীরণ, স্বর্গীয় সৌরভ
লাবণ্যের সহ মিশি,
ছুটে অলিকুল, বিমল সৌরভে
আমোদিত হয় দিশি।
কোমলতা-মাখা, নবীন যৌবন
রূপের প্রতিমা খানি,
(যেন) গড়িয়াছে বিধি, বসি নিরজনে
জগৎ-সৌন্দর্য্য আনি।
আসি সুহাসিনী, মরালগমনে
দাঁড়াল মোহিনীসাজে,
যেন বিভাসিল, বিজলীর ছটা
সুনীল নীরদ-মাঝে।
চমকি উঠিনু, রূপের প্রভায়
শুধানু সপ্রেমে তারে,
"কে তুমি সজনী, ভুবনমোহিনী!
এসেছ দুখিনী তরে?"
হাসি রূপময়ী, কোকিল-ঝঙ্কারে
কহিল 'শুন লো, সই!
অমর ললনা, সুরবিলাসিনী
ত্রিদিব-ভুবনে রই!
না জানি সজনী, হিংসা, দ্বেষ কভু
রোগ তাপ শোক জ্বালা,
সদাই সুখেতে, থাকি ফুল বনে,
কেবল গাথি লো মালা;
সংসারের জ্বালা, পশে না অন্তরে
অনন্ত সুখের ধাম,'
ভ্রমি ত্রিভুবন, অলস ছাড়িয়ে
কল্পনা আমার নাম!
দেখি তোর দুখ, কাঁদে লো পরাণ,
তাই ত এসেছি হেথা,
(তোরে) নিরদয় বিধি, কোমল যৌবনে
দিয়েছে অনেক ব্যথা।
যে বঁধুর লাগি, কাঁদিস সজনী!
দেখিতে বাসনা তারে?
আয় অভাগিনী, সঙ্গিনী হইয়া
অনন্ত গগনোপরে।"
বলিয়া রঙ্গিনী মিশাইয়া গেল
আর না দেখিতে পাই,
আঁধার অম্বর, স্বরগের পথ,
কাহার সনেতে যাই? (ক্রমশঃ)

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৬০ সংখ্যা	ভাদ্র ১২৯৩—সেপ্টেম্বর ১৮৮৬।	৩য় কল্প ৩য় ভাগ।

বামাবোধিনীর ত্রয়োবিংশ জন্মোৎসব।

পুনঃ শুভদিন আজি হইল উদয়,
বল ভাই বোন সবে জগদীশ জয়।
সারমাত্র কৃপা তাঁর, সর্ব্ব সুখ মূলাধার,
জীবের জীবন বল সহায় সম্বল,
আজি সবে ঘরে ঘরে, বামাবোধিনীর তরে
যাচ সেই কৃপা, কর হর্ষ কোলাহল।

প্রতি গৃহ জ্ঞানালোকে হোক্ দীপ্যমান,
প্রতি গৃহ হোক্ পুণ্য আরামের স্থান,
গৃহে গৃহলক্ষ্মীগণ, প্রেম শান্তি বিতরণ,
করিয়া করুন্ ধরাতল স্বর্গধাম।
বামাবোধিনীর চিত, হয়ে হর্ষে পুলকিত,
সবার সুখেতে সুখী, হোক্ পূর্ণকাম।

১২৭০ সালের ভাদ্রে বামাবোধিনীর শুভ জন্ম হয়, সুতরাং এই ভাদ্রে ইনি ২৩ বর্ষ অতিক্রম করিয়া ২৪ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। ইহাঁর এই আয়ুর্বৃদ্ধি উপলক্ষে সর্ব্বমঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বরের চরণে আমরা ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার সহিত প্রণিপাত করি এবং ইহাঁর ভাবী কল্যাণোদ্দেশে তাঁহার শুভাশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি। দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশে দুর্ভাগিনী বঙ্গবালাগণের মুখপাত্র এই পত্রিকাখানি

যে এতদিন জীবন ধারণ করিয়া আছেন, এ কেবল তাঁহারই করুণাতে। তাঁহার করুণাতে বর্ষের পর বর্ষে এ দেশের নারীগণেরও উন্নতির পথ অধিকতর প্রসারিত হইতেছে। বামাবোধিনী যেন এই উন্নতির সহকারিণী হইয়া আপনার ক্ষুদ্র জীবনকে সার্থক করিতে পারেন, সর্ব্বান্তঃকরণে আমাদিগের এইমাত্র প্রার্থনা।

যে সকল ভাই ভগিনী বামাবোধিনীকে ভালবাসার চক্ষে দর্শন করেন এবং ইহার কল্যাণ ও উন্নতি সাধনের জন্য যত্ন করিয়া থাকেন, আজি বামাবোধিনী নতমস্তকে তাঁহাদিগকে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা উপহার অর্পণ করিতেছেন। অনুকম্পাশীল গ্রাহক সাধারণকেও সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক অনুরোধ করিতেছেন, আজি তাঁহারা ইহাঁর সমুদায় দোস ও ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া ইহাঁর প্রতি স্নেহ দৃষ্টিপাত করুন, তাঁহাদিগের আশীর্ব্বাদ ও সহায়তা লাভ করিলে ইনি আপনার অবলম্বিত ব্রত পালন করিয়া সম্যক্‌রূপে তাঁহাদিগের সন্তোষ বিধানে সমর্থ হইবেন।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

নূতন মন্ত্রিসভা ও আয়র্লণ্ড—সালিসবরী প্রধানমন্ত্রী হইয়া নূতন মন্ত্রিসভা সংগঠন করিয়াছেন। উদারনৈতিক দলের ন্যায় সদ্ভাব ও কৌশলে রাজ্য শাসন করিতে ইহাঁরা প্রস্তুত নহেন, বল দ্বারা সাম্রাজ্যের শান্তি স্থাপন করিবেন। আয়র্লণ্ডবাসীদিগের উপর প্রথম বল পরীক্ষা হইবে। আইরিসগণ ইতিমধ্যে বেলফাষ্ট নগরে একটী ছোট খাট যুদ্ধ অভিনয় করিয়াছে। আমেরিকার অনেক লোক তাহাদের পক্ষে। আয়র্লণ্ড লইয়া একটা ঘোর বিভ্রাট ঘটনার সম্ভাবনা।

রচনা পুরস্কার—শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর সাহেব নিম্নলিখিত মর্ম্মে বিজ্ঞাপন দিয়াছেন:—

"এ দেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে কি কি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত" এই বিষয়ে রচনা যে কোন বঙ্গমহিলা ইচ্ছা করেন, সংস্কৃত বা বাঙ্গালাতে লিখিয়া আগামী ২৮এ ডিসেম্বরের মধ্যে প্রেসিডেন্সী বিভাগের ইনস্পেক্টর আফিসে পাঠাইবেন।

তাহার সঙ্গে লেখিকার পিতা, স্বামী, বা অপর কোন অভিভাবককে লিখিয়া দিতে হইবে যে লেখিকা অপর কাহারও সাহায্য লন নাই। [illegible] রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে, তিনি বাবু [illegible] দত্ত স্থাপিত [illegible] টাকা পুরস্কার পাইবেন।

[illegible]।—স্বনামধন্য সুপণ্ডিত [illegible] প্রত্নতত্ত্ব বাবু শ্রীনাথ দত্তের "[illegible]" পত্রের [illegible] [illegible] অত্যন্ত [illegible] হইয়াছি। [illegible] [illegible] প্রকাশিত হইতেছে, [illegible] [illegible] বিষয় ও [illegible] [illegible] দুই একটী [illegible] উদ্ধৃত [illegible]।

[illegible] [illegible] [illegible] —[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] আন্দাজ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] জালে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইলে [illegible] [illegible] [illegible], জুড়াইয়া [illegible] শক্ত হয়। [illegible] পুনরায় গরম [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যায়। এই [illegible] [illegible] হইলে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] না।

( ) জুতা [illegible] কালী—[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] প্রস্তুত করিতে হইবে। [illegible] [illegible] আন্দাজ [illegible] ভুষা কালী দিয়া নাড়িয়া লইতে হইবে। ইহা জুতায় মাখাইয়া দিলেই হইল, আর ব্রুস করিতে হইবে না।

ঘৃতে চর্ব্বি—স্বাস্থ্যরক্ষকের পরীক্ষায় প্রকাশিত হইয়াছে, কলিকাতায় যে ঘৃত বিক্রীত হইতেছে, তাহার অধিকাংশ চর্ব্বি মিশ্রিত। এই চর্ব্বি না কি গো শূকর বিড়াল প্রভৃতি জন্তুর দেহ হইতে গৃহীত। ব্যবসায়ীরা এইরূপ ঘৃত বিক্রয় দ্বারা বিশেষ লাভবান হইয়াছে এবং ক্রমশঃ তাঁহাদের বৃদ্ধি [illegible]। এদিকে হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিরই জাতি নাশ ও ধর্ম্ম নাশ হইতেছে। ইহাদ্বারা স্বাস্থ্যও যে [illegible] হইতেছে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] বিশেষতঃ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

বঙ্গমহিলা সমাজ—[illegible] আগষ্ট [illegible] [illegible] বঙ্গমহিলা সমাজের [illegible] [illegible] উৎসব উপলক্ষে [illegible] হয়। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] [illegible] অতি [illegible] প্রদর্শন করেন এবং অধ্যাপক [illegible] [illegible] বৈদ্যুতিক আলোক দেখান। [illegible] [illegible] [illegible] মহিলার সমাগম হইয়াছিল। কবিতা আবৃত্তি ও সঙ্গীত শ্রবণে এবং ছায়াবাজী ও আলোক দর্শনে সকলে পুলকিত হইয়া গিয়াছেন।

ব্রহ্ম-বিপ্লব—অশান্তি ও ইহার শান্তি না হইয়া ক্রমশ বৃদ্ধি হইতেছে। [illegible] নামে [illegible] এক বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ডাকাইতদলের সাহায্য পাইয়া মুইবো নগর আক্রমণের চেষ্টা করিতেছেন, ইহাদের সঙ্গে প্রায় ১১০০ লোক।

ইতিপূর্ব্বে ইহাদের সহিত ইংরাজ সেনা-দিগের কয়েকটী ক্ষুদ্র যুদ্ধ হইয়াছিল। ব্রহ্মযুদ্ধে যত ইংরেজ সেনাধ্যক্ষের ক্ষতি হইয়াছে, আসিয়ায় আর কোন যুদ্ধে নাকি তত হয় নাই ! !

তিব্বতযাত্রা।—ইংরাজ দূতের তিব্বতযাত্রা রহিত হইয়াছে। গবর্ণ-মেণ্ট সিকিমের রাজার সহিত যোগ করিয়া তিব্বতের অবস্থা গোপনে অনু-সন্ধান করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু তিব্বতেরা পূর্ব্বে সাবধান হইয়া তাহাদের অভিসন্ধি ব্যর্থ করিয়াছে। তিব্বতেরা রণসজ্জা করিয়া এক্ষণে ভারত আক্রমণে অগ্রসর।

বিরাট আসিয়াটিক প্রদর্শন।—জাপানের টোকেও নগরে ১৮৯০ সালে এক মহা মেলা হইবে, এখন হইতে তাহার বন্দোবস্ত হইতেছে।

সুগুণবোধিনী—ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বামাবোধিনীর আদর্শে স্ত্রীলোক-দিগের উন্নতিসাধনার্থ পত্রিকা সকল প্রচারিত হইতেছে দেখিয়া আমরা যার পর নাই আনন্দিত হইতেছি। বোম্বাই প্রদেশে 'স্ত্রীবোধ' এক বৎসর কাল চলি-তেছে। মান্দ্রাজে তামিলভাষায় 'সুগুণ-বোধিনী' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা সম্প্রতি প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত।

বঙ্গদেশের অদ্বিতীয় লেখক মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্তের স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য কত প্রাণগত যত্ন ও আগ্রহ ছিল, আমরা ইতিপূর্ব্বে তাহার কিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছি, ভবিষ্যতেও কিছু কিছু করিব। বামাবোধিনীর জন্ম মাসের এই পত্রিকায় তাঁহার স্মরণার্থ আমরা তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ করিলাম এবং পাঠিকাগণের ব্যবহারার্থ তাঁহার এক একখানি ছবি উপহার প্রদান করিলাম।

১২২৭ সালের ১লা শ্রাবণে চুপী নামক গ্রামে অক্ষয়কুমার দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। পঞ্চম বর্ষে তাঁহার হাতে খড়ি হয়; গুরু মহাশয়ের অভাবে প্রায় দুই বৎসর বিদ্যাশিক্ষা বন্ধ থাকে। ৭।৮ বৎসর বয়সে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় লিখিতে যান। পাঠশালায় কাঠাকালী বিঘাকালী লিখি-বার সময়ে তাঁহার মনে হইয়াছিল, "পৃথিবী কত বিঘাই হইবে? পৃথিবীর সীমাই-বা কোথায়? তাহার পরেই বা কি? যদি তাহার পরে আকাশ হয়, আকা-শই বা কত দূর?" পাঠশালায় কিছু কাল শিক্ষার পর তাঁহাকে পারসী পড়িতে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু পারসী পড়া অধিক দিন চলে নাই। দৈবযোগে পিয়ার্সন্ সাহেবের প্রণীত ইংরাজী ও

বাঙ্গালা উভয় ভাষায় লিখিত একখানি ভূগোলের বাঙ্গালা অংশে মেঘ, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, বজ্রাঘাত প্রভৃতি বিষয় পাঠ করিয়া, অনেক নূতন অথচ প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে পারিলেন বলিয়া, ইংরেজী অধ্যয়নে তাঁহার আগ্রহ জন্মিল। কিছু দিন বাটীতে ইংরেজী পড়িতে থাকেন। তাহাতে বিশেষ সুযোগ না হওয়ায়, অনেক কষ্টের পর "ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে" প্রবিষ্ট হন। এখানে ২॥০ আড়াই বৎসর কাল মাত্র পড়া চলে। পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়া, ন্যূনাধিক ৬ ছয় মাস পাঠের পর তৃতীয় শ্রেণীতে উঠেন। এই শ্রেণীতে ১ এক বৎসর এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে আর এক বৎসর পড়েন। মোটে এই ২॥০ বৎসর বিদ্যালয়ে শিক্ষা। বিদ্যালয়ে পড়িবার সময়ে পারিতোষিক প্রাপ্ত হন।

পিতৃবিয়োগ উপলক্ষে স্কুলের পড়া শেষ হইল বটে, কিন্তু তিনি বিদ্যাশিক্ষা ত্যাগ করিতে পারিলেন না। বাটীতে থাকিয়া গণিত-বিদ্যার উচ্চ অঙ্গ সকল ও বিজ্ঞান শাস্ত্র আলোচনা করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সংবাদ-প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় ঘটে। এই সময়ে ও ইতিপূর্ব্বে তিনি কেবল পদ্য লিখিতেন। হঠাৎ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অনুরোধে তাঁহাকে গদ্য লিখিতে হয়। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিলে, বাঙ্গালা লিখিবার উত্তম ক্ষমতা জন্মিবে বলিয়া, ১৯ বৎসর বয়ঃক্রম কালে দত্তজ মহাশয় সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করেন এবং ক্রমশঃ তদ্বিষয়ে তাঁহার বিলক্ষণ সংস্কার জন্মে। অধিক কি, তিনি সংস্কৃতে শ্লোক রচনা করিতেন। তাঁহার মাতৃভক্তি কিরূপ প্রবল ছিল, তাঁহার রচিত একটী শ্লোকেই তাহা প্রমাণিত হইবে, এই নিমিত্ত সেই শ্লোক উদ্ধৃত করিলাম,—

"প্রত্যক্ষ-দেবতা-মাতুশ্চরণং কমলায়তে।
অঙ্গুল্যশ্ছদনায়ন্তে, মনো মে ভ্রমরায়তে॥"

ইহার তাৎপর্য্য এই —মাতা প্রত্যক্ষ দেবতা। তাঁহার চরণ পদ্মস্বরূপ। পদ্মের দল অর্থাৎ পাপড়ি থাকে, জননীর পাদপদ্মের অঙ্গুলিগুলি পাপড়ি-তুল্য। পদ্মে ভ্রমর থাকে, মাতার চরণ-পদ্মেও ভ্রমর থাকা চাই, অতএব আমার মন তাহাতে মধুকর হইয়াছে।

কেমন ভাবযুক্ত, মধুর কবিতা! কেমন মাতৃভক্তি! শ্রীমাতার প্রতি দত্ত মহাশয়ের প্রগাঢ় অনুরাগ এইখানে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহার পর একদিন ঈশ্বর বাবুর সঙ্গে অক্ষয় বাবু কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজে গমন করেন; তথায় মহর্ষি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সেই সময়েই দেবেন্দ্র বাবুর সহিত অক্ষয় বাবুর আলাপ হইল। এই আলাপ উত্তরোত্তর বন্ধুত্বে পরিণত হয় এবং তিনি দেবেন্দ্র বাবুর অভিমতানুসারে "তত্ত্ববোধিনী সভার" সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন। অতঃপর তাঁহাকে "তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা" নামক বিদ্যালয়ের ভূগোল শাস্ত্র ও পদার্থ

বিদ্যার শিক্ষকের পদে নিয়োজিত করা হয়। ইহারই পরে ১২৪৯ সালে "বিদ্যা-দর্শন" নামক মাসিক পত্রিকা প্রচার করেন। ৬ মাস ঐ পত্রিকা স্থায়ী হয়। তৎপরে ১২৫০ সালে সুবিখ্যাত তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকার সৃষ্টি হয়। অক্ষয় বাবু প্রথমাবধি ১২ দ্বাদশ বৎসর কাল উহার সম্পাদক ছিলেন। এই কার্য্যে ব্রতী হইয়া তাঁহাকে এত দূর পরিশ্রম করিতে হইত যে, যথাসময়ে আহারাদি চলিত না। ক্রমে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া গেল। নিদারুণ মস্তিষ্ক পীড়া তাঁহাকে জন্মের মত নিস্তেজ করিয়া ফেলিল। ১২৬২ সালে এই রোগের উৎপত্তি হয়। তদবধি ১২৯৩ সালের ১৪ই জৈষ্ঠ বৃহস্পতি-বার পর্য্যন্ত ঐ রোগ ভোগ করিয়াছি-লেন। এই রোগের অবস্থায় কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বালী গ্রামে স্ব-প্রতিষ্ঠিত একটী সুন্দর উদ্যানে বাস করিতেন। সেইখানেই ১২৯৩ সালের ১৪ই জৈষ্ঠ রাত্রি ৩টা ১৫ মিনিটের পর তাঁহার প্রাণ বায়ু বহির্গত হয়।

অক্ষয় বাবুর প্রণীত গ্রন্থ সকল:—চারুপাঠ ১ম, ২য়, ৩য় ভাগ, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার ১ম ও ২য় ভাগ, ধর্ম্মনীতি, পদার্থবিদ্যা, ভারত-বর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের ১ম ও ২য় ভাগ।

অক্ষয় বাবু কেবল বঙ্গ সাহিত্যের এক জন জন্মদাতা ও উৎকৃষ্ট গ্রন্থকার বলিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, তাহা নহে। তাঁহার মানসিক শক্তি ও চরিত্রের বল বঙ্গীয় সমাজের আদর্শ। এক দিকে তাঁহার শাস্ত্রানুশীলনে অক্লান্ত অধ্যবসায়, গভীর তত্ত্বানুসন্ধানেচ্ছা ও অতি সূক্ষ্ম ও পরি-স্ফুট [illegible] শক্তি দেখা যায়। অন্য দিকে তাঁহার নম্রতা, সরলতা, দেশহিতৈষণা, স্বজাতিপ্রেম, মাতৃভক্তি, দয়া, ক্ষমা, বাক্য-নিষ্ঠা, কার্য্য-নিষ্ঠা প্রভৃতি অসাধারণ গুণ দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়। তিনি অতি দরিদ্র অবস্থা হইতে পুস্তকের আয়ে ৩৬ হাজার টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলেন এবং এই টাকার অধিকাংশ স্বদেশের হিতার্থ ব্যয়ের জন্য উইল করিয়া গিয়াছেন।

এস্থলে অক্ষয়কুমার বাবুর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত মাত্র প্রকাশিত হইল। যাঁহারা তাঁহার চরিত্র-বিষয়ে সবিশেষ জানিতে ইচ্ছা করিবেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ রায় বিরচিত অক্ষয় বাবুর জীবনী পাঠ করিবেন।

ছায়া।

(বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের মৃত্যু উপলক্ষে লিখিত।)

(১)

কে বলিবে দিবে ছায়া আত্ম পরিচয়?
এ বিশ্ব-জগত-মাঝে
সদাই মলিন সাজে,
জীর্ণ, শীর্ণ কলেবর, ক্লান্ত-হৃদয়;—
কে বলিবে দিবে ছায়া আত্ম পরিচয়?

(২)

অভাগী দুখিনী কথা কহিতে না পারি!
একা ধারে পড়ে থাকি,
দীন মান নিয়ে রাখি,
নিজ দুঃখ ভাবি কাঁদি নিজেই রোদন,
নিজের বিলাপ-গীতি, নিজেই শ্রবণ!

(৩)

জড়-জগত বাসী চিনিবে কেমনে?
আপন সন্তান হায়!
চিনে না আপন মায়,
কোলেতে তুলিতে গেলে প্রাণে লাগে ভয়—
অত্যাচার অসত্যের করে অভিনয়!

(৪)

আজিরে নূতন ব্যথা বেজেছে মরমে!
জননীর যাতনায়
কে তোরা কাঁদিবি আয়—
কে শুনিবি এ প্রাণের যন্ত্রণা-কাহিনী?
আমি ছায়া—বঙ্গভাষা—আমি অভাগিনী!

(৫)

আদরের অক্ষয়-ছেলে কই রে আমার?
বিদারি মানস-খনি
দীপ্ত কোহিনূর মণি
কে লয়ে ডুবালি আজি সাগর-মাঝার?—
আলোকের গৃহ মোর কেন অন্ধকার!

(৬)

দুখিনীর ছোট খাটো পুত্র-কন্যাগণ,
ছোট সুখ-দুঃখ ল'য়ে,
ক্ষুদ্র আশা হৃদে ব'য়ে,
কাটাইত ছোট খাটো জীবনের কাল,—
ক্ষুদ্র গৃহ বাহিরে না দেখিত আকাশ!

(৭)

কে আর সে ক্ষুদ্র-চক্ষু করি প্রসারিত,
বঙ্গের সন্তান-গণে
অনন্তে টানিয়ে এনে,
দেখাইবে অসীমের মুরতি ভয়াল,
ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড কত—কতই বিশাল?

(৮)

জগৎ প্রকৃতি নীতি করিবে বিচার,
কেবা আর বঙ্গদেশে
দেখাবে স্বাস্থ্যের পথ?
শিখাইবে তত্ত্ব তত্ত্ব শাস্ত্র দরশন—
চেতনেতে অচেতন সংযোগ কেমন?

(৯)

বসাইবে নারী নরে একই আসনে,
কে শিখাবে ধর্মনীতি—
দাম্পত্য-প্রণয়-রীতি?
অত্যাচার কদাচার করি অবসান,
কে শিখাবে পুণ্যপথ—স্বর্গের সোপান?

(১০)

হায় হায়! যেতে যেতে মরণের পথে,
কভু দুই চারি ছত্র,
কভু দুটি কথা মাত্র,

উপাসক-সম্প্রদায় কে রচিবে আর,
উজলিতে ভারতের সাহিত্য-ভাণ্ডার ?

(১১)

হা হা বাছা ! বলিতে যে বিদরে হৃদয় ;—
মুমূর্ষু-শয্যায় শুয়ে,
নিরাশা-সন্তপ্ত-হিয়ে,
আক্ষেপে কে করে অশ্রু করি বরিষণ—
'কত মনে ছিল সাধ—হ'ল না পূরণ' ?

(১২)

কেবা আর সেবিবারে মায়ের চরণ,
কল্পনা-উৎসবে মাতি
জেগে রবে সারা-রাতি ?
কহিবে বিনম্র-কণ্ঠে বিস্মিত-লোচনে—
'এত শীঘ্র দীর্ঘ-নিশা পোহায় কেমনে' ?

(১৩)

এ গগনে কেন আর জাগিস্ তারকা ?
কে আর বিহ্বল-প্রাণে
চাহিবে তোদের পানে,
সস্নেহ ঔদাস্য ময় বিরক্তির ভাব
কুপিতা প্রবীণ প্রতি করিবে প্রকাশ ?

(১৪)

এ কাননে কেন আর তরুলতাচয় ?
কে আর কবির মত
সুপ্ত ভালবাসা যত
তোদের প্রাণের পরে করি বিকিরণ,
চেয়ে চেয়ে বিস্মৃতির হেরিবে স্বপন ?

(১৫)

কাঁদিছে জননী—বাছা! আর ফিরে আয় ;—
কুতার্কিক সন্তানেরা,
পথ ভুলে হ'ল সারা ;
আজিও অসত্যে দিয়ে সত্যের আকার,
পুজিতেছে দুষণীয় কত দেশাচার !

(১৬)

আয় বৎস ! ধর্ম্মনীতি শিখারে আবার ;
ভারত-বাসীর চিত্ত,
পুন করি সঞ্জীবিত,
শিখারে কর্ত্তব্য-পথে সাধনা কঠোর ;
মুছারে মলিন-চক্ষে অবিদ্যার ঘোর।

(১৭)

হায় ! সে যে বৃথা আশা মিটিবে না আর
যাও বৎস ! বসো তবে,
যথায় সানন্দ-রবে
বিবুধ-মণ্ডলী করি হস্ত সঞ্চালন,
দেখায়ে দিতেছে দিব্য স্বর্ণ-সিংহাসন।

(১৮)

চির-অকৃতজ্ঞ অন্ধ বঙ্গের সন্তান ;
তারাও উৎসুক-মন,
যত্নে করি আহরণ
গাঁথিয়ে চরিত-মালা পরেছে গলায় ;
আবার স্মৃতির স্তম্ভ তুলিবারে চায়।

(১৯)

যত দিন রবি শশী শোভিবে গগনে,
যত দিন বঙ্গভাষা,
বাঙ্গালীর উচ্চ-আশা,
তত দিন খুলি সবে হৃদয়-দুয়ার,
অক্ষয় ! অক্ষয়-কীর্ত্তি ঘোষিবে তোমার

প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ।

পুরাণের (পদ্ম) কাল।

এইবারে আমরা দুইটী ধর্ম্মিকা নারীর প্রসঙ্গ করিতেছি। একের নাম চন্দ্রকলা, অপরের নাম সুলোচনা। সুলোচনা রাজকুমারী, রাজমহিষী; চন্দ্রকলা তাঁহারই দাসী। দাসী হইয়াও, তিনি স্বীয় কর্ত্রীর উপর স্থান পাইয়াছেন। ধর্ম্মজ্ঞানে তিনি সুলোচনাপেক্ষা গরিষ্ঠ ছিলেন, এই তাঁহার মহত্ত্বের কারণ। প্রভুর অগ্রে ভৃত্যের সম্মানলাভ হেতু পাঠিকারা নিজে নিজেই বুঝিতে পারিবেন, বলিবার মত [illegible] হইলাম।

৪১—চন্দ্রকলা।

তালধ্বজ নামক প্রদেশে বিক্রম রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার মাধব নামে এক সন্তান ছিল। মাধব ভূপতি একদিন স্বীয় দল-বল-সহকারে শিকারে নিষ্ক্রান্ত হন। সৈন্য সামন্তকে পশ্চাতে ফেলিয়া অতি প্রচণ্ড বেগে তিনি এক লক্ষ্যের দিকে ধাবমান হইতে লাগিলেন। ক্রমে নিবিড় বিপিনের অভ্যন্তরে গিয়া সমুপস্থিত হইলেন। সেই নির্জ্জন নিস্তব্ধ বন-খণ্ডে একটী মাত্রও অনুচর বা সহচর তাঁহার সঙ্গে নাই। এই সময়ে তিনি সম্মুখ ভাগে এক লাবণ্যময়ী রমণী-মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। সেই নারীর নাম চন্দ্রকলা; চন্দ্রকলা সেই বনাভ্যন্তরস্থ জলাশয় হইতে জল আনয়নের কারণ আসিতেছিলেন। তিনি বীরবাহু নামক এক ক্ষত্রিয়ের ঔরসজা; তালধ্বজ পুরীই তাঁহার বসতিস্থান ছিল। তিনি প্লক্ষ দ্বীপের অন্তর্গত দীপান্বী নগরীর অধিরাজ গুণাকরের সুলোচনা নাম্নী কন্যার সখীর কার্য্য করিতেন, এক্ষণে সহচরীর কার্য্য ত্যাগ করিয়া তালধ্বজ পুরীতে অবস্থিতি করেন। মাধব নৃপতি প্রথমতঃ নিঃসহায় অবস্থায় তাঁহার সন্দর্শন পাইয়া প্রীতিযুক্ত হইয়া আসক্ত হইলেন। কিছুক্ষণ পরেই তাঁহার অন্তঃকরণে কুপ্রবৃত্তির ভাবের আবির্ভাব হইল।

রাজতনয় গান্ধর্ব বিধানে কন্যার পাণিগ্রহণাভিলাষী হইয়া, তাঁহার নিকট স্বাভিলাষ ব্যক্ত করিলে, তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন, পণ্ডিতেরা যে বলিয়া থাকেন, 'ধর্ম্ম স্বয়ং ধার্ম্মিককে বিপদ হইতে রক্ষা করেন'*—এই মহাবাক্য অদ্য এই দণ্ডেই পরীক্ষিত হইবে। তৎপরে তেজস্বিনী ধর্ম্মশীলা চন্দ্রকলা কি কি যুক্তিগর্ভ বচন প্রয়োগ করিয়া রাজকুমারকে শাসিত ও পাপচেষ্টা হইতে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন, পাঠিকারা শ্রবণ করুন।

---

* [illegible] 'ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকং'।

চন্দ্রকলা।—হে নৃপবর! রাজার সুশাসনে রাজ্যের তাবৎ লোক দুষ্ক্রিয়া ও কলুষাদি হইতে নির্মুক্ত হয়, ইহা অপেক্ষা রাজার শ্লাঘা আর কি আছে? সৎস্বভাব ভূপালগণের রাজত্ব মধ্যে ঐরূপই ঘটি। পারে। সমস্ত শাসকই যদি আপনার মত দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতে থাকেন, তবে আর কে তাহাদিগকে চালিত করিবে? নির্জন স্থল পাইয়াছেন বলিয়াও, ওরূপ প্রস্তাব করা আপনার সদৃশ ব্যক্তির উচিত হয় নাই। পরাৎপর ঈশ্বর সর্বজ্ঞ ও সর্বত্র বিদ্যমান, ইহা আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন। মহাভাগ! আমাকে অন্যরূপ ভাবিবেন না। আমি বীরবাল ক্ষত্রিয়ের ভার্য্যা, সলিল আনয়নার্থে এখানে আগমন করিয়াছি, এই বিভীষিকা-সঙ্কুল স্থলে অন্য কোন প্রয়োজন সিদ্ধির কারণ আসি নাই। আপনি স্ববংশানুরূপ ও রাজোচিত বাক্য না বলিয়া, তদ্বিপরীত কেন কহিলেন, বুঝিতে পারিতেছি না। ভবদ্বংশীয়গণ পরস্ত্রী-বিষয়ে ক্লীববৎ আচরণ করিতেন। আমি একাকিনী, অসহায়া ও অবলা। আপনি একাকী হইলেও ভীম পরাক্রমশালী, পরম বীর, পুরুষপ্রবর। আমার পাতিব্রত্য নষ্ট করিলে, আপনার অযশ বৈ সুযশ হইবে না। মানব-জন্ম অতি দুর্লভ। সেই দুষ্প্রাপ্য জন্ম লাভ করিয়া অকীর্ত্তিকর ক্রিয়া কলাপে মুগ্ধ থাকা বিজ্ঞজনোচিত কার্য্য নহে। বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বুঝিতে পারিবেন,—লোভ হইতে ইচ্ছা, ইচ্ছা হইতে পাপ, পাপ হইতে মরণ, মরণ হইতে নরক হয়। অতএব মনে মনে লোভের প্রশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। মৎস্য যেমন অজ্ঞতা দোষে মাংসাচ্ছন্ন বড়িশ গ্রাসে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে, আপনি সেইরূপ লোভাধীন হইয়া, মোহান্ধতা বশতঃ পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হইবেন না। বিবেকই সম্পদের মূল এবং তদ্বিপর্য্যয় অর্থাৎ অবিবেক আপদ আনয়ন করে।

হে ক্ষিতীশ! প্লক্ষ দ্বীপান্তর্বর্ত্তী দীব্যন্তী নগরে অশেষ গুণবান্ গুণাকর নরপালের সুলোচনা নাম্নী কন্যার আমি দাসী ছিলাম। যদি অভিরুচি হয়, তবে আপনি তাঁহার পাণি গ্রহণ করিতে পারেন। অদ্যাবধি তাঁহার উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই। তাঁহার তুল্য রূপ-গুণবতী সতী কন্যা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় নাই। তাঁহাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিতে পারিলে, আপনার মনোরথ সর্ব্বাংশে ফলপ্রসূ হইবে।

১৫—সুলোচনা।

চন্দ্রকলার বৃত্তান্ত সমাপন করিয়া সম্প্রতি সুলোচনার বিবরণ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

প্লক্ষদ্বীপে দীব্যন্তী পুরীতে ইনি

জন্ম পরিগ্রহ করেন। ঐ নগরের অধিপতি গুণাকরের ঔরসে ও তৎপত্নী সুশীলার গর্ভে উঁহার উদ্ভব হয়। তদীয় রূপ, গুণ, স্বভাব, পাণ্ডিত্য প্রভৃতি বিষয় কিরূপ ছিল, বর্ণনা করা এক প্রকার দুর্ঘট। পূর্ব্বে আমরা যে চন্দ্রকলার বিষয় কীর্ত্তন করিয়া আসিয়াছি, সেই কন্যা তাঁহার পরিচারিকা ছিলেন। তাল-ধ্বজ নগরস্থিত বীরবাহু নামক ক্ষত্রি-য়ের প্রণয়িনী হইবার পর তিনি দীব্যন্তী হইতে নিজ স্বামীর নিকেতন তালধ্বজ প্রদেশে আগমন করেন। বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যত দিন চন্দ্র-কলা সুলোচনার প্রিয়তমা সহচরী ছিলেন, তত্দিন তাঁহাদের কি সুখেই দিন যাপন হইত! উভয়ের ধর্ম্ম-মত কত যে বিশুদ্ধ ছিল, এই আখ্যায়িকা আদ্যন্ত সমালোচন করিলে, তাহা হৃদগত হইতে থাকিবে।

চন্দ্রকলার বর্ণিত পূর্ব্বোল্লিখিত কথানুসারে মাধব রাজা সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া দীব্যন্তী নগরে উপস্থিত হইলেন। সুগন্ধা নামক এক মালাকার বনিতার হস্তে এক স্বর্ণাঙ্গুরীয় ও তৎসহিত লিপি প্রেরণানন্তর স্বীয় মনোরথ বিজ্ঞা-পন করিলেন। লিপির মর্ম্ম এই প্রকার ছিল,—'সুন্দরী! তোমার দাসীর মুখে তোমার রূপ, গুণ, বিদ্যা, চরিত্রাদির মহত্ব অবগত হইয়া, সাগর-পারে তোমার সন্ধানে এ নগরীতে আগমন করিয়াছি। এক্ষণে আমার ইচ্ছা,—তোমার সহিত আমার পরিণয় বন্ধন স্থাপন হয়।'

মালাকার কামিনীর কর-বাহিত পত্রার্থ অবগত হইয়া সুলোচনা তাহার নিম্নলিখিত প্রত্যুত্তর প্রদান করেন।

সুলোচনা।—হে ভূপ! আপ-নার পত্রের তাৎপর্য্যার্থ পরিজ্ঞাত হইয়াছি। এখন তদ্বিষয়ে আমার বক্তব্য এই,—আপনি অবধারিত জানাবেন, অদ্য আমার অধিবাস দিবস (অর্থাৎ বিবাহের পূর্ব্ব দিন), আগামী কল্য বিবাহ হইবে। আমার পিতার অভি-প্রায়ের বিরুদ্ধে কার্য্য করা কর্ত্তব্য নয়, আপনাকে কোন দুঃসাধ্য কার্য্যে লিপ্ত হইবার পরামর্শ দিতে আমার অভি-প্রায় হয় না। ক্রিয়া সফল না হইলে, পণ্ডশ্রম মাত্র হয় এবং তদর্থ মনুষ্যের অনর্থক উদ্যম-ভঙ্গ ঘটে। আপনি কেবল আমারই প্রাপ্তি নিমিত্ত সাগর উত্তরণ পূর্ব্বক বহ্বায়াস স্বীকার করিয়া-ছেন। কি উপায়ে আমার সঙ্গে আপনার বিবাহ সংঘটন হইবার সম্ভা-বনা, তাহা আপনাকে এখন হইতে জানাইয়া রাখি। আমি বসন-ভূষণে সুসজ্জিত হইয়া, মনোনীত বর স্থির করি-বার জন্য যখন প্রদক্ষিণ করিব, তৎ-কালে আমার বাম হস্ত ঊর্দ্ধে রক্ষা করিব। যিনি আমার ঐ হস্ত ধরিয়া আমাকে লইতে সমর্থ হইবেন, তাঁহা-কেই আমি পতিত্বে বরণ ও গ্রহণ করিব, ইহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই।

এই লিপি খানি সুলোচনা মালাকার বনিতার হস্তে অর্পণ করিলেন। তাঁদিকে মালাকার-ভার্য্যার নিকট সমাধি অবগত হইয়া মাধব পুনঃ তদনুরূপ কার্য্যের উদ্যোগ করিলেন। বলা বাহুল্য, তৎপরদিবসে তাঁহাদের শুভ পরিণয়-ব্যাপার বিনা বাধায় সম্পন্ন হইয়া গেল।

এই গল্পের প্রস্তাবের উপসংহার ভাগে আমরা বলিতেছি, এই সন্দর্ভের বর্ণিত দীবাস্থী ও তালধ্বজ প্রদেশ কোথায়, আমরা স্থির করিতে পারি না। ইহাদের বর্ত্তমান নাম না পাইয়া অনেকে হয়তো ইহা কাল্পনিক আখ্যা ভাবিতে পারেন। ফল কথা, মাধব, সুলোচনা, ও চন্দ্রকলার নাম হিন্দু শাস্ত্রানুশীলনকারীদের মধ্যে এত পরিচিত ও বিখ্যাত সংজ্ঞা যে, এক্ষণে উহাকে অবাস্তবিক ঘটনা বলিয়া অস্বীকার করা একপ্রকার হঠকারিতা বলিয়া বিবেচিত হয়। দীবাস্থী বা তালধ্বজ অবাস্তবিক আখ্যা, তর্কের অনুরোধেই যদি স্বীকার করা যায়, তথাপি মূল উপাখ্যানটী অলীক বলা যায় না। সে যাহা হউক, চন্দ্রকলার ভর্ত্তা 'বীরবাহু' প্রকৃতই বীরবাহু অর্থাৎ মহাবল পরাক্রান্ত। এখানে শারীরিক তেজের প্রশংসা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আর চন্দ্রকলাও ঐ বীরবাহু "বীরবাহুরই" সার্থক প্রিয়তমা। তিনি স্বীয় কায়িক বলে এ প্রতিপত্তি লাভ করেন নাই, কিন্তু অতুল মনস্তেজে—সাধু চরিত্র প্রভাবে আপামর-সাধারণের নয়ন যুগল বিস্ময়-রসে বিস্ফারিত করিয়া দিয়াছেন। এদিকে দেখ, সুলোচনা, নামেও যেমন সুনয়না, কার্য্যেও তেমন সৌভাগ্যবতী। অন্যথা তিনি চন্দ্রকলার মত কামিনীকে কি প্রকার কার্য্যে পাইতেন? আর, তিনি যে বাল্যকালের সুহৃদপ্রাপ্তা চন্দ্রকলার নির্ব্বাচিত পুরুষকে প্রাণ সমর্পণের যোগ্যপাত্র স্থির করেন, ইহাই তাঁহার ভবিষ্যৎ সুখের নিদান হইয়াছিল। মাধব ভূপতিকে আমরা 'সুপুরুষ' বলায় কেহ কেহ ভাবিবেন, ধর্ম্মাংশক রাজা যদি 'সু' হন, তবে 'কু' কে? বস্তুতঃ মাধব রাজা এক জন পাষণ্ড নহেন। চন্দ্রকলাকে অপাত্রস্থিতা ভাবিয়া ঐরূপ প্রস্তাব করেন। আর সে প্রস্তাবও নিন্দনীয় প্রস্তাব নয়। গান্ধর্ব্ব-বিবাহ বিধি সেকালে প্রচলিত ছিল। যদি তিনি সতীত্বধ্বংসকারী হইতেন, তবে তিনি চন্দ্রকলার বচন-পরম্পরা শ্রবণ করিয়াও, বধিরবৎ আচরণ করিতেন। তাঁহার চরিত্রের স্বপক্ষে শেষ বক্তব্য যে, তিনি অসৎ হইলে, কখনই চন্দ্রকলা কর্ত্তৃক সুলোচনার নিকট প্রেরিত হইতেন না। অতএব সুলোচনা সুযোগ্য ভর্ত্তা লাভে কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই। তিনি গুণাকর পিতার গুণবতী কন্যা এবং

প্রবীণা মাতার স্নেহশীলা দুহিতা। পিতা, মাতা, ভর্ত্তা, দাসী প্রভৃতি সমস্তই তাঁহার শুভাদৃষ্টের প্রবল সহায়। চন্দ্রকলা ও সুলোচনা শব্দ দুটী যেমন শ্রুতিমধুর, তেমনই সদ্ভাবোদ্দীপক।

সিপাহি যুদ্ধের সময়ে ভারত মহিলার দয়া।

সিপাহি যুদ্ধের সময়ে আর একটি [illegible] মহিলা আপনার জীবনের আশঙ্কা [illegible] পরিচয় দেন। এই মহিলার নাম [illegible]। যখন সেই ভয়ানক সময়ে সকলেই আপনার আপনার জীবন লইয়া ব্যস্ত তখন [illegible] বামনি পরের জীবন রক্ষার জন্য প্রাণপণে যত্ন করিয়াছিল।

বামনি একজন ইংরাজ ডাক্তারের পাচিকা; সিপাহি যুদ্ধের সময় ডাক্তার [illegible]। [illegible] চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। একদা গভীর রাত্রিতে সংবাদ আসিল যে, [illegible] সিপাহিগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। ডাক্তার আপনার কার্য্যানুরোধে স্বয়ং পলাইতে পারিলেন না; কেবল তাঁহার স্ত্রীকে তিনটি শিশু সন্তানকে লইয়া লক্ষ্ণৌ যাইতে পরামর্শ দিলেন। চিকিৎসক পত্নী সম্মুখে যাহা পাইলেন, তৎসমুদায় তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠাইয়া তিনটি শিশু সন্তানসহ লক্ষ্ণৌ অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। এদিকে ডাক্তার অন্যান্য ইংরেজেরা যেখানে ছিলেন, সেই স্থানে গেলেন। দেখিতে দেখিতে চারি দিকে সিপাহিদিগের গৃহ সকল দগ্ধ হইতে লাগিল। চিকিৎসক পত্নী তিনটি সন্তান ও দুইটি বিশ্বস্ত ভৃত্যের সহিত সেই ভয়ঙ্কর সময়ে [illegible] চিত্তে লক্ষ্ণৌ নগরে যাইতে লাগিলেন। চিকিৎসক দূর হইতে তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন, কিন্তু আর গৃহে ফিরিলেন না। অন্যান্য ইংরেজদিগের সহিত তিনিও সিপাহিদিগের আক্রমণ নিবারণে প্রবৃত্ত হইলেন।

এদিকে বামনি প্রভুর গৃহে নিরস্ত ছিল না। তাহার প্রভু যে গৃহে অলঙ্কারাদি [illegible] আসিয়াছেন, তাঁহা [illegible] এমন যে তাড়াতাড়ি সেই সকল মূল্যবান [illegible] লইয়া গৃহ হইতে বাহির হইল। কিছুকাল মধ্যে সিপাহিগণ আসিয়া সেই গৃহে আগুন দিল। চিকিৎসক দূর হইতে দেখিলেন তাঁহার গৃহ করাল হুতাশনে ব্যাপ্ত হইয়াছে। বামনি যে সমস্ত অলঙ্কার লইয়া প্রস্থান করিয়াছে, তাহা কেহ জানিতে পারে নাই, সুতরাং সে ইচ্ছা করিলে ঐ সকল মহামূল্য দ্রব্য অনায়াসে আত্মসাৎ করিতে পারিত। আভরণগুলি বিক্রয় করিলে যে টাকা লাভ হইত, তাহা বামনি আপনার জীবিত কালের মধ্যে কখনই

উপার্জ্জন করিতে পারিত না; কিন্তু প্রভু-পরায়ণা অবলা এই দুষ্কর্ম্ম করিল না। সাধুতা ও প্রভুভক্তির সম্মান তাহার নিকট উচ্চতর বোধ হইল। দরিদ্রা অবলা অবলীলায় লোভ সম্বরণ করিয়া প্রভুপত্নীর সমস্ত দ্রব্য সযত্নে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করিল।

নগরের নিকটে একটি সামান্য পল্লীতে বাম্নির আবাস বাটী ছিল। বাম্নি আপনার বাটীতে আসিয়া একখান ফ্লানেলের কাপড়ে আভরণগুলি জড়াইয়া মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া রাখেন। এক বৎসরেরও অধিক এরূপ ভাবে গত হইল। এই ... অধিককাল ডাক্তারপত্নীর বহুমূল্য সম্পত্তি বিশ্বস্ত বাম্নির কুটীরে মৃত্তিকার নীচে রহিল। শেষে লক্ষ্নৌ শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত হইল, শান্তি পুনঃ স্থাপিত হইল এবং সুখ সমৃদ্ধিতে অযোধ্যা পুনর্ব্বার শোভিত হইয়া উঠিল। চিকিৎসক আর এক সেনা নিবাসে চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, তাঁহার সহধর্ম্মিণীও সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। বাম্নি এই সংবাদ শুনিয়া তথায় গমন করিল, এবং প্রভু ও প্রভু-পত্নীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার জন্য অন্তরাল হইতে তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে লাগিল। যখন আর কোন সন্দেহ রহিল না, তখন সে নীরবে স্বীয় আলয়ে প্রত্যাগমন করিল, নীরবে মৃত্তিকা হইতে সমস্ত আভরণ বাহির করিল এবং নীরবে ও সাবধানে তৎসমুদায় সঙ্গে লইয়া, পুনরায় প্রভু ও প্রভুপত্নীর নিকটে সমাগত হইল। বাম্নি অক্ষতশরীরে প্রত্যাগত হইয়াছে দেখিয়া, চিকিৎসক ও তাঁহার পত্নী বিস্মিত হইলেন। ইহার পর যখন দেখিলেন, বাম্নি তাঁহাদের পরিত্যক্ত সমুদায় আভরণ লইয়া উপস্থিত হইয়াছে, তখন তাঁহাদের বিস্ময় ও আনন্দের অবধি রহিল না। দরিদ্র পরিচারিকা বিনম্রভাবে একে একে সমস্ত অলঙ্কার বুঝাইয়া দিল। চিকিৎসক ও তাঁহার স্ত্রী দেখিলেন, অলঙ্কারাদির কিছুই অপহৃত হয় নাই। তাঁহারা পরিচারিকার এই অসাধারণ সাধুতার পুরস্কার-স্বরূপ দ্বিগুণ বেতনে পুনরায় তাহাকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন। বাম্নি এইরূপে প্রভু পরিবারের বিশ্বাস-ভাজন হইয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিল।

ভারতে পাশ্চাত্য রাজাদিগের অধিকার।

প্রাচীনকালে গ্রীক এবং রোমানেরা ভারতবর্ষকে প্রায় অগম্য স্থান মনে করিত। কথিত আছে যে ব্যাকস্ নামে এক ব্যক্তি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবার অভিলাষে সসৈন্যে এদেশে আসিয়াছিলেন, কিন্তু প্রাচীন ঘটনাজ্ঞাপক কোন

টাকা, মোহর, মূর্ত্তি, স্তম্ভ; অথবা অন্য কোন প্রকার প্রমাণ না পাওয়াতে ব্যাকসের ভারতবর্ষে আগমন বিষয়ে অনেক পুরাবৃত্ত লেখক সান্দহান হইয়া থাকেন।

সিসষ্ট্রিস নামে মিশর দেশের এক মহাবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, কথিত আছে তিনি ভারতবর্ষ অধিকার করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। কিন্তু ইহারও বিশ্বাস্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। খৃষ্টীয় শকের দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সেমিরেমিস্ নামে এক মহা বুদ্ধিমতী ও বীর্য্যবতী রাজ্ঞী আসিরিয়া দেশের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া ভারতবর্ষ জয় করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ডায়ডোরস নামে একজন অতি প্রাচীন ইতিহাসবেত্তা সেমিরেমিসের যুদ্ধযাত্রার সমস্ত বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন, তাঁহার রচিত গ্রন্থ পাঠে উপলব্ধি হয় যে আসিরিয়ার মহারাণী ঐ সেমিরেমিস্ আসিয়া মহা-দ্বীপের পশ্চিমাঞ্চল সমস্তই জয় করিয়াছিলেন, এবং ব্যাকট্রিয়া প্রদেশও তাঁহার অধীনস্থ ছিল।

ভারতবর্ষ জয় করিব, এই ইচ্ছার অঙ্কুর যখন সেমিরেমিসের মনে সঞ্চারিত হইল, তখন তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার মনোরথ সিদ্ধির দুইটী প্রধান প্রতিবন্ধক রহিয়াছে:—প্রথমতঃ সিন্ধু নদ পার হইবার উপযুক্ত জলযানাদি কিছুই তাঁহার ছিলনা, দ্বিতীয়তঃ তিনি শুনিয়াছিলেন যে ভারতবর্ষীয় রাজাদের বহুসংখ্যক রণহস্তী আছে, কিন্তু তাঁহার একটাও ছিল না, সুতরাং রণহস্তি-বিরহে ভারতবর্ষীয় রাজাদের সহিত যুদ্ধ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন।

প্রথম প্রতিবন্ধকটীর নিরাকরণার্থ রাজ্ঞী সেমিরেমিস্ ফিনিসিয়া, সাইপ্রস্ ও অন্যান্য বাণিজ্যপ্রিয় দেশ হইতে শিল্পনিপুণ ব্যক্তিগণকে আনাইয়া জলযান নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা করিলেন। সিন্ধুনদের তটে নৌ নির্ম্মাণোপযোগী কাষ্ঠ ও অন্যান্য উপকরণ পাওয়া দুর্লভ, সুতরাং ব্যাকট্রিয়ার রাজধানী ব্যাকট্রা নগরে নৌকাদি প্রস্তুত হইতে লাগিল, এবং সমস্ত আয়োজন সাঙ্গ হইলে ঐ জলযানাদি উষ্ট্রপৃষ্ঠে ব্যাকট্রা হইতে সিন্ধু নদের কূলে আনীত হইল।

হস্তীর আয়োজন কোন প্রকারেই হইল না; অতএব সেমিরেমিস্ তিন লক্ষ বৃষ হত্যা করিতে আজ্ঞা করিলেন। সেই সকল বৃষের চর্ম্মে প্রকাণ্ড হস্তীর আকার নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে মনুষ্য ও উষ্ট্র প্রবেশ করাইলেন এবং মনুষ্যের চালনা দ্বারা উষ্ট্রের গতিতে বোধ হইতে লাগিল যেন হস্তী চলিতেছে। ঐ সকল তরি ও কৃত্রিম হস্তী প্রস্তুত করিতে সেমিরেমিসের তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। টীসিয়াস নামে একজন পুরাবৃত্ত লেখক বলেন যে সেমিরেমিসের পদাতিক সৈন্যের সংখ্যা তিন লক্ষ ও

অশ্বারোহী সৈন্য পাঁচ লক্ষ। ষ্ট্রেবোবেটিস নামে ভারতবর্ষীয় রাজা সেমিরেমিসের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ষ্ট্রেবোবেটিসের নৌকার সঙ্খ্যা চারি সহস্র, সেমিরেমিসের দুই সহস্র মাত্র নৌকা ছিল। সিন্ধু নদের কূলে অপর্য্যাপ্ত শর ও খাঁকড়া জন্মে, সেই শরদ্বারা ষ্ট্রেবোবেটিসের নৌকা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ ভারতবর্ষীয় রাজার সৈন্যও আসিরীয় রাণীর সৈন্য অপেক্ষা অধিক ছিল; অধিকন্তু ভারতবর্ষীয় রাজার অনেক রণহস্তী ছিল।

ষ্ট্রেবোবেটিসের সহিত সেমিরেমিসের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে সেমিরেমিস প্রথমতঃ জয়ী হইয়াছিলেন, এবং শত্রু পক্ষের অনেক নৌকা তিনি জলমগ্ন করাইলেন। সিন্ধুনদের উভয় পার্শ্বই আসিরীয় রাণীর হস্তগত হইয়াছিল; পরে রাজ্ঞী নদীর উপরে একটা প্রশস্ত সেতু নির্ম্মাণ করিয়া তদ্দ্বারা আপন সমস্ত সৈন্য পার করাইলেন। সেমিরেমিসের সৈন্য সেতু পার হইয়া গেলে পর যে আরও একটী যুদ্ধ হয়, তাহাতে ঐ আসিরীয় রাণী সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইয়াছিলেন। কোন কোন ইতিহাসবেত্তা বলেন যে এই সমরে সেমিরেমিস হত হইয়াছিলেন। যাহা হউক সেমিরেমিসের পর আর কোন আসিরিয়ার কিম্বা বাবিলনীয় রাজা ভারতবর্ষ জয় করিতে চেষ্টা করেন নাই।

পারস্তদেশের রাজা ডেরায়স হিষ্টাস্পিস্ যিনি খ্রীষ্টীয় শকের পাঁচ শত বাইশ বৎসর পূর্ব্বে পারস্যের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন, তিনি ভারতবর্ষের কিয়দংশ [illegible] করিয়াছিলেন। সাইল্যাকস নামে ডেরায়স রাজার একজন পোতাধ্যক্ষ ছিলেন, রাজা সেই পোতাধ্যক্ষকে সিন্ধুনদের স্রোত দিয়া যাত্রা করিতে আজ্ঞা করিলেন। সাইল্যাকস রাজার আজ্ঞা পাইয়া সিন্ধু নদ দিয়া সমুদ্রযাত্রা সমাধা করিলেন। সিন্ধুনদ যে স্থানে সমুদ্রের সহিত মিলিত, সেই সাগরসঙ্গম স্থান পর্য্যন্ত সাইল্যাকস আসিয়াছিলেন। সিন্ধু নদের মুখ হইতে সাইল্যাকস আরব্য সমুদ্র পার হইয়া মিসর দেশ পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। এই সমুদ্রযাত্রা সম্পন্ন করিতে তাঁহার সার্দ্ধ দুই বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল।

ডেরায়স রাজা ভারতবর্ষের যে কিয়দংশ জয় করিয়াছিলেন, সেই প্রদেশের লোকেরা তাঁহাকে কাঞ্চন দিয়া কর প্রদান করিত। মুলতান ও লাহোর ভারতবর্ষের এই দুই প্রদেশের লোকেরা ডেরায়স রাজার প্রভুত্ব স্বীকার করিয়াছিল, ডেরায়স রাজার যোয়ালি আপনাদের স্কন্ধে বহন করিয়াছিল। গুজরাটও বোধ হয় ডেরায়স রাজাদ্বারা অধিকৃত হইয়াছিল। হেরোডোটস নামক গ্রীকদেশীয় প্রধান ইতিহাসবেত্তা ডেরায়স রাজার ভারতবর্ষ আক্রমণের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন এবং টিসিয়সের গ্রন্থেও তাহার বিবরণ আছে। টিসিয়সের গ্রন্থের সমুদায় অংশ পাওয়া

যায় নাই, অনেকটা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সেই গ্রন্থের যে কিঞ্চিদংশ টেসিয়স ও অন্যান্য গ্রন্থকর্ত্তারা রক্ষা করিয়াছেন, তাহাতে শুদ্ধ সিন্ধু নদের নাম আছে, গঙ্গা নদীর নাম তাহাতে উল্লেখ নাই। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে ডেরায়স বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত আসিতে সক্ষম হন নাই।

তারকা।

(২৫৯ সংখ্যার ১২৭ পৃষ্ঠার পর ।)

৪। পৃথিবীর পর মঙ্গল (Mars)। গ্রহগণের মধ্যে কেবল বুধ ও শুক্রের কক্ষ পৃথিবীর কক্ষ ও সূর্য্যের মধ্যে অবস্থিত। অন্যান্য গ্রহগণের কক্ষ পৃথিবীর কক্ষের বাহিরে। পৃথিবীর কক্ষের বাহিরে যে সকল গ্রহ ভ্রমণ করিতেছে, তাহার মধ্যে মঙ্গল সর্ব্বাপেক্ষা পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী। ইহা সূর্য্য হইতে ১৪ কোটি ১০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। আকৃতিতে ইহা পৃথিবীর প্রায় আটভাগের একভাগ। খালি চক্ষে দেখিলে মঙ্গল গ্রহকে ঈষৎ রক্তবর্ণ দেখায়। দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে ইহার মধ্যে কাল কাল দাগ দেখা যায় এবং মেরুসন্নিহিত প্রদেশে শাদা দাগ দৃষ্টিগোচর হয়। গ্রীষ্মকালে এই শাদা দাগ কমিয়া যায় এবং শীতকালে বৃদ্ধি পায়। অনেকে অনুমান করেন ঐ কাল দাগ এক একটী মহাদেশ এবং ঐ শাদা দাগ মেরু সন্নিহিত তুষারাচ্ছন্ন প্রদেশ। আমাদের ৬৮৭ দিনে মঙ্গলের এক বৎসর হয়। মঙ্গলের দুইটী ছোট ছোট চন্দ্র আছে।

৫। গ্রহগণের মধ্যে (Jupiter) বৃহস্পতির আকার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহা পৃথিবী অপেক্ষা ১৩০০ গুণ বৃহত্তর। আমাদের চক্ষে শুক্র ভিন্ন অন্য সকল গ্রহ নক্ষত্র অপেক্ষা ইহাকে অধিক উজ্জ্বল বলিয়া বোধ হয়। ইহা সূর্য্য হইতে ৪৮ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরবর্ত্তী। দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে ইহার উপর দিয়া অনেকগুলি কাল কাল দাগ কোমরবন্ধের ন্যায় চলিয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। অনেকে অনুমান করেন যে বৃহস্পতির চতুর্দ্দিক্ মেঘাবৃত। ঐ মেঘের জন্যই বৃহস্পতিকে এত উজ্জ্বল দেখায় এবং ঐ কাল দাগগুলি মেঘশূন্য স্থান ভিন্ন আর কিছুই নহে। আমাদের দশ ঘণ্টায় বৃহস্পতির একবার দিবা রাত্রি হয়। ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে বৃহস্পতি পৃথিবী অপেক্ষা শীঘ্র শীঘ্র আপনার মেরুদণ্ডের চতুর্দ্দিকে

ঘুরিয়া থাকে; এই জন্য পৃথিবী অপেক্ষা ইহার মেরু সন্নিহিত স্থান অধিক চাপা এবং বিষুব রেখার সন্নিহিত প্রদেশ অধিক স্ফীত। বৃহস্পতির চারিটী চন্দ্র আছে; উহার প্রত্যেকটী প্রায় আমাদের চন্দ্রের সমান। আমাদের ৪,৩৩৩ দিনে অর্থাৎ প্রায় বার বৎসরে বৃহস্পতির এক বৎসর হয়।

৬। শনি বা শনৈশ্চর (Saturn) সূর্য্য হইতে ৮৭ কোটি ২০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা পৃথিবী অপেক্ষা ৭৩৪ গুণ বড়। ইহাতেও বৃহস্পতির ন্যায় কাল কাল দাগ আছে এবং উহাও মেঘের ফাঁক বলিয়া অনুমিত হয়। শনৈশ্চরের চতুর্দ্দিকে একটীর বাহিরে আর একটী এইরূপ তিনটী উজ্জ্বল অঙ্গুরীয়বৎ চক্র উহাকে বেষ্টন করিয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই অঙ্গুরীয় শ্রেণীর বিস্তার ৩০,০০০ মাইল, কিন্তু বেধ ১৩৮ মাইল মাত্র। অনেকে অনুমান করেন যে এই অঙ্গুরীয়কগুলি অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপগ্রহের সমষ্টি। এই অঙ্গুরীয়কগুলির বহির্ভাগে আটটী চন্দ্র প্রতিনিয়ত শনৈশ্চরের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। আমাদের ১০,৭৫৯ দিনে অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ বৎসরে শনৈশ্চর একবার সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া আইসে। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মতে বৃহস্পতি ও শনৈশ্চর পৃথিবী অপেক্ষ লঘুতর উপাদানে গঠিত।

৭,৮। ইউরেনস্ (Uranus) ও নেপচুন (Neptune) পৃথিবী অপেক্ষা এতদূরে অবস্থিত যে উহাদের সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। প্রথমটী সূর্য্য হইতে ১৭৫ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল ও দ্বিতীয়টী ২৭৪ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল দূরবর্ত্তী। ইউরেনস্ পৃথিবী অপেক্ষা ৮২ গুণ বৃহত্তর এবং উহার চারিটী চন্দ্র আছে। নেপচুন পৃথিবীর এক শত গুণ এবং উহার একটী মাত্র চন্দ্র আছে। আজি পর্য্যন্ত সৌরজগতের যে সকল গ্রহ উপগ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা দূরে অবস্থিত। ইহার আবিষ্কারের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে বর্ত্তমান শতাব্দীতে বিজ্ঞানের যে কতদূর উন্নতি হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ প্রথম প্রথম ইউরেনসের কক্ষ ও গতির এমন একটু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করিয়াছিলেন, যাহা উহা অপেক্ষা দূরবর্ত্তী অন্য একটী গ্রহের আকর্ষণ ভিন্ন অন্য কোন কারণে ঘটিতে পারে না। তাঁহারা এই অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ঐ অদৃষ্টপূর্ব্ব গ্রহের কক্ষ, অবস্থান প্রভৃতির গণনায় প্রবৃত্ত হইলেন। গণনা শেষ হইলে আকাশের যে স্থানে উহাকে দেখিতে পাওয়া সম্ভব বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল, সেইদিকে দূরবীক্ষণ দ্বারা অনুসন্ধান করিতে করিতে একটী নূতন গ্রহ দৃষ্টিগোচর হইল। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে এই আবিষ্ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

ইউরেনসের বাৎসরিক গতি আমাদের ৮৪ বৎসরে ও নেপচুনের বাৎসরিক গতি আমাদের ১৬৪ বৎসরে সম্পাদিত হয়।

ধূমকেতু সম্বন্ধে বামাবোধিনীতে অনেকদিন পূর্ব্বে একটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, এজন্য আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে এবিষয়ে আর অধিক কিছু বলিব না। এখানে এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে উহাদের কক্ষ অত্যন্ত দীর্ঘাকৃতি। এক এক সময় উহারা সূর্য্যের এত নিকটে আসে যে সূর্য্যের উজ্জ্বল আলোকে উহারা কখনও কখনও একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়, তাহার পর উহারা আবার বহু দূরে চলিয়া গিয়া অনেক বৎসরের পর ফিরিয়া আসে। কোনও কোনও ধূমকেতু একেবারে আমাদের সৌর-জগতের বাহিরে গিয়া অন্য সৌর-জগতের অন্তর্ভূত হইয়া গিয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে একটি প্রকাণ্ড ধূমকেতু দেখা গিয়াছিল; জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতগণ বলেন উহা ৩০০০ বৎসরের পূর্ব্বে ফিরিয়া আসিবে না।

ধারণা ও স্মৃতি।

ধারণা জন্য মনের একাগ্রতা এবং চৈতন্য সম্পাদনের প্রয়োজন। "ধারণা জন্য মনের একাগ্রতা সম্পাদন" এই বাক্যের অর্থ কি?--- মনোবিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতগণ মানসিক কার্য্য সমূহকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। ভাব (Emotion), ইচ্ছা (Volition), এবং জ্ঞান (Intellect)। ধারণা জ্ঞানেরই এক উপবিভাগ মাত্র। যখন মানসিক শক্তি, ভাব, ইচ্ছা, কিংবা জ্ঞানের অন্যান্য উপবিভাগের কোনও কার্য্যে বিশিষ্টরূপে নিযুক্ত থাকে, তখন ধারণা জন্য তাহাকে আকর্ষণ পূর্ব্বক নিযুক্ত রাখাকেই "ধারণা জন্য মনের একাগ্রতা সম্পাদন" বলে। মনে কর এক উগ্রমূর্ত্তি শিক্ষক শ্রেণীতে প্রবেশ করিলেন, আর ছাত্রগণ ভয়ে জড়সড় হইল। শিক্ষক কোনও বিষয়ের ধারণা জন্য ছাত্রদিগকে উৎপীড়ন করিতেছেন; এখানে মানসিক শক্তি "ভয়" রূপ কার্য্য সাধন জন্য ভাব বিভাগে নিযুক্ত। তাই শিক্ষক যাহা বলিতেছেন তাহা ধারণা করিবার জন্য সেই শক্তি ধারণা উপবিভাগে আসিতে পারিতেছে না। কাজেই এখানে ধারণা জন্য মনের একাগ্রতা সম্পাদন হইতে পারিল না। আবার মনে কর জননী সন্তান স্নেহে পরিপূর্ণা হইয়া বিজ্ঞানের কোন এক

গুরুতর সত্য ধারণা করিতে বলিলেন। তাঁহার ওরূপ করা বিড়ম্বনা। কারণ সেই উৎপাদন করিতে সকল মানসিক শক্তি তার বিভাগে নিযুক্ত রহিয়াছে। তবে কি কারণে সেই শক্তি ধারণা বিভাগে আগমন করিবে? সুতরাং বিজ্ঞান তত্ত্ব ধারণা করিবার জন্য তাঁহার মনের একাগ্রতা হইল না। এইরূপ লক্ষ লক্ষ দৃষ্টান্ত আছে, ধারণা জন্য মনের একাগ্রতা সম্পাদনের জন্য [illegible] দেওয়া যাইতে পারে। যাহা হউক আমরা এখানেই ক্ষান্ত থাকিলাম। এখন দেখা যাউক ধারণা জন্য মনের চৈতন্য সম্পাদনের অর্থ কি? কঠিন পরিশ্রমের পর মন যখন অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন মনের চৈতন্য সম্পাদন করিতে চেষ্টা করা মূর্খতা মাত্র। পরিশ্রমের পর বিশ্রাম, নিষ্কর্ম্মভাব অত্যন্ত আবশ্যক। মন সর্ব্ব সময়ে জাগ্রত থাকিতে পারে না। এবং যে মন সময় সময় নিষ্কর্ম্মা হইয়া অলসভাবে অবস্থান করে, সেই মনের চৈতন্য সম্পাদন সম্ভবপর। কোনও বিষয় ধারণা জন্য এইরূপ অলস মনের কার্য্য প্রবর্ত্তনকেই ধারণা জন্য "মনের চৈতন্য সম্পাদন বলে"।

৩. ধারণা জন্য মনের একাগ্রতা এবং চৈতন্য সম্পাদনের বিবিধ উপায় বর্ত্তমান— প্রথমতঃ আত্মসংযম। দ্বিতীয়তঃ বাহ্যিক উপায়।

আত্মসংযমের অর্থ কি? ক্রোধ, ভয়, শোক প্রভৃতি ভাব, সুখ সম্ভোগের এবং দুঃখ নিরাকরণের ইচ্ছা, স্বভাবতঃ আমাদের উপর রাজত্ব করিয়া থাকে। ক্রমবিবর্ত্তনবাদী (Evolutionists) পণ্ডিতগণের মতে উহা স্বভাবজ নহে, পুরুষানুক্রমে আগত। স্বভাবজই হউক, আর পুরুষানুগতই হউক, সর্ব্বসাধারণের উহা দেখা যায়। পুরুষ অপেক্ষা বালক এবং রমণীগণ, উহাদের অধিক বশীভূত। মানুষ আত্মসংযম চেষ্টা দ্বারা এই দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। এই মুক্তি লাভের সঙ্গে সঙ্গেই মনের সমতা আসিয়া থাকে। ক্রমাগত চেষ্টার অভ্যাসের নাম সাধনা। এই সাধনা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। কারণ, সাধনা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে কতকটা মানসিক বলের প্রয়োজন। সুতরাং আপামর সকলের নিমিত্ত আত্মসংযম ব্যবস্থা করা যুক্তিসঙ্গত নহে। এজন্য আমরা বাহ্যিক উপায়গুলির বিষয়েই দুই চারি কথা বলিব।

যে কোন বিষয় ধারণা করিতে হইবে, তাহা সুখকর হওয়া উচিত। স্বভাবতঃও যদি উহা সুখজনক না হয়, তথাপিও চেষ্টা দ্বারা উহাকে তদ্রূপ করা বিধেয়। মনে কর কোন এক শিশুকে "ক, খ" শিখাইতে হইবে। সে "ক, খ" নীরস মনে করিবে, সুতরাং উহা ধারণা করিবার জন্য তাহার মনের একাগ্রতা হইবে না। সুতরাং করাত বা খরগোষ ক এবং খ আদ্যক্ষর থাকে

এমন দুই জিনিষের ছবির সহিত যদি বড় বড় অক্ষরে উহা লিখিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে ছবি দেখিবার আমোদে বালক, ক, খও অনায়াসে শিখিতে পারে। কিন্তু আমোদ জন্য মানসিক উত্তেজনা অধিক হইলে, ধারণা জন্য যথেষ্ট শক্তি থাকে না, সুতরাং "ক, খ" শিক্ষা করা দূরে থাকুক, আমোদ ভোগের জন্য বালকের মনে একটা তৃষ্ণা জন্মিয়া যায়।

বালক সহজে ধরিতে না পারিলে অনেকে বিরক্ত হইয়া পড়েন, অবশেষে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া বালককে তিরস্কার করেন, প্রহার করিতেও কুণ্ঠিত হন না। এতদ্দ্বারা তাঁহারা বালকের সহায়তা না করিয়া বিলক্ষণ অপকার করিয়া থাকেন। বালক ধারণা জন্য যৎকিঞ্চিৎ যে মানসিক শক্তি আনয়ন করে, তাহাও কষ্টবোধ জন্য বিলুপ্ত হইয়া যায়। তবে কিনা উদাসীন অলস বালককে উত্তেজনা করিবার জন্য যৎসামান্য শাস্তি প্রদান করা কর্ত্তব্য। অলস হইয়া বসিয়া থাকিলে যত অনিষ্ট হইয়া থাকে, শাস্তি জন্য অনিষ্ট তাহা অপেক্ষা ন্যূন। সুতরাং তুলনা করিলে কথঞ্চিৎ শাস্তি প্রদানই বালকের পক্ষে অপেক্ষাকৃত হিতজনক।

যে বিষয় ধারণা করিতে হইবে, তাহা পরিষ্কাররূপে বুঝা কর্ত্তব্য, নতুবা মন তাহাতে বড় একটা আনন্দ পায় না। তাহাই মনের সম্পূর্ণ একাগ্রতা সম্পাদন অসম্ভব। বাধ্য হইয়া কোন দুর্ব্বোধ্য বিষয় ধারণা করা কাহারও পক্ষে সহজ নয়।

কোন বিষয় ধারণা জন্য মনকে একাগ্র করিতে হইলে কিছু সময়ের প্রয়োজন। ইন্দ্রিয়গোচরের পরক্ষণেই যদি সেই ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ দূরে সরাইয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে মনের একাগ্রতা সম্পাদন হয় না। এজন্য হয় প্রথম গোচরকালেই পদার্থ ইন্দ্রিয় সমক্ষে কিছুকাল রাখিতে হইবে, অন্যথা বার বার তাহা ইন্দ্রিয় সমীপে উপস্থিত করা বিধেয়। মনে কর তুমি অভিধানে কর্প্পূর শব্দের অর্থ অন্বেষণ দেখিলে। এই যদি তোমার প্রথম দেখা হয়, তাহা হইলে দৃষ্টিকাল একটু অধিক হওয়া প্রয়োজনীয়। তাহা না হইলে বার বার তোমার কর্প্পূর শব্দের অর্থ দেখিতে হইবে। যাঁহারা একবার দেখিয়াই ধারণা করিতে পারেন, তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই মনকে একাগ্র করিতে শিক্ষা করিয়াছেন। শিক্ষা দ্বারা ঐ গুণ লাভ না করিলেও হয়ত পিতা, মাতা হইতে উহার উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। ধারণা সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বিষয় বলিলাম, এখন স্মৃতি সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

স্মরণ করিতে হইলেও মনের একাগ্রতা সম্পাদনের প্রয়োজন। কতকগুলি বিষয় আছে, তাহা অপর বিষয়ের স্মৃতির সহিত স্মৃতিপথে আসিয়া থাকে।

যায়। আমি ইহার দুইটী মাত্র ভেক এ পর্য্যন্ত দেখিয়াছি। ইহাদের শরীর দুই ইঞ্চের অধিক হইবে না। মুখটী সরু পানা। চক্ষু অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং চঞ্চল। শরীরটি অত্যন্ত কোমল, ও মেটে লাল বর্ণের সঙ্গে সাদা রং মিশাইলে যে বর্ণ হয়, সেই বর্ণ বিশিষ্ট। গাত্রের চর্ম্ম অত্যন্ত পাতলা ও স্বচ্ছ, চর্ম্ম ভেদ করিয়া গাত্রের শিরাগুলি অনেক দেখা যায়। পৃষ্ঠে মস্তক হইতে গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত কাল ও সবুজ বর্ণের কয়েকটী রেখা আছে। ইহারা গাছে গাছে উড়িয়া বেড়ায়। প্রথম দিন যখন এই প্রকার একটী ভেক দেখিয়া সহস্রনয়নে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছি এমন সময় একটী প্রাচীন সেই স্থানে আসিল, এবং সে এই প্রকার বেঙ আরো দুই তিনটী দেখিয়াছি," বলে। এই জাতীয় ভেকের কামড়ে বিষ আছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস। ইহারা ছোট ছোট কীট ভক্ষণ করিয়া থাকে, এবং গাছে গাছেই বাস করিয়া থাকে। ইহাদের চরণ জলে সন্তরণের উপযুক্ত বলিয়া বিশ্বাস। হংসচরণের ন্যায় গঠিত বটে, কিন্তু কখনও এই প্রকার জাতীয় ভেক দেখি নাই। আমার বিবেচনা হয়, এই প্রকার প্রাণীর নূতন সৃষ্টি। কালে ইহাদের বংশ বৃদ্ধি পাইবে। যে প্রকার কতকগুলি প্রাণীর বংশ লোপ পাইতেছে, আবার তেমনি কতকগুলি নূতন নূতন প্রাণীর উৎপত্তিও এ জগতে হইতেছে, সন্দেহ নাই। আমরা তাহা সহজে দেখিতে পাই না। আমি অনেক বিজ্ঞ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তাঁহারা কোন পুস্তকে এ প্রকার ভেকের কথা উল্লিখিত আছে দেখেন নাই। অনেক প্রাচীন লোকের নিকট অনুসন্ধান করাতে তাহারা বলেন যে, পূর্ব্বে এ প্রকার বেঙ দেখেন নাই, এখন দুই একটী মাত্র দেখা যাইতেছে। স্থান-ভেদ, সঙ্গম-ভেদ, আহার্য্য-ভেদ আবাস ভেদ ইত্যাদি অনেক কারণে প্রাণিসঙ্করের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

অদ্য আর একটী প্রাণির কথা জানাইতেছি, ইহাকে ভুঁই-জোনাকী বলে। অতি পূর্ব্বে এই প্রাণীটী দেখা যায় নাই। এক্ষণে ইহা অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা দেখিতে আরসুলার (তেলাপোকার) ন্যায় শরীরবিশিষ্ট। পক্ষ নাই। পদগুলি পিপীলিকার পদের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। পশ্চাৎভাগ জোনাকী পোকার ন্যায় আলোকবিশিষ্ট; কিন্তু জোনাকী পোকার আলো হইতে এই আলো প্রায় তিনগুণ উজ্জ্বল ও বড় দেখায়। লোকের বিশ্বাস, ইহার গাত্র স্পর্শ করিলে পীড়া জন্মে। যে বৎসর জ্বরের বেশী প্রাদুর্ভাব হয়, সেই বৎসর এই ভুঁই-জোনাকী অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।"

নিত্য পঞ্জিকা।

আশ্বিন।

১। শরতের আকাশ এত নির্ম্মল কেন! শরতের চন্দ্র ও তারকা সকলের জ্যোতি এত উজ্জ্বল কেন! আকাশের ঘনীভূত মেঘরাশি সব জলরূপে বর্ষিত হইয়া গিয়াছে বলিয়া। মোহ ও পাপরাশি অশ্রুরূপে বর্ষিত হউক, হৃদয়াকাশের স্বচ্ছতা দেখিবে এবং তাহাতে প্রেমচন্দ্র ও সদ্ভাব তারকাবলী উজ্জ্বলতররূপে ফুটিয়া উঠিবে।

২। শারদীয় উৎসব সমুদায় পৃথিবীর জন্য। এখন পৃথিবীর সর্ব্বস্থানেই সমান দিন-রাত্রি এবং শীত গ্রীষ্মের সমতা সমুদায় পৃথিবীবাসীর হৃদয়কে কেমন আনন্দে পূর্ণ করিতেছে। মানবসমাজ! এ সময় পরস্পরের মধ্যে সকল ভিন্নতা ভুলিয়া যাও এবং প্রেমভরে পরস্পরকে আলিঙ্গন কর।

৩। যে জাতির জাতীয় উৎসব নাই, সে জাতি জাতিই নহে। অরণ্যবাসী অসভ্য এবং উন্নত সুসভ্য সকল জাতিই জাতীয় উৎসবে মাতিয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা জাতীয় ধর্ম্মভাব, তেজস্বিতা ও সহৃদয়তা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। নরনারী বালক যুবক বৃদ্ধ সকলে জাতীয় উৎসবে আনন্দ কর, আনন্দ পরিচ্ছদ পরিধান কর, প্রেম বিনিময়ে পরস্পরের আনন্দ বর্দ্ধন কর এবং আনন্দবিধাতা পরমদেবতার পূজার্চ্চনা ও গুণকীর্ত্তন করিয়া পরমানন্দ সম্ভোগ কর।

৪। প্রীতি স্পর্শমণি, ইহা যাহাকে স্পর্শ করে, তাহাকে সুবর্ণ করিয়া দেয়। পৃথিবী প্রীতিময় হইলেই স্বর্গভূমি।

৫। সুখ দুঃখ তুলনাতে। জগতে যদি দুঃখ না থাকিত, সুখের মিষ্টতা কে অনুভব করিত?

৬। সদ্ভাব আপনার মধুরভাবে আপনি আনন্দিত ও উন্মত্ত—নিন্দার পরিবর্ত্তে সাধুবাদ, হিংসার পরিবর্ত্তে শুভকমনা এবং প্রহারের পরিবর্ত্তে সেবা করিতে অগ্রসর হয়। সদ্ভাবের নিকট সকলেই পরাজিত।

৭। একবিন্দু প্রেমরস পান করিলে সিন্ধুসমান অশ্রু বহিয়া যায়, তবুও আশা মিটে না। প্রেমের কি আশ্চর্য্য ভাব!

৮। সুখের সময় উন্মত্ত হইতে নাই, দুঃখ ছায়ার ন্যায় তাহার পশ্চাতে আসিতেছে।

৯। যে সুখ চায়, সে সুখ পায় না, যে দুঃখকে ভয় করে, দুঃখ আগে আসিয়া তাহাকে ধরে। সুখ দুঃখে নিরপেক্ষ হইয়া যিনি আপনার কর্ত্তব্য সাধন করেন, সুখ যাচিয়া যাচিয়া তাঁহার নিকট আইসে।

১০। সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর মানবের আত্মাতেই আছেন, তাঁহার তত্ত্ব লাভ করিয়া তাঁহার সহিত প্রেমযোগে যুক্ত হইতে পারিলেই সংসারের সুখ দুঃখ অতিক্রম করিয়া নিত্য প্রেম ও শান্তির রাজ্যে বাস করা যায়।

সঙ্গীত।

ধন্য ধন্য প্রেমময় তুমি সৌন্দর্য্যের সার,
আনন্দ আকাশে সদা আনন্দে কর বিহার।
হাসিতেছ পুষ্পবনে, হাসিছ চাঁদের সনে,
শিশুর ফুল্ল আননে, কত হাসিতে তোমার।

মায়ের কোমল স্নেহে, সতীর পবিত্র প্রেমে,
সাধুর হৃদয়-ধামে, তুমি প্রেম অবতার।
তবরূপ সাগরে, মগন কর আমারে,
অমর জীবন পেয়ে, গাই মহিমা তোমার।

বাঙ্গালা প্রবচন।

(১৫৯ সংখ্যা ১১৭ পৃষ্ঠার পর)

১৫৪ খড়ের আগুণ।
১৫৫ খঞ্জনের নৃত্য দেখে চড়াই নৃত্য করে।
১৫৬ খর নদীতে শীঘ্র চড়া পড়ে।
১৫৭ খল, দার রসাতল।
১৫৮ খায় মালসাট মেরে, ওঠে হাঁটু ধরে।
১৫৯ খাওয়াব হাতীর ভোগে,
দেখাব বাঘের মুখে।
১৬০ খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে,
সর্ব্বনাশ করলে এঁড়েগরু কিনে।
১৬১ খাট জাঙ্গিলে ভূমি শয্যা।
১৬২ খাবার সময় শোবার চিন্তা।
১৬৩ খায়না দেয়না পাপী সঞ্চয় করে,
তার ধন খায় চোরে আর পরে।
১৬৪ খা শত্রু পরে পরে।
১৬৫ খাল পার হয়ে কুমীরকে কলা দেখায়।
১৬৬ খাস্‌বাগানে আলকুশীর গাছ।
১৬৭ খুঙ্গরো কাজের মজরো নাই।
১৬৮ খুঁড়িয়ে বড় হওয়া।
১৬৯ খুন করিল খুনে, পরের কথা শুনে।
১৭০ খেতে পায়না চুনো পুঁটী,
হাতে দেয় হীরের আঙটী।
১৭১ খেয়ার কড়ী দে ডুবে পার।
১৭২ খেয়ে দেয়ে যায় শুতে,
বিধাতা নে যায় মুল চুরি কর্ত্তে।
১৭৩ খেতের বকে সাজন বোঝে।
১৭৪ খোঁড়ার পা খানায় বই পড়ে না।
১৭৫ খোদার খাসী।
১৭৬ খোরায় তিন লাথি।

* আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, সোমসিংহের বাবু রাজবিহারী দাস এবং রাজপুর বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী বসন্ত কুমারী দাসী প্রচুর পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক অনেকগুলি প্রবচন পাঠাইয়াছেন, আমরা তাহার যথা ব্যবহার করিব। অন্য ভ্রাতা ভগিনীগণও এ প্রকার সাহায্য করিলে আমরা বিশেষ উপকৃত হইব। একটী অনুরোধ এই, তাঁহাদিগের সংগৃহীত প্রবচন সকল অকারাদি বর্ণক্রমে সাজাইয়া পাঠাইলেই নির্ব্বাচনের পক্ষে সুবিধা হয়। বা, বো, স।

১৭৭ খোস খবরের ঝুটোও ভাল।

১৭৮ গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজা।

১৭৯ গঙ্গায় মড়া এলে না।

১৮০ [illegible] গঙ্গার মাহাত্ম্য [illegible] যায় না।

১৮১ গতর নাই চোপায় দড়,
মেগে খায় তার পালি বড়।

১৮২ গতস্য শোচনা নাস্তি।

১৮৩ গদাই লস্করী চাল।

১৮৪ [illegible] তিন পর।

১৮৫ [illegible] কথা বাসি হলে মিষ্টি।

১৮৬ গলা টিপলে দুধ উঠে।

১৮৭ গলা নাই গান গায়,
বৌ নাই শ্বশুরবাড়ী যায়।

১৮৮ গলায় পড়ে [illegible] সিন্ধু।

১৮৯ গাই নাই বলদ দুহ।

১৯০ গাইতে গাইতে গায়েন,
বাজাতে বাজাতে বায়েন।

১৯১ গাঙ পেরলে কুমীরকে কলা।

১৯২ গাছে উঠতে পারে না,
বড় ছানাটী আমার।

১৯৩ গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল।

১৯৪ গাছে তুলে মই সরান।

১৯৫ গাছে তুলতে সবাই আছে,
নামাতে কেউ নাই।

১৯৬ গাছে না উঠতে এক কাঁদি।

১৯৭ গাছের খাই তলার কুড়াই।

১৯৮ গাছের কি ফল ভারী?

১৯৯ গাজনের নাই ঠিকানা,
শুধুই বলে ঢাক বাজনা।

২০০ গাধা পিটে ঘোড়া।

২০১ গাধা সব বহিতে পারে,
তাতেও কাটি পারে না।

২০২ গান গল্প কোঠা বাড়ী,
বাজার খরচ চৌদ্দবুড়ী।

২০৩ গাল বাড়ায়ে চড় খাওয়া।

২০৪ গাঁ বড় নয় মাঝের পাড়া
নাক নাই তার নথ নাড়া।

২০৫ গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল।

২০৬ [illegible] পানা,
[illegible]।

২০৭ গিন্নির হাতে রাঙা পলা,
বৌয়ের হাতে সোনার বালা।

২০৮ গুটি পোকা গুটি করে,
আপনার ফাঁদে আপনি মরে।

২০৯ গুড় দিয়ে খেলে নিমটিও মিষ্টি লাগে।

২১০ [illegible] ছ মাস,
কপালের ভোগ বার মাস।

২১১ [illegible] করিতে নাই।

২১২ গুরুর কথা না শোনে কানে,
প্রাণ যাবে ঠেকো টানে।

২১৩ গুরু মারা বিদ্যা।

২১৪ গেঁয়ে যুগী (কবিরাজ) ভিক্ষ পায় না।

২১৫ গেরস্ত [illegible] কড়ী।

২১৬ গেরস্ত বলে আলুনি খেলাম,
ছাগল বলে প্রাণে মলাম।

২১৭ গেরস্তের আপদে পায়,
চাল কুটে পিটে খায়।

২১৮ গোকুলের ষাঁড়।

২১৯ গোড়া কেটে আগায় জল।

২২০ গোগাছেলের নাম তর্কবাগীশ।

২২১ গোদা পায়ে আলতা।

২২২ গোলাবাড়ী ছাদনদড়ী এখন তুমি কার না যখন যার কাছে থাকি তখন আমি তার।

২২৩ গোদের উপর বিষ ফোঁড়া।

২২৪ গোপাল নন্দের বেগার।

২২৫ গোবর গাদায় পদ্মফুল।

২২৬ গোমড়াকে মুচীর পার্ব্বণ।

২৭২ গোলে হরিবোল।

২২৮ গোলে মালে চণ্ডীপাঠ।

২২৯ গোঁপ [illegible]।

২৩০ গোঁ[illegible]

নূতন সংবাদ।

১। আমরা দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলাম, শ্রীমতী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় প্রথম ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন; ইহাঁকে প্রথমে 'ফেল' করা হইয়াছিল।

২। বিবী এক এ লিপ্‌সকোম্ব বেথুন বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়িকা পদ ত্যাগ করাতে কুমারী চন্দ্রমুখী বসু এম এ মাসিক ১৫০ টাকা বেতনে প্রতিনিধি তত্ত্বাবধায়িকা এবং কুমারী রাধারাণী লাহিড়ী ১০০ টাকা বেতনে তাঁহার সহকারিণী নিযুক্তা হইয়াছেন।

৩। আমরা শুনিয়া যারপরনাই বিষাদিত হইলাম, সোমপ্রকাশ পত্রের প্রতিষ্ঠাতা সুবিখ্যাত পণ্ডিতপ্রবর দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় পরলোকগত হইয়াছেন। ইনি যেরূপ বিদ্বান, সেইরূপ বিদ্যোৎসাহী, সাধুচরিত্র, ও দেশহিতৈষী ছিলেন।

৪। গত ১৯এ আগষ্ট মহারাণী নূতন পার্লেমেণ্ট সভা খুলিয়া একটী সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করিয়াছেন।

৫। গবর্ণমেণ্ট বহরমপুর কলেজ উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব করাতে মৃত মহাত্মা [illegible] চৌধুরীর বনিতা রাণী [illegible] উক্ত কলেজের সমুদায় ব্যয় নির্ব্বাহার্থ এক লক্ষ টাকা মূল্যের একটী জমীদারী দান করিবেন। এ সামান্য রাজকীয় বদান্যতা নহে।

৬। মেরি এলিজাবেথ কুক নাম্নী একটী মার্কিণ রমণী জাহাজের কাপ্তেনী পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহার স্বামী ইঁহারই অধীনে সেই জাহাজের ইঞ্জিনিয়ার আছেন।

৭। কোহিনুর (অর্থাৎ আলোর পর্ব্বত) নামক হীরার চতুর্গুণ এক খণ্ড হীরা লণ্ডন প্রদর্শনীতে উপস্থিত হইয়াছে। এই হীরা খণ্ডটীকে ভিক্টোরিয়া নাম দিয়া শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়াকে উপহার প্রদত্ত হইবে।

৮। গতবর্ষের ন্যায় এ বৎসরও বন্যার ভয়ঙ্কর কাণ্ড হইয়াছে। পূর্ব্বাঞ্চল প্রায় সমস্তই প্লাবিত। ঢাকা, ফরিদপুর, ময়-

ময়মনসিং, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবেড়িয়া, হবিগঞ্জ প্রভৃতি সমস্তই জলে ভাসিতেছে। ব্রহ্মরাজ্যের ঘোর দুর্দ্দশা। আসামেও ব্রহ্মপুত্র উচ্ছ্বসিত। অনেক প্রজার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। লোকের গৃহদ্বার, জল মধ্যে ষ্টীমীকারে ভাসিতেছে।

৯। নিউজিলাণ্ডের আগ্নেয়গিরি হইতে বহুল পরিমাণে অগ্ন্যুদ্গম আরম্ভ হইয়াছে। টিরাওয়েরা পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে ২১০০০ ফুট উচ্চ পর্য্যন্ত অগ্নিশিখা প্রবল বেগে উঠিয়া থাকে। উহা বিস্তারে ১.৩ মাইল হইতে ২ মাইল পর্য্যন্ত।

১০। অষ্ট্রীয়ার মহারাণী সর্ব্বদা ব্যায়ামক্রীড়া ও অশ্বারোহণে ভ্রমণ করিতেন, এজন্য দুরারোগ্য পীড়াক্রান্ত হইয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। উদ্গাথা—শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রি প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। উদাত্ত ভাব পূর্ণ পরমার্থ তত্ত্ববিষয়ক কবিতাবলী। ঈশ্বরের মহান্ ভাব, আত্মচৈতন্য এবং ব্রহ্মানন্দ উদ্বোধের পক্ষে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি বিশেষ সহায় হইবে।

২। গৃহিণীর কর্ত্তব্য—শ্রীআনন্দ চন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত, মূল্য ৷৵০ আনা। ইহাতে গৃহ, সময় ও শ্রম, পতির প্রতি কর্ত্তব্য, মিতব্যয় ও সঞ্চয়, পরিবারবর্গের প্রতি কর্ত্তব্য, রন্ধন ও পরিবেশন, অতিথি ও অভ্যাগতগণের প্রতি কর্ত্তব্য, শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্য, সন্তানপালন ও সন্তানের শিক্ষা এই দশটী বিষয় আলোচিত হইয়াছে। বঙ্গরমণীরা যাহাতে গৃহিণী হইয়া পতি পুত্র প্রভৃতি পরিবারবর্গকে সুখী করিতে পারেন, সেই উদ্দেশেই পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। প্রত্যেক কুলবালা ইহা পাঠ করিয়া গ্রন্থকারের শুভ উদ্দেশ্য সফল করুন্। বঙ্গ সাহিত্য সমাজে এরূপ পুস্তকের সমুচিত সমাদর হওয়া আবশ্যক।

৩। বাঙ্গালীর ইউরোপ দর্শন—বাবু প্রতাপচন্দ্র ঘোষ দ্বারা প্রকাশিত, মূল্য ১৲ টাকা। পুস্তকখানি ২৫২ পৃষ্ঠা পরিমিত, অতি সুন্দর অক্ষরে সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও ইতালীর দৃশ্য সকলের সুন্দর চিত্র আছে এবং সেই চিত্র সকল হৃদয়গ্রাহী ও কৌতূহলোদ্দীপক। এরূপ দেশভ্রমণ বিষয়ক পুস্তকসকল যত প্রচার হয়, ততই ভাল।

৪। বঙ্কিমচন্দ্র—শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায় চৌধুরী প্রণীত, মূল্য ১।০ আনা। গিরিজাপ্রসন্ন বাবু ইতিমধ্যে গ্রন্থকার বলিয়া প্রশংসিত। তিনি বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসের চিত্র সকল উজ্জ্বল ভাষায় পাঠকদিগের নিকট ধারণ করিবার জন্য

প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং বঙ্কিমবাবুও তাঁহার এ চেষ্টার অনুমোদন করিয়াছেন। বঙ্কিমের উপন্যাসের সৌন্দর্য্যপূর্ণ বঙ্কিমচন্দ্র যে বঙ্গীয় পাঠক সাধারণের বিশেষ প্রীতিকর হইবে, তাহাব সন্দেহ নাই।

৫। পরেশ প্রসাদ— একজন পরিব্রাজক প্রণীত, মূল্য ॥০ আনা। এই উপন্যাসপ্রণেতা একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক। তাঁহার শৈলবালা সাহিত্য সমাজে বিশেষ সমাদৃত। আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, এই উপন্যাস খানিতে গ্রন্থকর্ত্তার পূর্ব্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। তাঁহার গ্রন্থের বিশেষ গুণ, এই যে, তিনি সুরুচিসম্পন্ন রচনা প্রচারের পক্ষপাতী। পাঠিকারা এই পুস্তক পড়িলে আমোদিত হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

৬। মায়াবিনী—শ্রীনিত্যকৃষ্ণ বসু বিরচিত। এই কবিতা পুস্তকে সুন্দর সুন্দর কবিতা নিবদ্ধ আছে। ইহা পাঠে গ্রন্থকারের হৃদয়বত্তার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার মুদ্রাঙ্কণও উৎকৃষ্ট।

বামাগণের রচনা।

আশীর্ব্বাদ।

১

ভ্রাতা ভ্রাতৃজায়া আজ মিলিত হইল,
আনন্দ প্রবাহে মন ভাসিয়া চলিল।
কি দিব আশীষ চিহ্ন ভাবিয়া না পাই
নয়নে দেখিয়া আজ সপত্নীক ভাই,
রত্নাকর গর্ভে রাখে রতন নিকর,
খনি মাঝে শোভা পায় হীরক সুন্দর,
শোভা পায় স্বর্ণবিজড়িত চুনি মণি
এসব আশীষ চিহ্ন তুচ্ছ বলে গণি।
খুলিয়া হৃদয় দ্বার মন প্রাণ ভরি
চিরদিন সুখে থাক আশীর্ব্বাদ করি।

২

রজনীর সহ যবে মিলে শশধর,
স্নিগ্ধ কিরণ রাশি ছড়ায়ে সু-ধীরে
সন্ধ্যাভাগে গিরিচূড়া প্রাসাদ উপরে
খেলা করে, ক্রমে কভু উচ্চ বৃক্ষ শিরে,
ক্রমে ধীরে ধীরে নামে শুভ্র কররাশি ;
জগত রজত বেশে,নীরবেতে উঠে হেসে,
সেই হাসি অনন্ত হাসিতে যায় মিশি,
এইরূপে প্রেম উপদেশ মনে ধরি
চিরদিন সুখে থাক আশীর্ব্বাদ করি।

৩

এই যে কৌমুদী রাশি দেখিতেছ নিরমল,
মনে রেখ ভাই! ইহা প্রেমের আদর্শস্থল।
এই অকলঙ্ক কর সম ক্রমে ধীরে ধীরে
তোদের প্রেমের ছায়া পড়ুক অনন্তশিরে।
প্রেমের প্রথম শিক্ষা জগতে দম্পতীপ্রেম
সেপ্রেমে শিক্ষিত হও স্নেহের প্রসন্ন হেম,

প্রেমের দ্বিতীয় শিক্ষা বিশ্বের,প্রেমেতে ভাই'
ঈশ্বর করুন বিশ্বপ্রেমিক তোদের তাই,
তৃতীয়ে অনন্তপ্রেম সেপ্রেমে প্রেমিক হও
নিষ্কলঙ্ক প্রেমে যেন কভু কলঙ্কিত নও,
সাধিতে অনন্ত প্রেম কর হাত ধারাধরি,
চিরদিন সুখে থাক এই আশীর্ব্বাদ করি।

৪

বিশাল পাদপে যথা সঞ্চারিণী লতা,
হইল জড়িত প্রসন্নেতে হেমলতা,
প্রেমময়! তব কাছে এই ভিক্ষা করি,
শিখুক প্রেমের শিক্ষা এই নর নারী।
এই ভাবে ... নাথ আজ এ সংসারে
জড়িত হইল তব প্রেম শিখিবারে,
কোন ঝঞ্ঝাবাতে যেন বৃক্ষ না উপাড়ে,
কৃতান্ত থাপ্পতে যেন লতা নাহি ছাড়ে।
জুড়াল নয়ন দোঁহে দেখে আহা মরি,
চিরদিন সুখে থাক আশীর্ব্বাদ করি।

শ্রীকুমুদিনী
যশোহর।

আমার দেবতা।

নামিল সুখদা সন্ধ্যা এভব ভবনে,
হইয়া জগৎপূজিত
নব ভাবে বিকশিত,
উজলিল শশধর সুনীল গগনে। ১

হাসিল ঘুমন্ত শিশু সুধা ছড়াইয়া,
অনল অমিয় রাশি
অধরে উঠিল ভাসি;
জননী চুম্বিলা তারে পুলকে ভরিয়া। ২

ঘরে ঘরে দীপ মালা জ্বলিল সঘনে,
জগতের নর নারী
প্রণমে বিভুরে স্মরি,
আমিও প্রণমি নাথে বসি এ বিজনে। ৩

যেখানে সেখানে থাক, ধর এ প্রণাম,
প্রাণের পিপাসা এই,
আর কোন আশা নেই,
জানিনা এ উপাসনা সকাম নিষ্কাম। ৪

সাধে কি তোমারে পূজি বসি নিরজনে?
সাধে কি সতত প্রাণ,
করে সেই গুণ গান,
সাধে কি মনের সাধে পড়ি ও চরণে? ৫

আমি যা দেখেছি সে কি নিশির স্বপন?
সে মুখ ... আশা,
অপার্থিব ভালবাসা,
সব কি কথার কথা?—না না না কখন। ৬

সে সব ভুলিলে বিশ্ব জড়পিণ্ড হয়,
অরুণের আলো রাশি,
চাঁদের মধুর হাসি,
ফুলের ললিত ছটা জড় বই নয়। ৭

কি নিয়ে রহিব ভবে ভুলে তোমা হায়!?—
এ কায় মাটির কায়,
তুমি নিত্য আত্মা তায়,
তোমা লাগি শোক অশ্রু, প্রেম-অশ্রু-
ধারা! ৮

যে বলে বলুক, তুমি এ জগতে নাই—
আমি তো তোমারে হেরি
অযুত নয়ন ভরি,
অযুত পরাণে মরি! চরণে লুটাই, ৯

অই যে ভাসিছ তুমি নৈশ সমীরণে,
অই যে চাঁদের কোলে
তব চন্দ্রানন দোলে !
এই যে জাগিছ তুমি আমার নয়নে । ১০

গাইছে বিহঙ্গ বালা তুলিয়া লহরী,
বাগানে ফুটিছে ফুল,
হাসিছে জোনাকী কুল,
ভুবন ভরেছে সখি ! তোমার মাধুরী । ১১

মিছে যে জন্মাছি আগে কোথা তুমি* কয়ে,
এখন দেখিনু তাই
তোমা ময় সব ঠাঁই,
তুমিই রয়েছ সদা বিশ্বময় হ'য়ে ! ১৩

আবার প্রণমি আমি ধর আর বার,
(কিবা দিব উপহার—
দিতে কি বা আছে আর,
অশ্রুধারা বিনা আজি কি আছে
আমার ?) ১৪

কেন যে প্রণমি আমি কি বুঝিবে পরে ?
কেন যে তোমার নাম,
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ ধাম,
সেই জানে শুধু, তুমি জানায়েছ যারে ! ১৫

মিটায়ে মনের আশা নিত্যই পুজিব,
কাজ নাই চতুর্ব্বর্গ,
চাই নে দ্বিতীয় স্বর্গ,
অনন্ত স্বরগ তুমি ! তোমারে নমিব । ১৬

যে বলে বলুক তুমি ধরাতলে নাই,
শুধু কিরে বঙ্গবালা,
খুলিয়াছে কণ্ঠমালা,
সাধে কি হয়েছে কবি কে বুঝিবে
তাই ? ১৭

তথাপি যদিও তুমি স্বরগে উদয়
তবু তব প্রেম-গীত
ভারত-পূরিত নিতি,
আমার হৃদয়ে তুমি অমৃত অক্ষয় ! ১৮

প্রিয় প্রসঙ্গ রচয়িত্রী ।

সতীত্ব ভূষণ ।

কি ছার সে মহিলার স্বর্ণ অলঙ্কার,
কি ছার তাঁহার গলে মুকুতার হার,
কি ছার সে কমনীয় কুন্তল বিন্যাস,
কি ছার তাঁহার গাত্রে বহু মূল্য বাস,
কি ছার তাঁহার পক্ষে অর্থ অগণন,
কি ছার তাঁহার পক্ষে মহিষী-আসন,
সতীত্ব ভূষণে যার ভূষিত হৃদয়,
তুচ্ছ তাঁর কাছে বেশ ভূষা সমুদয় ।

কি করিবে বাহ্যরূপে বলনা তাঁহার,
ভিতরে স্বর্গীয় রূপ প্রকাশে যাহার ?
কোকিলের কালরূপে কিবা আসে যায়,
শাল্মলী পুষ্পের বল আদর কোথায় ?
ধন্য সে মহিলা যার সতীত্ব ভূষণ ।
দেবতার পূজ্য সেই রমণী রতন ।।

শ্রীসুনীতি মজুমদার
[illegible] ।

* প্রিয়প্রসঙ্গ ১০৭ পৃষ্ঠা ।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৬১ সংখ্যা } আশ্বিন ১২৯৩—অক্টোবর ১৮৮৬। { ৩য় কল্প ৩য় ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

জলপ্লাবন—গত বর্ষের ন্যায় এ বৎসরও পূর্ব্ববঙ্গে ও পশ্চিম বঙ্গের স্থানে স্থানে জলে ভাসিয়া গিয়াছে এবং গত বর্ষের ন্যায় এ বৎসরও পূর্ব্ব-বাঙ্গালা রেলওয়ে স্থানে স্থানে অগম্য হইয়া পড়িয়াছে, এজন্য যাত্রীদিগকে জলযানে পার করিতে হইতেছে। বৎসর বৎসর এরূপ দুর্ঘটনা হইলে বড়ই ভয়ের বিষয়।

বিকৃত ঘৃত—এ সম্বন্ধে গবর্ণ-মেণ্টের নিকট অনেকগুলি আবেদন পত্র যাওয়াতে বড় লাট সাহেবের আদেশে ছোট লাট সাহেব অকালে ব্যবস্থাপক সভা আহ্বান করিয়াছেন এবং খাদ্য দ্রব্য মাত্রে ভেজালের বিরুদ্ধে আইন করিতে অগ্রসর হইয়া-ছেন। আমরা আশা করি শীঘ্র একটা সুবিধা হইবে।

প্রদর্শনী—বিলাতে ভারতবর্ষীয় ও ঔপনিবেশিক দ্রব্যের প্রদর্শন গত মে মাসে আরম্ভ হইয়াছে, অদ্যাপি তাহার শেষ হয় নাই। এক ছুটীর দিনে ৮১০০০ লোক এই মেলা দেখিতে যান, ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ দর্শক সংখ্যা কত হইবে ভাবিয়া দেখ। ভারতবর্ষের কৃষিজাত প্রদর্শনার্থ একজন বাঙ্গালী

তথায় আছেন। (২) এডিনবরে নূতন ধরণের প্রদর্শনী চলিতেছে, মহারাণী স্বয়ং তাহা খুলিয়াছেন। (৩) আগামী বর্ষে নিউ কাসলে একটা প্রদর্শনী এবং ম্যাঞ্চেষ্টারে সাধারণ প্রদর্শনী হইবে। (৪) ১৮৮৮ সালে নিউ সাউথ ওয়েলসের বিক্টোরিয়া নগরে এক মহা প্রদর্শনী হইবে, ৫০ বৎসরে অষ্ট্রেলিয়ার যত উন্নতি হইয়াছে তাহার পরিচয় দেওয়া হইবে। দর্শকদিগের সুবিধার জন্য একহাজার ফিট উচ্চ এক মঞ্চ নির্ম্মিত হইবে। (৫) ফরাসীরা তাহাদের রাষ্ট্র বিপ্লবের স্মরণার্থে ১৮৮৯ সালে এক শত বার্ষিক মেলা করিবে।

অগ্ন্যুৎপাত—নিউজিলণ্ড দ্বীপ উত্তর ও দক্ষিণ দুই দ্বীপখণ্ডে বিভক্ত। উত্তর খণ্ডে একটী সুন্দর হ্রদ ও তাহার নিকটবর্ত্তী পাহাড় ছিল। অগ্ন্যুৎপাতে এই পাহাড় বিদীর্ণ হইয়া এত ধাতু নিঃসৃত হইয়াছে যে নিকটবর্ত্তী স্থান সকল ৮ ফিট উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে।

নূতন রেলওয়ে—আমেরিকার ক্যানেডা হইতে ভাঙ্কোবর দ্বীপ পর্য্যন্ত এক রেল পথ প্রস্তুত হইয়াছে, ইহা সুউচ্চ রকী পর্ব্বত ভেদ করিয়া ও উইনিপেগ হ্রদের তীর দিয়া আসিয়াছে। ইহা দ্বারা ইংলণ্ড হইতে ভারতবর্ষে ও অষ্ট্রেলিয়াতে আসিবার বিশেষ সুবিধা হইল।

দলিপসিংহ—জনরব উঠিয়াছে, দলিপসিংহ এডেন হইতে পলাইয়া রুসিয়াতে গিয়াছেন এবং তথায় তিনি এক সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। দলিপসিংহ এক্ষণে জর্ম্মণিতে বাস করিতেছেন।

গার্টন কলেজ—ইংলণ্ডে এই উচ্চ স্ত্রীশিক্ষা কলেজের কৃতকার্য্যতা দেখিয়া সাধারণে চমৎকৃত হইয়াছেন, ইহার অনেক ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহার অতিরিক্ত গৃহের জন্য কোন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি ৬০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

বেথুন স্কুল—কুমারী চন্দ্রমুখী বসু এবং কুমারী রাধারাণি লাহিড়ী দ্বারা এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষতা কার্য্য বেশ চলিতেছে, আমরা আশা করি ইহাঁদিগকে বর্ত্তমান পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত করা হইবে। হাইকোর্টের নূতন প্রধান বিচারপতি এবং তাঁহার গুণবতী পত্নী এই বিদ্যালয়ের প্রতি বিশেষ যত্নের পরিচয় দিতেছেন। কুমারী কামিনী সেন বি এ এবং সরলা মহলানবিস বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষয়িত্রী হইয়াছেন।

বঙ্গমহিলা সমাজ—এই সভার নূতন বৎসরের কার্য্য উৎসাহের সহিত আরম্ভ হইয়াছে। ইতিমধ্যে নিম্নলিখিত তিনটী বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছে:—সমাজ সংগঠনে স্ত্রীগণের সহকারিতা, (২) আত্মোৎসর্গ, (৩) হিমাচল ভ্রমণ।

সুমাতা ও উচ্চ শিক্ষা—গত আগষ্ট মাসে ব্রাইটন নগরে ব্রিটিষ মেডিকেল আসোসিয়েসনের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে সভাপতি বলেন স্ত্রীলোকেরা "উৎকৃষ্ট মাতা হইতে পারিলে আর উচ্চ স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন নাই।" তাঁহার এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়া অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তি মত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় মস্তিষ্কের উপর যেরূপ অতিরিক্ত পীড়ন হয়, তাহার ফল মন্দ সন্দেহ নাই। কিন্তু তা বলিয়া স্ত্রীলোকের উচ্চ শিক্ষার পথ রোধ করিতে যাওয়া কুসংস্কার। আমরা বলি সুমাতা ও উচ্চ স্ত্রীশিক্ষা একত্র না হইলে সমাজের সম্যক্ কল্যাণ সাধিত হইবে না।

হিতৈষিণী বিদেশিনী—মান্দ্রাজের গবর্ণর পত্নী লেডী গ্রাণ্ট ডফ দাক্ষিণাত্যের স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য অনেক উৎসাহ দান করিতেছিলেন একণে এদেশ ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। বঙ্গদেশের স্ত্রীজাতি হিতৈষিণী বিবী ইলবার্টও আগামী নবেম্বরে বিলাত যাত্রা করিবেন। তাঁহার সুযোগ্য স্বামী পার্লেমেণ্ট সংক্রান্ত একটী উচ্চ কর্ম্ম পাইয়াছেন।

সতী রমণী—(১) পূর্ব্ববাঙ্গালা রেলওয়ের একজন দুর্বৃত্ত ফিরিঙ্গী গার্ড একটী দেশীয় রমণীর সতীত্ব নাশের চেষ্টা করায় তিনি রেলগাড়ী হইতে লাফ দিয়া পড়েন। ঈশ্বরেচ্ছায় স্ত্রীলোকটীর মান ও প্রাণ রক্ষা হইয়াছে, গার্ড বিচারাধীন আছে। (২) দাক্ষিণাত্যে এক চিতাবাঘ এক ব্যক্তিকে লইয়া যায়, তাহার স্ত্রী তাঁগা এক অস্ত্র লইয়া বাঘকে তাড়া করিয়া নিহত করেন এবং স্বামীকে তাহার মুখ হইতে উদ্ধার করিয়া আনেন। দুঃখের বিষয় স্বামীর দেহ বাঘের নখ দন্তাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হওয়ায় তিনি পরদিবস মৃত্যুগ্রাসে পতিত হন।

ঐশ্বর্য্য।

ঐশ্বর্যের কি মোহিনী শক্তি! কি চাকচিক্য! একবার দেখিলে পুনরায় দেখিতে ইচ্ছা হয়। ধনাঢ্যের অট্টালিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আর নয়ন ফিরাইতে মন সরে না। অনিমেষ নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া থাকিতে কাহার না ইচ্ছা হয়? কিন্তু দরিদ্রের কুটীরের দিকে একবার তাকাইলে আর দ্বিতীয় বার তাকাইতে সাধ হয় না। ঐশ্বর্য্য ও দারিদ্র্যের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। ধনীর সুরম্য প্রাসাদ শ্রবণসুখকর গীত বাদ্য ধ্বনিতে নিরন্তর

মুখরিত, দরিদ্রের পর্ণ-কুটীর ক্ষুৎ-পীড়িত সন্তানগণের আর্ত্তনাদে সতত আকুলিত; ঐশ্বর্য্যশালীর চল-বীজন-সেবিত হর্ম্ম্যাভ্যন্তরে রজনীযোগে স্ফটিকালোক সমুজ্জ্বলিত হইয়া দিবসের গর্ব্ব খর্ব্ব করে, নির্ধনের রুদ্ধবায়ু অপ্রশস্ত কুটীর মধ্যে প্রদীপ্ত দিবাভাগেও অন্ধকার রাজত্ব করিতে থাকে। ধনীর ভবন নানাবিধ বিচিত্র-দৃশ্য বহুমূল্য বস্ত্রাদি-শোভিত; দরিদ্রের বাস-স্থানে শত-গ্রন্থি মলিন বস্ত্র খণ্ড কোন প্রকারে লজ্জা নিবারণ করে। এক স্থলে আলস্য ও শ্রম-শূন্যতা; অন্যত্র প্রাণান্ত পরিশ্রম; একদিকে অপরিসীম মান সম্ভ্রম, অন্যদিকে অকথনীয় উৎপীড়ন ও নিষ্ঠুরাচার; ধনবানের ইচ্ছা, ইঙ্গিত মাত্র তৎক্ষণাৎ শত দিক হইতে পূর্ণ হইয়া থাকে, হতভাগ্য নির্ধন সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়াও আপন উদরান্ন সংগ্রহ করিতে অসমর্থ।

ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে এতদূর আকাশ পাতাল পার্থক্য দেখিয়া কে না ধনী হইতে ইচ্ছা করে? সম্পদ লাভের বাসনা কাহার না মনে জাগ্রত হয়? কিন্তু এই যে সম্পদ বা ঐশ্বর্য্যের কথা বলিলাম, ইহা সকলের ভাগ্যে ঘটে না। জ্ঞানিগণ ইহার জন্য লালায়িত হন না। কমলা যে সতত চঞ্চলা, তাহা ইহাঁরা বিলক্ষণ অবগত আছেন। এই চঞ্চলা দেবীর আরাধনায় বিশেষ কিছু ফল নাই—কেন না, তিনি প্রসন্ন হইলেও তাঁহার জন্য মানুষকে সর্ব্বক্ষণ উৎকণ্ঠিত থাকিতে হয়। ধনে কিয়ৎ পরিমাণে বাহ্য সুখ স্বচ্ছন্দতা প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু স্থায়ী মানসিক সুখ ব্যতীত মনুষ্য কখনই প্রকৃত সুখে সুখী হইতে পারে না। যথার্থ সুখের আকর দুইটী—জ্ঞান ও ধর্ম্ম। জ্ঞানের বিষয় বিশেষ করিয়া লিখিবার এস্থলে প্রয়োজন নাই। পাঠশালার বালক বালিকা পর্য্যন্ত জানে,—

"মন দিয়া কর সবে বিদ্যা উপার্জ্জন।
সকল ধনের সার বিদ্যা মহাধন॥
এই ধন কেহ নাহি নিতে পারে কেড়ে,
যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে।
জ্ঞানের প্রদীপ মনে নাহি জ্বলে যার;
কখন ঘুচেনা তার ভ্রম অন্ধকার"

ইত্যাদি।

চাণক্য পণ্ডিত লিখিয়া গিয়াছেন—"স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্যা সর্ব্বত্র পূজ্যতে।" রাজা কেবল স্বদেশেই পূজ্য, কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তি সর্ব্বত্রই পূজার্হ।

ভগ্নীগণ! তোমরা আজি পুরুষের খেলার বস্তু হইয়া রহিয়াছ। তাহার প্রত্যেক আজ্ঞা প্রতিপালনের জন্যই যেন তোমরা এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, এখন তোমরা আর গৃহলক্ষ্মী নও, কিন্তু সামান্য পরিচারিকা মাত্র। এখন তোমরা আর সিংহাসনারূঢ়া দেবতা নও। কবি এখনকে প্রাণ খুলিয়া গাহে না,—

"জগতে তুমি জীবিতরূপিণী,
জগতের হিতে সতত-রতা,
* * *
হতো মরুময় সব চরাচর,
তুমি না থাকিতে জগতে যদি"

ইত্যাদি।

কিন্তু তোমাদের ইউরোপীয়া ভগিনীগণের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর দেখি তাঁহাদের কত মান, সম্ভ্রম! তাঁহারা যখন পথ দিয়া একাকিনীও চলিয়া যান, তখন লোকে তাঁহাদের উপর কোনরূপ বিদ্রূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে সাহস করে না। অনেকে বলিতে পারেন, ইংরেজ রমণীগণ রাজার জাতি, তাই তাহাদের উপর কেহ কিছু বলিতে সাহস করে না। বাস্তবিক একথা যথার্থ নহে; তাহাদের স্বদেশে তাঁহারা সকলেই ত রাজার জাতি, কিন্তু সেখানেও ত মহিলাগণের প্রতি কোন লোক অসম্মান প্রদর্শন করিতে সাহসী হয় না। আর, আমাদের রমণীগণ পথে বাহির হইলে, দুষ্ট লোকের ভ্রুকুটি ও ব্যঙ্গবাণ তাহাদের উপর অমনি বর্ষিত হইতে থাকে। সঙ্গের পুরুষ অনেক সময় ইহার প্রতিবিধান করিতে সক্ষম হন না। তখন, "পথে নারী বিবর্জ্জিতা" বলিয়া মনকে প্রবোধ দিয়া থাকেন। ইহার কারণ, আমাদের দেশীয় পুরুষগণের প্রকৃত শিক্ষার সুফল আজিও ফলে নাই। আচার ব্যবহারের যেরূপ পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক, তাহা স্পষ্টতঃ স্বীকার করিয়াও কার্য্যে পরিণত করিতে আজিও কেহই সাহসী হইতেছেন না। পুরুষ জাতি যত দিন উন্নত না হইবে, ততদিন তোমাদের উন্নতির আশা দুরাশা মাত্র।

শিক্ষার হীনতার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের ধর্ম্মের লাঘব ঘটিয়াছে বলিয়া, (তোমরা আমায় নারী হইলেও) ধর্ম্মের দুএকটী কথা এস্থলে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। ইহাও আমাদের নিজের দোষে। আমরা বিদেশীয় ভাষা শিখিয়াছি, বিজাতীয় ভাব অনুসরণ করিতেছি, হিন্দু ধর্ম্মের অনেক বিষয় কুসংস্কারপূর্ণ বলিয়া তোমাদিগকে শিক্ষা দিতেছি। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে তোমাদের হৃদয়ে কোনরূপ ধর্ম্মের উচ্চ ভাব রোপণ করিতেছি না। ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিলে প্রকৃত ধার্ম্মিকগণ সুখ, দুঃখে স্থির ও অবিচলিত থাকেন। সুখের সময়, সম্পদের সময়, একেবারে উল্লাসে উন্মত্ত হন না, দুঃখ ও বিপদে একেবারে ম্রিয়মাণ হইয়াও পড়েন না। পৃথিবীর সহস্র কষ্ট যন্ত্রণার মধ্যে পড়িয়া, যখন তাঁহারা হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে প্রার্থনা ধ্বনি উত্তোলিত করিয়া ইষ্ট দেবতাকে ডাকিতেথাকেন, তখন তাঁহাদের দুঃখাশ্রু সুখাশ্রুতে পরিণত হয়, হৃদয় অলৌকিক বলে দৃপ্ত হইয়া উঠে।

পাতিব্রত্য বঙ্গরমণীকুলের বিশেষ ধর্ম্ম বলিয়া উক্ত আছে। সন্তান বাৎ-

সত্য তাঁহাদের আর একটী ধর্ম্ম। এই দুইটী লইয়া নারীজীবন। পাতিব্রত্য ধর্ম্ম যে কেবল পতির প্রতি অচলা ভক্তি থাকিলেই হইল, তাহা নহে; অধিকন্তু পতির দোষ সংশোধন করা, নিরাশার সময় আশা দেওয়া, শোকে শান্তি ও সৎকার্য্যে উৎসাহ প্রদান করা পত্নীর কর্ত্তব্য। পত্নী যে কেবল সম্বন্ধে স্ত্রী তাহা নহে, কিন্তু "সহধর্ম্মে ভ্রাতা, যত্নে ভগিনী, আপ্যায়িত করিতে কুটুম্বিনী, স্নেহে মাতা, ভক্তিতে কন্যা, প্রমোদে বন্ধু, পরামর্শে শিক্ষক, পরিচর্য্যায় দাসী।" সন্তানবাৎসল্য যে কেবল কায়িক ও মানসিক শ্রম দ্বারা নিঃস্বার্থ ভাবে সন্তানদিগের লালন পালন করে তাহা নহে, কিন্তু যাহাতে সন্তানগণ সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারে, তৎপক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তোমরা শিক্ষিতা না হইলে সন্তানপালন ও পাতিব্রত্য-ধর্ম্ম কখনই সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিবে না। জ্ঞান ও ধর্ম্ম উভয়েরই বিশেষ প্রয়োজন। জ্ঞান ভিন্ন ধর্ম্ম অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারে পরিণত হয়। আবার ধর্ম্ম ভিন্ন জ্ঞান মনুষ্যকে অবিশ্বাসী বা অল্প বিশ্বাসী এবং অনেক স্থলে হৃদয়শূন্য করে। এ সংসারে মনুষ্যজীবনে যতদূর সুখলাভ সম্ভবপর, অবিশ্বাসীর ভাগ্যে তাহা ঘটে না। সময় সময় তিনি দুঃখ শোকে অধীর হইয়া পড়েন। নিরাশা আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়া ফেলে।

ঐশ্বর্য্য শব্দটী—"ঈশ্বর" হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যাহা মানবকে ঈশ্বরের সমীপে লইয়া যায়, তাহাই ঐশ্বর্য্য নামে অভিহিত হইবার যোগ্য। ধর্ম্ম ও জ্ঞান এ পথের প্রধান সহায়। ইহারাই সকল ঐশ্বর্য্যের সার ঐশ্বর্য্য সংসারের নানা পরিবর্ত্তনের মধ্যে স্বদেশে কি বিদেশে, সজনে কি বিজনে, পর্ব্বতশিখরে কি সাগরবক্ষে, জ্ঞানী ও ধার্ম্মিকগণ চিরস্থায়ী সুখ লাভ করেন। কিন্তু এরূপ সুখ ধনীর ভাগ্যে অল্পই ঘটে। ধনের বাহ্য চাকচিক্য দেখিয়া যদি সম্ভোগ করিতে তোমাদের ইচ্ছা হয়, তবে একবার স্বভাবের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, শোভার পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাইবে। সূর্য্যের প্রদীপ্ত প্রভার নিকট ধনী গৃহের অসংখ্য দীপালোক চিত্রাঙ্কিতবৎ বলিয়া বোধ হয়। যখন শরৎকালের মেঘশূন্য সুনীল আকাশে শশধর সমুদিত হইয়া, জ্যোৎস্না তরঙ্গে জগৎ প্লাবিত করেন, তখন কোন্ হতভাগ্যের হৃদয় সুখ শান্তিতে পূর্ণ না হয়? যদি তোমরা সঙ্গীত শ্রবণ করিতে অভিলাষ কর, তাহাহইলে, তোমাদের কর্ণকে অভ্যস্ত কর, প্রকৃতির গায়ক কলকণ্ঠ বিহঙ্গমকুলের মধুর কাকলী পূর্ণ গীতধ্বনিতে তোমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় একেবারে মুগ্ধ হইয়া যাইবে। ধনীর ভবনে এসকল কিছুই নাই। সেখানে সকলই মেকি। তথাকার ঐশ্বর্য্য প্রকৃতির এইরূপ ঐশ্বর্য্যের তুলনায়

কিছুই নহে। এই সম্পদ লাভ তোমাদেরই আয়ত্ত। তোমাদের ঈশ্বর এই গুলি তোমাদের জন্য অবারিত রাখিয়াছেন।

অবস্থা ও সংসার।

সকলের অবস্থা সমান নহে. সাধারণ কথায় কাহারও আয় অধিক কাহারও বা আয় অল্প। কেহ আয় হইতে আবশ্যক ব্যয় করিয়া কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিতে পারে, কাহারও বা আর ব্যয়ে কুশল হয় না। কেহ ১০০ টাকা উপার্জ্জন করিয়া ৫০ টাকা সঞ্চয় করিতে পারে, কেহ বা ৫০০ টাকা আয় সত্ত্বেও ঋণগ্রস্ত। ইহার দুইটী কারণ আছে, উহাদের উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে যথার্থ ব্যয় কাহাকে বলে তাহাই বলিব। শারীরিক,মানসিক,ও আধ্যাত্মিক স্বচ্ছন্দতা ও উন্নতিহেতু যে অর্থ ব্যয় বা দ্রব্যের বিনিময় করিতে হয়, তাহার নাম যথার্থ ব্যয়। শরীর-পোষণে, বিদ্যা উপার্জ্জনে, দেশাচারানুমোদিত সদ্ভাবপোষককার্য্যে ও ধর্ম্ম অনুষ্ঠানে ব্যয় আছে। প্রত্যেক মনুষ্যের পক্ষে এ ব্যয় ন্যায্য। কিন্তু প্রকৃতি অনুসারে এই ন্যায্যতায় বিভিন্নতা হয়।। বায়ু সেবন সকলের পক্ষে স্বাস্থ্যকর;— কেহ পদব্রজে, কেহ বা ঘোড়া বা গাড়ী চড়িয়া সেই বায়ু সেবন করুন; উভয়েরই উপকার দর্শিবে। কাহার কত উপকার, তাহার মীমাংসা করিবার আপাততঃ প্রয়োজন নাই। এই একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখান যাইতেছে যে একই কার্য্যহেতু এক ব্যক্তির ব্যয় নাই, অপরের ব্যয় আছে। অন্যান্য দৃষ্টান্ত লইয়া এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে যে ব্যয় একজনের পক্ষে ন্যায্য বলিয়া বিবেচিত, অপরের পক্ষে তাহা অনাবশ্যক বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং ন্যায্য ব্যয়, অনাবশ্যক ব্যয়, ও অপব্যয় বা অন্যায় ব্যয়, ঐ সকল কথা আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। যাঁহারা অধিক আয় প্রযুক্ত অনাবশ্যক ব্যয় করেন অর্থাৎ ঋণগ্রস্ত না হইয়া অপব্যয় করেন, তাঁহারা ভাল কাজ করেন না সত্য, কিন্তু যাঁহারা আয়ের অকুলানে ঐরূপ অনাবশ্যক ব্যয় করেন, তাঁহারা অধিক অপরাধী। অতএব ঋণগ্রস্ত হইবার একটী কারণ অপব্যয়। দ্বিতীয় কারণ প্রকৃতপক্ষেই অকুলান। ১০০ টাকা বেতনে ৫টী পরিবার প্রতিপালন করা এক কথা, ঐ আয়ে ২০টী পরিবার প্রতিপালন করা ভিন্ন কথা। ৫টী পরিবার লইয়া হয়ত এক ব্যক্তি স্বচ্ছ-

ব্যয় করিয়া ঋণগ্রস্ত, অপর ব্যক্তি অপব্যয় না করিয়াও ২০টী পরিবারের ভরণ পোষণ করিতে ঋণগ্রস্ত, সুতরাং ঋণগ্রস্ত হইবার দুইটী কারণ উল্লিখিত হইল। যে যেমন অবস্থার লোক হউন না কেন, ঐ দুই কারণে দারিদ্র্য বশতঃ ক্লেশ পাইতে পারেন। আয়ের অকুলান হইলে ত কথাই নাই, আর অর্থ যতই থাকুক না কেন, অপব্যয়ের শেষ নাই—ক্রমে ক্রমে অপব্যয়ের আধিক্য প্রযুক্ত ক্রোরপতিকেও ঋণগ্রস্ত হইতে হইবেই হইবে। ঋণের যন্ত্রণা কি ঘোর যন্ত্রণা যিনি ঋণগ্রস্ত নহেন, তিনি হয়ত বুঝিতে পারিবেন না। সর্ব্বগ্রাসিনী ঋণ দেবতা সমস্ত আয়কে উদরস্থ করিয়াও গৃহস্থকে নিষ্কৃতি দেয় না, আর একবার ঐ দেবতার আবির্ভাব হইলে সহজে বা শীঘ্র পরিবারের পরিত্রাণের সম্ভাবনা থাকে না। সকলেরই কর্ত্তব্য ঋণের সহায়তা পরিত্যাগ করেন। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন অল্প আয়ে বৃহৎ পরিবার কবে কি করিয়া চলিবে? ইহার উত্তরে আমি বলিতেছি কথঞ্চিৎ ক্লেশস্বীকার ও কথঞ্চিৎ সুখানুভব অগ্রাহ্য করাই একমাত্র উপায়। দুর্ভিক্ষব্যতীত অনাহারে মনুষ্য মরিবার কথা নহে। দুই বার আহার করিতে করিতে একবার আহার করিতে হইলে মনুষ্য হঠাৎ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয় না, আমাদের দেশের বিধবারা ইহার দৃষ্টান্তস্থল। আর দুঃখ করিয়া পরিণামে সচ্ছন্দ হইয়াছে অর্থাৎ দুঃখী পরিবার অনাটন জ্বালা হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে, ইহাও দেখিতে পাওয়া যায়। সংসারে কি বিচিত্র নিয়ম—দুঃখের পর সুখ অনাটনের পর সচ্ছলতা! হয়ত কেহ বলিবেন তাই বলিয়া হরকান্তের পুত্র সন্দেশ খাইবে আর আমার বাছা উহা খাইতে পাইবে না? মাতা পিতার অন্তঃকরণে বাৎসল্যহেতু এইরূপ আক্ষেপের উদয় হইতে পারে সত্য, দুর্ভাগ্য পুত্র ও পরিবারের ক্লেশে কাহার না চক্ষে জল আইসে? বিশেষতঃ যখন সম্মুখে একটী ধনীর পুত্র ভাল আহারীয় সামগ্রী ভক্ষণ করিতে থাকে আর দরিদ্রসন্তান তাহার দিকে কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে, সে দৃশ্য দেখিয়া কোন্ হৃদয় না কাতর হয়? মাতা পিতার উক্ত প্রকার হৃদয়বেদনা সত্ত্বেও ঋণগ্রস্ত হওয়া বা অপব্যয় করা কোন মতেই বিধেয় নহে। তাঁহাদের মনে রাখা উচিত যে মিষ্টান্নে বঞ্চিত করিয়াও যদি সন্তানকে ঋণগ্রস্ত না রাখিয়া যান, তাহাহইলে সন্তানের পক্ষে মহা কল্যাণ করিয়া গেলেন। কিন্তু অনুকরণ দোষে দূষিত হইয়া যদি। সন্তানগণকে ঋণী করেন, তাহা হইলে তাঁহারা তাহাদের একপ্রকার সর্ব্বনাশ করিয়া যাইবেন।

এই অনুকরণ দোষ রমণীমণ্ডলীতে অত্যন্ত প্রবল দেখা যায়। রমণীরাই এই

দোষে অধিক লিপ্ত ও রমণীপ্রকৃতি পুরুষেরও ঐ দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। পুরুষের এ দোষ যত হউক না, যদি গৃহিণী ঐ দোষে পরিলিপ্ত না হয়েন, তাহা হইলে গৃহস্থের তাদৃশ অকল্যাণ হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু গৃহিণী ঐ দোষে দোষী হইলে সে সংসারের আর রক্ষা নাই।

ঋণগ্রস্ত হওয়া উচিত নহে বলিলাম, যাহা "নহিলে নয়" তাহার জন্য এমন কখন অনেককেই ঋণগ্রস্ত হইতে হয়। দশ টাকা ব্যয় করিয়া বালকের সুন্দর পোষাক করিয়া দেওয়া, ১০০ টাকা খরচ করিয়া ঘড়ীর চেন ক্রয় করা, অথবা ভার্য্যার রূপ উন্নতি করিবার জন্য ২।৪ শত মুদ্রা ব্যয় করাকে "নহিলে নয়" ব্যয় বলা যায় না। ভরণ পোষণ ইত্যাদির জন্য যে ব্যয়, তাহাকেই 'নহিলে নয়' ব্যয় কহে।" রোগে পড়িলে যে ব্যয়, তাহার নাম নহিলে-নয় ব্যয়, আত্মীয় পরিবারের পীড়া শান্তির জন্য যে ব্যয়, তাহাকে আবশ্য ব্যয় বলে -- সন্তানগণের ভাবী শ্রীবৃদ্ধির আশায় যে ব্যয়, তাহাকেও নহিলে-নয় ব্যয় বলা যায়। এইরূপ কতকগুলি ব্যয় হেতু কাহাকেও ঋণগ্রস্ত হইতে হইলে কি করা উচিত ভাবিয়া দেখা যাউক। (১) ঋণের প্রতি তাঁহার আশঙ্কা ও ঘৃণা রাখা উচিত, (২) ঋণ পরিশোধ করা উচিত। প্রথম ভাব না থাকিলে আবার ঋণ করিতে ইচ্ছা জন্মে,- সামান্য কারণে ঋণ করিয়া ফেলিতে হয়। দ্বিতীয় ভাব না থাকিলে মানুষকে ধর্ম্মে পতিত, মানভ্রষ্ট, হৃত ও সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়।

ঋণ-পরিশোধ করিতে হইলে সঞ্চয় আবশ্যক - সামান্য আয় হইতে ব্যয় করিয়াও সঞ্চয় করিতে হয়। যে কারণ বশতঃ ঋণ করিতে হইয়াছে, সেই কারণের অভাব প্রবৃত্ত বা তাহার পরিবর্ত্তন হেতু সঞ্চয়ের উপায় হইবামাত্রই সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য। এক দিনে সম্পত্তিশালী হওয়া অসম্ভব না হউক, অতি বিরল বলিতে হইবে। প্রতিদিনের সঞ্চয়ে মাসিক সঞ্চয়, মাসের সঞ্চয়ে বৎসরের সঞ্চয়, বৎসরের সঞ্চয়ে জীবনের সঞ্চয়। সমস্ত জীবনে সম্পত্তিশালী হওয়া আশ্চর্য্য নহে। যাঁহারা আয়ের অংশ দিবস হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিতে পারিয়াছেন, তাঁহারাই তাঁহাদের অবস্থা পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। যাঁহারা উপায় সত্বেও মনে করেন, আজি সঞ্চয় হইল না, কালি হইবে---এই রূপে প্রত্যেক 'কালিব' আশায় থাকেন, তাঁহারা কখনই সঞ্চয় করিতে পারেন না। সঞ্চয়ের নিয়ম আছে---সেই নিয়ম অবলম্বন করিয়া সঞ্চয় করিতে হয়। যাহা নহিলে-নয়, তাহা ব্যতীত ব্যয় না করাই সেই নিয়ম অবলম্বন। প্রত্যেক ব্যক্তিরই এই নিয়ম অবলম্বন করা বিধেয়— বিশেষতঃ যিনি ঋণগ্রস্ত আছেন, তাঁহার পক্ষে ইহা আশু শুভফলপ্রদ।

যখন আয় হইতে ব্যয় অল্প থাকে, তখন যেমন সঞ্চয় করিবার সুযোগ থাকে, তেমনই অপব্যয় করিবার বাসনাও প্রবল হইতে পারে। তখন মনে হয় অদৃশ্য ভবিষ্যে না জানি কত আয় সঞ্চিত আছে! আয় হ্রাস পাইতে পারে বা ব্যয় বৃদ্ধি হইতে পারে, এ ভাব মনোমধ্যে আইসে না। আসিলেও তখন আশার মোহিনী শক্তি উহা দূর করিয়া দেয়। যাহাদের এই আশা বলবতী, তাহারাই সাধারণতঃ অকুলান হেতু পরিণামে কষ্ট পাইয়া থাকে। ভবিষ্যতের উপর যখন কাহারও আধিপত্য নাই—তখন উহাতে নির্ভর করা সম্পূর্ণ নির্ব্বুদ্ধিতা বলিতে হইবে। ভবিষ্যতে ভাল হইতে পারে—ভাল হউক ভাল কথা—তাই বলিয়া ভাল হইবেই হইবে এ সিদ্ধান্ত যুক্তিসিদ্ধ নহে। সুতরাং ভবিষ্যৎ ছাড়িয়া বর্ত্তমানে যাহা কিছু সঞ্চয় করিতে পারাযায়, তাহা অপব্যয়ে নষ্ট করা কেবল নির্ব্বুদ্ধিতা নয় দুর্ব্বুদ্ধিতার কার্য্য।

(ক্রমশঃ)

দার্জ্জিলিং ভ্রমণ।*

দার্জ্জিলিঙ্গের নাম বামাবোধিনীর পাঠিকারা সকলেই শুনিয়াছেন। এই সুরম্য পার্ব্বত্য নগরের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়া অল্প পরিমাণেও তাহা অপরের হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারি, আমার এমন সাধ্য নাই। বিশেষতঃ যেরূপ চক্ষু এবং যেরূপ হৃদয় লইয়া বিধাতার বর্ণনাতীত রচনা কৌশল পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়, আমার চক্ষু সৌন্দর্য্যানুভবে তদ্রূপ শিক্ষিত বা হৃদয় সেই সৌন্দর্য্য সম্যক উপভোগ করিবার পক্ষে তদনুরূপ উন্নত হয় নাই। সুতরাং দার্জ্জিলিঙ্গের সৌন্দর্য্যের অতি অল্পই আমি নিজে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছি!

ভারতবর্ষের মানচিত্রের শিরোভাগে হিমাচল নামে যে মহান্ পর্ব্বতপ্রাচীর পূর্ব্বহইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত বিস্তৃত দেখা যায়, উহার এক ক্ষুদ্র অংশে দার্জ্জিলিং সংস্থাপিত। হিমাচল পর্ব্বতকে হিন্দু কবিগণ নগাধিরাজ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষেও হিমালয় পর্ব্বতদিগের রাজা। ইহার ন্যায় প্রকাণ্ড পর্ব্বত পৃথিবীতে আর দেখা যায় না। ইহার দৈর্ঘ্য ১৫০০ মাইল এবং প্রস্থ ২০০ মাইল। ইহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ গৌরীশঙ্কর অথবা এবারেষ্ট সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ২৯০০২ ফিট উচ্চ। এবারেষ্ট নামক জনৈক ইয়োরোপীয় সর্ব্বপ্রথম এই শৃঙ্গের উচ্চতা নির্ণয় করেন বলিয়া তাঁহারই নামানুসারে ইয়োরোপীয়গণ ইহাকে অভিহিত করেন। উচ্চতার দ্বিতীয় স্থানীয় এবং দার্জ্জিলিঙ্গের

*বঙ্গমহিলা বিদ্যালয়ের কুমারী কামিনী সেন বি, এ র পঠিত প্রবন্ধ হইতে গৃহীত।

এক প্রধান আকর্ষণ কাঞ্চন জুঙ্ঘা। কাঞ্চন জুঙ্ঘা অর্থ পঞ্চ হিমাধার। ইহার উচ্চতা সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ২৮১৭৬ ফিট। এবারেষ্ট নেপালের উত্তর সীমায় এবং কাঞ্চন জুঙ্ঘা নেপালের পূর্ব্ব সীমায় ও সিকিমের উত্তর পশ্চিম সীমায় অবস্থিত।

দার্জ্জিলিঙ্গের উত্তরে সিকিম রাজ্য। বড়রঙ্গীত,ত্রিস্রোতা বা তিস্তা এবং রম্মে নামক তিনটি নদী দার্জ্জিলিংকে সিকিম রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিতেছে। দার্জ্জিলিঙ্গের দক্ষিণে পুর্ণিয়া ও রঙ্গপুর; কিঞ্চিৎ দক্ষিণপূর্ব্বে রাজসাহী ও কুচবিহার। পূর্ব্বদিকে ডেচি ও নেচি নামক দুইটী নদী ইহাকে ভূটান হইতে পৃথক্ করিতেছে। পশ্চিমে মেচি নামক নদী ও একটী পর্ব্বত শ্রেণী ইহাকে নেপাল হইতে পৃথক্ করিতেছে। দার্জ্জিলিঙ্গের সাধারণ উচ্চতা ৭০০০ ফিট, উচ্চতা বশতঃই ইহার এত শৈত্য। কলিকাতায় যখন দারুণ গ্রীষ্ম, দার্জ্জিলিঙ্গে তখনও বেশ শীত বোধ হয়।

পূর্ব্বে দার্জ্জিলিং সিকিমের অন্তর্ভূত ছিল। এককালে নেপালী গুরুখাগণ সিকিমের কিয়দংশ অধিকার করিয়া ক্রমে ব্রিটিষ রাজ্য আক্রমণ করে। ইংরাজগণ ইহাদিগকে পরাজিত করিয়া হিমালয় প্রদেশের কিয়দংশ ইহাদিগের নিকট হইতে গ্রহণ পূর্ব্বক নৈনিতাল, মশুরি এবং সিমলা প্রভৃতি স্থান স্বাস্থ্যবিহার স্থানরূপে ব্যবহার করিতে লাগিলেন; এবং মোরাঙ্গ নামক বর্ত্তমান দার্জ্জিলিং প্রদেশের দক্ষিণ ভাগ সিকিমপতিকে প্রদান করিয়া তাঁহার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইলেন। ইহার এগার বৎসর পরে দুইজন ইংরাজ কর্ম্মচারী নেপাল ও সিকিম রাজ্যদ্বয়ের সীমা নির্দ্ধারণ করিতে যাইয়া দার্জ্জিলিঙ্গের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে চোঁচাঙ্গ নামক স্থান পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া আইসেন। দার্জ্জিলিং দেখিয়া তাঁহাদের মনে হইল যে এই স্থান স্বাস্থ্যোন্নতির সম্পূর্ণ উপযোগী হইবে, অতএব এই স্থানে ইংরাজ উপনিবেশ স্থাপন করিলেই ভাল হয়। তাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিককে আপনাদের মন্তব্য জ্ঞাপন করিলেন। ১৮৩০ খৃঃঅব্দে অনেক ইংরাজ আফিস সিকিম রাজ্য পরিদর্শন করিতে প্রেরিত হইলেন। তাঁহার রিপোর্ট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরদিগের নিকট প্রেরিত হইল। ডিরেক্টরদিগের অনুমত্যনুসারে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট সিকিমরাজের নিকট হইতে দার্জ্জিলিং প্রদেশ স্বাস্থ্য বিধায়ক স্থান এবং সেনানিবেশরূপে ব্যবহার করিবার জন্য চাহিয়া লইলেন; এবং তদ্বিনিময়ে সিকিমপতিকে বার্ষিক ৩০০০৲ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কাচমূল্যে অধি বিক্রীত হইল। অধিক হইতে

অক্টোবর পর্য্যন্ত স্বাস্থ্য লাভার্থ এবং আমোদার্থ অনেকানেক ইংরাজপুরুষ ও রমণী এস্থানে সমাগত হন। বঙ্গের শাসন কর্ত্তা অর্থাৎ ছোটলাট বাহাদুর গ্রীষ্মকালে এই স্থানে বিহার করেন। দার্জ্জিলিং সহরের নিকটে এবং দূরে প্রায় তিন পার্শ্বেই অসংখ্য চা-বাগান। এক একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ে এক একটী বাগান এবং চা-করের সুদৃশ্য বাড়ী, আর তাহারই কিয়দ্দূরে কুলিদিগের বস্তি অথবা কুটীরময় ক্ষুদ্র গ্রাম। দার্জ্জিলিঙ্গে দাঁড়াইয়া এই চা-বাগানগুলির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে কুলি গ্রামের এক এক খানি কুটীর খোলা ঘরের এক এক-খানি খোলার ন্যায় দেখায়। চাকর-দিগের যেমন পশার, তেমনই আবার সুখ। দুঃখী বাঙ্গালীরা অর্থাভাবে এমন সুন্দর স্থান দর্শন করিয়া নয়ন মনের তৃপ্তি সম্পাদন করিতে পারেন না, আর যাঁহাদের অর্থের সচ্ছলতা আছে, তাঁহা-দের অনেকের রুচি অন্যরূপ।

আমরা অপরাহ্নে ২—২০ মিনিটের সময় কলিকাতা ত্যাগ করি। রেলওয়ে পথের কথা কিছুই বলিবার নাই। রেল পথের সুখ দুঃখ সকলেই জানেন। যে পথ দিয়া আমরা দার্জ্জিলিং গিয়াছি, তাহার অর্দ্ধাধিক পথ সচরাচর সকলেই গিয়া থাকেন। তবে পথে আমাদের একটী দৃশ্য বড়ই সুন্দর লাগিয়াছিল, এখনও তাহা ভুলিতে পারি নাই; সেই কথাটী একবার তাহার উল্লেখ করিতেছি। আমি পূর্ব্বে দামুকদিয়া ষ্টেসনে অনেক-বার নামিয়াছি, কিন্তু একবারও দামুক-দিয়াতে কোনদিকে চক্ষু আকৃষ্ট হয় নাই; কোন মতে গাড়ী হইতে নামিয়া তাড়াতাড়ি জাহাজে উঠিয়াছি। যখন পদ্মা জলে পরিপূর্ণ থাকে, তখন গাড়ী ষ্টেসনের নিকটে থামে; কিন্তু যে সময় নদীর জল কমিয়া নদীপার্শ্ব অনেক দূর পর্য্যন্ত শুকাইয়া যায়, তখন সেই শুষ্ক বালুকাময় ভূমির উপরে রেল পাতিয়া দেওয়া হয় এবং তাহার উপর দিয়া গাড়ী জাহাজ ঘাটের নিকটে আইসে। এবার রেলের দুই পার্শ্বস্থ বালুকারাশি জ্যোৎস্নালোকে এমন সুন্দর দেখাইতেছিল যে আমরা দেখিয়া দেখিয়া আর চক্ষু ফিরাইতে পারি নাই—ঠিক বোধ হইতেছিল যেন আমরা শুভ্রফেণ অচঞ্চল জল রাশির মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতেছি। আপনারা কোন দিন চন্দ্রালোকে বালু-কার উপর দিয়া যদি যান, তাহা হইলে উহা ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবেন। জাহাজে নদীপার হইয়া আমরা সারা-ঘাটে আসিলাম। এখানে আসিয়া দেখিলাম গাড়ীগুলি বড় ছোট। পর দিন প্রত্যুষে আমার পূর্ব্বপরিচিত জল-পাইগুড়ি পৌছিলাম। এখান হইতে একঘন্টা পরে শিলিগুড়ি আসিলাম। শিলিগুড়ি আসিয়া গাড়ী পরিবর্ত্তন করিতে হয়। শিলিগুড়ি হইতে যে ষ্টেশন দার্জ্জিলিং যায়, তাহার গাড়ীগুলি

অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। শিলিগুড়ি হইতে যাইতে যাইতেই মনে হইতে লাগিল, যেন ক্রমে ক্রমে উচ্চে উঠিতেছি। আর কিয়দ্দূরে আসিবামাত্রই পর্ব্বতশ্রেণী তরঙ্গায়িত দিগন্ত প্রসারিণী মেঘমালার মত সম্মুখস্থ হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে গাড়ী উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ করিতে লাগিল, ক্রমেই মেঘায়মান পর্ব্বতদেহ স্পষ্টতর হইয়া আসিল। অতঃপর পশ্চাৎ দেশস্থ বৃক্ষ রাজি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুল্মের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। এদিকে রেলপথের এক পার্শ্ব নিম্নতর এবং অপর পার্শ্ব প্রাচীরের ন্যায় কিম্বা তদপেক্ষা অধিক উচ্চতর বোধ হইতে লাগিল। অবশেষে দেখি সম্মুখে এবং পার্শ্বে পাহাড়ের পর পাহাড়। একবার যে স্থান অতি উচ্চ বলিয়া মনে হইয়াছে, দণ্ড দুই পরে সে স্থান কত নিম্নে পড়িয়া রহিয়াছে। পার্ব্বত্য পথগুলি বক্রাকার, সেই পথে গাড়ীগুলি একবার দক্ষিণে একবার বামে বৃত্তার্দ্ধের মত বাঁকিয়া চলিতেছিল। কখন বা যে পথ দিয়া একবার চলিয়া আসিয়াছি, ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার সেই পথেরই পার্শ্বস্থ উন্নত ভূমির উপর দিয়া আসিতেছি, কখন বা দশ পাঁচ মিনিট পরে ঠিক সেই পথের উপরিস্থ সেতু দিয়া আসিতেছি। পার্ব্বত্যপথ ও গাড়ীর গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে একটি কথা মনে হইল; ইহা আমি কোথাও পড়িয়াছি, কি ইহা আমার নিজের মানসপ্রসূত চিন্তা, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু তখন আপনা আপনি মনে হইল যে এই পথের সঙ্গে আমাদের জীবন পথের কত সৌসাদৃশ্য, উভয়েরই উদ্দেশ্য ক্রমোন্নতি লাভ। উন্নত লক্ষ্য গুলি কত নিকট এবং সহজ প্রাপ্য বলিয়া বোধ হয়, অথচ উহার নিকট যাইবার পথ কত দীর্ঘ, যাইতে কত বিলম্ব হয়। যাঁহারা উন্নততর প্রদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, নিজের ও তাঁহাদের মধ্যস্থ দূরত্ব কত অল্প বোধ হয় অথচ তাঁহাদের নিকটস্থ হইতে কত সময় ও কত আয়াসের প্রয়োজন!

(ক্রমশঃ)

সংযুক্তা হরণ।

চতুর্থ সর্গ।

(২৫৯ সংখ্যা ১১০ পৃষ্ঠার পর)

আজ্ঞা দিয়া নিজ মঞ্চে বসিলা নরেশ,
সংযুক্তা সভা মণ্ডপে করিলা প্রবেশ।
অগ্রে কুলাচার্য্য, পিছে জন ধাত্রী বিনী
চলিল মিলিয়া সখী, আচ্ছিয়া রাখিয়া,
বাজাইয় মোহন শঙ্খ, মধুর গমকে
উত্তরিলা অগ্রবর্ত্তী, মঞ্চ নিকেতনে।
সুরভি-বাহক উচ্ছ্বসিত সমীরণ,
বনে বনে ফুলে ফুলে করে বিচরণ ;—

সহসা কুসুম কুঞ্জে রোধে যদি গতি,
ঈষৎ প্রবল ভাবে প্রবাহে যেমতি,
দোলয় পল্লব বৃন্ত, কাঁপে ফুল দল,
শিহরে লতিকা দাম করে পরিমল!
শিহরিল নৃপ-সুত বিহ্বল পুলকে
উজলিয়া মঞ্চ দিব্য লাবণ্য ঝলকে,
বিলাস বপন নেত্র সুধা পানে স্থির,
স্পন্দে হৃদি, নাচে প্রাণ, স্বেদার্দ্র শরীর।
সসম্ভ্রমে রাজভট্ট যুড়ি দুই কর,
গাইল কুলজী গীত শ্রুতিসুখকর ;—
"বীর শ্রেষ্ঠ শূরসেন গান্ধারাধীশ্বর,
কৌরবের মাতামহ-কুল-বংশধর,
যেমন মোহন রূপ, বিক্রম তেমন,
বয়সে নবীন কিন্তু বুদ্ধে বিচক্ষণ।
বিশাল গান্ধার রাজ্য রমণীয় স্থান,
ভুবনে অলকানিভ, আনন্দ উদ্যান,
নন্দন-নিন্দিত শোভা অমর-বাঞ্ছিত,
সুধাময় ফল ভারে সদা সুসজ্জিত,
নানা ফল বৃক্ষ যথা, প্রকৃতি কৃপায়
চিরদিন জনগণে অমৃত বিলায়!
লোভেতে বিহ্বল হয়ে বিকল অন্তরে
ভুবনের যত পাখী মিলে বাস করে ;
সঙ্গীতে পূরিত দেশ, বহে সুধাধার,
দ্যু-লোকে অমরাবতী, ভূলোকে গান্ধার!
এ হেন রাজ্যের স্বামী বীরেন্দ্র সুন্দর,
কনৌজনন্দিনি হের বাঞ্ছি তব কর,
রাজ্য, ধন, ঐশ্বর্য্য সমস্ত করি পণ,
তব ধ্যান [illegible] নিরত রাজন।
[illegible] কি কখন
সরসীর স্রোত [illegible]
[illegible]

রঙ্গভরে অঙ্গ ঢালে, সরস লালসে!
সম্মানিয়া শূরসেনে বিনতবদনে,
পদাঙ্গুলি অগ্রভাগ নিরখে নয়নে,
বিভোর চকোর আর ফিরে কি কোথায়?
সাধে পদ নখে কবি চাঁদেরে খেদায়?
ইঙ্গিতে চলিল কুলাচার্য্য অগ্রসরি,
সখীসহ মৃদুভাবে মিলিয়া সুন্দরী
চলিলা, মরাল যথা মদালস ভরে
সরসীর উপকূলে বুলে কেলি করে!
ক্রমে ছাড়াইলা মঞ্চ, সুমেরু এড়িয়া
উদয় গগণে রবি, পুরোদেশ দিয়া
প্রবাহে বিপুল বিভা, পরশি ছায়ায়
মলিন সুমেরু মুখ ঝাঁপে তমসায়!
ছায়ায় ছাইল মঞ্চ, অন্ধ অক্ষিদ্বয়,
নিরাশায় নৃপসুত মৃত কল্প রয়।
উজলিল পুরোমঞ্চ,—অরুণ সংকাশে
উজলে রক্তিমা রাগ পূরব আকাশে,—
আশায় উন্নত আঁখি, স্ফীত বক্ষস্থল,
অনিমেষে নৃপসুত হেরিয়া বিহ্বল!
গাইল কুলজী ভট্ট, "কনৌজ নন্দিনি,
প্রসিদ্ধ পূর্ব্ব পুর—যাহার কাহিনী
বিদিত বৌদ্ধ জগতে রমণীয় স্থান,
ভারতের উপপ্রান্তে চির অধিষ্ঠান।
চির স্বাস্থ্যকর দেশ, নাহি রোগ শোক,
সুখ ভোগে কান্তিপুষ্ট যথাকায় লোক,
যেমন সুন্দর বপু, বীর জনোচিত,
তেমনি আয়ত বক্ষ সদা বীর্য্য স্ফীত,
সকলে সাহসী, ভীরু ধরমে কেবল,
ধরায় অমরাবতী—অদ্বিতীয় স্থল।
এই [illegible] রাজা, ভূপতি তাহার
[illegible]

পরিণয় সূত্রে, স্তব, লালনি বন্ধন
ধন জন, রাজ্য পদ করেন অর্পণ!
চলিলেন কুলাচার্য্য ইঙ্গিত পাইয়া
ঘন ঘটা হতে ছটা সহসা ভাতিয়া,
ক্ষণে আঁধারিল আঁখি, নিরাশে সরমে
স্পন্দহীন মৃগসম পীড়িত মরমে।"
বন্দি ধনঞ্জয়ে বলে, গজেন্দ্র গমনে
চলিলেন পর মধ্যে।—

ভারতে পাশ্চাত্য রাজ্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশের পর)

খৃষ্টীয় শকের ৩২৮ বৎসর পূর্ব্বে আলেকজান্দার (সেকন্দার শাহ) নামে সুবিখ্যাত গ্রীক রাজা ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তিনি সিন্ধু নদের তটস্থ আটক নগরে উপস্থিত হইলেন। তথায় নদ অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অপ্রশস্ত বলিয়া সসৈন্যে সহজে পার হইতে পারিলেন। টাক্সাইলিস (তক্ষশীলেশ) নামে ভারতবর্ষীয় রাজা আলেকজান্দারের শরণাপন্ন হইলেন; কিন্তু পোরস (পুরু) নামে মহা তেজস্বী নরপতি আলেকজান্দারের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ পোরসের অধীনস্থ সৈন্যেরা রাজপুত, ও পর্ব্বতবাসী লোক ছিল। হাইডাসাপস্ বা বিতস্তা নদীর তীরে পোরসের সহিত আলেকজান্দারের ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে পোরস আপনার বীরত্বের পরিচয় দিয়া অবশেষে বন্দী হইলেন। আলেকজান্দার পোরসকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিব?" পোরস বলিলেন "রাজার ন্যায়।" ইহাতে দিগ্‌বিজয়ী সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তাঁহার রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন ও পুরস্কার দিয়া বিদায় করিলেন। হাইড্রাসপিস নদী ত্যাগ করিয়া আলেকজান্দার হাইফেসিস বা শতদ্রু নদীর তটে উপনীত হইলেন। সিন্ধু নদের যে পঞ্চ শাখা আছে, তন্মধ্যে শতদ্রু সকলের পশ্চাতে অবস্থিত। আলেকজান্দারের নিতান্ত অভিপ্রায় ছিল ভাগীরথী তীর পর্য্যন্ত আসেন, কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যরা কোন ক্রমেই অগ্রসর হইতে চাহিল না, সুতরাং রাজাকেও প্রত্যাগমন করিতে হইল। আসিয়া মহাদেশের অন্তঃপাতী পারস্য দেশ, বাবিলন, টায়র ও গাজা ইত্যাদি দেশ সকল আলেকজান্দার জয় করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বাবিলন তাঁহার আসিয়াস্থ অধিকারের রাজধানী হয়। হাইড্রাসপিস নদীর তীরে আলেকজান্দার অত্যুত্তম নৌ নির্ম্মাণোপযোগী কাষ্ঠ পাইয়া তদ্দ্বারা দুই সহস্র প্রকাণ্ড জলযান নির্ম্মাণ করাইলেন, তাঁহার সৈন্যের মধ্যে যাহারা [illegible] ও অন্যান্য বাণিজ্য-প্রিয় [illegible] নিবাসী ছিল, তাহাদিগকে তিনি নৌ-নির্ম্মাণের ভার-

দিয়াছিলেন এবং তাহাদ্বারা পারিপাটীরূপে তাহা প্রস্তুত করিয়াছিল। পরে আলেকজান্দার নূতন প্রদেশস্থ লোকদিগকে আক্রমণ করিলেন। সিন্ধু নদের সাগর সঙ্গম মুখ পর্য্যন্ত নৌকাযোগে আসিতে আলেকজান্দারের নয় মাস লাগিয়াছিল। সিন্ধু নদের পঞ্চ শাখা যে দেশকে বেষ্টিত আছে, সেই দেশের নাম প্যাটলা, তথাকার লোকেরা আলেকজান্দার কর্তৃক পরাভূত হইয়াছিল।

নিয়ার্কস নামে আলেকজান্দারের সেনাপতি সিন্ধু নদের মুখ হইতে সমুদ্রযাত্রা আরম্ভ করিয়া বরাবর সমুদ্রের তীরের নিকট দিয়া নৌ-চালন পূর্ব্বক পারস্য উপসাগর পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। সমুদ্রযাত্রা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে নিয়ার্কস [illegible] খাদ্য দ্রব্যাদির আয়োজন করিয়া লইয়াছিলেন, তাহাতে সংকুলান না হওয়াতে নিয়ার্কস ও তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যনিচয়কে অত্যন্ত ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল। এইরূপে আলেকজান্দার নিয়ার্কসকে সমুদ্র যাত্রায় প্রেরণ করিয়া আপনি সৈন্য সামন্ত লইয়া স্থলপথে যাত্রা করিলেন। গিড্রোসিয়া অর্থাৎ এক্ষণে যে দেশকে মিক্রাণ ও বেলোচিস্থান (বালুকা স্থান) বলে, সেই দেশ দিয়া আলেকজান্দার গিয়াছিলেন। এই স্থলপথের যাত্রাতে আলেকজান্দারকে অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল। গিড্রোসিয়া দেশের রাজধানী হইতে তিনি কারমেণিয়া (কারমান) দেশে গিয়াছিলেন এবং তথায় উপনীত হইবা মাত্র তাঁহার তাবৎ ক্লেশ দূর হইয়াছিল। নিয়ার্কসও আপন সমুদ্র যাত্রা সমাধায় কৃতকার্য্য হইয়া প্রভুর নিকট প্রত্যাগত হইয়াছিলেন।

বাবিলন নগরে আলেকজান্দারের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সেনাপতিরা তাঁহার রাজ্য বিভাগ করিয়া লন, তাহাতে সিলিউকস নামে তাঁহার এক জন সৈন্যাধ্যক্ষ সিরিয়া দেশের অধিপতি হইয়াছিলেন। সিলিউকস জয়াভিপ্রায়ে ভারতবর্ষাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহাতে স্যান্ড্রোকোটস অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্ত নামে প্রাচ্যদেশীয় রাজার সহিত সিলিউকসের যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে সিলিউকস পরাস্ত হইয়াছিলেন। অবশেষে ঐ দুই রাজার পরস্পর বন্ধুতা হওয়াতে সন্ধিবাদি দ্বারা সমরানল নির্ব্বাপিত হইল। চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীর নাম পাটলীপুত্র অর্থাৎ পাটনা। সিলিউকস ঐ পাটলীপুত্রে এক জন দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহার নাম মিগাস্থিনিস। পাটলীপুত্র দৈর্ঘে পাঁচ ক্রোশ ও প্রস্থে এক ক্রোশ এবং তন্মধ্যে পাঁচ শত ৭৪টা উচ্চ দুর্গ ছিল। পাটলীপুত্রের চতুর্দ্দিকে একটা প্রকাণ্ড পয়োনালা ছিল, তাহার গভীরতা ত্রিশ হস্ত, আর ঐ নগরে প্রবেশ করিবার

নিমিত্তে ৬০টা প্রবেশ দ্বার ছিল। চন্দ্রগুপ্তের অধীনে চারি লক্ষ সৈন্য ছিল, তন্মধ্যে বিংশতি সহস্র অশ্বারোহী, তাঁহার রণ রথের সংখ্যা দুই সহস্র।

এপর্য্যন্ত ব্যাকট্রিয়া দেশ সিরিয়া দেশের অধীনে ছিল, কিন্তু খৃষ্টীয় শকের প্রারম্ভের ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে থিওডোটস নামে এক ব্যক্তি সিরিয়ার অধীনতা শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া স্বয়ং স্বাধীন রাজা হইলেন, সেই থিওডোটস ব্যাকট্রিয়া রাজ্যের প্রথম স্বাধীন রাজা, কিন্তু খৃষ্টীয় শকের এক শত পঞ্চবিংশতি বৎসর পূর্ব্বে ব্যাকট্রিয়া দেশ স্কুথিয় অর্থাৎ স্কেটি জাতিদের পদতলে দলিত হইয়াছিল।

পঞ্জাব প্রদেশের অন্তঃপাতী মাণিক্যালয় নগরে অনেক পূর্ব্বতন মুদ্রাদি পাওয়া গিয়াছে, সেই মুদ্রাদি নিরীক্ষণ দ্বারাও পুরাবৃত্তসূচক অনেক জ্ঞানের উপলব্ধি হইয়াছে। ঐ সমস্ত মুদ্রাদির দুই পৃষ্ঠ দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে কোন কোন মুদ্রাতে গ্রীক এবং ভারতবর্ষীয় চিহ্নাদি দেদীপ্যমান আছে ও আর আর মুদ্রাতে গ্রীক এবং স্কুথিয় চিহ্নাদি দেদীপ্যমান আছে। কোন কোন মুদ্রাতে আবার আণ্টান, সিজার ইত্যাদি রোমীয় শাসনকর্ত্তাদের প্রতিমূর্ত্তি জাজ্বল্যমান রহিয়াছে; কিন্তু রোমীয় লোকেরা যে ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিল এমন বোধ হয় না, রোমীয় লোকেরা বাণিজ্যার্থেই ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। রোমানেরা ভারতবর্ষ হইতে কার্পাস ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত, সুতরাং ভারতবর্ষের মধ্যে যে রোমীয় মুদ্রা পাওয়া যাইবে ইহাতে বিচিত্র কি?

স্ত্রী স্বাধীনতা।

বামাবোধিনীর পরিচিতা লেখিকা কোন হিন্দুমহিলার লিখিত এই প্রবন্ধটী আমরা সাদরে প্রকাশ করিলাম, অন্যান্য ভগিনীগণ এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া তাঁহাদিগের মনোগত ভাব ব্যক্ত করিলে আমরা সুখী হইব।

বর্ত্তমান সময়ে অনেক সহৃদয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ নারীজাতির চির পরাধীনতার মনে কষ্ট অনুভব করিয়া তাঁহাদিগকে স্বাধীনতার সুখময় প্রশস্ত ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিতে মনস্থ করিয়াছেন। ইহা খুব সুখেরই বিষয়; কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা লাভের অগ্রে তাঁহাদিগকে এই উন্নত অধিকার প্রদান করাতে তাঁহারা স্বাধীনতার প্রকৃত ভাব ও প্রকৃত মূল্য বুঝিতে না পারিয়া অনেকস্থলে অমূল্য ধন স্বাধীনতার অপব্যবহার করিতেছেন। বলিতে কি, অনেক স্ত্রীলোক স্বাধীনতা সম্বন্ধে এইরূপ বুঝিয়াছেন যে, কেবল প্রকাশ্যস্থানে গমন ও যথেচ্ছা-

চরণই স্ত্রী স্বাধীনতা। প্রকৃত স্বাধীনতার সম্মান রাখিতে পারা—উপযুক্ত সুশিক্ষা ও প্রভূত মানসিক বল-সাপেক্ষ। মানুষ কখন প্রকৃত স্বাধীনতার অধিকারী হয়? যখন অতুলনীয় সাহস ও বীরত্বের সহিত আত্মীয় স্বজনের অনুচিত আদেশ ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে, সমাজের অনুচিত শাসনের বিরুদ্ধে ও অসাধু প্রবৃত্তি সমূহের বিরুদ্ধে অবিচলিত পদে দণ্ডায়মান থাকিতে পারে, তখনই মানুষ প্রকৃত স্বাধীনতার অধিকারী হয়। এখন উক্তরূপ স্বাধীনতার অধিকারী হওয়া যে হৃদয়ের দেবভাব ও সুশিক্ষা সাপেক্ষ, তাহা অনেক স্ত্রীস্বাধীনতার পক্ষপাতী মহাশয়গণ ভুলিয়া যান। এ দিকে তাঁহারা স্ত্রীস্বাধীনতা স্ত্রীস্বাধীনতা করিয়া ব্যতিব্যস্ত, কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ শিক্ষার পথে কণ্টক রোপণ করিতে ত্রুটি করেন না। স্ত্রীলোকেরা যে স্বাধীনতার সহিত নিজ নিজ শক্তি, ইচ্ছা, ও অবস্থানুসারে শিক্ষা করিবেন তাহাতে তাঁহারা অসম্মত। শিক্ষা, জীবনের একটী গুরুতর বিষয় আর শিক্ষাতেই স্বাধীনতার প্রকৃত ভাব হৃদয়ঙ্গম হয় এবং স্বাধীনতার পথে চলিবার উপযোগী সাহস প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে শিক্ষা—হৃদয়োন্নতি বিধায়িনী, মনুষ্য-জীবন প্রকাশকারিণী, যথার্থ স্বাধীনতা প্রদায়িনী, সেই শিক্ষা সম্বন্ধেই যদি স্বাধীনতা না দেওয়া হইল, তবে আর স্ত্রীস্বাধীনতা স্ত্রীস্বাধীনতা করিয়া বৃথা আড়ম্বর করিবার কিছুই প্রয়োজন দেখা যায় না।

বর্ত্তমানে কতকগুলি নারীকে স্বাধীনতার অপব্যবহার করিতে দেখিয়া অনেকেই স্ত্রীস্বাধীনতাকে এক ভয়ানক ঘৃণার্হ ও অমঙ্গলজনক ব্যাপার ভাবিয়া উহা হইতে বিরত থাকিবার জন্য সকলকে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। অনেক নব নারী স্বাধীনতার যথার্থ ব্যবহার করেন না বলিয়া কি স্বাধীনতাকে মন্দ পদার্থ বলিতে হইবে? অনেক জ্ঞানী কুজ্ঞানীর ন্যায় কার্য্য করেন বলিয়া যেমন জ্ঞানের কিছুমাত্র অপরাধ নাই, তেমনি অনেকে স্বাধীনতার অপব্যবহার করেন বলিয়া পদার্থ উচ্চ বিমল স্বাধীনতার কিছুমাত্র অপরাধ নাই। অশিক্ষিতা ও স্বাভাবিক পবিত্র ভাবোচ্ছ্বাস-বিহীনা নারীগণকে স্বাধীনতা প্রদান করিলে ত মন্দ ফল হইবেই। পশুর পক্ষে বহুমূল্য রত্নমালার মর্য্যাদা বুঝিতে না পারা কিছুই আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। কিন্তু যাঁহারা পশুর গলায় রত্নমালা ঝুলাইয়া দেন, তাঁহারাই আশ্চর্য্য লোক। যথার্থ সুশিক্ষিতা নারী যে, প্রকৃত মনুষ্যত্ব-সাধক স্বাধীনতার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে ও তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবেন না, ইহা আমরা কখনই বিশ্বাস করিতে পারি না। পৃথিবীতে অনেক নরনারী কামনার বশবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্ম সাধন করেন বলিয়া নিষ্কাম ধর্ম্ম সাধ-

নের স্বর্গীয় ভাব কোন মনুষ্যেরই থাকিতে পারে না; এ বিচার যেমন, অনেক নারীর হৃদয়ে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সতীত্বের ভাব নাই বলিয়া সতীত্বের পূর্ণ আদর্শ সকল নারীর হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে, এ অনুমান যেমন, তেমনি অনেক নারী স্বাধীনতার যথার্থ ব্যবহার করিতে পারিতেছেন না বলিয়া সুতরাং নারীজাতি আদৌ প্রকৃত স্বাধীনতার ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে কোন কালেই পারিবে না, অতএব তাহাদিগকে স্বাধীনতা প্রদান করা কর্ত্তব্য নয়— এ মতও তেমনি অসার ও অযৌক্তিক সন্দেহ নাই।

অনেক নারীহিতৈষী মহোদয়গণ নারীজাতিকে স্বাধীনতা প্রদান করা কর্ত্তব্য বলিয়া থাকেন, কিন্তু নারীগণকে নিজ নিজ জীবনের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য শুভাশুভ নির্ণয় করিবার ভারার্পণ করেন না। আমাদের মতে উক্ত ভার সুশিক্ষিতা নারীগণের উপর অর্পিত হইলেই ভাল হয়। কারণ শিক্ষিত মানুষ নিজে যেমন নিজ জীবনের ভাল মন্দ—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য শুভাশুভ বিচার করিতে সক্ষম, তেমন অপরের বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। যিনি জ্ঞানভূষিত পবিত্র হৃদয় লইয়া নিজ বিচারিত পথে অবিরাম চলিতে পারেন, তিনিই ত প্রকৃত স্বাধীন নামের যোগ্য অমরত্ব প্রার্থী জীব। আর অন্ধভাবে অপরের প্রদর্শিত পথে গমন করিলেই ঘোর বিপদসাগরে নিমগ্ন হইবার সম্ভাবনা। শিক্ষা—জীবনের একটী প্রধানতম বিষয়, তাহাতে ত এদেশীয় নারীগণের স্বাধীনতা নাই, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে স্ত্রীস্বাধীনতার প্রসঙ্গক্রমে আর একটী কথা উত্থিত হইল—যে বিষয় লইয়া সময়ে সময়ে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ আন্দোলন করিয়া থাকেন—ইহা বিধবার পত্যন্তর গ্রহণ সম্বন্ধে বিচার। পতি বিয়োগ—নারী জীবনের একটী সুমহৎ গুরুতর ও ভয়ানক অবস্থা বিপর্য্যয়কারী ঘটনা সন্দেহ নাই। ঈদৃশ ঘটনার পর কোন্ নারীর মনের অবস্থা কিরূপ হয়, কোন নারীর মনের গতি কোন্ দিকে প্রধাবিত হয়, তাহা কে বলিতে পারে? আমাদিগের মতে এ সম্বন্ধেও বিধবা নারীগণকে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীনতা প্রদান করা কর্ত্তব্য। যে পুণ্যবতী বিধবা পবিত্রহৃদয়, নারী পতিবিয়োগানন্তর ব্রহ্মচর্য্য পালনেই সুখী—মৃতপতির গুণ স্মরণে আবৃত পবিত্র স্মৃতিই যাঁহার হৃদয়ের অলঙ্কার—উন্নত উন্নত চিন্তা—ভূমা মহানের চিন্তা যাঁহার জীবনের ব্রত, তাঁহার ত এ সম্বন্ধে স্বাধীনতা আছেই। সহস্রবার সমাজ-বিধি উলটাইয়া গেলেও তাঁহার স্বাধীনতা কেহ হরণ করিতে পারিবে না। কিন্তু যে বিধবা নারী সমাজ শাসনের অনুরোধে ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, কিন্তু মনে মনে দেশকে ও দেশীয় সমাজ শাসনকে অতি নিন্দ-

নীয় মনে করিয়া "এ হতভাগ্য দেশে কেন জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম—চিরদিন এ দশা অবস্থায় থাকিতে হইল" বলিয়া আক্ষেপ করেন, সে নারীকে ধরে ধর্ম্ম শিখাইয়া ব্রহ্মচর্য্য পালনে নিযুক্ত করায় যে কি সুখ ও আনন্দ লাভ হওয়া যায় ও উক্তরূপ ব্রহ্মচর্য্য পালনে যে কি ফল, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। তাই বলিতেছিলাম এ সকল বিষয়েও মেয়েদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকা উচিত। বর্ত্তমানে অনেক নারী বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন, যদিও এখনও তাঁহারা তেমন শিক্ষিতা হন নাই, তবু হইবার আশা হইতেছে, আবার যখন এখনকার নব্য পিতারা "কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক" এই ন্যায় বাক্য পালন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তখন দূরবর্ত্তী ভবিষ্যতে যে প্রায় সমস্ত ভারতনারীই সুশিক্ষিতা হইয়া উঠিবেন ও চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যে পরিশুদ্ধা থাকিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা হইলে এই সকল সুশিক্ষিতা নারীকে কি স্বাধীনভাবে তাঁহাদের নিজ নিজ জীবনের শুভাশুভ—কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার করিবার ভারার্পণ করা কর্ত্তব্য নয়?

স্বাধীনতার তুল্য গৌরবাস্পদ ও মনুষ্যত্ব-সাধক পদার্থ আর কি আছে? স্বাধীনতা বিহীন হইয়া স্বর্গসুখও কেহ বাসনা করে না। প্রকৃত স্বাধীনভাবে যদি একটী সামান্য সাধুকার্য্যও অনুষ্ঠিত হয়, তাহার ফল অব্যর্থ ও তাহাই প্রকৃত পুণ্যজনক। আজ তুমি স্বাধীনভাবে দয়ার্দ্র চিত্তে কোন দুঃখীকে একটী পয়সা দান কর, কিম্বা তাহার একদিনের আহারের ব্যবস্থা করিয়া দাও, দেখিবে তোমার হৃদয় উন্নতি সোপানের এক ধাপ উচ্চে উঠিয়াছে, কত পবিত্রতা গাম্ভীর্য্য উপার্জ্জন করিয়াছে, কত বিমল আত্মপ্রসাদ উপভোগ করিতেছে—কারণ তাহা যে স্বাধীনভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আর যদি তুমি স্বার্থ উত্তেজনাধীন হইয়া লক্ষ মুদ্রা দান করিলে দেখিবে অন্তরের সে উচ্চতা পবিত্রতা হৃদয়ে নাই—সে বিমল আত্মপ্রসাদ হৃদয়ে নাই; বরং নীচ স্বার্থ উত্তেজনার অধীন হইয়া কার্য্য করিয়াছ বলিয়া কতক পরিমাণে মনুষ্যত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছ। তাই স্বার্থ উত্তেজনাধীন ভক্তি, প্রেম, বিনয়, দয়া, ক্ষমা, নিতান্তই অসার ও অচিরস্থায়ী। প্রকৃত স্বাধীনতা দ্বারা মনের বল ক্রমশ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। যিনি অন্তর বাহিরের সর্ব্বপ্রকার অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার হৃদয় অনির্ব্বচনীয় শান্তি ও আনন্দের আধার হইয়া চির স্ফূর্তি সম্ভোগ করে। প্রকৃত স্বাধীন ব্যক্তি পর্ব্বতের ন্যায় অটল, অসাধু প্রবৃত্তির প্রবল বন্যা, অবমাননার অসহ্য বজ্র-নিন্দার ভীষণ ঝটিকা তাঁহাকে নিজ স্থান হইতে বিচলিত করিতে পারে না। মনুষ্য প্রকৃত

স্বাধীনতায় দেবত্বের, মহত্বের ও প্রকৃত পক্ষে সৌভাগ্যের অধিকারী হয়।

অধীন মনুষ্যের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, তাহার উন্নতির পথ একপ্রকার রুদ্ধ বলিলেই হয়। সে ব্যক্তি ক্রমাগত মিথ্যাচার করিয়া করিয়া আপনাকে বিনাশের পথে লইয়া যায়, সেই মানব গুরুজনের অন্যায় আদেশের, সমাজের অন্যায় শাসনের ও অসাধু প্রবৃত্তি সমূহের পদতলে পড়িয়া নিষ্পেষিত হইতে থাকে ও চিরদিনের জন্য বিমল আত্মপ্রসাদকে বিদায় দিয়া দিন দিন ম্রিয়মাণ ও অবসাদ প্রাপ্ত হয়। কি বাহ্য জগতের কি অন্তর্জগতের—অন্যায় অধীনতা স্বীকার করিলেই দুঃখ ও অবনতির করালগ্রাসে পতিত হইতে হয়।

স্বাধীনতা ও যথেচ্ছাচার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ। একটি অতুল গৌরবান্বিত ও পরম শ্রদ্ধার সামগ্রী, অপরটী পশুত্বসাধক ও যারপর নাই ঘৃণার্হ। যেমন অলসকে শান্তস্বভাব, কৃপণকে মিতব্যয়ী—অহঙ্কৃতকে আত্মমর্য্যাদা বিশিষ্ট—নীচ আনন্দে আনন্দিতকে প্রফুল্লচিত্ত এবং স্বার্থপর কপট স্তুতিকারক ব্যক্তিকে মিষ্টভাষী বলিতে পারা যায় না; তেমনি যথেচ্ছাচারী ব্যক্তিকে কখনই স্বাধীন বলিতে পারা যায় না। বিবেচনা করিয়া দেখিলে অকুণ্ঠিতচিত্তে অপ্রিয় সত্য ব্যবহার করাই প্রকৃত স্বাধীনতা, কিন্তু যাহাকে আমি প্রিয় সত্য বলিয়া মনে করিতেছি, তাহা যথার্থ সত্য পদার্থ কি না, তাহার বিচার জন্য বিশেষ বিবেচনা ও সুমার্জ্জিত জ্ঞান আবশ্যক করে। তন্নিমিত্ত সুশিক্ষিতা নারীগণকেই স্বাধীনতা প্রদান করা কর্ত্তব্য, কারণ তাঁহারাই ন্যায়ান্যায় ধ্রুব অধ্রুব সত্যাসত্য বিচারে পারদর্শিনী। প্রকৃত স্বাধীনতা রক্ষাকারিণী নারী পরম শ্রদ্ধাস্পদ ও তাঁহার স্বর্গীয় জীবন সমস্ত নারীর আদর্শস্থল।

বর্ত্তমানে যে দিন উন্নতচরিত্র নারীহিতৈষীগণ নিজ নিজ অন্তঃপুরস্থা শিক্ষিতা মহিলাগণকে নিম্নলিখিত কথাগুলি মুক্ত হৃদয়ে বলিতে পারিবেন যে, "তোমাদিগকে চতুঃপ্রাচীরে বদ্ধ রাখিয়াছি এই জন্য যে তোমাদের পূত চরিত্রের মর্য্যাদা বুঝিবার—তোমাদের পবিত্র দেহ পানে চাহিবার যোগ্য পবিত্র চক্ষু অতীব বিরল; তোমাদের দেহ অবরোধে থাকুক, কিন্তু তোমাদের প্রাণ বিহঙ্গ স্বাধীনতার প্রমুক্ত আকাশে সদা বিচরণ করিয়া ক্রমে ক্রমে স্ফূর্ত্তি ও বল লাভ করুক। তোমরা যত দূর বিদ্যা শিক্ষা করিতে বাসনা কর, তোমাদের ইচ্ছা, শক্তি, ও অবস্থানুসারে তত দূর শিক্ষা কর, তাহাতে আমাদের কিছু মাত্র আপত্তি নাই। যদি তোমাদের কোন শান্তিময় পবিত্র স্থানে যাইবার বাসনা হয়, তাহা হইলে আমরা তোমাদিগকে সঙ্গে করিয়া দেখাইয়া শুনাইয়া আনিব, তোমাদের সে বাসনা মনেতেই বিলীন হইবে না। আমাদের কো-

দোষ কিম্বা ত্রুটী দেখিলে মুক্তকণ্ঠে সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিবে তাহাতে আমরা কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট হইব না, বরং তোমাদের স্বাধীনতার শক্তি দেখিয়া সুখী ও উপকৃত হইব। কখনও জীবনে অপ্রিয় সত্য ব্যবহার করিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হইবে না, কিন্তু সেই অপ্রিয় সত্যটী যথার্থ সত্য পদার্থ কিনা, সেইটী বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিবে। এইমাত্র তোমাদের প্রতি আমাদের অনুরোধ”।—সেই দিন বুঝিতে পারা যাইবে যে, নারীহিতৈষী মহাশয়গণের নারী জাতিকে স্বাধীনতা প্রদান করিবার প্রকৃত ইচ্ছা আছে।

উপসংহারে নারীহিতৈষী কৃতজ্ঞতা-ভাজন মহাত্মাগণের প্রতি বিনীত নিবেদন এই যে, আপনারা শিক্ষিতা মহিলাগণকে স্বাধীনতা প্রদান করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইবেন না। সাধারণতঃ শিক্ষিতা নারী কর্ত্তৃক স্বাধীনতার অবমাননা হইবার সম্ভাবনা নাই, যদি কচিৎ দুএকজন দ্বারা স্বাধীনতার অপব্যবহার হয়, তাহা ভয়ানক বিড়ম্বনা ও সেই নারীর শিক্ষা যে সুশিক্ষা নয় ইহাই বুঝিতে হইবে। সুশিক্ষিতা নারী স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার করিয়া—চিন্তা, বাক্য ও কার্য্যের বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়া চলিয়া—তাঁহাদের সন্তান সন্ততি ও সমস্ত সাধারণ রমণীগণের আদর্শ স্থান হইয়া জীবন সার্থক করিবেন, এবং আপনারাও স্বাধীনতাপ্রাপ্ত শিক্ষিতা নারীগণের ইচ্ছার গতি আজীবন পবিত্রতাভিমুখেই চলিতেছে দেখিয়া যার পর নাই সুখী ও আনন্দিত হইবেন সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালা প্রবচন।

(২৬০ সংখ্যা ১৫৬ পৃষ্ঠার পর)

ঘ

২৩১ ঘড়ীকে ঘোড়া ছোটে।

২৩২ ঘণ্টা বাজয়ে দুর্গোৎসব,
ইতুল পূজোয় ঢাক।

২৩৩ ঘন দুধের কোঁটা
আর বড় মাছের কাঁটা।

২৩৪ ঘর চোরে পার নাই।

২৩৫ ঘর জ্বালানে, পর ভুলানে।

২৩৬ ঘর থাকৃতে বাবুই ভেজে।

২৩৭। ঘর পোড়া গোরু
সিন্দুরে মেঘ দেখে ডরায়।

২৩৮ ঘর পোড়ার কাঠ।

২৩৯ ঘর বাঁধবে ছাইবে না,
ধার দেবে চাইবে না।

২৪০ ঘরমুখো বাঙ্গালী,
রণমুখো সিপাই।

২৪১ ঘর সন্ধানে রাবণ নষ্ট।

২৪২ ঘরে নাই ভাত,
কোঁচা তিন হাত।

২৪৩ ঘরে নাই অন্ন রাঙ্গা,
পরের বাড়ী কোঁচা লম্বা।

২৪৪ ঘরে বসে রাজার মাকে ডাইন বলা।

২৪৫ ঘরে ভাত নাই, ঘরে ঘটি নাই।

২৪৬ ঘরেতে ছুঁচোর কীর্ত্তন,
বাহিরে কোঁচার পত্তন।

২৪৭ ঘরের ইঁদুরে বাঁধ কাটিলে
ধরে রাখে কে?

২৪৮ ঘরের লক্ষ্মী থাকিতে দেখিতে নাই,

২৪৯ ঘরের গাছে পেট কাঁদে।

২৫০ ঘরের ভাত খেয়ে
বনের মোষ তাড়ান।

২৫১ ঘরের ঢেঁকী কুমীর।

২৫২ ঘরের মধ্যে আল পথ।

২৫৩ ঘষিতে ঘষিতে প্রস্তরও ক্ষয় হয়।

২৫৪ ঘরে মেয়ে কনে,
আনে পোরে ঘরে খেলনা।

২৫৫ ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখনি।

২৫৬ ঘুমন্ত বাঘকে চিতিয়ে তোলা।

২৫৭ ঘুঁটে কুড়ানীর বেটা,
ভাঙ্গা গাঁয়ের মোড়ল।

২৫৮ ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাঁসে।
তোমার একদিন আছে শেষে।

২৫৯ ঘোল কুল কলা,
তিন নষ্ট গলা।

২৬০ ঘোড়া দেখে খোঁড়া।

২৬১ ঘোড়া ভেড়ার এক দর।

২৬২ ঘোড়া হলে চাবুক হয়।

২৬৩ ঘোড়ার ঘাস কাটা।

চ

২৬৪ চক্ষের বালী।

২৬৫ চক্ষু থাকিতে অন্ধ।

২৬৬ চটকপত্র মাথায় ঝাঁপ শক্তধা।

২৬৭ চড় মেরে গরু।

২৬৮ চতুর্থীর ফঙ্কুর।

২৬৯ চতুরের কাছে চতুরালী।

২৭০ চন্দ্র সূর্য্য অস্ত গেল
জোনাকী ধরে বাতী।

২৭১ চরণে ম[illegible]

২৭২ চলেছি বাণিজ্যে,
কপাল চলেছে সঙ্গে।

২৭৩ চাউল নাই তাতে ভাত চড়াও।

২৭৩ চাপ পড়লেই বাপ।

২৭৪ চাল কড়ার চড়ুই পাখী,
চণ্ডীর ধূপে বাসা।

২৭৫ চাঁদপাতি দাঁতের কাছে

২৭৫ চাঁদের বর কি?
না, মামার ভাতে আছে।

২৭৬ চালুনি বলেন ছুঁচ ভাই,
তোর পাছে কেন ছেঁদা?

২৭৭ চাষা কি জানে মদের স্বাদ?

২৭৮ চাষার গাদ কাঠের ঢেঁকির।

২৭৯ চিড়ে কাচকলা।

২৮০ চিড়ের বাইশ ফের।

২৮১ চিরদিন সমান না যায়।

২৮২ চিলকে বিল দেখাতে নাই।

২৮৩ চিল পড়লে কুটাগাছটাও নে যায়।

২৮৪ চিংড়ি মাছ খেয়ে রবিবার নষ্ট।

২৮৫ চুল চিরে বিচার।

২৮৬ চুল নাই তার খোপা বাঁধা।
২৮৭ চুলের সাঁকো, ক্ষুরের ধার।
২৮৮ চেনা বামুনের পৈতার দরকার নাই।
২৮৯ চেষ্টার অসাধ্য কাজ নাই।
২৯০ চৈতে চৈত কাদড়ী.
বৈশাখে ঝেঁতলামুড়া।
২৯১ চোর পলালে বুদ্ধি বাড়ে।
২৯২ চোরবিদ্যা বড় বিদ্যা,
যদি না পড়ি ধরা। [illegible]
২৯৩ চোরা চায় ভাঙ্গা বেড়া।
২৯৪ চোরার মন বোচকার কোন।
২৯৫ চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।
২৯৬ চোরের উপর বাটপাড়ী।
২৯৭ চোরের [illegible] করে,
ভুঁয়ে ভাত খাও।
২৯৮ চোরে কামারে দেখা নাই,
সিঁদকাটী গড়ে।
২৯৯ চোরে চোরে মাসতুত ভাই।
৩০০ চোরের ধন বাটপাড়ে খায়।
৩০১ চোরের মার কান্না।
৩০২ চোরের রাত্রিবাসই লাভ।
৩০৩ চৌঘড়ীমাত দেখিয়ে দেবে।
৩০৪ চৌকীদারী কি ঝকমারী,
মার খেতে প্রাণ গেল।
৩০৫ চৌদ্দ শাকের মধ্যখানে
ওল পরামানিক।
৩০৬ চ্যাঙ যায়, ব্যাঙ যায়,
খলসেপুঁটী বলে, আমিও যাই।

নিত্য পঞ্জিকা।

আশ্বিন।

১। জ্ঞানবল শারীরিক বল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আবার তার অপেক্ষা চরিত্র বল, আবার তাহার অপেক্ষা ধর্ম্ম বল—"বলং বলং ব্রহ্ম [illegible]"

২। যাহা কিছু [illegible] তাহাই কৃত্রিম—কৃত্রিম উপায়ে কেহ সত্য বস্তু লাভ করিতে পারে না। সত্যের সাহায্যেই সত্যকে পাওয়া যায়।

৩। মানুষ একাকী এই পৃথিবীতে আসিয়া পাছে মারা যায়, এই জন্য ঈশ্বর বিবেক, বৈরাগ্য, দয়া, ভক্তি প্রভৃতি কতকগুলি দেবদূত ও দেব কন্যাগণকে তাহার সহায় করিয়া দিয়াছেন। যে তাঁহাদের পরামর্শে চলে, তাহার কখনও দুর্গতি হয় না।

৪। যে বীজ জীবনী শক্তি হীন, উত্তম মৃত্তিকাতে তাহা পুতিয়া তাহার উপর শত কলস জল দেও, সূর্য্যের উত্তাপ ও আকাশের বায়ুর সাহায্য দশ বৎসর ধরিয়া তাহার উপর ফেল, কিছুতেই তাহা অঙ্কুরিত হইবে না। উপদেশ জীবন্ত না হইলে মানব হৃদয়ে তাহার কার্য্য হয় না।

৫। পিতা মাতা এই পৃথিবীতে প্রত্যক্ষ দেবতা, কুল পাবন সৎপুত্র সর্ব্বদা তাঁহাদের সেবা ভক্তি ও প্রিয় আচরণ করিবেক।

৬। পিতা ঈশ্বরের প্রতিনিধি হইয়া পরিবার রক্ষা করেন। তাঁহার মহত্ত্বের পরিমাণ কে করিবে?

৭। মাতা নিঃস্বার্থ প্রেমের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। মাতার স্তনদুগ্ধের একটী ধারার ঋণ সন্তান যাবজ্জীবনেও পরিশোধ করিতে পারে না।

৮। ভাই ভগিনীর সম্বন্ধ অতি মধুর, ভ্রাতৃহিতৈষা উৎসব চিরস্থায়ী হইয়া ভগিনীর প্রাণের ভালবাসা ভাইকে বিলাইতে থাকুক। কিন্তু ভাইয়ের প্রাণও তেমনি কোমল হওয়া চাই। ভগিনীর প্রতি অনুরূপ ভালবাসার পরিচয় দিয়া ভাই যেন আপনার মনুষ্যত্ব প্রদর্শনে কখনও বিমুখ না হন।

৯। এক এক পরিবার চারা গাছ সকল তৈয়ার করিবার এক একটী ক্ষুদ্র বাগান। চারা বাগানের বৃক্ষগণ বড় হইয়া এক বৃহৎ উদ্যান হয়। কালে সমুদায় মনুষ্য পরিবার উন্নত হইয়া এক বৃহৎ পরিবার হইবে, প্রত্যেক মনুষ্য অপর সকল মনুষ্যের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইবে এবং এক পিতার পরিবারভুক্ত হইয়া ভ্রাতৃবৎ সকল মনুষ্যের সেবায় নিযুক্ত হইবে।

১০। প্রেমের আরম্ভ গৃহ হইতে, কিন্তু সমুদায় সংসারকে আলিঙ্গন না করিয়া তাহা ক্ষান্ত হইতে পারে না।

সঙ্গীত।

ওহে (তুমি) প্রাণজুড়ান ধন,
প্রাণান্তে তোমায় যেন ভুলি না কখন।
রাখ্‌ব তোমায় হৃদয় ঘরে, যতনে আদর
ক'রে, প্রেম ভক্তি উপহারে পূজিব চরণ।
তোমা ধনে হয়ে ধনী, সুখ দুখ তুচ্ছ গণি,
আনন্দে দিবা রজনী করিব যাপন।

আখ্যান মালা।

১। কাউণ্টেস ডেসমণ্ড।

ইংলণ্ডেশ্বর ৪র্থ এডওয়ার্ডের রাজত্ব-কালে ডেসমণ্ডের আরলের সহিত কাথারিণ ফিটজিরাল্ড নাম্নী এক রমণীর বিবাহ হয়। তাঁহার ন্যায় সুন্দরী, প্রফুল্ল-চিত্ত ও সামাজিক স্ত্রীলোক অতি বিরল। তাঁহার ন্যায় দীর্ঘজীবনও অল্প নারীর ভাগ্যে ঘটিয়াছে। তিনি ১৪৫ বৎসর জীবিত ছিলেন, ১০০ বৎসর বয়সেও তিনি আমোদপ্রিয় সমাজে মিশ্রিত হইয়া বালি-

কার ন্যায় উৎসাহের সহিত নৃত্য* করিতেন এবং তখনও সাধারণে তাঁহার সৌন্দর্য্য ও ভব্যতার প্রশংসা করিত। গ্লষ্টারের ডিউক যিনি ৩য় রিচার্ড নাম ধারণ করিয়া ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তিনি বাল্যকালে ইঁহার নৃত্যের সহচর ছিলেন, তৎপরে ইংলণ্ডে কত রাজা রাজত্ব করেন, কত ঘোরতর যুদ্ধ বিপ্লব হয়, বৃদ্ধা রমণী এ সকলের সাক্ষী হইয়াছিলেন। ১৪০ বৎসর বয়সেও ইনি বিলক্ষণ সবল ছিলেন। তখন উপসাগর পার হইয়া ব্রিষ্টল এবং তথা হইতে লণ্ডন নগরে উপস্থিত হইয়া আপনাদিগের বিষয় সংক্রান্ত এক অভিযোগ ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম জেম্‌সের নিকট উপস্থিত করেন এবং রাজপ্রসাদ লাভে কৃতকার্য্য হন। তাঁহার স্বামী ডেসমণ্ডের দ্বাদশ আরল ছিলেন, স্বামীর মৃত্যুর পর একাদিক্রমে আরও কত জন আরল হন, তিনি তাহাদিগের সহিত একত্রে জমীদারী ভোগ করেন এবং কাগজপত্রে আপনার নাম স্বাক্ষর করেন। শেষদশায় তাঁহার বংশধরেরা জমীদারী খোয়াইয়া বসেন, তাহাতে তিনি দুঃখের অবস্থায় পতিত হন। তথাপি বৃদ্ধবয়সে জমীদারীর কতক অংশ উদ্ধার করিয়া যান।

২। ম্যাডাম এলিজেবেথ।

১৭৯২ সালের ২০এ জুন পারিস নগরের সাধারণ লোক উন্মত্ত হইয়া রাজভবনে প্রবেশ করে এবং ফ্রান্স-সম্রাট ১৬শ লুইর মহিষীকে অবমানিত করিবার জন্য তাঁহার অন্বেষণ করিতে থাকে। সম্রাটের ভগিনী এলিজেবেথ তাহাদিগের হস্তে আপনাকে ধরা দেন। তাহারা তাঁহাকেই রাজমহিষী বোধে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক টানিতে থাকে। তখন এক দাসী "ইনি ত রাণী নন," বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলে বিদ্রোহীরা তাঁহাকে ছাড়িয়া রাজমহিষীকে খুঁজিতে গেল। এলিজেবেথ ভ্রাতৃবধূর প্রাণ ও মান রক্ষার্থ আত্মবিসর্জ্জনে প্রস্তুত ছিলেন, তিনি তখন দাসীকে ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে বিদ্রোহীরা সম্রাট ও মহিষীকে হত্যা করিয়া অবশেষে এই মহাশয়া রমণীরও বধ সাধন করে।

৩। বিবী ফ্রান্সিস সেরিডেন।

ইংলণ্ডের অসাধারণ বক্তা সেরিডেনের নাম ইতিহাসে অনেকেই পাঠ করিয়াছেন। ইনি ভারতবাসীর পক্ষ হইয়া দুর্বৃত্ত গবর্ণর-জেনারল হেষ্টিংসের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে মন্ত্রমুগ্ধ করেন। এই বক্তার জননীর বিবাহ অতি আশ্চর্য্য রূপে সম্পন্ন হইয়াছিল। ইহাঁর পিতা ফ্রান্সিস সেরিডেন ডবলিনে থিয়েটার ঘটিত প্রশ্ন লইয়া বাদানুবাদ করিতেছিলেন, সেই সময়ে এক খানি সুন্দর পুস্তিকা প্রচারিত হইয়া তাঁহার কার্য্যের অনেক সহায়তা করিয়া। এই পুস্তিকা

* নৃত্য করা ইংলণ্ডের ভদ্রকামিনীদিগের মধ্যে একটী গুণ বলিয়া গণ্য। উৎসব উপলক্ষে সম্রাজ্ঞী ও রমণীগণ [illegible] নৃত্য করিয়া থাকেন।

লিপিকা কে তাঁহার সাহায্য করিল, অনুসন্ধান করিতে করিতে জানিলেন, ইনি একটী যুবতী। উভয়ে পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎকারে অতিশয় প্রীত হইয়া বিবাহ সূত্রে বদ্ধ হইলেন।

৪। কুমারী বর্ণী।

কুমারী বর্ণী পরে মাডাম ডি আবলে নামে বিবাহিতা হন। ইঁহার বয়স যখন ১৭ বৎসর মাত্র, তখন ইনি 'এভিলেনা' নামে প্রসিদ্ধ উপন্যাস লিখিয়া পিতার অজ্ঞাতসারে প্রচার করেন। তৎপরে পিতা ডাক্তার বর্ণী পরিবারদিগকে চেসিংটনে এক কুটুম্বের বাটীতে রাখিয়া লণ্ডন নগরে কোন কার্য্যোপলক্ষে গমন করেন। তথায় বিবশ [illegible] পরিবারদিগের আমোদের জন্য কি লইয়া যাইবেন ভাবিতেছেন, এমত সময়ে শুনিলেন 'এভিলিনা' নামে একখানি চমৎকার উপন্যাস সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে, বহুসংখ্য লোক তাহার প্রশংসা করিতেছে। তাঁহার পরিবারেরা সাহিত্যপ্রিয়, অতএব এই পুস্তক অবশ্যই তাঁহাদিগের আমোদকর হইবে ভাবিয়া তাহার একখণ্ড ক্রয় করিলেন এবং অতি যত্নে বাটীতে লইয়া চলিলেন। তিনি বাটীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার সন্তানেরা দৌড়িয়া গিয়া সাধারণ প্রথানুসারে "বাবা, সহর হইতে নূতন কি জিনিষ আনিলে" বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। তিনি বলিলেন আর কিছু আনিতে পারি নাই, কিন্তু সহরে একখানি উপন্যাসের বড়ই প্রশংসা শুনিয়া তোমাদিগের জন্য তাহাই ক্রয় করিয়া আনিয়াছি। তিনি পুস্তক বাহির করিয়া তাহার নাম পাঠ করিলে সকলে উৎসুক হইয়া তাহা দেখিতে ব্যস্ত প্রার্থনা করিল. কুমারী বর্ণী লজ্জায় অবনত মস্তক হইয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন। তখন অনেকে একত্র হইয়া কোলাহল করিতেছিল, তাঁহার ভাব কেহ লক্ষ্য করিল না। পরে সন্ধ্যার সময় সকলে আহার করিতে বসিলেন, গৃহস্বামী ক্রিস্প সাহেব ভোক্তাদিগের চিত্ত বিনোদনার্থ সেই পুস্তকখানি পাঠার্থ অনুরোধ করিলেন। পুস্তকখানি পঠিত হইতে লাগিল এবং শুনিয়া সকলেই তাহার গুণের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল, রাত্রি অধিক হইল তথাপি শেষ পর্যন্ত না শুনিয়া কেহ বিরত হইতে পারিল না। পুস্তক পাঠ শেষ হইলে করতালি দিয়া 'চমৎকার পুস্তক' "অদ্ভুত উপন্যাস" বলিয়া মহা প্রশংসা আরম্ভ হইল, ইহাতে পুস্তকের প্রতি সাধারণের এত অনুরাগের কারণ যে যথার্থ, সকলেই সপ্রমাণ করিতে লাগিলেন। কুমারী বর্ণী এতক্ষণ নীরব ছিলেন, আর থাকিতে পারিলেন না, পিতার কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া গদগদ ভাবে বলিতে লাগিলেন "পিতঃ! তোমার স্নেহের কন্যাই এই পুস্তকখানির রচয়িত্রী।" তখন পরিবারস্থ লোকদিগের বিশেষতঃ পিতার আনন্দ ও

বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ডাক্তার রুণী কন্যার গুণবত্তার বিষয় অজ্ঞাত ছিলেন না, কিন্তু এই অল্পবয়সে তিনি এরূপ বিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞতার পরিচয় দান করিবেন, এরূপ আশ্চর্য্য কল্পনা শক্তি প্রদর্শন করিবেন, এরূপ সুলেখকের ন্যায় বিশুদ্ধ ভাষায় উচ্চ শ্রেণীর গ্রন্থ রচনা করিতে পারিবেন, তাহা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। বিশেষতঃ কন্যা আজন্ম পরিবারের মধ্যে বদ্ধ রহিয়াছেন, সংসারের রীতি চরিত্র কিছুই দর্শন করেন নাই, তাঁহার পক্ষে এরূপ পরিপাটী গ্রন্থ রচনা অলৌকিক শক্তির কার্য্য বলিয়া অবধারণ করিলেন।

বিবিধ।

জন্তুদিগের পরমায়ু সম্বন্ধে গণনা।—আমাদের দেশের প্রাচীন বচন আছে,

"নরা গজা বিশে শয়,
তার অর্দ্ধেক ঘোড়া বয়;
বাইস বলদা তের ছাগলা,
গণে গেঁথে বরা পাগলা।"

এই বচনানুসারে হস্তী মনুষ্যের ন্যায় ১২০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচে। কিন্তু হস্তী ৪০০ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারে। সেকন্দর সাহ পুরুরাজকে জয় করিয়া যে বৃহৎ হস্তী পান, সে রাজার সপক্ষে তুমুল যুদ্ধ করিয়াছিল। সেকন্দর তাহার নাম অজক (Ajax) রাখেন এবং তাহার মাথায় জয়পত্র বাঁধিয়া ছাড়িয়া দেন। তাহাতে লেখা ছিল "সূর্য্যপুত্র সেকন্দার অজককে সূর্য্যসেবায় নিযুক্ত করিলেন।" এই হস্তীটি ৩৫৪ বৎসর পরেও দৃষ্ট হইয়াছিল।

সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ জীবী ক্রিমি মৎস্য। ইহারা হাজার বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচে। অন্যান্য দীর্ঘজীবীদিগের মধ্যে সোয়ান পক্ষী ৩৬১, কচ্ছপ ১০৭, ইগল ১০৪, উষ্ট্র ও দাঁড়কাক ১০০ বৎসর বাঁচিতে দেখা গিয়াছে। সিংহও অনেক বয়সে বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হয়। প্রসিদ্ধ পম্পি ৭০ বৎসর বাঁচিয়াছিল। ঘোড়া ৬০, শূকর ৩০, গোরু, গণ্ডার, ভল্লুক, ও কুক্কুর ২০, বিড়াল ও শৃগাল ১৪।১৫ মেষ ১৩ এবং কাষ্ঠ বিড়াল ও খরগোষ ৭ বৎসর বাঁচে।

নিম্নলিখিত কয়েকটী সঙ্কেত কৃষি ও শিল্প পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত হইল:—

মাছির অত্যাচার নিবারণের উপায়—তিন চারিটী পলাণ্ডু বা প্যাঁজ জলে সিদ্ধ করিয়া ত্রস দিয়া সেই জল তুলিয়া আয়নার ফ্রেমে, কপাট চৌকাঠে ও পাথার দণ্ডিতে মাখাইয়া দিবে। এরূপ করিলে সে ঘরে আর মাছির দৌরাত্ম্য থাকিবে না।

কাপড়ের দাগ তুলিবার উপায়—স্পিরিট অব এমোনিয়া এবং হার্টস

হরণ নামক দুইটী দ্রব্য মিশাইয়া তাহা দ্বারা সাটিন গরদ প্রভৃতি যে কোন কাপড় হইতে তেল, কালি, ফলের আঠা ইত্যাদির দাগ অনায়াসে উঠান যাইতে পারে।

পুরাতন মুক্তা নূতন করিবার উপায়—একটা পাত্রে জল দিয়া তাহার মধ্যে তুঁষ, কিঞ্চিৎ ফট্‌কিরি এবং অল্প পরিমাণ ক্রিম অব্ টারটার নামক ডাক্তারখানার এক রকম ঔষধ মিশাইয়া উহা সিদ্ধ করিতে হইবে। কিঞ্চিৎ শীতল হইলে অর্থাৎ হাত সহ্য হইলে উহার মধ্যে মুক্তার মালা ডুবাইবে এবং তুঁষদ্বারা মাজিয়া পরিষ্কার করিবে। পরে অন্ধকার স্থানে কাপড়ের উপর রাখিয়া মুক্তা শুকাইয়া লইবে এবং তৎপরে কিছুক্ষণ রৌদ্রে ঐ মুক্তা বাহির করিবে না। এইরূপ করিলে মুক্তার অপূর্ব্ব জ্যোতি বাহির হইবে।

তাঁবার বাসন পরিষ্কার করিবার উপায়—নাইট্রিক এসিড জলের সহিত মিশাইয়া এবং ঐ জলে কিঞ্চিৎ বাইকারবনেট অব পটাস সলিউসন্ ঢালিয়া দিয়া সেই জল দ্বারা তাঁবার বাসন ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া বাতাসে পাত্রটী শুখাইয়া লইতে হইবে। এরূপ করিলে তাম্র হইতে প্রাতঃকালের আরক্তিম সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল লাল আভা বাহির হইবে।

বৈজ্ঞানিক অজাগর সর্প—সাল্‌ফোসাএনাইড অব পোটাসিয়ম্ নামক ঔষধ কিঞ্চিৎ নাইট্রেট এসিড এবং পারদের মধ্যে মিশ্রিত করিয়া সাদা চূনের ন্যায় হইলে গঁদের আঠার জলদিয়া উহাকে একটী ক্ষুদ্র ডিমের ন্যায় করিতে হইবে এবং শুষ্ক করিয়া রাখিয়া দিতে হইবে; পরে যখন বন্ধুগণ উপস্থিত হইবেন, তখন বৈজ্ঞানিক অজাগর সর্পের কথা তুলিয়া তাঁহাদিগকে সাবধান হইতে বলিয়া একটি দেশালাই জ্বালাইয়া ডিমে ধরাইয়া ডিমটি একখানি পাত্রে রাখিয়া দিলে হঠাৎ ডিম হইতে ধূম বাহির হইয়া সাপের আকার ধরিতে থাকিবে এবং অল্প সময় মধ্যে বৃহৎ সাপের ন্যায় হইয়া ঘরের মধ্যে শূন্যে বেড়াইবে। তখন দেখিতে আশ্চর্য্য এবং স্থলবিশেষে ভয়ানকও বোধ হইবে। এগুলি বিষাক্ত বস্তু, অতি সাবধানে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

নূতন সংবাদ।

১। গত ২৭এ সেপ্টেম্বর সিটী কলেজ গৃহে রাজা রামমোহন রায়ের মর্ত্ত্যলীলা সংবরণ দিনে তাঁহার স্মরণার্থ এক মহা সভা হয়, তাহাতে হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান সম্ভ্রান্ত লোক এবং মহিলাগণও উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার

সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং বাবু নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ সেন, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবাব আবদুল লতিফ ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী স্বর্গীয় রাজার গুণাবলী বিষয়ে বক্তৃতা করেন। প্রতি বৎসর বৎসর এইদিনে এইরূপ উৎসব হইবে এবং আগামী জানুয়ারি মাস [illegible] সম্পন্ন হইয়া [illegible] রাজার স্মরণার্থ স্থাপনের বিষয় স্থির [illegible] হইতে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। [illegible] সাধনচন্দ্র কর্ত্তৃক [illegible] উপযুক্ত লোক লইয়া এক কমিটি সংগঠিত হইয়াছে। রামমোহন রায় নারীকুলের পরম হিতৈষী বন্ধু ছিলেন, [illegible] মহিলাগণ এইসময় তাঁহার প্রতি উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা নিদর্শন প্রদর্শনে অগ্রসর হউন।

২। গত ১৯এ সেপ্টেম্বর সিটী কলেজ গৃহে ময়মনসিংহ সম্মিলনীর এবং ২০এ সেপ্টেম্বর মধ্য বাঙ্গালা সম্মিলনীর সাংবৎসরিক উৎসব ও স্ত্রীশিক্ষা বিভাগের পারিতোষিক বিতরণ হইয়া গিয়াছে।

৩। কলিকাতায় কতকগুলি শিক্ষিতা সম্ভ্রান্ত মহিলা "সখী সমিতি" নামে একটী সভা স্থাপন করিয়াছেন শুনিয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইলাম। ইঁহারা টাকা সংগ্রহ করিয়া ফণ্ড করিতেছেন। হিন্দু অন্তঃপুরে উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী দ্বারা শিক্ষা প্রচার ইঁহাদিগের প্রধান উদ্দেশ্য। তদ্ভিন্ন ভারতরমণীগণ সম্মিলিত হইয়া বিশুদ্ধ আমোদ সম্ভোগ করিতে এবং দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারেন, ইহাও তাঁহাদিগের লক্ষ্য। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই সভার স্থায়িত্ব ও উন্নতি প্রার্থনা করি।

৪। এ বৎসর রামলীলা ও মহরম একসময় হওয়াতে দিল্লী আগ্রা প্রভৃতি স্থানে দাঙ্গা হাঙ্গামা ও হত্যা পর্য্যন্ত হইয়াছে। [illegible] ম্যাজিষ্ট্রেট [illegible] বুদ্ধিমানের কার্য্য করেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমানদিগের প্রধান লোকগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদিগের মেলায় সময় সদ্ভাবে [illegible] করিতে বলেন, ইহাতে বিনা গোলযোগে সেখানে হিন্দু ও মুসলমান উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। এখন হিন্দু ও মুসলমানদিগের মধ্যে বন্ধুভাব স্থাপন হওয়া সর্ব্বতোভাবে প্রার্থনীয়, কর্ত্তৃপক্ষ তাহাতে সহায়তা করিলে যথার্থ রাজধর্ম্ম পালন করেন।

৫। বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় দীর্ঘকাল কাশ্মীরে রাজমন্ত্রিত্ব করিতেছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে আসিতেছেন। তিনি থাকাতে আরও কতকগুলি বাঙ্গালী রাজসরকারে কার্য্য করিতেছিলেন, তাঁহারাও এখন বিদায় লইয়া আসিতেছেন। বাঙ্গালীদিগের কাশ্মীর ত্যাগে এ দেশীয় ইংরাজ সম্পাদকগণ বড় আনন্দ করি-

তেছেন, ইহাতে সন্দেহ হয় কোন দুষ্ট-মতি ইংরাজের পরামর্শে কাশ্মীর-রাজ বাঙ্গালীদিগের প্রতি বীতরাগ হইয়াছেন।

৬। ঘি আইন বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত হইয়া গত ১লা অক্টোবর রাজপ্রতিনিধি কর্ত্তৃক অনুমোদিত এবং গেজেটে প্রচারিত হইয়াছে। অতঃপর কেহ বিকৃত ঘৃত বিক্রয় করিলে ১০০ টাকা পর্য্যন্ত দণ্ডনীয় হইবে।

৭। ভূমিকম্পে ভূমধ্যস্থ সাগরের তীরবর্ত্তী স্থান সকলের এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যের বড় ক্ষতি করিয়াছে। প্রথম ভূমিকম্প মিশর, গ্রীস ও ইটালী পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল এবং কার্ফিউদ্বীপ ও মেসেনিয়া প্রদেশের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি করিয়াছে। দ্বিতীয় ভূমিকম্পে চার্লষ্টন নগর ধ্বংস করিয়াছে, তাহাতে ৬০ জন মনুষ্য গতাসু হইয়াছে।

পুস্তকাদি সমালোচন।

১। অযোধ্যার বেগম—শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ সেন প্রণীত, মূল্য ৬০ আনা। এই পুস্তকখানি গ্রন্থকার প্রণীত মহারাজা নন্দকুমার, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের ন্যায় ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম। ইহার ভাষার সারল্য, বর্ণনার চাতুর্য্য, নৈতিক ভাবের সমাবেশ সকলই মনোহর হইয়াছে। ইহাতে অনেকগুলি চরিত্রের সুন্দর চিত্র আছে, তন্মধ্যে রোহিলাধিপতি হাফেজ রহিমের বনিতা, মির্জ্জাফার পত্নী জগদম্বা বেগম এবং চৈৎসিংহের বিমাতা রাণী গোলাপকুমারীর সুচরিত পাঠে পাঠিকাগণ বিশেষ উপকৃত হইতে পারিবেন।

বামা রচনা।

প্রভাত স্তবক।

সরিছে আঁধার কালো;
উষার নবীন আলো
দেখাইছে জগতের আধ আধ ছবি;

এত ভোরে কোন্ পাখী
গাহিছে আকাশে থাকি,
জাগাইয়া ধরাতল মাতাইয়া কবি!

২

মধুর কাকলী মুখে
খেলিছ মনের সুখে
হেরি ও মাধুরী মরি নয়নজুড়ায় !
সুনীল গগন কোলে,
কাঞ্চনের ফোঁটা দোলে !
সজীব কুসুম যেন পবনে উড়ায় !

৩

কি জানি কি যোগ বলে
সুরগে যেতেছ চলে,
দেখি যেন,থেকে থেকে গগনে লুকাও ;
দেবতার শিশু গুলি,
খেলে যথা হেসে দুলি,
কে তুমি তাদের সনে খেলিবারে যাও ?

৪

চিনেছি চিনেছি আমি
অই যে চাতক তুমি,
প্রভাতি কিরণ মেখে কর খল মন.
নাচিছ তপন আগে,
জাগাইছ জীব জাগে,
সুললিত গানে মরি মাতায়ে ভুতল !

৫

শুনি ও অমৃত-গীতি,
কার না জনমে প্রীতি ?
কে যেন অমৃত ধারা ঢালিছে ধরায় !
ছুটিছে অমৃত রাশি,
অমৃত হিল্লোলে ভাসি,
অমৃত তুফানে যেন মন ভেসে যায় !

৬

হেন গান কোথা ছিল,
কে তোমারে শিখাইল,
কহরে চাতক, মোরে, সেই সমুদয় ;
আমি তো বুঝেছি এই,
জগত জননী যেই,
তাঁহারি শিখানো গীত,আর কার নয়।

৭

যে সাজায় রামধনু,
যে হাসায় শশী ভানু,
অমল কমল যেই সলিলে ভাসায় ;
যাঁহার কৌশল বলে,
গ্রহ তারা শূন্যে চলে,
তোমারে এহেন গীতি সেইরে শিখায়।

৮

অমন মধুরে পাখি,
তাঁরেই ডাকিছ নাকি,
(সরগ দুয়ারে উঠি) পরাণ খুলিয়া ?
তুমিরে ডাকিছ যারে,
আমি সদা ডাকি তাঁরে—
আমি ডাকি ধরাতলে হৃদয় ভরিয়া।

৯

তবে ভাই ! নেমে আয়,
দুজনে ডাকিব মা'র,
বুঝিব বুঝিব সে মা কার ডাকে আসে ;
তোর ডাক সুধা-মাখা,
আমার সুধুই ডাকা,
দেখি মা আমারে ভাল বাসে কি না বাসে।

১০

আয় তবে আয় চলি,
দোঁহে হ'য়ে গলাগলি,
মায়ের "মঙ্গল-গাথা" গাই একবার ;
দূরে যাবে মলিনতা,
দূরে যাবে সব ব্যথা,
জুড়িবে তাঁহার প্রেমে হৃদয়-আগার !

প্রিয়-প্রসাদ রায়চৌধুরী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৬২ সংখ্যা | কার্ত্তিক ১২৯৩—নবেম্বর ১৮৮৬। | ৩য় কল্প ৩য় ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

পতিতা স্ত্রীলোকদিগের উদ্ধার চেষ্টা—বাঙ্গালোরের খ্রীষ্টীয় রমণীগণ এই সুমহৎ দয়ার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, শুনিয়া আমরা বিশেষ আনন্দিত হইলাম। সর্ব্বত্র এরূপ চেষ্টা হওয়া আবশ্যক।

রমাবাই—ইনি আমেরিকায় গমন করিয়া আপনার বিদ্যা ও বাগ্মিতার পরিচয় দিয়া বেশ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। সম্প্রতি ইনি খৃষ্টীয় ধর্ম্মমণ্ডলী মধ্যে আপনার স্বাধীন ভাব রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া আমরা আরও সুখী হইলাম। ইনি খৃষ্টীয় ধর্ম্মের পাশ্চাত্য আকারের প্রতি বিরাগ প্রদর্শন করিয়া পূর্ব্বদেশীয় ভাব রক্ষার প্রয়াসী। রামাবাইয়ের ন্যায় রমণীর উপর ভারতের অনেক আশা ছিল, এখন তাঁহাকে স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া স্বদেশের হিত চিন্তা করিতে দেখিলে আমরা কতক সন্তোষ লাভ করিব।

রাজকন্যা ও জামাতার ভারত শুভাগমন—মহারাণীর তিন পুত্র ভারতে পদার্পণ করিয়াছেন, কিন্তু কোন কন্যার অদ্যাপি শুভাগমন হয় নাই। আগামী শীতকালে রাজকুমারী লুইস ও রাজজামাতা মার্কুইস অব লোরণ এদেশে আসিতেছেন।

লেডী ডফরিণ হাসপাতাল—আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম

লেডী ডফরিণ ফণ্ড যেমন দিন দিন উন্নতি লাভ করিতেছে, ইহার কার্য্যেরও তেমনি শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। আমীর আলীর সহধর্ম্মিণী কলিকাতার স্ত্রী হাঁসপাতালের উন্নতি কল্পে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।

ব্রহ্ম-বিপ্লব—আজিও ইহার শান্তি হয় নাই। বিদ্রোহীগণ স্থানে স্থানে ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছে। ব্রহ্ম সেনাপতি ম্যাক্‌ফারসন্ পীড়িত হইয়া হঠাৎ গতাসু হইয়াছেন। কতদিনে এ বিপ্লবের শেষ হইবে কে বলিতে পারে?

রেলওয়ে গার্ডের শাস্তি—ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ের এক গার্ডের দুর্ব্বৃত্ততা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য একজন বাঙ্গালী রমণী রেলগাড়ী হইতে লাফাইয়া পড়েন, এ বিষয়ে গতবার উল্লেখ করিয়াছিলাম। এই পাষণ্ড গার্ডের নাম ফ্লেমিং। কৃষ্ণনগরের মাজিষ্ট্রেটের বিচারে ইহার ১০০ টাকা অর্থদণ্ড ও তদভাবে তিন সপ্তাহের জন্য ঘানি খাটুনির সহিত কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে। গুরুপাপে লঘুদণ্ড!

সমাজ সংস্কার—বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ দেশহিতৈষী মালাবারি হিন্দুসমাজ হইতে শিশুবিবাহ নিবারণ করিয়া বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তনের আইন করিবার জন্য রাজপ্রতিনিধির নিকট আবেদন করেন। রাজপ্রতিনিধি এবিষয়ে ভারতবর্ষের স্থানীয় শাসনকর্ত্তা সকলের মত জিজ্ঞাসা করায় সকলে একবাক্যে এরূপ আইনের প্রতিবাদ করিয়াছেন। সামাজিক নিয়ম রাজবিধি দ্বারা পরিবর্ত্তিত না হইয়া সমাজস্থ লোকদিগের দ্বারা হয় ইহাই সকলের অভিমত। এজন্য লর্ড ডফরিণ কেবল মালাবারির সাধু চেষ্টার প্রশংসা করিয়া কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করিয়াছেন। শাসনকর্ত্তাদিগের কর্ত্তব্য তাঁহারা করিয়াছেন, কিন্তু সমাজস্থ লোকে আপনাদিগের কর্ত্তব্য পালনে কি বিশেষ চেষ্টাপর হইবেন?

কুমারী রেণী—এডিনবর্গের নূতন কলেজের অধ্যক্ষ রেণী সাহেবের ভগিনী স্কটল্যাণ্ড ফ্রিচর্চ্চ নারীসমাজের প্রতিনিধি হইয়া অতি শীঘ্রই ভারতবর্ষে আসিবেন। এ দেশে স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতি পরিদর্শন ও তৎপ্রতি উৎসাহ দান করাই ইহাঁর আগমনের উদ্দেশ্য।

নারীচরিত।

করমেতো বাই।

ভারতবর্ষ চিরদিনই ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য প্রসিদ্ধ। যদি এ দেশের ইতিহাস থাকিত, তবে লোকে দেখিত যে, ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বস্ব উৎসর্গ—আত্মোৎসর্গ, এতবার কোন দেশের পুরুষ রমণীতে করে নাই। আবার এই ধর্ম্মভাব

রমণীগণ চিরদিনই আদর্শস্থানীয়। পাঠিকা! যাঁহার নাম এই প্রস্তাবের শিরোদেশ পবিত্র করিতেছে, ইনি সেই আদর্শস্থানীয়দিগের মধ্যে এক জন। শ্রীমতী করমেতো দাক্ষিণাত্য প্রদেশস্থ খাজল নামক এক নগরীর রাজপুরোহিত পরশুরামের কন্যা। পরশুরাম বড় ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি স্বীয় কন্যাকে ১৫।১৬ বৎসর পর্য্যন্ত রীতিমত বিদ্যাশিক্ষাদি করাইয়াছিলেন, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভাল ভাল গ্রন্থাদি পাঠ করাইয়াছিলেন। ক্রমে বালিকা করমেতো অসাধারণ ধর্ম্মানুরাগী হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্বে এইরূপই হইত, কন্যা পিত্রালয়ে সৎশিক্ষা পাইয়া পরে বিবাহিতা হইতেন; আজি কালিকার মত বাল্য-বিবাহ তখন দেশে প্রচলিত ছিল না। যে দেশের কথা বলিতেছি, সৌভাগ্যক্রমে সে দেশে এখনও কুলবালাগণ পিত্রালয়ে শিক্ষিতা হইয়া উপযুক্ত বয়সে বিবাহিতা হইবার সুবিধা পান। রমাবাইয়ের নাম বামাবোধিনীর পাঠিকাদিগের নিকট সুপরিচিত; এই রমাবাইও সেই দাক্ষিণাত্যবাসিনী। রমাবাইয়ের মত কত শত রমণী সে দেশকে আজিও অলঙ্কৃত করিতেছেন।

শ্রীমতী করমেতোকে বিবাহিতা করাইবার জন্য পিতা পরশুরাম ব্যগ্র হইয়া একটী সচ্চরিত্র পণ্ডিত পাত্র অনুসন্ধান করিয়া আনিলেন। বিবাহে করমেতোর মন নাই। জ্ঞান পিপাসা—ধর্ম্মপিপাসা তাঁহার মনে একান্ত প্রবল। করমেতো ভাবিলেন আমি বিবাহ করিয়া কি করিব? বিবাহে সাংসারিকতা আসিবে, স্বামী পুত্রের ভাবনা আসিবে, জ্ঞানালোচনা ও ধর্ম্মালোচনার সময় থাকিবে না। ভাবিলেন আমি বিবাহ করিব না। একালের শিক্ষিতা পাঠিকারা হয়ত যুগপৎ সংসার সেবা ও ধর্ম্ম সেবার সম্ভবনীয়তা ভাবিতেছেন। যাহাহউক করমেতো তাহা ভাবে নাই। সে বুঝিয়াছিল সংসারে প্রবেশ করিলে আর সে অনুরাগিণী হইয়া ভগবৎ-তত্ত্বে ও ভগবৎ-চিন্তায় রাত্রিদিন যাপন করিতে পারিবে না। তাই বিবাহের কথায় তাহার আনন্দ হইল না। যাহা হউক পিতার ইচ্ছায়, পরিবারের সকলের অভিমতে, অনিচ্ছাক্রমে করমেতোকে বিবাহিতা হইতে হইল। কিন্তু তিনি স্বামীর সহিত সংসার করিতে পারিলেন না। যাহার মন সংসার ছাড়িয়া উড়িয়া গিয়াছে, কে তাহাকে বাঁধিয়া রাখিবে? স্বামীর আলয়ে যাইবার জন্য যখন চতুর্দ্দিক হইতে সকলে তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিল, যখন তিনি দেখিলেন আর এড়াইবার যো নাই, তখন একদিন নিশীথে, যাঁহার জন্য স্বামীর ভবন ভাল লাগিল না, তাঁহারই শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিয়া, গৃহ হইতে বহির্গতা হইয়া বৃন্দাবনাভিমুখে চলিলেন! কোথায়

বৃন্দাবন কে জানে? কিন্তু তিনি একাকিনী অন্ধকারে আপনার মনে বৃন্দাবন গমন সংকল্প করিয়া পথ চলিতে লাগিলেন। পরশুরাম প্রভাতকালে দেখিলেন তাঁহার কন্যারত্ন গৃহে নাই! চতুর্দ্দিকে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল, পরশুরামের কন্যা গৃহ পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। দুষ্ট লোকে মন্দ কথা বলিল। সাধারণ লোকে কুৎসা শুনিতে ভালবাসে; চতুর্দ্দিকে একটা মিথ্যা কুৎসা রটনা হইল। পরশুরাম লজ্জায় মৃতবৎ হইয়া রাজাকে সমুদায় জ্ঞাপন করিলেন। রাজার সাহায্যে পরশুরাম কন্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। দিক্‌বিদিক্ লোক ছুটিল। ইহা নিশ্চিত যে শ্রীমতী করমেতো অধিক দূরে যাইতে পারেন নাই। রাজপ্রেরিত লোকেরা প্রায় তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইল; তখন করমেতো এক প্রান্তরস্থিত মৃত গর্দ্দভ দেহের মধ্যে গিয়া লুকাইয়া থাকিলেন। সে পচা গন্ধে কোনও লোক সে পথে চলিতে পারে কি না সন্দেহ, কিন্তু করমেতো অনায়াসে সেই মৃত গর্দ্দভ শরীরের মধ্যে বসিয়া ইষ্টনাম জপ করিতে করিতে একদিন কাটাইলেন। রাজপ্রেরিত লোকেরা তাঁহার অনুসন্ধান না পাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল। করমেতো বহুদিনে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। পরশুরাম একমাত্র কন্যা বিরহে কাতর হইয়া আপনি পদব্রজে অনুমান করিয়া বৃন্দাবনাভিমুখে চলিলেন। দাক্ষিণাত্য প্রদেশ হইতে বৃন্দাবন কিছু কম দূর নয়; ভারতের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে উত্তর প্রান্তে গমন!! যে পথ বাহিয়া কন্যা অনায়াসে বৃন্দাবনে আসিয়াছিলেন, পরশুরাম সেই অতি দীর্ঘ পথ বাহিয়া সেই বৃন্দাবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন এক কুটীরে তাঁহার কন্যা একাকিনী মুদিত নয়না, যোগাসনে উপবিষ্টা! ভাবে ও ভক্তিতে পিতার প্রাণ গলিয়া গেল; তিনি কন্যার অজ্ঞাতে তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। কিছুকাল পরে কন্যা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখিলেন; সম্মুখে তাঁহার পিতা দণ্ডায়মান। তখন বিনীতভাবে পিতার চরণে নমস্কার করিয়া বলিলেন; বাবা, তুমি কেন আমার অনুসন্ধানে দেশ বিদেশ ফিরিতেছ; আমি কে? তুমি কে? ভাবিলে না। তোমার কন্যা কি মরিয়া গিয়াছে? যে কষ্ট স্বীকার করিয়া তুমি আমাকে অনুসন্ধান করিয়াছ, এত অনুসন্ধান করিলে, এত পরিশ্রম করিলে তুমি এতদিন দেববাঞ্ছিত ভগবৎ পদ লাভ করিতে পারিতে! পিতা কন্যার এই সারগর্ভ কথা শুনিয়া মনে মনে তাঁহাকে দেবী বলিয়া সম্বোধন করিলেন, এবং গদ গদ কণ্ঠে বলিলেন, "মা, তোমার মত কন্যা রত্ন লাভ করিয়াছিলাম বলিয়া আজি জীবন সার্থক হইল।" পরশুরাম

রাজাকে সংবাদ দিলেন, রাজা সেই তীর্থ স্থানে আসিয়া সেই অলৌকিক দেবভক্তিপূর্ণা করমেতোর শোভা সন্দর্শন করিলেন এবং পরে তাঁহার সাধনার জন্য এক সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। শ্রীমতী করমেতো দেবী সেই অট্টালিকায় বহুদিন হরিনাম পূজায় নিযুক্ত থাকিয়া অবশেষে যাঁহার চিন্তায় জীবন কাটাইলেন, তাঁহার পাদপদ্ম লাভ করিয়া এ সংসার পরিত্যাগ করিলেন; আজও করমেতোর সাধন মন্দির বৃন্দাবনে তাঁহার ভক্তি ও বিশ্বাসের সাক্ষীরূপে বিরাজ করিতেছে।

অবস্থা ও সংসার।

(২৬১ সংখ্যা [illegible] পৃষ্ঠার পর)

এক্ষণে দেখা স্বীকার করিয়া সঞ্চয় করা কাহার জন্য? কেবলই কি সঞ্চয় করিয়া যাব? কাহার জন্য সঞ্চয় করা আবশ্যক ও কি হেতুই বা উহা কর্ত্তব্য, তাহাই আলোচনা করিতেছি। ভবিষ্যতের উপর কাহারও আধিপত্য নাই পূর্ব্বেই বলিয়াছি;—কখন কাহার কোন অবস্থা ঘটিবে কেহ বলিতে পারে না। ভবিষ্যতে পাছে বর্ত্তমান হইতেও দুরবস্থা ঘটে, এই আশঙ্কায় সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য। আজ যিনি উপার্জ্জন করিতেছেন, ভবিষ্যতেও তাঁহার দুরবস্থা ঘটিতে পারে, বলিয়া তিনি প্রথমতঃ আপনার জন্য পরে তাঁহার অবর্ত্তমানে যাহাদিগের দুরবস্থা ঘটিতে পারে তাহাদের জন্য সঞ্চয় করিবেন। ইহা ব্যতীত বহুজনের উপকারার্থেও সঞ্চয় করা আবশ্যক। অর্থের প্রতি মায়াবশতঃ কেহ কেহ সঞ্চয় করেন, ন্যায্য ব্যয় কর্ত্তন করিয়াও সঞ্চয় করেন। তিনি কর্ত্তব্যসাধনে ত্রুটি করিলেন বটে, কিন্তু প্রকৃত কর্ত্তব্য করিলেন না। অনেকে আবার কৃপণকে উচ্চ পদবীতে স্থান দিতে চাহেন না, কেহ কেহ বলেন [illegible] প্রাতে নাম লইলে [illegible] দ্বিতীয় ব্যক্তি কর্ত্তৃক সন্তানের উপকার হইবার সম্ভাবনা। একজনের অর্থ ভূমিগর্ভে বদ্ধ থাকিল; অপরের গৃহিণী সর্ব্বস্ব লইয়া রহিল,—এমন হইতে পারে যে উহা একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির হস্তে পতিত হইয়া সৎকার্য্যে ব্যয়িত হইবে। বিশেষতঃ সাধারণতঃ যাহাকে কৃপণ কহে, সে ব্যক্তি হয়ত আজকালির অন্যথা ব্যয় করিতে চাহে না বলিয়াই ঐ নামে কলুষিত হইয়াছে। বাস্তবিকই গ্রাসাচ্ছাদনে বাধিত হইয়া থাকিতে কে কবে কাহাকে দেখিয়াছেন? একজনের সঞ্চিত ধন সুপাত্রের বা দশজনের উপকার হইবার যেমন সম্ভাবনা, কুপাত্রে ঐ ধন ন্যস্ত হইলে বিশেষ অপকার হইবার তেমনি সম্ভাবনা।

নির্ব্বোধ ধনমহিলার বা দুষ্প্রবৃত্তিশালী পুরুষের হস্তে পরের সঞ্চিত ধন মহা অপকারের কারণ হইয়া উঠে।

এক্ষণে কেমন করিয়া সঞ্চিত ধন রক্ষা করিতে হয়, তাহার আলোচনা প্রয়োজন। ধন রক্ষা দুই প্রকার, নিষ্ফল, ও ফলপ্রদ। ধন মাটিতে পুতিয়া বা সিন্দুকে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে নিষ্ফল ধন রক্ষা বলা যায়। ভূমিক্রয়, বাণিজ্য অর্থাৎ যাহাতে ধনের উপস্বত্ব আইসে, সেই প্রণালীতে ধন রক্ষা করিলে ফলপ্রদ ধন রক্ষা বলা যায়। নিষ্ফল ধনরক্ষায় যেমন লাভ নাই, মূল ধন নষ্ট হইবারও সম্ভাবনা অল্প। ফলপ্রদ ধন রক্ষায় ক্ষতির সম্ভাবনা আছে, তথাপি নিষ্ফল হইতে ফলপ্রদ ধন রক্ষাই শ্রেয়, কেন না তাহাতে ধন বৃদ্ধির তেমনি সম্ভাবনা। কোম্পানির কাগজ খরা অথবা গহনা ও দ্রব্য বন্দক রাখিয়া টাকা ধার দেওয়াও ব্যবসা করা বলিতে হইবে। উহাতে লাভ ও ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। এতদ্ব্যতিরেকে আর একপ্রকার ধন সঞ্চয় আছে। দেহালঙ্কারে বা গৃহালঙ্কারে ধন আবদ্ধ থাকে। ইহাতে ধনে ধন আইসে না, কিন্তু কথঞ্চিৎ আনন্দ লাভ করা যায়। সেই সমুদয় দ্রব্যের ব্যবহার হেতু, কখন মূলধন বিনষ্ট হইলেও কেহ ক্ষতি বোধ করেন না। একখানি স্বর্ণ অলঙ্কারের জন্য কতকগুলি টাকা ব্যয় কয়, ক্ষতি বোধ করিবে না। অলঙ্কার ব্যবহারে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইবে না অর্থাৎ তাহার কিছু না কিছু মূল্য থাকিবে। এই অর্থে ইহাকে সঞ্চয় করা কহিলাম। কিন্তু ব্যবহার করিতে করিতে উহা হারাইয়া ফেলিলে মূল ধন বিনাশ পাইল। উপস্বত্ত ভোগ আশায় মূল ধন হারাণ এক প্রকার, আর লাভের আশা ব্যতীত শুদ্ধ ব্যবহারে ধনচ্যুত হওয়া অন্য প্রকার ক্ষতি। রাজার বাটীতে একশত ডালের একটী ঝাড় ঝুলিতেছে তাহার মূল্য পাঁচশত টাকা, তাহার ব্যবহারে হয়ত কতকগুলা ঝাড়ের প্রয়োজন হয় না, ঝাড়টী যতক্ষণ রহিয়াছে, তাহাকে সঞ্চিত ধন বলিতে পারি, কিন্তু উহা যদি ভাঙ্গিয়া গেল, তাহা হইলে উহা ব্যবহার ব্যতীত কিছু দিয়া গেল না অথচ মূল ধন নষ্ট করিয়া গেল। এ প্রকার বহুল উদাহরণ দিবার আবশ্যক নাই।

উপরিউক্ত কথাগুলি আন্দোলন করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে, যে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা বিবিধ প্রকারে ধন রক্ষা করেন। দুই একখানা জমিদারী, দশ বিশখানা অলঙ্কার, দুই একটা বাণিজ্য ব্যবসা আর কিঞ্চিৎ বা কোম্পানির কাগজ করা তাঁহাদের বিবেচনায় ভাল বলিয়া বোধ হয়।

এইরূপ প্রথা অবলম্বন করিলেই যে ধন রক্ষা হয় এমন নহে। ধন সকলের হাতে থাকিবার নহে। যে রাখিতে জানে, তাহারই নিকট ধন অবস্থিতি করে। ধনরক্ষাপ্রণালী পশ্চাৎ লিখিত হইবে।

সংযুক্তাহরণ।

(২৬০ সংখ্যা—১৭৫ পৃষ্ঠার পর)

বন্দি ধর্ম্মধ্বজে বালা, গজেন্দ্র গমনে
চলিলেন পরমঞ্চে।—আশায় জ্বলনে
ভুলিল ভূপেন্দ্র সুত, বিহ্বল বিকল,
অনিমেষে দৃষ্টি করে বদন মণ্ডল।
সসম্ভ্রমে রাজভট্ট কুলজী গাইলা—
"ভারতের অংবা জম্বু, পবিত্র-সলিলা
মন্দাকিনী মন্দগতি প্রবাহিতা চির
যথা অভ্রভেদী উচ্চ উদ্ধোন্নত শির,
শুভ্র ধবলিত কান্তি ধবল পর্ব্বত,
নিত্য নীহারের ভার মস্তকে নিয়ত;
বিধৌত বিপুল বপু ধারায় তুষার,
হিমাচলাঞ্চল দেশ অতি চমৎকার!
নানাবিধ ফল বৃক্ষে চির-সুশোভিত,
পর্ব্বত কুসুম গন্ধে সদা আমোদিত!
মন্দাকিনী পূত তটে সিদ্ধ ঋষিগণ
ধ্যান ধারণায় রত—তপেতে মগন।
হেন রম্য প্রদেশের সুযোগ্য ভূপতি,
সুন্দর নগেন্দ্র সিংহ সাক্ষাৎ স্তুপতি,
রূপে স্মর, গুণে হর, ঐশ্বর্য্যে বাসব,—
যাঁহার পবিত্র কুলে উমার উদ্ভব!
হের দেখ তব পাণি পীড়ন আশায়
কনোজ নন্দিনি, রত তব অর্চনায়।"
নমি অস্ত মঞ্চ আগে চলিলা সুন্দরী,
গাইল কুলজী ভাট কর যোড় করি,
"[illegible] জনপদ দেবতাবাঞ্ছিত,
[illegible] ভূমি আর্য্যাবর্ত্ত জগতে বিদিত,
[illegible] শিরোদেশ উর্ব্বর উত্তম
[illegible] যার [illegible] প্রথম।
যাহাদের সামগানে যজ্ঞ অনুষ্ঠানে
মন্ত্রপূত নদী পঞ্চ প্রবাহে যেখানে;—
মন্দগতি চন্দ্রভাগা সিন্ধু বিলাসিনী,
বেগবতী ইরাবতী বসু প্রসবিনী,
শত ধারা শতদ্রু বিতস্তা সুরনদী,
বিপাশা তুষার ভার বহে নিরবধি!
স্থানের মাহাত্ম্য যথা অদ্যাপি মানবে
জ্ঞান ধর্ম্মে, শৌর্য্যে বীর্য্যে সুসম্পন্ন সবে।
অনল শিখার ন্যায় তেজস্বী মহান,
ভূমণ্ডলে বীর জাতি মানব প্রধান।
এ হেন জাতির পতি বীর অবতার,
ধীরমন্ত ধরাধামে দ্বিতীয় কুমার,
সমরে সুধীর বীর ধনঞ্জয় সম
ক্ষত্র-কুল-তিলক ভারতে অনুপম!
তব পাণিগ্রহ প্রার্থী হইয়া রাজন
কনোজ নন্দিনি, তোমা করেন অর্চ্চন!"
বন্দি পুনঃ মঞ্চে বালা উত্তরিলা পরে।
রাজ ভট্ট কুলজী গাইল মৃদু স্বরে।—
"বিখ্যাত ত্রিগর্ত্ত দেশ ভারতভূষণ,
হিমাদ্রি উত্তরে স্থিত সুরম্য শোভন,
ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু, গঙ্গা যার বক্ষ হতে
পয়োধারে প্রবাহিত উর্ব্বর ভারতে,
উপকূলে তপোবন শোভে মনোহর
বিবিধ ওষধি বৃক্ষ বিরাজে সুন্দর,
স্বাদু ফলে অধঃশির, ফুল পরিমলে
সদা প্রমোদিত দিক, বিহঙ্গম দলে
দিবানিশি কুঞ্জবনে করিছে কূজন,
প্রতিভিত পৃথ্বীতলে দ্বিতীয় নন্দন।

[illegible] নারী লোক [illegible],
[illegible] বিক্রমে অসীম!
[illegible] এই [illegible],
অনঙ্গ [illegible] অঙ্গ কর দরশন,
[illegible] ধীর, যুদ্ধে স্থির [illegible] প্রায়,
সমাগত [illegible], [illegible] প্রার্থনায়!"

[illegible] পরবর্ত্তী মঞ্চে চলিলেন ধনী,
কুলজী গাইয়া ভট্ট উঠিল অমনি ;—
"ভারতে বিখ্যাত রাজ্য পাঞ্চাল সুন্দর,
পঞ্চ নদ পুরোদেশ অতি মনোহর,
পৌরাণিক দ্রুপদের রাজত্ব বিভব,
যাঁর যজ্ঞে যাজ্ঞসেনী হইলা সম্ভব,
সখা যাঁর বহ্নিমণি নর নারায়ণ,
ভারতে বৈষ্ণবরাজ কে আছে এমন ?
তাঁর বংশধর এই পাঞ্চাল ঈশ্বর
ভীম সিংহ পরাক্রমে সম বৃকোদর,
বুদ্ধে বৃহস্পতি, যুদ্ধে ধীর বিচক্ষণ,
ধর্ম্মে ধর্ম্মরাজ, রূপে সাক্ষাত মদন।
কনোজকুমারী-কর করিয়া বাসনা,
নিরন্তর আপনার করেন সাধনা।"

সম্মানিয়া ভূপে বালা অন্য মঞ্চে চলে।
কুলজী গাইল ভট্ট—"মত্র ধরাতলে
মহাদেশ, যোদ্ধৃধাম বীরপ্রসবিনী,
ভারতে বিবৃত মদ্ররাজের কাহিনী।
যেমন সুন্দর দেশ স্বভাবে সজ্জিত,
তেমনি দেশের লোক সদানন্দচিত্ত।
শুভ্রকান্তি বীর্য্যভাবে উন্নত উরস,
দেবভক্ত সত্যবাদী অমিতসাহস;
এই [illegible] সিংহরাজ শাল্য বংশধর,
অনুরক্ত শিবভক্ত সাক্ষাৎ শঙ্কর,
[illegible] তোমায় [illegible],

ভাবিছেন তব রূপ দিবা বিভাবরী!"

[illegible] পরবর্ত্তী মঞ্চে বালা উত্তরিলা।
[illegible] গাইল ভাট," [illegible] শিলা,
সিন্ধুরাজ রাজধানী, তীক্ষ্ণ সুশাণিত
অস্ত্রে ছেদি শিলাপুরী হয়েছে নির্ম্মিত,
তাই তক্ষশিলা নাম, নগরী মহান
রম্য হর্ম্ম্যাবলীধাম রমণীয় স্থান ;
ভাস্কর স্থাপত্য কার্য্য শিল্পের নিলয়,
ভূরি ভূরি প্রতিষ্ঠিত চারু দেবালয়!
হিমাদ্রি ভেদিয়া সিন্ধু প্রবল তরঙ্গে
প্রবাহিত বেগে লয়ে নগরী উৎসঙ্গে,
উরসে বাণিজ্য পোত ভাসিছে নিয়ত,
রাজধানী ধন ধান্যে পূর্ণিত সতত।
ভারতের মুখ্য ধনী, যক্ষরাজ সম
তক্ষশিলা পতি গখ্যসিংহ অনুপম,
তব পাণি প্রার্থী হয়ে, রাজ্য ধন পণে,
দেখ রাজসুতা, রত তোমার অর্চ্চনে।"

বন্দি পুরো মঞ্চে বালা উত্তরিল গিয়া।
সম্বোধিলা রাজভট্ট কুলজী গাইয়া ;
"হিমাচল পার দেশ ভারত উত্তর,
সিদ্ধপীঠ হরিবর্ষ স্থান মনোহর।
মানস সরস যথা রহে প্রতিষ্ঠিত,
কনক কমল দলে চির সুশোভিত!
পবিত্র সলিলা নদী হিমাদ্রি চহিতা,
চিরদিন ধীর ভাবে যথা প্রবাহিতা;
ফলভরে তরুরাজি সদা নতশির
কুসুম সৌরভে দেশ আমোদিত চির,
দিবানিশি [illegible] বিহরে,
দিব্য পুরী ধরাধামে [illegible] ;
হিংসা নাহি, দ্বেষ নাহি, নাহি দুখ
ভয় নাহি, [illegible]

নাহি রোগ, নাহি শোক, স্বাস্থ্যের আলয়;
মনের আনন্দে লোক সদা সুখে রয়।
যথা হতে দৃষ্ট হয় কৈলাস ভূধর,
ভবের ভবন গিরি, সুবর্ণ শিখর,
শত শশি পরকাশ দীপ্ত নিত্য কাল,
স্বর্গ ভেদি তুঙ্গ শৃঙ্গ উঠিছে বিশাল!
চারি ধারে সিদ্ধগণ তপেতে মগন,
স্বর্গের দুন্দুভি ধ্বনি শুনি অনুক্ষণ।
এ হেন ভূ-স্বর্গ-পতি মনুষ্যপুঙ্গব
সুরথী সুরথী যুদ্ধে, ঐশ্বর্য্যে বাসব,
দিব্য দেহে শুদ্ধ ভাব, সিদ্ধ শুদ্ধাচারী,
নিষ্কাম রাজ ঋষি যতী মিতাহারী।
হের দেখ তব জন্য করি প্রাণপণ,
কনোজ কুমারি, তব করেন অর্চ্চন!"

ক্রমশঃ

তারকা।

আমরা গত দুইবার সৌরজগতের গ্রহ উপগ্রহের কথা বলিয়াছি। গ্রহ উপগ্রহগণ অন্য নক্ষত্র সম্বন্ধে, এক স্থানে থাকে না। তাহাদিগকে ক্রমাগত স্থান পরিবর্ত্তন করিতে দেখা যায়। গ্রহ উপগ্রহ ভিন্ন যে রাশি রাশি নক্ষত্র রাত্রিকালে আমাদের দৃষ্টিপথের পথিক হয়, তাহাদিগকে পরস্পরের সম্বন্ধে স্থান পরিবর্ত্তন করিতে দেখা যায় না। এই জন্য উহাদিগকে স্থির তারকা (Fixed Stars) বলে। বাস্তবিক যে উহাদের গতি নাই, এমন কথা বলা যায় না; কিন্তু উহারা পৃথিবী হইতে এতদূরে অবস্থিত, যে উহারা লক্ষ লক্ষ ক্রোশ সরিয়া গেলেও আমাদের চক্ষে উহাদের অবস্থান সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। এই দূরত্বের জন্যই উহাদিগকে এত ছোট দেখায়। কিন্তু বাস্তবিক উহারা প্রত্যেকে এক একটী সূর্য্য। আমোদের সূর্য্যের ন্যায় উহাদেরও আলোক ও উত্তাপ আছে। সৌরজগতের সাদৃশ্যে অনুমান হয় যে উহারাও এক একটী জগতের কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া চতুর্দ্দিকে উত্তাপ ও আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। কত গ্রহ উপগ্রহ ধূমকেতু উহাদের চতুর্দ্দিকে প্রতিনিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে কে বলিতে পারে?

পৃথিবী হইতে সূর্য্য ৯,২০,০০,০০০ মাইল দূরে অবস্থিত। আমরা এই দূরত্বই ভাবিয়া উঠিতে পারি না। কিন্তু পৃথিবী হইতে সূর্য্য যতদূর, নিকটতম স্থিরতারকা সূর্য্য হইতে তাহার ৫,০০,০০০ গুণ দূরে অবস্থিত। আলোকের গতি প্রতি সেকেণ্ডে ১৮৫,২১০ মাইল। কিন্তু তারকাগণ পৃথিবী হইতে এত দূরে যে অনন্ত আকাশে এমন সকল তারা থাকিতে পারে যাহাদের আলোক শত সহস্র

বৎসর চলিয়াও আজিও পৃথিবীতে পঁহুছিতে পারে নাই।

আমরা যে সকল তারা দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে কতকগুলি সূর্য্য অপেক্ষা ক্ষুদ্র, কতকগুলি প্রায় সূর্য্যের সমান, কতকগুলি আবার সূর্য্য হইতে বহুশত গুণ বৃহত্তর। কিন্তু আমাদের চক্ষে তারকাগণের উজ্জ্বলতার যে ইতর বিশেষ দেখা যায়, উহাদের আকৃতির তারতম্য অপেক্ষা, দূরত্বের অল্পতা বা আধিক্যই তাহার প্রধানতর কারণ।

আমাদের বোধ হয় যেন একখানি প্রকাণ্ড সরার ন্যায় পদার্থের ভিতর দিকে তারকাগুলি বসান আছে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। অনমুমেয় দূরত্বের জন্যই এরূপ দেখায়। রাত্রিকালে জাহাজের নাবিকগণ যখন কোন সমুদ্র তীরস্থ নগরের নিকটবর্ত্তী হয়, তখন তাহাদের চক্ষে নগরের সমস্ত আলোক এক সমতলে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়, যে সকল আলোক প্রায় সমসূত্রপাতে অবস্থিত, তাহারা পরস্পর হইতে দূরবর্ত্তী হইলেও পাশাপাশি বলিয়া মনে হয়। তারকাগণের সম্বন্ধেও ঠিক্ এইরূপ। আমাদের চক্ষে যে সকল তারা খুব কাছাকাছি দেখায়, তাহারা হয়ত পরস্পর হইতে এত দূরে অবস্থিত যে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

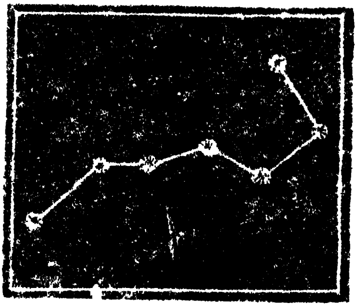
বাহ্যিক চাকচিক্য অনুসারে তারকাগণ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল তারকাগুলিকে জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ প্রথম শ্রেণীর তারা বলেন। তদপেক্ষা কম উজ্জ্বলগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীর বলিয়া অভিহিত হয়। এইরূপ তৃতীয়, চতুর্থ প্রভৃতি অন্যান্য শ্রেণীর তারাও আছে। কিন্তু এই শ্রেণী বিভাগ উজ্জ্বলতা অনুসারেই করা হইয়া থাকে। তারকাগণের আকৃতির সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই।

জ্যোৎস্নাবিহীন রাত্রিতে আকাশের দিকে একবার চাহিলে যে তারা দেখা যায় তাহার সংখ্যা অনূ্যন তিন সহস্র। 'একবার' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে কিয়ৎক্ষণ অন্তর অন্তর অনেকবার দেখিতে গেলে সেই সময়ের মধ্যে কতকগুলি অস্তমিত ও উদিত হয়, সুতরাং এরূপ করিলে গণনা ঠিক্ হয় না। ভাল দূরবীক্ষণ দিয়া দেখিলে লক্ষ লক্ষ তারা দৃষ্টিপথে পতিত হয়।

মানবজাতি অতি প্রাচীনকাল হইতে তারকাগণের অবস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন পুঞ্জে বিভক্ত করিয়াছেন। পদার্থ বিশেষের সহিত কল্পিত সাদৃশ্য অনুসারে ঐ সকল পুঞ্জের এক একটী ভিন্ন ভিন্ন নাম রাখা হইয়াছে। সম্ভবতঃ ভারতীয় আর্য্যগণই প্রথমে জ্যোতির্ব্বিদ্যার চর্চ্চা আরম্ভ করেন। তাঁহাদের নিকট হইতে আরবীয়গণ উহা শিক্ষা করেন এবং আরবীয়দিগের নিকট হইতে উহা ক্রমে সমস্ত ইউরোপে ব্যাপ্ত

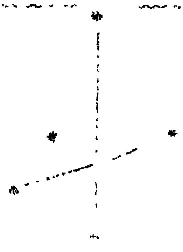
হইয়াছে। এই জন্য আর্য্য জ্যোতিষ শাস্ত্রে তারকাপুঞ্জের যে নাম দেখা যায়, ইউরোপীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রের নামের সহিত তাহার প্রায় সম্পূর্ণ ঐক্য পরিদৃষ্ট হয়। পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে বলিয়া, সূর্য্যকে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে আকাশের বিভিন্ন স্থানে দেখা যায়। আমাদের চক্ষে সূর্য্যের এক পথ যেখান দিয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয়, সেই পথের তারাগুলি দ্বাদশটী বিভিন্ন পুঞ্জে বিভক্ত। এই এক এক পুঞ্জকে এক একটী রাশি বলে, এই জন্য সূর্য্যের পথের নাম রাশিচক্র। এক একটী রাশি পার হইতে সূর্য্যের এক মাস লাগে। আমাদের দেশের পঞ্জিকায় রাশিচক্রে সূর্য্যের গতি অনুসারে মাস গণনা করা হইয়া থাকে। এই দ্বাদশ রাশির নাম (১) মেষ, (২) বৃষ, (৩) মিথুন, (৪) কর্কট, (৫) সিংহ, (৬) কন্যা, (৭) তুলা, (৮) বৃশ্চিক, (৯) ধনু, (১০) মকর, (১১) কুম্ভ, ও (১২) মীন। বৈশাখ মাসে মেষ রাশিতে, জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃষ রাশিতে, আষাঢ় মাসে মিথুন রাশিতে ইত্যাদি ক্রমে সূর্য্যের গতি হইয়া থাকে। ইংরাজী পঞ্জিকাতেও বার মাসে বৎসর হয় বটে, কিন্তু ইংরেজী ১ মাসের সহিত সূর্য্যের রাশি চক্রে অবস্থিতিকালের কোন সামঞ্জস্য নাই। এ সম্বন্ধে দেশীয় পঞ্জিকা ইংরাজী পঞ্জিকা অপেক্ষা অধিকতর বিজ্ঞানসঙ্গত।

বিষুব রেখার উত্তর দিকে যে সকল তারকাপুঞ্জ, দেখা যায় তাহার মধ্যে উত্তর মেরুর নিকটস্থ একটী উজ্জ্বল তারকাপুঞ্জের নাম (Great Bear) বড় ভল্লুক। ইহাতে সাতটী উজ্জ্বল তারকা আছে। তাহার প্রতিকৃতি নিম্নে প্রদত্ত হইল।



... পরিবারের প্রথম দুইটী ... সরল রেখা দ্বারা যোগ ... সরল রেখা উত্তর মেরুর ... করিয়া দিলে একটী উজ্জ্বল তারা পাওয়া যায়। ইহারই নাম ধ্রুবতারা বা Polar star. ইহা আমাদের চক্ষে নিশ্চল দেখায়। অন্যান্য তারাগণ ইহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে বলিয়া বোধ হয়। এই ধ্রুবতারা রাত্রিকালে বিষুব রেখার উত্তরস্থিত সমুদ্রের নাবিকগণের দিগ্দর্শনের পক্ষে বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে। দক্ষিণ মেরুর নিকটে (Southern cross) দক্ষিণ ক্রুশ নামে একটী উজ্জ্বল তারকাপুঞ্জ আছে, তাহার প্রতিকৃতি নিম্নে দেওয়া গেল।

ইহা দ্বারা বিষুব রেখা দক্ষিণস্থ সমুদ্রে নাবিকগণ দিক্ নির্ণয় করিয়া থাকে। ইহার সর্ব্বোপরিস্থ ও সর্ব্ব-নিম্নস্থ তারা দুইটী



সরল রেখা দ্বারা যোগ করিয়া বর্দ্ধিত করিয়া দিলে ঐ রেখা দক্ষিণ মেরুর নিকট দিয়া যায়। কিন্তু উত্তর মেরুর যেমন ধ্রুবতারা আছে, দক্ষিণ মেরুর নিকট সেরূপ নাই।

নিত্য পাঞ্জিকা।

[illegible]।*

১। [illegible] যখন শীতল থাকে, তখন পৃথিবীর বাষ্প পৃথিবীর মুখকে কোয়াশায় আচ্ছাদিত করিয়া থাকে। জীবনে উৎসাহের উত্তাপ কমিলে [illegible] মানুষের মনকে [illegible] সংশয় ও [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পায়। [illegible] [illegible] আত্মা [illegible] [illegible] করিয়া [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করিতে থাকে।

২। [illegible] পৃথি[illegible] দেশে চলিয়া [illegible] অনুভব করা যায় না। কিন্তু একস্থানে [illegible] উচ্চ শৈলে আরোহণ করিলে সব দিক্ পরিষ্কার দেখিয়া আশ্চর্য্য হওয়া যায়, জীবনের উন্নত অবস্থায় দৃষ্টি পরিষ্কার হইয়া ভ্রম সংশয় দূর হয়।

৩। শীত হউক, গ্রীষ্ম হউক, পৃথিবীর উত্তর মুখ ধ্রুব তারার দিকে থাকে। বিপদে সম্পদে সাধুর চিত্ত ঈশ্বরের অভিমুখীন হইয়াই থাকে।

৪। বৃহৎ বৃহৎ মৃৎপিণ্ড ভারী বলিয়া মাটিতে হীন অবস্থাতে পড়িয়া

৫। যে সকল পাহাড় সুতীক্ষ্ণ [illegible] খনন করা যায় না, তাহাতে [illegible] করিয়া গোঁজ পুঁতিয়া রাখিলে ঐ গোঁজ সকল শিশির শিশির পাইয়া ফুলিয়া উঠে এবং পাহাড় বিদীর্ণ করিয়া ফেলে। বল অপেক্ষা কৌশলে অধিক কার্য্য সিদ্ধ হয়।

৬। যে শীতে সকল শরীর শুষ্ক করিয়া দেয়, তাহাতে খর্জ্জুরের রস বর্দ্ধিত ও সুমিষ্ট করে। বিপদে সাধু লোকের প্রকৃতির সরসতা অধিক প্রকাশ পায়।

৭। জল জমিয়া যখন বরফ

* গতবারে যাহা আশ্বিন বলিয়া লিখিয়াছে, তাহা কার্ত্তিক হইবে।

হয়, তখন তাহা আকারে বৃহৎ ও পরিমাণে লঘু হয়। এরূপ হয় বলিয়াই শীতকালে সমুদ্র সকল বরফে আচ্ছাদিত হইয়া থাকে এবং জল জন্তু সকল তাহার নিম্নে সুখে ও নিরাপদে বাস করে। প্রয়োজন অনুসারেই বিধাতার বিধির ব্যতিক্রম দেখা যায়।

৮। বরফ এত ঠাণ্ডা, কিন্তু শীতকালে বরফের ঘরে যাহারা বাস করে, তাহারা গরমে থাকে। অল্প দুঃখ ভয়ের কারণ, কিন্তু অধিক দুঃখের মধ্যে থাকিয়াও সুখে জীবন ধারণ করা যায়।

৯। কেহ রেসম ও পসমের বস্ত্রে আবৃত হইলেও শীতে কাতর, কেহ সামান্য ভস্ম মাখিয়া খোলা বাতাসে সুখে পড়িয়া থাকে। মানুষের অভাব কিসে হয় আর কিসে যায় কে বলিতে পারে?

১০। যাহাদিগের দেশে শীতকালে ৫।৬ মাস রাত্রি, আমরা মনে করি তাহাদেরই অনন্ত কষ্ট। কিন্তু এই সময়েই তাহাদের অধিক আমোদোৎসব। তাহারা সূর্য্যের মুখ দেখিতে পায় না, কিন্তু ঈশ্বরের মঙ্গল ব্যবস্থায় এক অদ্ভুত তাড়িতালোকের সাহায্য পায়, তাহাতে স্নিগ্ধ জ্যোতি লাভ হয় অথচ রৌদ্রের কষ্ট সহ্য করিতে হয় না।

বাঙ্গলা প্রবচন।

ছ

৩০৭ ছকড়া নকড়া।

৩০৮ ছাই ফেলতে ভাঙ্গা কুলো।

৩০৯ ছাইতে জানে না গোড় চেনে।

৩১০ ছাগলের সাধ্য যব মাড়ান?

৩১১ ছাতারের কেত্তন।

৩১২ ছাল্লা দে মাথা মাখা।

৩১৩ ছায়া আর কায়া।

৩১৪ [illegible] নাই কুকুরের ধাম বাধা।

৩১৫ ছারপোকার বেন।

৩১৬ ছাঁচ কেটে আর মাথা,

[illegible]

৩১৭ ছাঁদা ভাঙ্গে জল মাখা।

৩১৮ ছাঁদা ঘটী, চোরা গাই,
চোর পড়সী, ধূর্ত্ত ভাই।
মূর্খ ছেলে, স্ত্রী নষ্ট,
এই ছয়টী বড় কষ্ট।

৩১৯ ছাঁদা কথা মাথার কাঁটা,
ছাড়াতে গেলেই বিষম লেটা।

৩২০ [illegible]

৩২১ ছিদ্রেষনর্থা বহুলী ভবন্তি।

৩২২ ছিল ঢেঁকী হলো শুল,
চাঁচিতে চাঁচিতে নির্ম্মূল।

৩২৩ ছিল না কথা হলো গান,
আজ না হউক হবে কাল।

৩২৪ ছুতরের তিন স্ত্রী ভাগে কাটে খায়।
যত থাকে যত যায়।

৩২৫ ছুঁচ হয়ে সেধোঁয়,
ফাল হয়ে বেরোয়।

৩২৬ ছুঁচো মেরে হাতে গন্ধ।

৩২৭ ছুঁচোর গু অসুখে লাগে,
ছুঁচো গে পর্ব্বতে হাগে।

৩২৮ ছুঁচোর গোলাম চামচিকে,
তার মাইনে চৌদ্দ সিকে।

৩২৯ ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে,
লক্ষ টাকার স্বপন দেখা।

৩৩০ ছেঁড়া চুলে খোপা।

৩৩১ ছেড়ে দে ভেড়ে ধরা।

৩৩২ ছেড়ে দে মা কেঁদে বাচি।

৩৩৩ ছেলে মুখে বুড়ো কথা।

৩৩৪ ছেলের হাতে পিটে না মোয়া।

৩৩৫ ছোট সরাটী ভেঙ্গে গেছে
বড় সরাটী আছে,
নাচো কোঁদো বউ কি
আমার হাতের আটকোল আছে।

৩৩৬ ছেঁওড়কে না কর দয়া,
ছেঁওড় জানে আঠার মায়া।

৩৩৭ ছোলা দাতে গোলা মিসি।

৩৩৮ ছোট মুখে বড় কথা।
[illegible]

৩৩৯ জগৎ জুড়ে জাল ফেলেছে,
পালিয়ে বাঁচবি কোথা?

৩৪০ জগতের জাল কে?
না যায় মনে লেগেছে যে।

৩৪১ জগন্নাথে গেলে হাড়ীর খাঁটা খেতে হয়।

৩৪২ জড়ভরত।

৩৪৩ জন জামাই ভাগনা,
তিন নয় আপনা।

৩৪৪ জননী জন্মভূমিশ্চ,
স্বর্গাদপি গরীয়সী।

৩৪৫ জন্ম মৃত্যু বিয়ে,
তিন কর্ম্ম নিয়ে।

৩৪৬ জন্মে করে না লক্ষ্মীপূজা,
একেবারে দশভূজা।

৩৪৭ জন্মের মধ্যে কর্ম্ম নিমাইয়ের,
চৈত্র মাসে রাস।

৩৪৮ জপ কর তপ কর,
মর্‌তে জানলে হয়।

৩৪৯ জমী অভাবে উঠান চষা।

৩৫০ জল এগোয় না তৃষ্ণা এগোয়?

৩৫১ জল জোলাপে জুয়াচুরি,
তিন নিয়ে ডাক্তারি।

৩৫২ জল নেড়ে খাই ঘোলা।

৩৫৩ জলে জল বাঁধে।

৩৫৪ জলে কুমীর ডাঙ্গায় বাঘ।

৩৫৫ জলে পাথর পচে না।

৩৫৬ জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ।

৩৫৭ জলের রেখা খলের পিরীত।

৩৫৮ জলের [illegible],
[illegible]।

৩৬০ জাগরণে ভয়ং নাস্তি।

৩৬১ জাত হারিয়ে কায়েত।

৩৬২ জাত তো বাক্সর ভিতর।

৩৬৩ জাতও গেল পেটও ভরল না।

৩৬৪ জাত ভিখারীর ভেকে কাজ কি?

৩৬৫ জামাই এল কামাই করে
বসতে দে গো পিঁড়ে।
জলপান করিতে দেও সরু
ধানের চিঁড়ে।

৩৬৬ জামাইয়ের জন্যে মারে হাঁস,
গুষ্টি শুদ্ধ খায় মাস।

৩৬৭ জাল ছেঁড়া পোলো ভাঙ্গা।

৩৬৮ জালার উপর পালার বাড়ী।

৩৬৯ জাহাজের পাছে নজর।

৩৭০ জাহাজের সঙ্গে জালীবোট।

৩৭১ জিয়ন্তে মরা।

৩৭২ জিয়ন্ত মাছে পোকা পড়ান।

৩৭৩ জিবে দাঁতে সম্বন্ধ।

৩৭৪ জিলিপির পেঁচ।

৩৭৫ জুতো মেরেছে, অপমান তো
করতে পারেনি?

৩৭৬ জুয়াচোরের বাড়ীর ফলার,
না আঁচালে বিশ্বাস নাই।

৩৭৭ জেল তো শ্বশুর বাড়ী।

৩৭৮ জেলের পাছে হাঁড়ী।

৩৭৯ জোর যার মুলুক তার।

৩৮০ জোৎস্না কিন ফুটে,
চোরের মার বুক ফাটে।

৩৮১ জোয়ারের জল।

৩৮২ জরে পায়, না পরে পায়?

ক্রোধতত্ত্ব।

ক্রোধ এক প্রকার মানসিক ভাব মাত্র। কি কারণে এ ভাবের উত্তেজনা হয়, সর্ব্বাগ্রে তাহারই আলোচনা করিব। কেহ কেহ বলেন ন্যায়ের অবমাননা প্রত্যক্ষ করিলেই এই ভাব উত্তেজিত হইয়া থাকে। কিন্তু সর্ব্বত্র ইহা কারণ নহে। পশু পক্ষী মৎস্য কীট পতঙ্গ প্রভৃতি ইতর প্রাণী এবং অসভ্য মানব জাতির অনেকেই ন্যায় কি তাহা জানে না, অথচ তাহারাও ক্রোধের বশীভূত। আমরা ক্রোধ উত্তেজক একটী কারণই দেখিতে পাই। কারণটী এই—আমি যাহা ইচ্ছা করি, তাহার কোন ব্যাঘাত হইলে ও আমি যাহা ইচ্ছা করি না তাহা ঘটিলে এবং আমার ইচ্ছা ও অনিচ্ছার প্রতিবন্ধক কারণ আমার মনের কাছে সুস্পষ্ট অঙ্কিত হইলে, আমার ক্রোধের উত্তেজনা হইয়া থাকে কিন্তু প্রতিবন্ধক কারণ যদি আমার নিকট অদম্য বলিয়া বোধ হয় তাহা হইলে ক্রোধের আবির্ভাব হয় না। আমার ওলাউঠা হউক ইহা আমি ইচ্ছা করি না। অথচ আমার ওলাউঠা হইল, এস্থলে আমার ক্রোধের আবির্ভাব হয় না। কারণ যে ওলাউঠা

মোছিলাস* আমার রক্তস্রোতে অবগাহন করিয়া তাহা বিযাক্ত করিয়া তুলে, সেই স্নায়ু মোছিলাসের উপর আমার বিশেষ কোন আধিপত্য নাই। আমি ইচ্ছা করি জগৎ হইতে আজি পাপের রাজত্ব অন্তর্দ্ধান হউক। কিন্তু তাহা হইতেছে না বলিয়া আমার ক্রোধের উদ্রেক হয় না, যেহেতু যে কারণে আজি পাপ সংসারে বিরাজ করিতেছে, সেই কারণের উপর আমার কোন প্রভুত্ব নাই। পক্ষান্তরে আমার চাকর আমার ইচ্ছার প্রতিবন্ধকতা করিল, আর আমি ক্রোধের তরঙ্গে নাচিতে লাগিলাম। অসংখ্য দৃষ্টান্ত দ্বারা এই সূত্রটী প্রতিপাদন করা যাইতে পারে। এস্থলে আমরা ইহা বলিয়া রাখিতেছি যে স্নেহ প্রভৃতি অন্যান্য ভাবও কখন কখন ক্রোধ উত্তেজনার প্রতিবন্ধক হইয়া থাকে।

ক্রোধ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া আমরা আর একটী নিয়ম দেখিতে পাই। ক্রোধের উত্তেজনা হইলেই, তাহার বিকাশ হইবেই হইবে। ক্রোধ বিকাশের অর্থ কি? ক্রোধের আবির্ভাব মাত্র মস্তিষ্কের দিকে অধিক পরিমাণে রক্তের গতি হয়। মস্তিষ্কে এইরূপে রক্ত সঞ্চালন হওয়াতে অধিক পরিমাণে স্নায়বীয় শক্তি নির্মুক্ত হইয়া থাকে। এই শক্তি যখন স্নায়ুক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন শত সহস্র পথে পেশী সকলে গমন করিয়া, তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলে। শক্তি একবার বহির্গত হইলে তাহা কোনরূপ কাজ সমাধা না করিয়া থামে না। তাই কখনও মস্তকের মাংসপেশীর উপর কার্য্য করিয়া রূঢ় ও উচ্চ বাক্য বাহির করে। উচ্চ বাক্যে বায়ুবিন্দু কম্পিত হয়, এইরূপে স্নায়বীয় শক্তি অবশেষে বায়ু সাগর কাঁপাইয়া তন্মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। কখন বা হস্তের পেশীর উপর কার্য্য করিয়া আশ্চর্য্য অঙ্গভঙ্গী উৎপন্ন করে, এই অঙ্গভঙ্গী যখন কোন জীব জন্তুর শরীরে অবতরণ করে, তখন সেই জন্তুর স্নায়ুসূত্র কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া তাহার মস্তিষ্কে যাইয়া পর্য্যবসিত হয়, এবং এইরূপে বেদনা উৎপাদন করিয়া থাকে। তাহা না হইলে, অঙ্গভঙ্গীতে বায়ু সাগর কথঞ্চিৎ আলোড়িত হইয়া শক্তির সমাধা হয়। যদি পায়ের পেশী উত্তেজিত হয়, তাহা হইলে কখনও লাথির আকারে জন্তু শরীরে অথবা নির্জীব ইষ্টক, কাষ্ঠে অবতরণ করে, তাহা না হইলে বায়ু সাগরেই তাহার শেষ হয়। ক্রোধজনিত স্নায়বীয় শক্তির এইরূপ বহির্বিকাশ না হইলে অন্তর্বিকাশ হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা অতি ভয়ঙ্কর। কারণ যে শক্তি একবার মস্তিষ্ক হইতে বহির্গত হয়, তাহা পুনর্ব্বার পূর্ব্বস্থানে

* মোছিলাস এক প্রকারের কীটাণু। ইহারা রক্তমধ্যে বাস করিয়া থাকে।

অধিকার করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং শরীরে কষ্টজনক পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিয়া থাকে। হৃদয়, ফুসফুস অথবা অন্য কোন যন্ত্রের উপরে এই শক্তির আগমন হইলে উৎকট রোগের সঞ্চার হইতে পারে। সুতরাং ক্রোধ উপস্থিত হইলে তাহার বহির্ব্বিকাশ হইতে দেওয়াই কর্ত্তব্য। অন্যথা বিষম যাতনা ভোগ করিতে হয়। কিন্তু বহির্ব্বিকাশ যাহাতে অন্য জীবের উপরে না হয়, তদ্বিষয়েও বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে কিঞ্চিৎ কালবিলম্বে নিজ শরীরে পুনঃ প্রবেশ করিতে পারে। এইরূপে ক্রোধ অগ্নিকে নির্ব্বাণ করা অথবা নির্জ্জীব বায়ু-সাগরে এই শক্তিকে বিলীন করিয়া দেওয়াই বুদ্ধিমানের উচিত।

ধর্ম্মের ভাবে যাঁহাদিগের চিত্ত উন্নত, পবিত্র ও শান্ত, তাঁহারা ক্রোধের অধীন হন না, কিন্তু ক্রোধ তাঁহাদিগের অধীন হয়। এরূপ স্ববশচিত্ত লোক ক্রোধের উদ্রেক মাত্র তাহা বুঝিতে পারেন। ইচ্ছা করিলে সেই ক্রোধকে উপযুক্তরূপে ব্যবহার করিতে পারেন, ইচ্ছা করিলে তাহার মূলে কুঠারাধার করিয়া বিনাশ করিতে পারেন। এরূপ ব্যক্তিদিগের পক্ষে ক্রোধবিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখিবার তাদৃশ প্রয়োজন নাই। কিন্তু যাঁহারা ধৈর্য্য দ্বারা ক্রোধকে প্রশমন করিতে পারেন না এবং ক্রোধ অন্তরে পোষণ করিয়া আপনাদের শরীর ও মনের অনিষ্ট সাধন করেন, তাঁহাদিগের পক্ষে এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

কন্যার নামকরণ উপলক্ষে প্রার্থনা।

হে কৃপাময় পরমেশ্বর, তোমার কৃপায় এই সুকুমার বালিকা ৫ মাসকাল এই পৃথিবীতে জীবন ধারণ করিয়াছে। যখন এই শিশু মাতৃ গর্ভে জরায়ু শয্যায় শয়ান ছিল, তখন ইহাকে দেখিবার কেহই ছিল না, তুমি সেই অবস্থায় ইহাকে রক্ষা করিয়াছ, বিরলে বসিয়া মনোমত করিয়া ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল গঠন করিয়া দিয়াছ। সেই সঙ্কট স্থলে কত আপদ বিপদ হইতে ইহাকে বিমুক্ত করিয়া পৃথিবীর আলোক দেখাইলে। আহা! শিশুকে পালন করিবার জন্য তোমার কি আশ্চর্য্য ব্যবস্থা! প্রসব হইবার পূর্ব্বে তুমি ইহার জননীর স্তনে দুগ্ধ সঞ্চার করিয়া দিলে, তাহা না হইলে শিশুর কোমল কণ্ঠ কিরূপে সরস হইত, ইহার কোমল দেহ কিরূপে পোষণ হইতে পারিত? পৃথিবীতে অনেক সুস্বাদ্য বস্তু আছে, কিন্তু মাতৃস্তনদুগ্ধের ন্যায় শিশুর শরীর পোষণোপযোগী আর দ্বিতীয় পদার্থ নাই। আর তুমি শিশুর শরীররক্ষক এই কোমল

সুন্দর করিয়াছ যে যে তাহা দর্শন করে তাহারই চক্ষু জুড়ায়, হৃদয় আকৃষ্ট হয়, । পিতা মাতার মনে যে স্নেহের উৎস উৎসারিত হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? এ সকলই তোমার মঙ্গল ব্যবস্থা।

তুমি বিঘ্নবিনাশন হে পরমেশ্বর! শিশুর জীবনে এত রোগ এত বিপদ উপস্থিত হইয়া থাকে, যে কাহারও সাধ্য নাই তাহা নিবারণ করে। পিতা, মাতা, চিকিৎসক ও আত্মীয় বন্ধু, সে সকল বিপদের অতি অল্পই প্রতীকার করিতে পারেন। এই শিশু যে এত দিন নীরোগ থাকিয়া সুস্থদেহে দিন দিন বর্দ্ধিত হইয়াছে, সে কেবল তোমারই করুণাতে। শিশুর প্রতি তোমার এই অপার করুণার জন্য হে দেব! আমরা তোমার চরণে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা উপহার অর্পণ করিতেছি, তুমি কৃপা করিয়া তাহা গ্রহণ কর।

তুমি আমাদিগের সংসারে এই শিশুকে পাঠাইয়া আমাদিগেরও কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করিতেছ। এই শিশুকে দেখিয়া আমাদিগের শৈশবাবস্থা আমরা স্মরণ করিব এবং যে সময় তুমি আমাদিগের প্রতি যে করুণা করিয়াছ তাহা স্মরণ করিয়া তোমার সহিত জীবনের গূঢ় সম্বন্ধ অনুভব করিব, ইহা তোমার ইচ্ছা। আমাদিগের গৃহে এই শিশু তোমার মঙ্গলবার্ত্তা লইয়া আসিয়াছে, আমরা ইহাকে দেখিয়া যেমন আনন্দ প্রাপ্ত হই, তাহার সঙ্গে সঙ্গে যেন তোমাকে জীবনের সহায় বলিয়া অবলম্বন করি।

হে মঙ্গলবিধাতা! আজ তোমার নিকট করযোড়ে প্রার্থনা করি তুমি এই শিশুকে নিরাপদে রক্ষা কর, ইহার আত্মাকে পবিত্রভাবে সংগঠন কর, ইহার জীবনস্রোতকে তোমার পথে প্রবাহিত করিয়া তুমি ইহাকে পবিত্র ও সুখী কর, ইহার পিতা মাতা আত্মীয় বন্ধু সকলের মনোভিলাষ পূর্ণ কর।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

১৪।১৫ বৎসর গত হইল, বামাবোধিনীতে আমরা ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রথার প্রসঙ্গ করি * এবং ইহার শুভ উদ্দেশ্য অনুধাবন পূর্ব্বক এই সুপ্রথাটী রক্ষা করিবার জন্য ভগিনীগণকে অনুরোধ করি। আমরা দেখিয়া আহ্লাদিত হইতেছি, আজি কালিকার শিক্ষিত সমাজ পাশ্চাত্য ব্যবহারের অযথা পক্ষপাতী নহেন এবং স্বদেশীয় প্রাচীন আচার পদ্ধতি মাত্রকেই কুসংস্কার বলিয়া অবজ্ঞা করিতে প্রস্তুত নহেন; প্রত্যুত কুসংস্কার দূষিত দেশাচার সকলের মধ্য হইতে সদাচার সকল নির্ব্বাচনপূর্ব্বক

* বামাবোধিনী, ১১৪ সংখ্যা ২০৭ পৃষ্ঠা দেখ।

তৎসংরক্ষণে অনুরাগী হইয়াছেন। এই জন্য শিক্ষিতদিগের মধ্যে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া প্রথার সম্মান পুনর্বার বৃদ্ধি হইতেছে এবং ইহা যে স্থায়ীরূপে রক্ষিত হইবে তাহার আশা হইতেছে। শিক্ষিত ভগিনীগণও ভ্রাতাদের প্রতি [illegible] সদ্ভাব বৰ্দ্ধনের এই সুযোগ যত্ন পূর্ব্বক গ্রহণ করিতেছেন এবং [illegible] [illegible] [illegible]।

দেশের প্রাচীন প্রথা [illegible] আমাদিগের এই [illegible] ছিল যে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া কেবল [illegible] ভগিনীদিগের ভালবাসা দেখাইবার দিন। ইহাতে ভ্রাতারা পূজিত এবং ভগিনীরা দাতা। একরূপ হইলে এ প্রথাকে একপক্ষীয় বলা যায়, কারণ ভ্রাতাদিগের প্রতি যেমন ভগিনীদের, সেইরূপ ভগিনীদের প্রতিও ভ্রাতাদের স্নেহ প্রীতি প্রদর্শন [illegible] আবশ্যক। যদি ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ভগিনীদের কর্ত্তব্য সাধনের জন্য হয়, তাহা হইলে ভগিনীদ্বিতীয়া বা সেইরূপ কোন দিবস ভ্রাতাদের কর্ত্তব্য সাধন জন্য নির্দিষ্ট থাকা বিধেয়। কিন্তু আমরা প্রাচীন শাস্ত্র অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম ভ্রাতৃদ্বিতীয়াতে ভ্রাতা ও ভগিনী উভয়েরই কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট আছে। আমাদিগের সমাজে এই সুব্যবস্থার পুনঃ প্রবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক। হিন্দুসমাজে পুরুষের একাধিপত্য হওয়াতে তাহার ফল এই হইয়াছে, যে কিছু সুখভোগ পুরুষদিগের জন্য, যে কিছু দুঃখভোগ ও ত্যাগস্বীকার স্ত্রীলোকদিগের জন্য। ইহাতে স্ত্রীলোকদিগের [illegible] অবশ্য বৰ্দ্ধিত হইয়াছে, কিন্তু পুরুষদিগের [illegible] [illegible] সমাজের [illegible] উন্নতি হইতে পারে না।

কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষস্য দ্বিতীয়ায়াং যুধিষ্ঠির।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

হে যুধিষ্ঠির! কার্ত্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়ায়, [illegible] পূর্ব্বকালে [illegible] আপনার গৃহে [illegible] [illegible] ভোজন করাইয়াছিলেন, [illegible] যমদ্বিতীয়া [illegible] বিখ্যাত হইয়াছে। এই দিবস পুরুষদিগের নিজ গৃহে ভোজন করা উচিত নয়, ভগিনী হস্ত হইতে পুষ্টিবৰ্দ্ধন [illegible] স্নেহপূর্ব্বক ভোজন করা কর্ত্তব্য। ভগিনীগণকে স্বর্ণালঙ্কার, বস্ত্র, অন্ন পূজা, সৎকার ও ভোজনের সহিত যথাবিধি দান করা কর্ত্তব্য। সকল ভগিনীকেই পূজা করা কর্ত্তব্য, সোদরা ভগিনী না থাকিলে প্রতিপন্নকা অর্থাৎ মাসতুত, পিসতুত, প্রভৃতি ভগিনীর প্রতি এইরূপ স্নেহ প্রদর্শন করিতে হইবে।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া যমরাজের ভগিনী

যমুনা প্রথম প্রবর্ত্তন করেন, এবং এই যমুনার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া ভাইয়ের প্রতি সমাদর করিলে আর যমের ভয় না, হিন্দুসমাজের সাধারণতঃ এই বিশ্বাস। এই কারণে ভাইফোঁটার মন্ত্র :—

"ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা,
যমের দ্বারে পড়লো কাঁটা,
যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা,
আমি দিই ভাইকে ফোঁটা।"

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় ভাইকে ভোজন করাইবার পূর্ব্বে সংস্কৃতেতেও এইরূপ একটী মন্ত্র পড়িতে হয় :—

ভ্রাত স্তবানুজাতাহং, ভুঙ্ক্ষ ভক্তমিদং শুভং।
প্রীতয়ে যমরাজস্য যমুনায়া বিশেষতঃ।

হে ভ্রাতঃ, আমি তোমার অনুজা (বড় ভগিনী হইলে—তবাগ্রজাতাহং অর্থাৎ আমি তোমার অগ্রজা) যমরাজের বিশেষতঃ যমুনার প্রীতির নিমিত্ত এই শুভ অন্ন ভোজন কর।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়াতে ভাইকে ফোঁটা দিলে বা ভোজন করাইলে যে ভাই অমর হইয়া যাইবে, এরূপ মনে করা অবশ্যই কুসংস্কার। কিন্তু ভাই ভগিনীর পরস্পরের সম্বন্ধ দৃঢ়তর করাই শাস্ত্রের এইরূপ শাসনের উদ্দেশ্য বোধ হয়। প্রাচীনেরা কেমন সুন্দর ব্যবস্থা করিয়াছেন, এই দিবস পুরুষ মাত্রেই আপনার গৃহে ভোজন করিবে না, কিন্তু যেখানে ভগিনীসম্পর্কে যিনি থাকেন, তাহার গৃহে গিয়া তাহার হস্ত হইতে পুষ্টিবর্দ্ধন আহার গ্রহণ করিবেক। সহোদরা ভগিনী না থাকিলে মাসতুতো পিসতুতো, খুড়তুতো, জেঠতুতো অন্য ভগিনীদিগের সমাদর করিবার-ও তাঁহাদের হস্ত হইতে ভোজন করিবার বিধান করা হইয়াছে। হিন্দুসমাজে এইরূপ বিধান থাকাতে পারিবারিক সম্পর্ক এমন ঘনিষ্ঠ ও মধুর হইয়াছে। প্রথমোক্ত শ্লোকে ভ্রাতার প্রতিও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তিনি যেমন ভগিনীর হস্ত হইতে শুভ অন্ন ভোজন করিবেন, সেইরূপ ভগিনীকে স্বর্ণালঙ্কার, বস্ত্র, অন্ন, প্রভৃতি দান দ্বারা অর্চ্চনা করিবেন। দান প্রতিদান এই উভয়কার্য্য না হইলে উভয় হৃদয়ের প্রীতি পূর্ণভাবে সঞ্চারিত ও বর্দ্ধিত হয় না, অতএব ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উপলক্ষে ভ্রাতাগণও ভগিনীদিগের প্রতি ভালবাসার চিহ্ন দেখাইতে ত্রুটি না করেন, ইহাই বাঞ্ছনীয়।

হিন্দুরা সদ্ভাববর্দ্ধনের কিরূপ উপায় জানিতেন, নিম্নলিখিত শ্লোকটীতে তাহা নিবৃত আছে। হিন্দুদিগের চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে এক গৃহে অনেক গোষ্ঠী বাস করেন এবং সহোদরা, খুড়তুতো, জেঠতুতো, মাসতুতো, পিসতুতো সকল সম্পর্কীয় ভগিনীরই একত্র সমাবেশ আছে। এরূপ স্থলে ভ্রাতা কাহার হস্ত হইতে অগ্রে ভক্ষ্য দ্রব্য গ্রহণ করিবেন?

"পিতৃব্য ভগিনী হস্তাৎ প্রথমায়াং যুধিষ্ঠির।
মাতুলস্য সুতা হস্তাৎ দ্বিতীয়ায়াং তথা নৃপ।
পিতুর্মাতুঃ স্বসুঃ কন্যে তৃতীয়াং তয়োঃ করাৎ॥
চতুর্থ্যাং সহজায়াসা ভগিন্যাঃ হস্ততঃ পরঃ॥
সর্ব্বাসু ভগিনী হস্তাৎ ভোক্তব্যং বলবর্দ্ধনং॥"

হে যুধিষ্ঠির! প্রথমতঃ খুড়তুতো ও জেঠতুতো ভগিনীর হস্ত হইতে, দ্বিতীয়তঃ, মামাতো ভগিনীর হস্ত হইতে, তৃতীয়তঃ পিসতুতো ও মাসতুতো ভগিনীর হস্ত হইতে এবং সর্ব্বশেষে সহোদরা ভগিনীর হস্ত হইতে—সকল ভগিনীর হস্ত হইতেই বলবর্দ্ধন ভোজ্য আহার গ্রহণ করিবেক।

খুড়তুতো, জেঠতুতো সম্পর্ক প্রথম দায়াদ সম্পর্ক, তাঁহারা আগে পর ভাবিতে পারেন, পরকে আপনার করিবার জন্য তাহাদিগের প্রতিই প্রথম সম্মান প্রদর্শিত হইয়াছে। সহোদরা ভগ্নী কখনই পর হইবে না, এজন্য তাহার হস্ত হইতে সর্ব্বশেষে ভোজ্য গ্রহণের বিধি। মামাতো পিসতুতো সম্পর্ক পর হইলেও মিষ্ট, এই জন্য তাহাদিগকে মধ্যস্থলে রাখা হইয়াছে। পরকে আপনার করিবার গূঢ় মন্ত্র জানিতেন বলিয়া প্রাচীন হিন্দুগণ বহুগোষ্ঠী সদ্ভাবে একত্রে বাস করিতেন এবং গৃহস্থাশ্রমে প্রেমের উচ্চতম ধর্ম্ম সাধন করিয়া স্বর্গসুখের অধিকারী হইতেন।

ভারতে পাশ্চাত্য রাজা।

(২৬১ সংখ্যা ১৭৭ পৃষ্ঠার পর)

আপলোডোটস ব্যাকট্রিয়া ও ভারতবর্ষ এতদুভয় রাজ্যের উপর প্রভুত্ব করিয়াছিলেন। আপলোডোটসের পর মীনাণ্ডর রাজসিংহাসনে উপবেশন করেন। সেই মীনাণ্ডরের ভ্রাতার নাম ডিমেটিয়স। প্রথম ইউক্রেতাইডিস্ নামে একজন রাজা ব্যাকট্রিয়া ও আফগানস্থানের পশ্চিমাঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছিলেন, জেলালাবাদে ঐ প্রথম ইউক্রেতাইডিস্ রাজার নামাঙ্কিত মুদ্রা একটীও নাই, সুতরাং বোধ হয় যে জেলালাবাদের পশ্চিমে তাঁহার রাজত্বের সীমা ছিল।

পূর্ব্বোক্ত মুদ্রাদি সন্দর্শনে আরও কয়েকজন রাজার নাম প্রকাশিত হইয়াছে;—যথা, এণ্টিমেকস্, আপালোডোটস, এণ্টিলেকাইডস্ ইত্যাদি। মহান্ এসস্ রাজাধিরাজ ইত্যাদি নামাঙ্কিত যে মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, তদ্বিষয়ে প্রিন্সেপ সাহেব কহেন যে, সে সমস্ত নিরীক্ষণ করিয়া বোধ হয় যে এসস্ রোমীয় সম্রাট গালিয়েনসের সমকালীন সম্রাট ছিলেন অর্থাৎ খৃষ্টের জন্মের দুইশত বাটি বৎসর পরে আসস্ সম্রাট রাজত্ব করিয়াছিলেন।

ষ্ট্রেবো নামে পূর্ব্বতন ইতিহাসবেত্তা বলেন যে আগষ্টস্ সিজর নামক রোমীয় সম্রাট খ্রীষ্ট জন্মের এক বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে একিমিয়স নামক স্থানে আপন

শত্রু মার্ক আণ্টনিকে পরাভূত করিয়া আপনার পূর্ব্ব নাম অকটেভিয়স পরিত্যাগ করত আগষ্টস্ (মহান) উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক রোমীয় সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। ঐ আগষ্টস্ সিজর যখন সিরিয়া (সুরিয়া) দেশের অন্তঃপাতী আন্তিয়খিয়া নগরে উপস্থিত ছিলেন, তখন তিনি একজন ভারতবর্ষীয় রাজার নিকট হইতে এক পত্র পান। সেই পত্র পাঠে ও দূতের প্রমুখাৎ আগষ্টস অবগত হইলেন যে ঐ ভারতবর্ষীয় রাজার নাম পোরস্ (পুরু), আর সেই পোরসের অধীনে ছয়শত রাজা ছিলেন।

খৃঃ পূঃ ১২০ সালে যখন টলমি ইউবর্জিটিস মিসর দেশের রাজা ছিলেন, ইউডক্সস নামে একজন নাবিক পারস্য উপসাগর অবধি সুফ সাগর (লোহিত সাগর) পর্য্যন্ত সমুদ্র যাত্রা সম্পন্ন করেন। খৃষ্টীয় শকের প্রথম শতাব্দীতে ভারতবর্ষের দক্ষিণ পশ্চিম মালাবারকূলস্থ মুসিরিস্ নামক নগর হইতে সুফ সাগর পর্য্যন্ত সমুদ্র ভাগ গমনাগমনের সুলভ উপায় ছিল। সুফ সাগর হইতে নাবিকেরা যে যে স্থানে গিয়াছিল, তৎসমুদায় বৃত্তান্তঘটিত একখানি পুস্তকও রচিত হইয়াছিল। সেই পুস্তকের নাম "পেরিপ্লস্ অব দি ইরিথ্রিয়ানসী" অর্থাৎ আরব্য সমুদ্র দিয়া সমুদ্র যাত্রার বিবরণ, এবং গ্রন্থকর্ত্তার নাম এরিয়ান। ঐ পেরিপ্লস্ গ্রন্থে সিন্ধু নদকে সিন্থস্ নাম প্রদত্ত হইয়াছে আর গুজরাট দেশের উত্তরে কচ নামক ক্ষুদ্র অখাতকে "এরিন" ক্ষুদ্রাখাত সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। ঐ সমুদ্রযাত্রী নাবিকেরা বলেন যে গুজরাট দেশে ধান্য, তণ্ডুল ও নানাবিধ শস্য বিশেষতঃ কার্পাস পর্য্যাপ্ত জন্মে। কচ ক্ষুদ্রাখাত এড়াইয়া নাবিকেরা কেম্বে (বেরোচ) ক্ষুদ্রাখাতে আসিয়াছিলেন; নর্ম্মদা নদী ঐ কেম্বে ক্ষুদ্রাখাতে আসিয়া পতিত হয় এবং বেরোচনগর ঐ নর্ম্মদা নদীর সাগর মুখের নিকটস্থিত। টাপটি (তপ্তী) নামে আর এক নদী ঐ কেম্বে ক্ষুদ্রাখাতে পতিত হয়, সুরাট নগর ঐ টাপটী নদীর তীরস্থিত। প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে বেরোচ নগরে মেলা হয়, সেই মেলা উপলক্ষে মালোয়া প্রদেশের রাজধানী উজ্জয়িনী নগর হইতে বহুমূল্য মণি মুক্তাদি বেরোচ নগরে আনীত হইয়া বিক্রীত হইত। নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণে কৃষ্ণানদী পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের যে অংশ তাহাকে "দক্ষিণ" বলে। ঐ দক্ষিণ রাজ্যের রাজধানী প্লিথান (গোদাবরী নদীর তটস্থ পিথটানা) ও টোগরা (দেবঘর অর্থাৎ দৌলতাবাদ)। দক্ষিণ রাজ্যের পশ্চিমধারে আরব্য সমুদ্রতটস্থ তিনটী প্রধান বাণিজ্যস্থান আছে, তাহাদের নাম একাবারস্, উপারা, এবং বোম্বাই দেশের নিকটস্থ কালিয়ান নগর। পেরিপ্লস্ গ্রন্থের মধ্যে কন্‌ক্যান রাজ্যের নাম উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু তাহার বর্ণনা আছে। কন্‌ক্যান

রাজ্যে সেই সময়ে এবং তৎপরে অনেক শতাব্দী পর্য্যন্ত সমুদ্র তস্করেরা উৎপাত করিত। কনক্যানের দক্ষিণস্থিত অঙ্গদ্বীপ নামক উপদ্বীপ এড়াইয়া ঐ সমুদ্রযাত্রীরা ক্যানাড়া প্রদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। মালাবার কূলে তিনটি প্রধান বাণিজ্য স্থান আছে, তাহাদের নাম বারসিলোর, মঙ্গলোর, এবং নিলস্বরাম। পেরিপ্লস গ্রন্থে ঐ তিন স্থানের নাম টিণ্ডিস, মুসিরিস এবং নীলকণ্ঠ। নীলকণ্ঠ নামক স্থানে মরিচ, মুক্তা, রেশম, হস্তিদন্ত, কূর্ম্মচর্ম্ম, হীরক, ও বহুবিধ মূল্যবান প্রস্তরাদি পাওয়া যাইত। যখন নাবিকেরা প্রথম প্রথম মিশরদেশ হইতে আরব্য সাগর দিয়া যাত্রা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন একেবারে কূল হইতে বহুদূরে জলপথ দিয়া যাইতে তাহাদের ভরসা হইত না, এই নিমিত্ত আরব ও পারস্য দেশের তট দিয়া অর্ণবযান চালাইত। পরে হিপেলস নামে একব্যক্তি মিশ্রীয় নাবিকদিগকে একেবারে অতলস্পর্শ ও অকূল সমুদ্র দিয়া যাত্রা করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। কেহ কেহ বোধ করেন যে ঐ মিশ্রীয় নাবিকেরা নীলকণ্ঠ নগরের দক্ষিণে আর আইসেন নাই, নীলকণ্ঠ হইতেই প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। মাহাঙউক, কলচি অর্থাৎ কোচিন দেশেরও নাম পেরিপ্লস্ গ্রন্থে পাওয়া যায়। তৎপরে কমরিণ অন্তরীপের নিকটস্থ কুমার নামক নগরের বিষয় পেরিপ্লসে উল্লেখ আছে। পেরিপ্লস্ গ্রন্থে সিংহল অর্থাৎ লঙ্কা দ্বীপেরও উল্লেখ আছে, তৎকালে সেই উপদ্বীপ "প্যালেসিমণ্ডু ও তপ্রোবন" এই নামদ্বয়ে পরিচিত ছিল। লঙ্কাদ্বীপ ও তাহার ঠিক অপর পারে ভারতবর্ষের যে অংশ, তাহাতে মুক্তা ধরিবার নিমিত্ত অনেক ডুবুরী গিয়া থাকে এবং শুক্তিগর্ভ হইতে উত্তম উত্তম মুক্তা প্রাপ্ত হয়।

করমণ্ডল উপকূলে উপস্থিত হইয়া নাবিকেরা মেসোলিয়া অর্থাৎ মসুলিপটম নগরের পরিচয় পাইয়াছিল। তৎপরে ক্রমে ক্রমে যাত্রা করত তাহারা জাহ্নবীনদী-পর্য্যন্ত আসিয়া আপনাদিগকে কৃতকার্য্য বোধ করিয়া সানন্দে নিজদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন যে ঐ নাবিকেরা ঢাকা পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন, কেহ কেহ বলেন যে তাঁহারা এতদূর আইসেন নাই। মুসলমানদের প্রাদুর্ভাব সময়ে সমুদ্রযাত্রা বিষয়ে বড় উৎসাহ ছিল না, মুসলমানদের রাজ্যকালে ভারতবর্ষের বাণিজ্য দ্রব্যাদি অধিকাংশ স্থলপথে ও সংকিঞ্চিৎ সমুদ্রপথে ইউরোপ মহাদেশের দক্ষিণাংশে ভূমধ্যসাগর ও ইউক্সাইন অর্থাৎ কৃষ্ণসাগরের কূলে আনীত হইয়া তথায় বিক্রীত হইত এবং বেনিস ও জেনোয়া-নিবাসী বণিকেরা ঐ বাণিজ্য দ্রব্যাদি সমাদরে ক্রয় করিত।

উদ্ভিদ তত্ত্ব।

গট্টা পার্চ্চা।

শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বোধ হয় এমন কেহই নাই যিনি গট্টা পার্চ্চার নাম কখন না শুনিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলেও আমাদিগকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, বর্ত্তমান শতাব্দীর ইউরোপ ও আমেরিকার বিজ্ঞানবিৎ জাতিসমূহের মধ্যে ইহার যেমন আদর, আমাদের মধ্যে তাহার শতাংশের এক অংশও নাই। গট্টা পার্চ্চা এক প্রকার গাছের আটা মাত্র। ভারতবর্ষের মধ্যে পূর্ব্ব হিমালয় এবং আসাম প্রদেশ যেমন রবার বৃক্ষের জন্মভূমি, মলয় উপদ্বীপ তেমনি গট্টা পার্চ্চার জন্মভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ। পদার্থবিদেরা বলেন যে, "গট্টা পার্চ্চা" এই নামটি পর্য্যন্ত মলয়দেশজাত। তথাকার পার্চ্চ নামক বৃক্ষ বিশেষের নির্য্যাস (Gutta or Gum) জমিয়া কঠিন হইলেই গট্টা পার্চ্চা প্রস্তুত হয়। যাহা হউক সওদাগরদিগের নিকট যাহা ভাল "গট্টা পার্চ্চা" বলিয়া পরিচিত, তাহা পার্চ্চা বৃক্ষের আটা নহে। উদ্ভিদতত্ত্ববিদেরা বলেন যে বট, অশ্বথ, আঠাবড় প্রভৃতি (Ficus) জাতীয় যেমন পাঁচ ছয়টি বৃক্ষের মধ্যে কেবল মাত্র (Ficus elastica) নামক বৃক্ষ হইতেই বিশুদ্ধ রবার পাওয়া যায়, তেমনি মলয়দেশজাত (Dichopsis) জাতীয় ৫।৬ রকম গাছের মধ্যে (Dichopsis Gutta) নামক গাছ হইতেই বিশুদ্ধ গট্টা পার্চ্চার সৃষ্টি। ইহা পিরাক দেশে জন্মায় এবং তথা হইতে সিঙ্গাপুর ও পিনাং উপকূলে নীত হইয়া বহুতর দূরদেশে চালান যায়। ১৮৪৫ সালের পূর্ব্বে ইউরোপের লোকে গট্টা পার্চ্চার নাম জানিতেন না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য বিগত ৪০ বৎসরের মধ্যে তাঁহারা ইহার ব্যবহার সম্বন্ধে যে সকল নব নব তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বাস্তবিকই অবাক্ হইতে হয়। মানুষ তুমি মনে করিলেই তারযোগে ছয় ঘণ্টার মধ্যে অনন্ত যোজন বিস্তৃত অপার জলধির পরপারস্থিত কোন আত্মীয়ের নিকট সংবাদ পাঠাইয়া পুনরায় তাহার উত্তর লাভে মনে মনে কত খুসী হও; অতলস্পর্শ সাগরবক্ষে ভাসমান সামান্য একগাছি লোহার তারের সাহায্যে বিজ্ঞানরাজ্যের আশ্চর্য্য রহস্য ও অত্যদ্ভুত লীলা দেখিয়া কতই না মোহিত হও; কিন্তু বল দেখি ভাই জলের মধ্যে ঐ ভাসমান তারটি নিয়ত নিমজ্জিত থাকিয়াও কেন বিন্দুমাত্র জলস্পর্শ করিতেছে না? পাতলা চামড়ার মত কেমন একটি চমৎকার আবরণে আবৃত হইয়া উহা অক্ষতশরীরে নিয়ত আপনার কার্য্য সাধন করিতেছে।

রাসায়নিক ক্রিয়াদ্বারে পরীক্ষা

করিলে রবার ও গট্টা পার্চ্চা এই উভয়কে একই রকম পদার্থ বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু দুইটির প্রকৃতিগত বিভিন্নতা আছে। রবার অনেকটা নরম ও স্থিতিস্থাপক ইহা টানিলে বাড়ে এবং ছাড়িয়া দিলে পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। গট্টা পার্চ্চাকে সেরূপ করা যায় না। ইহা রবার অপেক্ষা শক্ত এবং টানিলেও কদাচ বাড়ে না। জলের মধ্যে ইহার কার্য্যকারিতার কথা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। খোলা জায়গায় আলোক, ও বায়ুর মধ্যে রাখিয়া দিলে, বহু জোর, দশ বৎসর মাত্র ইহা ঠিক থাকিবে, তারপর ইহার উপরিভাগটি আলোক ও বায়ুর নিয়ত সংস্পর্শে একটু একটু করিয়া যেমন রজনের মত ভঙ্গপ্রবণ হইয়া পড়িবে। লোহার তারের মধ্যে পুরিয়া রাখিলেও ইহা বিশ বৎসরের অধিক দিন ভাল থাকিবে না; কিন্তু জলের মধ্যে বিশ বৎসরে ইহার কিছুই অনিষ্ট হয় না। এই আশ্চর্য্য গুণ হেতু গট্টা পার্চ্চা কয়েক বৎসরের মধ্যে ইউরোপীয়দিগের মধ্যে যেরূপ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে এবং ইউরোপে উহার প্রচলন যেরূপ অভাবনীয় রূপে বৃদ্ধি হইয়াছে, এমন অপর কোন বস্তুর হইয়াছে কি না সন্দেহ।

যাহাহউক, কলসীর জল একটু একটু করিয়া খরচ করিলেই ফুরাইয়া আইসে। মলয় উপদ্বীপ এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে এখনও যে গট্টা পার্চ্চা পাওয়া যাইতেছে, তাহা নিয়ত শোষণে আর কতদিন থাকিবে, ইহাই এখন অনেকের চিন্তার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দিন দিন এই পদার্থটির ব্যবহার যেরূপ বাড়িতেছে, এই ভাবে চলিলে কয়েক বৎসরের মধ্যেই পাছে গট্টা পার্চ্চা বৃক্ষের বংশ নির্ম্মূলিত হয়, ইহা এখন পৃথিবীর সকল স্থানের বিজ্ঞানবিদ্গণের মধ্যে একটি বিশেষ চিন্তা ও আলোচনার বিষয় হইয়াছে। ব্রিটিশ রাজ্য ভারতবর্ষ ও উপনিবেশসমূহেও তজ্জন্য গোপনে গোপনে বিলক্ষণ আন্দোলন তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে। আমাদিগের দাক্ষিণাত্যের সমুদ্রকূলস্থিত কোন কোন প্রদেশসমূহের জলবায়ু গট্টা পার্চ্চা বৃক্ষের সম্পূর্ণ উপযোগী, এজন্য সেখানে ভারত গবর্ণমেণ্টের বনবিভাগ পরীক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। বনবিভাগের শ্রম সার্থক হইলে গবর্ণমেণ্টের আর একটী লাভের পথ বিস্তৃত হইবে।

গট্টা পার্চ্চা বৃক্ষের বংশনাশের কথা শুনিয়া অনেকে বোধ হয় চমকিত হইবেন। সকলেই জানেন যে রবারও এক প্রকার গাছের আটা। কিন্তু রবার ও গট্টা সংগ্রহ করিবার প্রণালী সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কোন বৃক্ষ হইতে গট্টা পার্চ্চা সংগ্রহ করিতে হইলে সেই বৃক্ষটিকে একেবারে নষ্ট করিতে হয়। আন্দাজ কুড়ি বৎসর হইলেই গাছগুলি পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই সময়ে এক একটি গাছ

একেবারে নিম্মূল করিয়া কাটিয়া এক হাত অন্তর মাঝে মাঝে ক্ষত করিতে হয় এবং গাছের মস্তকটি একেবারে কাটিয়া দিতে হয়, তাহপর বৃক্ষের মাথা ও ক্ষত দেহের নিম্নে একটী করিয়া বাঁশের মত পাত্র বাঁধিয়া দিলে যখন সমুদায় পাত্রে আটা জমা হয়, তখন উহাদের সিদ্ধ করিলেই জমিয়া ঘন হইয়া যায়। সিদ্ধ করিবার সময় আটার সহিত জল ও লবণ মিশাইয়া দিলে আটাগুলি আরও শীঘ্র জমিয়া আইসে।

শুদ্ধ কি তাড়িতবিজ্ঞানেই সাহায্যে এই গট্টা পার্চ্চার প্রয়োগ? না। ইহা আরও বহুতর অস্ত্রশস্ত্র কার্য্যে লাগে। লাঠী, ছড়ী, পাখা বা ছাতার বাঁট, খেলনা এবং নানাপ্রকার ব্যবহার্য্য পাত্র প্রভৃতি কত বস্তুই না বিদেশীয়েরা ইহা দ্বারা তৈয়ার করিয়া থাকেন। কিন্তু সে সকল কথা আজ বিশেষ আলোচনা করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। আজ আমরা গট্টা পার্চ্চার আদি জন্মস্থান, ইহার গুণ ও প্রয়োগ, এবং ভারতবর্ষে উহা জন্মিতে পারে কি না তৎসম্বন্ধে ভারত গবর্ণমেণ্টের যত্ন ও চেষ্টার কথা সংক্ষেপে বলিলাম; এক্ষণে আর একটী কথা বলিলেই আমাদের প্রবন্ধ শেষ হয়।

গট্টা পার্চ্চা বৃক্ষের আটার পরিমাণের স্থিরতা নাই। সমবয়স্ক বৃক্ষ হইলেই যে সকলে সমপরিমাণে আটা উৎপাদন করিবে তাহা নহে। বৃক্ষ বিশেষের তারতম্যে শুনা যায় ১৫ হইতে ৩০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত আটা এক একটা গাছ হইতে পাওয়া যায়। সুতরাং যদি গড়ে ১৫ পাউণ্ডই একটা বৃক্ষের উৎপন্ন স্বরূপ ধরা যায়, তাহা হইলে কেবল মাত্র ১৮৭৫ সালে যে গট্টা পার্চ্চা দ্বীপপুঞ্জ হইতে রপ্তানি হইয়াছিল, তাহা সংগ্রহ করিতে অন্ততঃ পক্ষে ৬ লক্ষ গাছ বিনষ্ট করিতে হইয়াছিল। এত গাছ নষ্ট হইয়াও অভাব পূর্ণ করিতে পারে না। এ রকম করিয়া ধ্বংস করিলে শীঘ্রই যে বৃক্ষের বংশ একেবারে লোপ পাইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি।

গট্টা পার্চ্চার টান পড়াতে এখন আরও একটী চতুরতার প্রভাবে পদার্থবিদেরা মন দিয়াছেন। কোন একটী ভাল জিনিষের আকৃতি দেখা হইলেই তাহাতে আর পাঁচটী অপেক্ষাকৃত মন্দ পদার্থ মিশাইয়া অভাব পূর্ণ করা হয়। এ প্রথা একটী মাত্র দেশে বা একটী মাত্র জাতির মধ্যে নিবদ্ধ নহে। ইহা জগতের সকল স্থানের সকল জাতির মধ্যে একটী অপরিহার্য্য নিয়ম। গট্টা পার্চ্চার সম্বন্ধে যে এ নিয়মটীর কিছু ব্যত্যয় ঘটিয়াছে, তাহা নহে। আসল গট্টা পার্চ্চার সহিত তজ্জাতীয় আরও ৪।৫টী গাছের আটা মিশান হয়, কিন্তু তাহাতেও সঙ্কুলান হয় না। তাই এখন অনুসন্ধানশীল উদ্ভিদতত্ত্বদর্শীরা বলিতেছেন যে, ভারতবর্ষের বিস্তৃত জঙ্গলমধ্যে যে সকল নির্য্যাসোৎপাদক বৃক্ষ দেখা যায় তাহাদের কোনটীর আটা গট্টা পার্চ্চার

মত সমান ফলদায়ক হয় কি না, তাহা পরীক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। এদেশীয় যে কয়েকটী গাছের নাম তাঁহারা করিয়াছেন, তন্মধ্যে আকন্দের আটা কেহ কেহ সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।—(উদ্ধৃত)

ভুঁই চাঁপা।

১

যতনা ফুটেছে ফুল প্রমোদ কাননে,
গোলাপ মল্লিকা জুঁই সুগন্ধি সুন্দর ;
কিন্তু হোথা অযতনে,
তৃণ কণ্টকের বনে,
ফুটিয়াছে ভুঁই চাঁপা আপনার মনে,
ভালবাসি আমি ওর শোভা মনোহর।

২

স্বর্ণচাঁপা উচ্চ শাখে,
স্বর্ণ বক্ষে সুধা রাখে,
স্বর্ণ বক্ষে তাই ভৃঙ্গ বসে গিয়া তার ;
হেরেনা নয়নে ভুঁই চাঁপা একবার।
অদ্ভুত বরণে আঁকা,
কোমল মসৃণ পাখা,
কোমল রঙ্গিল ফুলে রাখি আপনার,
প্রজাপতি, দেয় ফুলে ফুল অলঙ্কার।
এমনি উদ্যানময়,
বিরাজে কুসুমচয় ;
তাদের গৌরব খ্যাতি, বিদিত ভুবনে ;
কেনা হেরে সে সবারে প্রফুল্ল নয়নে ?

৩

কিন্তু যে গো ক্ষেত্রে মাগি,
মুষ্টি অন্নের লাগি,
বাস করে কুঁড়ে ঘরে কাঁটার ভিতর,
হেরেনা সে বিগোনিয়া,* ডালিয়া সুন্দর।
কিন্তু ভুঁই চাঁপা গুলি,
কুলের গৌরব ভুলি,
বিকাশে ছড়ায়ে তার রূপের প্রতিমা,
রচে সে কণ্টক বনে নন্দন সুষমা।

৪

দরিদ্র গো মিয়মাণ,
দরিদ্রের ভাঙ্গা প্রাণ,
তবুও সৌন্দর্য্য বোধ, কুসুমে যতন,
কেনো ধনী, আছে তার তোমার মতন।
হোগার্থ, রেফেল, টর্ণে,
কখন শুনেনি কর্ণে,
প্রকৃতি দর্শন, কিম্বা উদ্যানবিজ্ঞান,
তবু ও স্বরূপে তার জুড়ায় পরাণ ;
বিলাস নন্দন বন,
করেনি সে দরশন ;
কল্পনাও ছবি তার আঁকেনি কখন,
শরতে গৃহের দ্বারে,
ওই ভুঁই চাঁপা তারে,
দয়া করে দেখা দিয়ে জুড়ায় জীবন।
তাই ওই স্বতঃজাত
গরিবের পারিজাত,
শ্রেষ্ঠ মানি, গুণ গাই পরাণ ভরিয়া ;
হে ধনি, হবেনা সুখী এ শোভা হেরিয়া !

---

* বিগোনিয়া ও ডালিয়া ফুল বিশেষ।

দুঃখিনী বালিকা।

(উপন্যাস।)

ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী স্বর্ণগ্রাম বহু কাল পূর্ব্বে একটী সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ছিল। বর্ত্তমান সময়ের অনুমান ৫০ বৎসর পূর্ব্বের অবস্থা ভাবিলে কালের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের বিষয় সুস্পষ্ট উপলব্ধি হয়। যদিও পূর্ব্বকাহিনী কেবল দুই চারি জন প্রাচীন লোকের মুখে অবগত হওয়া যায়, কিন্তু স্বর্ণগ্রামের গভীর অরণ্য মধ্যে অদ্যাপি যে সকল বৃহৎ২ অট্টালিকা, সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা, অত্যুচ্চ মঠাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা ইহার পূর্ব্বগৌরবের প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এখানে বড় বড় জমিদার, তালুকদার, রাজকর্ম্মচারী, (ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট ও নবাব ইত্যাদির নিকট যাঁহারা বড় বড় চাকরী করিতেন) এবং নানা প্রকার ব্যবসায়ী লোক বসতি করিত। শুনা যায় এক এক জমিদার বংশ রাজার ন্যায় সুখ সম্মান ও প্রবল প্রতাপে এই স্বর্ণগ্রামে বাস করিয়া রাজপথ, বৃহৎ বৃহৎ খাল দীর্ঘিকা ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। যাহাহউক বর্ত্তমান সময়ে প্রদেশটী জঙ্গলাকীর্ণ ও মনুষ্যশূন্য। বড় বড় অট্টালিকাগুলি জঙ্গলময় হইয়া ব্যাঘ্রাদির আবাসে পরিণত হইয়াছে। কোন সমৃদ্ধিশালিনী নগরী কালের করাল গ্রাসে পতিত হইয়া যত প্রকারে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে পারে, এই স্বর্ণগ্রাম তাহার জাজ্জল্য প্রমাণ হইয়া রহিয়াছে। অট্টালিকাগুলির অধিকাংশই আরণ্য জন্তুর আবাস স্থান, ক্কচিৎ কোন কোন অট্টালিকাতে দুই একটী দুঃখী পরিবার পূর্ব্ব ধনগৌরবহীন হইয়া নিতান্ত দীন ভাবে কাল যাপন করিতেছেন; কোথাও কোন ভগ্ন প্রাসাদে ২।১টী বৃদ্ধা বিধবা রমণী মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিয়া দিন রাত্রি ভগবানকে ডাকিতেছেন; কোথাও কয়েক ঘর কর্ম্মকার আপন আপন কুটীরে বসিয়া কাজ করিতেছে; কোথাও পাটিয়াল পাড়ার পাটিয়াল রমণীগণ বসিয়া বসিয়া পাটী বুনিতেছে; কোথাও ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণদের পাড়া, কোথাও বৈদ্য পাড়া, কোথাও শূদ্র পাড়া দৃষ্ট হয়, কিন্তু অধিকাংশই বঙ্গদেশের অন্যান্য হতশ্রী গ্রামের ন্যায় শোচনীয় দারিদ্রের পরিচয় দিতেছে। এসকল পাড়াগুলিতেও লোক বড় নাই, পাঁচ সাত ঘর মাত্র। কিন্তু অট্টালিকাগুলি এসব পাড়ার ন্যায় শ্রেণীবদ্ধ নয়, অনেক মাঠ—অনেক অরণ্য অন্তর এক একটী অট্টালিকা, নিকটে অন্য প্রাণী নাই, তাহাদের অধিবাসীদের ব্যাঘ্রাদি ব্যতীত অন্য প্রতিবাসীর সম্পূর্ণ

অভাব। যে দুই একটী দুর্ভাগ্য পরিবার এ সকল বাড়ীতে বাস করেন, তাঁহারা লোকের মুখ বড় দেখিতে পান না, অথচ ইহাদের এরূপ সংস্থান নাই যে নূতন বাস গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে উঠিয়া যাইতে পারেন, অপরন্তু তাহাদের কেহ কেহ পৈতৃক ভিটা ছাড়িতেও নারাজ। এইরূপ একটী নির্জ্জন অট্টালিকা বাসিনী দুঃখিনী বালিকার বিষয় বলিলে কি তাহা পাঠিকাগণের প্রীতিপ্রদ হইবে? কখনই না। তবে সংসারে সুখ দুঃখ চিরকাল কাহারই থাকে না। এবং অবস্থার পরিবর্ত্তনে লোকের ধন বিত্ত হানি হইলেও বংশের মাহাত্ম্য অনেক সময় বজায় থাকিয়া যায়, তাই এই বৃত্তান্ত পাঠিকা ভগিনীগণকে উপহার দিতে বাসনা করিতেছি।

এই স্বর্ণগ্রামের একটী গভীর অরণ্য মধ্যে কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে একটী ত্রিতল অট্টালিকায় একটী দুঃখী পরিবার বাস করিত। অট্টালিকাটী নিতান্ত পুরাতন এবং অতিশয় বৃহৎ, কিন্তু একবারে বাসের অনুপযুক্ত নহে। খুব পাকা বাড়ী বলিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত মেরামত অভাবেও পড়িয়া যায় নাই, কিন্তু নিতান্ত শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। এই বাড়ীর অধিবাসী এক বৃদ্ধ সৎকুলীন কায়স্থ ও তাঁহার বৃদ্ধা পত্নী এবং একটী ৮ম বর্ষীয়া কন্যা। এই তিনটী ভিন্ন তথায় আর লোক জন নাই। কোন আগন্তুক সহসা সেই নীরব নির্জ্জন ভবনে প্রবেশ করিলে বুঝিতে পারিত না যে সেখানে মনুষ্য আছে। তবে কি না বাড়ীটীর চতুর্দ্দিক অরণ্যাবৃত হইলেও অঙ্গনটী বেশ পরিষ্কৃত ছিল এবং বালিকাটী সর্ব্বদাই তাহাতে বেড়াইয়া বেড়াইয়া খেলা করিত, সে তাহাতে নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর ফুলের গাছ স্বহস্তে রোপণ করিয়াছিল। বালিকাটী অতিশয় ক্ষীণা এবং তাহার বর্ণটী শ্যাম বর্ণ হইলেও তাহার শরীরের গঠন বড়ই সুন্দর এবং সুকোমল। তাহার চুল গুলি কাল রেসমের মত চিক্কণ ও চরণ পর্য্যন্ত বিলম্বিত ছিল। বস্তুত মেয়েটী বড়ই লাবণ্যময়ী ছিল। তাহার চক্ষু দুটী সুনীল সুবৃহৎ বড় বড় পক্ষাবৃত এবং সরলতামাখা ছিল। এই সুন্দর মুখখানি দেখিয়াই পিতা মাতা বিজন বাস ক্লেশ সহ্য করিতেন। তাঁহাদের এক এক বার বাসনা হইত এ বিজন অট্টালিকা পরিত্যাগ করিয়া লোকালয়ে কোন কুটীরে যাইয়া বাস করেন, কিন্তু সে বাসনা কখনও পূর্ণ হয় নাই। চতুর্দ্দশ পুরুষের বাস্তু পরিত্যাগ করা এ পরাধীন বাঙ্গালী জাতির পক্ষে বড়ই কষ্টকর। বাঙ্গালী বাপের ভিটায় পড়িয়া মরিতে রাজী, তথাপি অন্যত্র স্বর্ণ অট্টালিকায় বাস করিতে রাজী নহেন। বিশেষতঃ এ বৃদ্ধের অবস্থাও সে রূপ ছিল না। লোকালয়ে বাস করিলে দশ জনের মতে চলিতে হয়, যে মেয়েটী বন দেবীর ন্যায় শুধু বনফুলে

সাজিয়াই পরম পরিতোষ লাভ করে, সে কি ধনিকন্যার অত্যুজ্জ্বল ভূষণরাশি দেখিয়া দুঃখী পিতা মাতার ক্রোড়ে মুখখানি লুকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিবে না "বাবা আমাকে ও রূপ গহনা পরিতে দেও।" এ সব ভাবিয়াও বৃদ্ধ দম্পতি এ নির্জন বাস সুখের জ্ঞান করিতেন। কিন্তু এ ভিন্ন কারণও একটি গুরুতর কারণ ছিল। তাঁহাদের অনেকগুলি শিশু সন্তানের এ বাড়ীতে মৃত্যু হয় এবং নিকটবর্ত্তী ভাগীরথী সে সকল সুকোমল দেহ ভস্মসাৎ করিয়াছিল। কোন কোনটী বা জাত মাত্র বিনষ্ট হওয়াতে সেই স্থানে সমাধিস্থ করিয়াছিল, কাজেই সন্তান স্নেহ প্রবণ দরিদ্র পিতা মাতার মন কোন মতেই সে স্থান ত্যাগ করিতে সম্মত হইত না।

সপ্তাহে বৃদ্ধ এক দিন হাটে যাইয়া চাউল ডাউল তৈল লবণাদি কিনিয়া আনিতেন, সপ্তাহ মধ্যে আর বাহির হইতেন না, ভদ্র সমাজে বাহির হইবার উপযুক্ত বস্ত্রাদিও তাঁহার ছিল কি না সন্দেহ। কচিৎ দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে কোন কোন প্রাচীন ব্যক্তি ব্যাঘ্র ভয় উপেক্ষা করিয়া তাঁহার নির্জ্জন ভবনে সমাগত হইতেন, তাহাতেই লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইত। এক সময় এই বৃদ্ধের বংশের ধন মানের খ্যাতি সমস্ত স্বর্ণগ্রামে ঘোষিত হইত, কিন্তু দুর্ভাগ্য রাহুর করাল কবলে তাঁহাদের সুখ চন্দ্রমা বহুকাল গ্রাসিত হইয়া গিয়াছিল। যে সকল লোক সাক্ষাৎ করিতে আসিত, তাহারাই বৃদ্ধকে মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু সাহায্য করিত, তদ্দ্বারা অতি কষ্টে তাহার দিন চলিত। কিন্তু তাহারা এ রূপ বৎসরের ১। ২ দিনের সাহায্য করিয়া বড় বড় কার্য্য করিলাম বলিয়া মনে মনে অহঙ্কারে স্ফীত হইতেন, তাঁহারা ভাবিতেন না যে তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ এই প্রাচীন বংশের পিতা পিতামহের অনুগ্রহেই যে বিষয়াদি লাভ করিয়াছেন তদ্দ্বারা অদ্যাপি তাঁহারা সুখে জীবন ধারণ করিতেছেন। যাহা হউক ইহাঁদের দানেই দুঃখী পরিবারের অন্ন বস্ত্রের অভাব কথঞ্চিৎ মোচন হইতেছিল।

ক্রমশঃ

নূতন সংবাদ।

১। মুদ্রাতে এতদিন মহারাণীর তরুণ বয়সের মূর্ত্তি ছিল, তাহার পরিবর্ত্তে বৃদ্ধবয়সের মূর্ত্তি অঙ্কিত হইবে। এরূপ পরিবর্ত্তন আমাদিগের নিকট ভাল বোধ হয় না।

৩। আমেরিকার সাবানা নামক

স্থানে মামিও মার্ডস নাম্নী এক বালিকা অল্প বয়সে জ্বরবিকারে বাক্‌রোধগ্রস্ত হইয়াছিল, সম্প্রতি তথায় ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়, তাহাতে ভ্রাতাকে ডাকিবার চেষ্টা করিয়া পুনর্ব্বার বাক্‌শক্তি লাভ করিয়াছে।

পুস্তকাদি সমালোচন।

১। পাপীর নবজীবন লাভ, প্রথম ভাগ শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ৵০ মাত্র। কয়েকটী হতভাগ্য দুরাচার ব্যক্তি ব্রাহ্মধর্ম্মের আশ্রয় পাইয়া ও ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া কেমন করিয়া বিশুদ্ধ চরিত্র ও ধর্ম্মজীবন লাভ করিল, তাহা ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার অনেক স্থান হৃদয়ের ভাষায় লিখিত, তৎপাঠে অন্তঃকরণ মুগ্ধ ও ধর্ম্মভাবে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না।

২। আনন্দ তুফান শ্রীপ্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী দ্বারা প্রণীত, মূল্য ৵০ মাত্র। গ্রন্থকার আধ্যাত্মিক ভাবে শারদীয় উৎসবে বর্ণনা করিয়া আপনার ভাবুকতা ও ভক্তিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন।

৩। যুগল মিলন অর্থাৎ দাম্পত্য প্রেম নাটক, চিরঞ্জীব শর্ম্মা কর্ত্তৃক বিরচিত, মূল্য ।৵০ আনা। ইহা নামে নাটক, কিন্তু সুক্ষ্ম ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচারই ইহার উদ্দেশ্য বোধ হয়। গ্রন্থের শেষে বঙ্গের জয় ও আধ্যাত্মিক দাম্পত্যের সুন্দর ভাব প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার প্রথমাংশ আমাদের বড় ভাল লাগে নাই। তাহাতে সামান্য নাটকের ন্যায় কিছু অধিক লঘুতা প্রকাশ হইয়াছে। যাহাহউক শেষ ভালই ভাল।

বামা রচনা।

পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গ।

(চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া একটী বালিকার লিখিত।)

(১)

সোণার পিঞ্জরাবদ্ধ কে তুমিরে পাখি?
কি দুঃখে দুধারে সদা ঝরে দুটি আঁখি?
দুধ ছোলা আশাভরে
খেতে দেয় যত্ন করে
কতই আদরে রাখে সুবর্ণ পিঞ্জরে;

হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ,
গাও সদা মুখে মিষ্ট
তবু কেন ছল ছল করে ছুটি আঁখি ?
সোণার পিঞ্জরাবদ্ধ কে তুমিরে পাখি ?

(২)

প্রত্যুষে প্রদোষে, লয়ে সরসীর তীরে,
স্নিগ্ধ করি দগ্ধ তনু শীতল সমীরে,
চুম্বিতে চুম্বিতে কিবা,
বাঁকায়ে অতুল গ্রীবা,
কতই স্নেহেতে বালা ফিরায় তোমারে,
কখন আমোদ ছলে,
কোলে করি কুতূহলে,
কানে কানে গায় গীত সমধুর স্বরে,
মধুর কল্লোলভরা সরসীর তীরে।

(৩)

শীকলি কাটিতে তবে কেনরে চঞ্চল,
কেনরে উঠিতে শূন্যে হয়েছ পাগল ?
বারেক উড়িলে পরে
আর কি আসিবে ফিরে ?
অদৃশ্য হইয়া যাবি না মিলিবে দেখা,
তাই তোরে যত্ন করে,
স্বহস্তে রেখেছি ধরে,
কি সুখের তরে তবে হয়েছ পাগল ?
তিলেক নহরে স্থির সদাই চঞ্চল।

(৪)

কুঞ্জবিহারিণী পাখী কুঞ্জ ভাল বাস,
তরু লতা মাঝে থাকি উল্লাসেতে ভাস,
আপনার ইচ্ছামত,
কলকণ্ঠে গান কত,
ডালে ডালে উড়ে বসি গাইয়া বেড়াও,
থাকিবে মাণিক প্রায়
বসিয়া কুঞ্জের গায়,
মাখিয়া নয়নে কিবা অতুল আভাস,
তাই বুঝি কল্পনারে এ সুখ-প্রয়াস।

(৫)

নির্ঝর সলিল পানে তৃপ্ত কর মন,
সুপক্ক ফলেতে কর ক্ষুধা নিবারণ,
সূর্য্যের প্রচণ্ডাতপে,
লুকায়ে লতা মণ্ডপে,
শীতল ছায়ায় বসি পরাণ জুড়াও,
নিদাঘে নিশার কালে
গ্রীষ্মেতে কাতর হলে,
তরুশাখে বসি কর অনিল সেবন,
মনসাধে কর ঈশ মহিমা কীর্ত্তন।

(৬)

কখন মধ্যাহ্ন কালে উঠিয়া গগনে,
উলটি পালটি উড় আপনার মনে,
দিবাকর করোজ্জ্বলে,
ঝকমকি কুতূহলে,
মজাইয়া ক্ষুদ্রপ্রাণ ঈশ্বর চরণে,
গগন আকুল করে,
নেচে নেচে ঘুরে ঘুরে,
মাতাও সুস্বর ঢেলে মর্ত্ত্যবাসীগণে,
সে আনন্দ পাখি তুই ভুলিবি কেমনে ?

শ্রীকুমুদ কুমারী দাস।

মাণিকগঞ্জ।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৬৩ সংখ্যা । অগ্রহায়ণ ১২৯৩ ডিসেম্বর ১৮৮৬। ৩য় কল্প ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

অর্দ্ধ শতাব্দী রাজত্ব—আগামী ১৯এ জুন মহারাণী বিক্টোরিয়ার অর্দ্ধ শতাব্দী রাজত্ব পূর্ণ হইবে, এই উপলক্ষে যে অনেক মহোৎসব ও সদনুষ্ঠান হইবে, ইতিমধ্যে তাহার সূচনা দেখা যাইতেছে। এই ঘটনার স্মরণার্থ মদ-পুরের মহারাজা "লেডী ডফারিণ ফণ্ডে" লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন, কলিকাতা মিউনিসিপাল সভা আপনাদিগের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতেছেন, আরও অনেক স্থানে অনেক প্রকার ধূমধামের উদ্যোগ হইতেছে।

মহৎকার্য্যে মহাদান—অর্থাভাব বশতঃ গবর্ণমেণ্ট বহুকালের প্রতিষ্ঠিত বহরমপুর কলেজটী উঠাইয়া দিতেছিলেন, দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ী সমুদয় বিদ্যালয়টীকে রক্ষা করিয়াছেন। তিনি ৪ বৎসরের জন্য মাসিক ১০০০ টাকা করিয়া স্বয়ং নিজ হইতে দিবেন, তৎপরে যদি কলেজ স্বপোষণক্ষম না হয়, ইহার জন্য একটী ভূসম্পত্তি প্রদানের বন্দোবস্ত করিবেন।

আনন্দ যোশী—এই মহারাষ্ট্রীয় রমণী আমেরিকা হইতে ডাক্তারী পরীক্ষার ডিপ্লোমা লইয়া স্বামী গোপাল যোশীর সহিত স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন। ভারতরমণীগণ ইহাকে অভিনন্দন করুন।

প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঠ্য—আগামী প্রবেশিকায় ইংরাজী পাঠ্য 'বুক অব ওয়ার্দিস্' হইতে আরিষ্টাইডস্, জেনোফন, ইপামিনণ্ডাস, আলেকজাণ্ডার, সিপিও আফ্রিকেনস ও জুলিয়স সিজার এবং ষ্টুডেন্ট্‌স্ ট্রেজরী হইতে ১২টী পদ্য, তন্মধ্যে ৩টী মুখস্থ করিতে হইবে।

হিন্দু বিধবা—বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ পত্র নাইন্‌টিন্থ সেঞ্চুরীতে বাবু দেবেন্দ্র নাথ দাস এই বিষয়ে একটী প্রস্তাব লেখাতে এ দেশে হুলস্থূল পড়িয়াছে। দেবেন্দ্র বাবু হিন্দু বিধবাদিগের দুরবস্থায় ব্যথিত-হৃদয় হইয়া তাহার চিত্র কোন কোন স্থলে অতিরঞ্জিত করিয়াছেন, কোন কোন স্থলে বিবরণ সংগ্রহে ও মন্তব্য প্রকাশে কিছু কিছু ভ্রমেও পড়িয়াছেন। কিন্তু তা বলিয়া তাঁহার প্রবন্ধ উপেক্ষণীয় ও উপহসনীয় কখনই হইতে পারে না। এখন দেশীয় ভাষা অপেক্ষা ইংরাজীতে গালি দিলে আমাদিগের অধিক লাগে এবং বিলাত আপীল ভিন্ন কোন বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা হয় না। দেবেন্দ্র বাবু হিন্দুদিগের চৈতন্যোদয়ের জন্য এই পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকিবেন।

ভগিনী ডোরা—বামাবোধিনীর পাঠিকারা ইহাঁর সহিত বিশেষ পরিচিতা। এই মহাপ্রাণা রমণী ওয়ালসাল নগরের পীড়িত ও পতিত লোকদিগের শুশ্রূষাতেই জীবন উৎসর্গ করেন, এক্ষণে ঐ ওয়ালসাল নগরে তাঁহার এক মূর্ত্তি মহা সমারোহে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ব্রহ্ম গোলযোগ—ইহা এরূপ ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছে যে ভারতের প্রধানতম সেনাপতিকে ৩০ হাজার সৈন্যসহ ব্রহ্মে কিছুকাল রাখিবার বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছে এবং ব্রহ্মবাসীদিগকে সুশাসিত করিবার জন্য তাঁহাকে অসীম ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। মগেরা নগর সকল পোড়াইয়া দিতেছে এবং সম্মুখ সংগ্রামেও আশ্চর্য্য বীরত্বের পরিচয় দিতেছে।

মার্কিণ রমণী—এক ওয়াসিংটন নগরে ১৫০০ কেরাণী আছে, তন্মধ্যে ৬০০ স্ত্রীলোক। ইহাদের বার্ষিক বেতন ১০০০ হইতে ৫৫০০ টাকা। আমেরিকার রমণীরা নিজে উপার্জ্জন করিয়া নিজের জীবিকা নির্ব্বাহে অক্ষম নহেন।

শোচনীয় মৃত্যু—বঙ্গমাতা ইতিমধ্যে দুইটী রত্ন হারাইয়াছেন, একটী বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও অন্যটী বাবু প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী। ইহাঁরা সুবিদ্বান, বহু গুণান্বিত ও স্বদেশের পরম হিতৈষী ছিলেন।

নূতন পত্রিকা—কারিকর দর্পণ নামে একখানি সুন্দর পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। "Indian Notes and Queries" নামক একখানি অতি উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রিকার নমুনা পাইয়াও আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম। কাপ্তেন আর, সি, টেম্পল ইহার সম্পাদক এবং ইহা এলাহাবাদ হইতে বাহির হইতেছে।

প্রাচীন আর্য্যরমণীগণ।

ঐতিহাসিক কাল।

এই মাসের বামাবোধনীতে যে কামিনীর কাহিনী লিখিত হইতেছে, তিনি স্বকীয় বুদ্ধি, বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যাদি প্রভাবে স্ব-শ্রেণীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। বৈদিক কালের বিদুষী গার্গী যে প্রকৃতির নারী, অদ্যকার বর্ণিত মহিলাও প্রায় সেইরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন। তাঁহাদের উভয়ের চরিত্রগত যে পার্থক্য আছে, এই প্রস্তাবের উপসংহার ভাগে দুইজনের গুণাংশের তুলনা দ্বারা তাহা সম্যক্‌রূপে বুঝাইবার প্রয়াস পাইব। যাঁহার বিবরণ এক্ষণে প্রকটন করিতেছি, তাঁহার নাম লইয়া কিছু গোলযোগ দেখা যায়; অনেক অনুসন্ধান করিয়াও, তাহার এ পর্য্যন্ত কোনরূপ মীমাংসা করিতে পারা যায় নাই। কিন্তু তন্নিমিত্ত কিছু বিশেষ হানি হইবে না। তাহার দুই নাম পাওয়া গিয়াছে, লীলাবতী ও উভয়-ভারতী। ঐ দুই আখ্যা একই নারীর প্রতি ভিন্ন ভিন্ন মতানুসারে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই প্রস্তাবে লীলাবতী নামেই তাঁহাকে আমরা নির্দ্দেশ করিলাম।

১ম—লীলাবতী।

লীলাবতী নামে কয়টী নারী ভারতবর্ষে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, সুস্পষ্ট জানিবার উপায় নাই। ভাস্করাচার্য্য-দুহিতা লীলাবতীই সমধিক বিখ্যাত। আমাদের অদ্যকার বক্তব্য লীলাবতী মণ্ডনমিশ্র নামক এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ মনীষী ব্যক্তির ভার্য্যা। তাঁহার পিতাও মহাজ্ঞানী। তাঁহার নাম উদয়নাচার্য্য। তিনি দর্শনশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। কন্যাকেও ইচ্ছানুরূপ শাস্ত্রাভ্যাস করান এবং অতি সুযোগ্য পাত্রে তনয়ার উদ্বাহক্রিয়া সমাধা করেন। লীলাবতী এ বিষয়ে অতিমাত্র সৌভাগ্যবতী হইয়াছিলেন, বলিতে হইবে। পাঠিকারা এই রমণীকে স্বামীর ও পিতার পরিচয়ে পরিচিতা সামান্যা স্ত্রী মনে করিবেন না। তিনি নিজ কার্য্যেই চিরদিন সুপরিচিত হইয়া আছেন কি না, এই সন্দর্ভের আলোচনা করিলেই, তাহা আদ্যন্ত সুন্দররূপ প্রতীত হইতে থাকিবে।

সর্ব্বজনবিদিত পণ্ডিতপ্রবর শঙ্করাচার্য্য যৎকালে হিন্দু ধর্ম্মের পুনরুদ্ধারার্থ দিগ্বিজয় ব্যাপারে নিক্রান্ত হইয়া বারাণসীতে উপস্থিত হন, তখন অসাধারণ নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার ঘটে। শঙ্করাচার্য্য তাঁহার সঙ্গে বিচারপ্রার্থী হইলেন। উদয়নাচার্য্য তখন কোন কারণে সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া ব্রত বিশেষ অবলম্বন

করিয়াছিলেন, সুতরাং তখন দর্শন শাস্ত্র সংক্রান্ত বিচারে তাঁহার কোনরূপ তৃপ্তি লাভের সম্ভাবনা ছিল না, সেই কারণে তিনি শঙ্করাচার্য্যকে কহিলেন, ইচ্ছা হইলে, আপনি আমার জামাতা মণ্ডনমিশ্রের সহিত বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইতে পারেন। তদনুসারে শঙ্করাচার্য্য মণ্ডনমিশ্রের উদ্দেশে তাঁহার নিকেতনে গমন করিলেন। মণ্ডনমিশ্রও সাধারণ লোক নহেন। তিনি যে শাস্ত্রানুশীলনে বিলক্ষণ দূরদর্শিতা প্রাপ্ত হন, তাহার প্রধান নিদর্শন "মিশ্র" উপাধিলাভ। তিনি গৃহী হইয়াও, শাস্ত্রজ্ঞানে ও তত্ত্বকথায় প্রবীণ মহাবিচক্ষণ ছিলেন। সে যাহাহউক, উভয়ের তর্ক যুদ্ধ চলিবে, এই রূপ সিদ্ধান্ত হইল। কিন্তু কে জয়ী হইল, কেই বা পরাজিত হইল, তদ্বিষয়ের নিষ্পত্তি কে করিবে, যখন এই বাদানুবাদ উপস্থিত হইল, তখন মণ্ডন বলিলেন, তাঁহার প্রিয়তমাই মীমাংসকের কার্য্যে ব্রতী হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য পাত্রী। বহু তর্কবিতর্কের পর শঙ্করাচার্য্য তাহাতে সম্মত হইলেন। কয়েক দিন ব্যাপিয়া তুমুল তর্ক স্রোত অবিরত প্রবাহিত হইতে লাগিল। যখনই কোন গুরুতর মীমাংসায় উভয়ের বিষম সংশয় ঘটিত, নিরপেক্ষ মধ্যস্থা অম্লানমুখে তাহা দুই জনেরই হৃৎপ্রত্যয় করাইয়া দিতেন। কয়েক দিন এই রূপ চলিল। পরিশেষে মণ্ডনমিশ্র পরাজিতপ্রায় হইলেন দেখিয়া, তাঁহার পত্নী স্বয়ং আচার্য্যের সহিত বাগ্‌যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইল। এই উপলক্ষে শঙ্করদেবও মণ্ডনের মত পরাজয়োন্মুখ হইয়াছিলেন, কিন্তু অন্তিমে লীলাবতীই পরাভব প্রাপ্ত হইলেন। এ বিষয়েও দুই মত আছে। কেহ কেহ বলেন, একটী নিগূঢ় বিচারের প্রসঙ্গ করিবামাত্র শঙ্করাচার্য্য পরাস্ত হন। অবশেষে তিনি কোন কৌশল অবলম্বন পূর্ব্বক বিজয় লাভ করেন। এই সূত্রেই সুপ্রসিদ্ধ "অমরুশতক" পুস্তকের উৎপত্তি হয়, ঐ মতাবলম্বী লোকে এরূপও নির্দ্দেশ করেন। এই বাক্য তাদৃশ বিশ্বাস্য বা সঙ্গত নহে। ফল কথা এই, মণ্ডনমিশ্র ও তাঁহার গুণবতী পত্নীকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ইহার অব্যবহিত পরেই মণ্ডন, শঙ্করের ধর্ম্মমতে দীক্ষিত হইলেন, তদবধি তিনি সুরেশ্বরাচার্য্য নামে সর্ব্বত্র প্রখ্যাত হন।

এই বাগ্‌বিবাদোপলক্ষে মণ্ডন-প্রণয়িনীর নিরপেক্ষতা ও উদারতার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল। পরাজিত হউন, তাহাতে তত ক্ষতি নাই; কিন্তু লীলাবতী যে ন্যায়, বেদান্ত, উপনিষৎ, শ্রুতি প্রভৃতি অশেষ শাস্ত্র বিশারদ অদ্বিতীয় ধর্ম্মবীরের সমকক্ষতায় সাহস করিয়াছিলেন, শুদ্ধ সাহস নয়, তাঁহাকে বিচার কৌশলে বিব্রত করিয়া তুলিয়াছিলেন, ইহা কি সামান্য ব্যাপার? ফলতঃ তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি কি অগাধ! লীলাবতীর নামান্তর 'উভয়ভারতী' বা 'উভয়ভারতী' প্রকৃত আখ্যা বলিয়া বোধ হয়।

না। উঁহার অর্থ উভয়ের ভারতী অর্থাৎ শঙ্করও সুরেশ্বর এই দুই ব্যক্তির বাক্যের বিচারক। তাঁহার ঐ রূপ নামের অন্য কারণ উপলব্ধি হয় না। সে যাহাহউক, তিনি ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব এই চতুর্ব্বেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ বেদশাস্ত্রের এই ৬ ছয় অঙ্গ ও সাংখ্য পাতঞ্জলাদি ষড়্দর্শনে অলৌকিক ব্যুৎপত্তিশালিনী ছিলেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। অন্যথা দুই মহারথীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে, তাঁহার সাধ্য থাকিত না। তিনি অসাধারণ বিদ্বানের কন্যা, অসাধারণ বিদ্বানের প্রিয়তমা এবং স্বয়ং অদ্বিতীয়া বিদ্যাবতী। এই জন্যই বোধ হয়, তিনি লীলাবতী নামে পরিচিত হইয়াছেন। তিনি ভাস্করাচার্য্যের তুল্যমূল্য গুণবতী লীলাবতীই বটেন! গার্গীর সহিত তাঁহার প্রভেদ এই যে, গার্গী প্রশ্ন কারিণী মহামহোপাধ্যায় যাজ্ঞবল্ক্যেরও অন্তঃকরণ স্তম্ভিত করিয়া দিয়াছিলেন, যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে কোন প্রশ্ন করেন নাই,—অধিক কি নিজে তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন নাই, কিন্তু লীলাবতী, প্রথমে অলৌকিক প্রতিভাশালী দিগ্বিজয়ী জ্ঞানবীর শঙ্করাচার্য্য ও অসাধারণ পাণ্ডিত্যসম্পন্ন স্বীয় স্বামী মণ্ডনমিশ্রের বাদানুবাদের মধ্যস্থা হইয়া, শেষে শঙ্করের সঙ্গে স্বয়ংই বিচার করিয়াছিলেন! এ কি অল্প শ্লাঘার বিষয়! তাঁহার গুণ গরিমায় তিনি কেবল স্বকীয় নাম স্থায়ী করিয়াছেন এমন নয়, স্বজাতিরও অশেষ গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন এবং অনন্ত কাল করিবেন। তাঁহার নারীকুলে জন্মগ্রহণ সার্থক হইয়াছে। আমাদের পক্ষে তিনি নিতান্ত গর্ব্বের স্থল হইয়া রহিয়াছেন।

ঈশ্বরের করুণা।

অগ্নি।

যাহা আছে, যাহা ঈশ্বর আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহার যে কত মূল্য তাহা সেই বস্তু না থাকিলে আমাদিগের কি দশা হইত তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিলেই আমরা বেশ বুঝিতে পারি। এই যে অগ্নি, তাহা যদি আমরা এখন হারাই তাহা হইলে ভাবিয়া দেখ আমাদিগের কি দুর্দশা হয়! অগ্নির সাহায্যে মানুষ কত প্রকার সুস্বাদু, বলকর, স্বাস্থ্যপ্রদ আহার্য্য বস্তু প্রস্তুত করিয়া জীবনের কার্য্য করিতে সমর্থ হইতেছে। এই অগ্নি যদি আজ পৃথিবীতে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে ফল মূলাহারী হইয়া বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় এবং ক্রমশঃ ঘোর অবনতি প্রাপ্ত

হইতে হয়। অগ্নি না থাকিলে শীত-প্রধান দেশবাসীগণের জীবন যাপন করা দুঃসহ যন্ত্রণাকর হইয়া উঠে, কত লোকে প্রচণ্ড শীত সহ্য করিতে না পারিয়া জীবন লীলা সমাপন করে। অগ্নি না থাকিলে রাত্রিকালে আলোক-হীন হইয়া আমাদিগকে কত অসুবিধা ভোগ করিতে হয়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। অগ্নিশিল্পীদিগের প্রধান সহায়—অগ্নি না থাকিলে নানা শিল্প কার্য্যের বিনাশ নিশ্চিত। অগ্নি না থাকিলে আমরা বস্ত্র সকল নানাবিধ উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত করিতে পারিতাম না, বালুকা হইতে কাচ নির্ম্মাণ করিতে পারিতাম না, ভূগর্ভস্থ খনি হইতে স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু উত্তোলন করিয়া তাহাতে অলঙ্কার ও প্রয়োজনীয় বস্তু প্রস্তুত করিতে পারিতাম না, মৃত্তিকা দগ্ধ করিয়া নানা আবশ্যক নিত্য ব্যবহার্য্য পাত্রাদি প্রস্তুত করিতে পারিতাম না এবং সুদৃঢ় ইষ্টক প্রস্তুত করিয়া গৃহ ও অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইতাম না। অগ্নি না থাকিলে পৃথিবী শ্রীহীন হইত, মানুষ এক্ষণকার অপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব হইত।

অগ্নির অস্তিত্ব কি আমাদিগের মনে ঈশ্বরের অপার করুণায় গাঢ় বিশ্বাস উৎপন্ন করিয়া দিতেছে না? এবং মানবের প্রতি তাঁহার স্নেহের স্পষ্ট পরিচয় দিয়া আমাদিগকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিতেছে না? ঈশ্বর মানুষকে যেরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, যে উদ্দেশ্য সাধন জন্য সৃজন করিয়াছেন, তাহার নিমিত্ত অগ্নি আবশ্যক দেখিয়াই তিনি অগ্নি সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। ইহাতে আমা-দিগের প্রতি তাঁহার অপার ভালবাসা কেমন সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত! বিবেচনা করিয়া দেখিলে এইরূপ প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তুতে আমরা ঈশ্বরের করুণা দেখিতে পাই এবং দেখিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা ভরে পরিপ্লুত হইয়া কৃতার্থ হই।

রমণীর কর্ত্তব্য।

প্রথম প্রস্তাব।

পীড়িতের শুশ্রূষা।

অতি অল্প দিবস পূর্ব্বে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা সকলেই নানা প্রকার পীড়ার কিছু কিছু ঔষধ জানি-তেন; এখনও মফস্বলের এবং সহরের প্রাচীন স্ত্রীলোকদিগকে বালক বালিকা-গণের সামান্য সামান্য পীড়ার চিকিৎসা

করিতে দেখা যায়; এটী তাঁহাদের সাংসারিক অন্যান্য কার্য্যের ন্যায় একটী শিক্ষণীয় কার্য্য ছিল। বাটীর মধ্যে কাহারও পীড়া হইলে প্রথমে চিকিৎসকের সাহায্য না লইয়া গৃহিণীরা তাঁহাদের শিক্ষিত ঔষধ দ্বারা পীড়া শান্তির চেষ্টা করিতেন এবং অনেক স্থলে তাহার সুফলও দেখা গিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বালিকারা বিদ্যালয়ে গিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে, তাহারা এই সকল বিষয়ে কিছুই শিক্ষা লাভ করিতেছে না এবং সে বিষয়ে কাহারও দৃষ্টি দেখা যায় না। বাটীর কর্ত্রী সামান্য সামান্য পীড়ার চিকিৎসা করিতে পারিলে যে তাহা দ্বারা সাংসারিক কার্য্যের কত সুবিধা হয়, তাহা সকলে বুঝিতে পারে না। বিশেষতঃ সকল পীড়াতেই ইংরাজি চিকিৎসার সাহায্য লইয়া বিদেশীয় ঔষধ সেবন করা অপেক্ষা দেশীয় ঔষধ সেবনে আমাদের শরীরের অনেক উপকার হইতে পারে। আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে যেরূপ পীড়ার আতিশয্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে এবং লোকের আর্থিক অবস্থা যেরূপ মন্দ হইতেছে, তাহাতে মধ্যবিত্ত লোকেরাও সকল সময়ে চিকিৎসকের সাহায্য লইয়া ও ইংরাজি ঔষধ ক্রয় করিয়া সামান্য সামান্য পীড়ায় চিকিৎসার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে নিতান্ত অক্ষম। দরিদ্র লোকদেরত কথাই নাই। এরূপ স্থলে প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীর বালিকা ও বয়স্কা সকলেরই কিছু কিছু ঔষধ জানা কর্ত্তব্য। ইহাতে আরও একটী উপকার দর্শে। মনে করুন হঠাৎ বাটীর কোন লোকের কঠিন পীড়া উপস্থিত হইল, চিকিৎসক আসিতে বিলম্ব হইতেছে, এরূপ অবস্থায় যদি সেই বাটীর গৃহিণী ঔষধ জানেন, তাহা হইলে তিনি কিছু ঔষধ দিয়া পীড়া আরোগ্য করিতে না পারুন আপাততঃ তাহা স্থগিত রাখিতে বা তাহার কোপ কথঞ্চিৎ পরিমাণে হ্রাস করিতে সমর্থ হইবেন। এখনও অনেক বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক পীড়িত লোকের নাড়ী দেখিয়া রোগ নির্ণয় করিতে পারেন। অনেক স্ত্রীলোকের নাড়ীজ্ঞানশক্তি কালেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ চিকিৎসক অপেক্ষা অধিক দেখা গিয়াছে। স্ত্রীলোকেরা যখন রোগীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হয়েন, তখন নাড়ীজ্ঞান ও ঔষধাদির গুণাগুণ তাঁহাদের জ্ঞাত থাকা বিশেষ আবশ্যক, কারণ রোগীর নাড়ীর অবস্থা ও রোগের অবস্থা কিরূপ হয়, তাহা তিনি জানিতে পারিলে সেইরূপ বন্দোবস্ত করিতে পারেন।

আমাদের দেশে পীড়িত লোকদিগের শুশ্রূষার ভার সর্ব্বদাই স্ত্রীলোকদিগের উপর অর্পিত হয়; জননী, স্ত্রী, ভগ্নী প্রভৃতি আত্মীয়াগণই পীড়িত ব্যক্তির শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু শুশ্রূষা কার্য্যে অজ্ঞতা বশতঃ তাঁহারা অনেক সময়ে রোগীর সান্ত্বনার পরিবর্ত্তে তাঁহার যাতনার কারণ হইয়া উঠেন। ইহার কারণ

অনুসন্ধান করিলে এই মাত্র জানা যায় যে তাঁহারা কিরূপে শুশ্রূষা করিতে হয় তাহা জানেন না; শুশ্রূষাকারিণীর যে যে গুণ থাকা আবশ্যক, তাহা তাঁহাদের সম্বন্ধের থাকে না।

শুশ্রূষাকারিণী স্ত্রীলোকদের যে যে গুণ থাকিলে তাঁহারা রীতিমত রোগীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইয়া নিজের দায়িত্ব সম্পন্ন করিতে পারেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

শুশ্রূষাকারিণী স্ত্রীলোকের বিবেচনা, প্রফুল্লতা, ধৈর্য্য, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং আত্মসংযমন গুণ থাকা আবশ্যক।

বিবেচনা—ইহা দ্বারা শুশ্রূষাকারিণী বুঝিবেন যে কখন রোগীর সহিত কথা কহিবেন, কখন কথা কহিবেন না, কি কি বিষয়ে রোগী বিরক্ত হয় ও তাহার মনে কষ্ট হয় ইহা তিনি জানিবেন, কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে রোগী দেখিতে ইচ্ছা করে এবং সাক্ষাৎকারীগণকে কখন রোগীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হইবে। শুশ্রূষাকারিণীর এসমস্তই জ্ঞাত থাকা আবশ্যক এবং যখন সাক্ষাৎকারীগণকে বিদায় করিবেন তখন এরূপে বিদায় করিবেন যে রোগী যেন জানিতে না পারে যে তাহার পীড়ার কারণে তাহাদিগকে শীঘ্র বিদায় করা হইল।

প্রফুল্লতা—ইহা শুশ্রূষাকারিণীর একটী প্রধান গুণ; ইহা দ্বারা তাঁহার (শুশ্রূষাকারিণীর) স্বর মিষ্ট হইবে, তাঁহার দর্শন প্রফুল্ল অথচ ধীর এবং আনন্দব্যঞ্জক হইবে, তিনি গৃহে প্রবেশ করিলেই বোধ হইবে যেন গৃহ আলোকময় হইল; তাঁহার মুখ সর্ব্বদা সহাস্য থাকিবে, এবং পীড়িতের যাতনা এবং কষ্টে সহানুভূতি প্রকাশ দ্বারা তাহাকে শান্ত করিতে সক্ষম হওয়া আবশ্যক।

ধৈর্য্য—রোগীর নিকট সকল সময়ে স্থিরভাবে উপবিষ্ট থাকিতে হইবে; ধীর এবং অক্লান্তভাবে তাহার সেবা করিতে হইবে এবং তাহাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। পীড়িত ব্যক্তির কর্কশ বাক্য, অকারণ অনুযোগ, অন্যায় প্রতিবাদ এবং যাতনা ও রোগক্লিষ্ট ব্যক্তির (সচরাচর যেরূপ হইয়া থাকে) তীব্র বাক্য অম্লানবদনে সহ্য করিয়া, তাহার যাতনা উপশমের জন্য আন্তরিক যত্নের সহিত চেষ্টা করিতে হইবে।

প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব—রোগীর রোগের অবস্থার হঠাৎ পরিবর্ত্তনে ভীত না হইয়া তাহার প্রতিকার চেষ্টা করিতে হইবে; আবশ্যকমত প্রস্তুত থাকিতে হইবে; ক্ষতস্থান হঠাৎ বাঁধিতে হইবে; প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আবশ্যক মত উপস্থিত করিতে হইবে; আবশ্যকমত রোগীর হস্তপদাদি ধৃত করিতে হইবে; চিকিৎসককে সাহায্য করিতে হইবে এবং মুখে সর্ব্বদা সাহস বিরাজ করিবে; যেন রোগী ভয় না পাইয়া সাহস এবং সান্ত্বনা প্রাপ্ত হয়।

আত্মসংযমন—সকল প্রকার মনের

ভাব গোপন করিতে হইবে। যখন রোগীর জীবনের আশা নাই, তখনও আশাপূর্ণ বাক্যে কথা কহিতে হইবে, চক্ষের জল (ক্রন্দন) বন্ধ করিতে হইবে এবং যখন রোগী নিরাশহৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিবে "আমি কি বাঁচিব না ?" তখন স্থিরভাবে উত্তর দিতে হইবে।

অনেকে বলিবেন যে আত্মসংযমন দ্বারা মনের ভাব গোপন করিয়া মুমূর্ষু রোগীকে জীবনের আশা দেওয়া অত্যন্ত অন্যায়। যখন আমরা দেখিতেছি যে তাহার জীবনাশা নাই তখন কিরূপে তাহাকে বলিব যে সে বাঁচিবে ? এ সম্বন্ধে আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে কেহই সর্ব্বজ্ঞ নহেন ; ঈশ্বর ভিন্ন মানবের মৃত্যুর বিষয় কেহই ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। কারণ ইহা দেখা গিয়াছে যে বড় বড় চিকিৎসক এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নাড়ী দেখিয়া এবং বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে রোগীর নিশ্চয়ই মৃত্যু হইবে, কিন্তু সেই মহা চিকিৎসকের অদৃশ্য ক্ষমতায় দেখা গেল যে রোগীর অচলিষ্ণু নাড়ী চলিষ্ণু হইল, দুর্ব্বল শরীরে বলাধান হইল, রোগী রোগমুক্ত হইল। ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, নিতান্ত সাহসী ব্যক্তিও মৃত্যুভয়ে ভীত হন, মৃত্যু নিকট জানিলে, স্তম্ভিত হন এবং জীবনের আশায় তাঁহারও মন অনেক শান্ত হয়। কিন্তু রোগীর মনে যদি মৃত্যু ভয় প্রবেশ করে, তাহার মনে যে কত কষ্ট হয় তাহা বলা যায় না এবং হয়ত তাহা দ্বারা তাহার পীড়া আরও বৃদ্ধি হইতে পারে। সুতরাং যখন মৃত্যুর নিশ্চয়তা বিষয়ে মনুষ্য কিছুই বলিতে পারে না এবং ঈশ্বরের নিকট কিছুই অসম্ভব নহে, তখন সন্দেহের উপর নির্ভর করিয়া রোগীকে যাতনা দেওয়া কখনই কর্ত্তব্য নহে। চিকিৎসক এবং শুশ্রূষা কারিণী ইঁহাদের উভয়েরই কর্ত্তব্য যে রোগীকে যথাসাধ্য সাহস প্রদান করেন। রোগীকে আমাদের অনুমান ভ্রান্ত না করাইয়া সস্মিতবদনে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হয় যে "আমরা সকলেই পরমেশ্বরের ইচ্ছার অধীন ; তাঁহার ইচ্ছায় তোমার অপেক্ষা সুস্থ এবং বলবান ব্যক্তিও তোমার অগ্রে মরিতে পারে, আবার তোমার অপেক্ষা সাংঘাতিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরও জীবনে নিরাশ হইবার কারণ নাই। ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হউক "।

(ক্রমশঃ)

আশ্চর্য্য কথা।

বৈজ্ঞানিক।

১—ইয়োরোপীয় জ্যোতির্ব্বিদগণ সম্প্রতি তারকাদির ভার ওজন করিবার প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন। কোন তারকা সূর্য্যমণ্ডল হইতে কত গুণ

তাহা স্থির করিয়া তাঁহারা প্রত্যেকটীর ওজন বলিয়া দিতে পারেন। এই পৃথিবীর এক পার্শ্বে বসিয়া কোটী-কোটী ক্রোশ দূরস্থ তারকার ভার ওজন করা কি সামান্ত আশ্চর্য্য কথা!

২—এতদিন ফটোগ্রাফ তুলিতে গেলে ছবিতে যেরূপ ইচ্ছা সেরূপ রঙ উঠান যাইত না, সম্প্রতি একজন জাপান দেশীয় ফটোগ্রাফার ফটোগ্রাফ ইচ্ছামত লাল, নীল, সবুজ প্রভৃতি বর্ণযুক্ত করিবার প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন।

৩—জর্ম্মণীর বলোনা নগরে এক প্রকার প্রস্তর পাওয়া যায়; উহা কিয়ৎকাল সূর্য্যের আলোকে রাখিয়া দিলে উহা সূর্য্যালোক গ্রহণ করিতে পারে এবং পরে ঐ আলোক বিকীর্ণ করে। বলোনা নগরে পাওয়া যায় বলিয়া ঐ প্রস্তরের নাম বলোনা প্রস্তর। দিবা ভাগে এক খণ্ড বলোনা প্রস্তর রৌদ্রে রাখিয়া দিয়া রাত্রে অনেকে উহা দ্বারা প্রদীপের কার্য্য করিয়া লয়।

৪—চন্দ্রলোকে বায়ুমণ্ডল নাই। বায়ুমণ্ডল না থাকিলে শব্দের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। অতএব চন্দ্রে যদি শত শত কামান ছোড়া যায়, তাহা হইলে কিছুমাত্র শব্দ উদ্ভূত হইবে না। চন্দ্রে অনেক গুলি উচ্চ শৃঙ্গযুক্ত পর্ব্বত আছে। সেই সকল পর্ব্বতের কোন কোন অংশ যখন নৈসর্গিক কারণে ভগ্ন হইয়া পতিত হয়, তখন কিছুই শব্দ উৎপন্ন হয় না। যদি কোন প্রকারে দুইজন মানুষ চন্দ্রলোকে যাইতে পারে, তাহা হইলে তাহারা সেখানে গিয়া তাহাদের পরস্পরের কথা বার্ত্তা কিছুমাত্র শুনিতে পাইবে না।

৫—লণ্ডন নগরের প্রধান উপাসনালয়ের এক পার্শ্বে একটী গোলাকার ক্ষুদ্র গৃহ আছে। গৃহটীর ব্যাস ২০ হাত। কোন ব্যক্তি এই গৃহের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেওয়ালের দিকে মুখ করিয়া, পার্শ্বের লোক কিছুই শুনিতে পায় না এরূপ অস্ফুট-স্বরে কোন কথা বলিলে, ঐ লোকটীর পশ্চাৎ দিকে কুড়িহাত দূরস্থ দেওয়ালের নিকট দণ্ডায়মান ব্যক্তির কর্ণে সেই অস্ফুটস্বর এত উচ্চ বলিয়া বোধ হয় যে সে কর্ণে বেদনা অনুভব করে। এই গৃহটী শব্দবিজ্ঞানের একটী দুর্ব্বোধ্য নিয়মের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ। এই গৃহটী দেখিবার জন্য অনেক লোক আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

নারীচরিত।

ওপি।

ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী নর্থ পার- [illegible] নরিচ্‌ নামক স্থানে ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই নবেম্বর এমিলিয়া [illegible] জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন [illegible]

পিতা ডাক্তার আণ্ডারসন ইংলণ্ডের এক-জন তাৎকালিক বিখ্যাত চিকিৎসক ও মাতা মাননীয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পা-নীর অনেক কর্ম্মচারী ডাক্তার হেনরি ব্রিগ্‌সের কন্যা ছিলেন। পিতা মাতার শিক্ষা সন্তানের চরিত্রের ভিত্তি স্বরূপ। বলা বাহুল্য যে, মাতা যদ্যপি সৎস্বভাব ও সদ্‌গুণান্বিতা হন, তাঁহার নৈতিক শিক্ষার গুণে সন্তানও সৎস্বভাব ও সদ্‌-গুণসম্পন্ন হইবে। পৃথিবীতে সুমাতার গুণে অনেকে সুসন্তান হইয়াছেন, সার উইলিয়ম জোন্স, জর্জ ওয়াসিংটন ইহার জাজ্জ্বল্য প্রমাণ। ওপির মাতা এক জন সুমাতা ছিলেন। তিনি অতি শৈশবাবস্থা হইতে দুহিতাকে বশবর্ত্তিতা ও ত্যাগস্বীকার প্রভৃতি মহামূল্য গুণ শিক্ষা দিয়াছিলেন। মাতার আদেশ, কন্যাকে পালন করিতে হইত। শারী-রিক অসুস্থতা সত্ত্বেও তাঁহার মানসিক তেজস্বিতা ও চরিত্রবল যথেষ্ট ছিল। ওপির বাল্যাবস্থায় মাতৃবিয়োগ হইলেও, মাতার আজ্ঞানুবর্ত্তিতার নিদর্শন নিচয় তাঁহার বার্দ্ধক্যেও স্পষ্ট অনুভূত হইয়া-ছিল। তিনি যখনই মাতার বিষয়ে কোন কথা বলিতেন, তখনই ভক্তি ও সম্মানের সহিত বলিতেন।

মাতার মৃত্যুতে কুমারী আণ্ডারস-নের উপর তাঁহার পিতার সংসারের সমস্ত ভার অর্পিত হইল। পিতা মাতা অপ-[illegible] যে ক্ষমতা ও গুণপরম্পরায় যে অতিশয় [illegible] করেন, ইহা এই জগতের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। তাঁহার পিতা ডাক্তার আণ্ডারসন এই ধর্ম্মের সার্থকতা সম্পা-দন করিয়া সতত কন্যাকে কাছে রাখিয়া শিক্ষা দান করিতেন। তাঁহার যথেষ্ট সাহস, চিত্তপ্রসাদ, চিরস্বাস্থ্য, ও সতেজ কল্পনা ছিল। এতদ্ভিন্ন, সঙ্গীত ও চিত্র-কার্য্য প্রভৃতি গুণকলাপে তিনি সকলের নিকট আদৃতা হইতেন। নিম্নপদস্থ দরিদ্র ও পাগলদিগের জন্য তিনি অতি-শয় সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন।

রাজনীতিতে কুমারী আণ্ডারসনের অনুরাগ ও যত্ন থাকাতে তিনি সেই সময়ের বড় বড় লোকদিগের নিকট অপরিচিত ছিলেন না। সদ্বিবেচনা ও নৈতিক দৃঢ়নিষ্ঠা গুণে তিনি অনেক ভ্রমাত্মক ও বিঘ্নসঙ্কুল বিষয় হইতে আত্মরক্ষা করিতেন। যদিও কখনও কখনও স্বভাবসিদ্ধ ব্যগ্রতা নিবন্ধন দৌর্ব্বল্যের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তথাপি আমাদিগকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার কর্ত্তব্যানু-রাগিতা কখনও বিলুপ্ত হয় নাই।

কুমারী আণ্ডারসন বারবল্ড, রজার্স প্রভৃতি জগন্মান্য মহানুভবদিগের নিকট পরিচিতা হইতে সাতিশয় উৎসুক ছিলেন। এই আলাপে তিনি বিবিধ শিক্ষা ও উপদেশ লাভ করিতেন। একদা যখন তিনি লণ্ডনে গমন করেন, তখন ওপি নামে সুবিখ্যাত চিত্রকরের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। চিত্র-কর তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিয়া

তাঁহার সৌন্দর্য্য ও গুণে একবারেই এত মুগ্ধ হইলেন যে, তিনি তাঁহার পাণিগ্রহণে প্রার্থী হইলেন। তাঁহার এই চেষ্টা সফল হইয়াছিল। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে তাঁহাদের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয় এবং তদবধি কুমারী আল্ডারসন বিবী ওপি নামে আখ্যাত হন।

সদয়, সুবুদ্ধি ও অনুরাগী পতি অবসর পাইলেই স্ত্রীর সহিত সদালাপে পরমানন্দ লাভ করিতেন, নৈতিক শিক্ষা দান, তাঁহার চরিত্র সংগঠন ও তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি সাধন করিতে তিনি সর্ব্বদা তৎপর থাকিতেন. আলস্য ও আমোদ প্রমোদ হইতে দূরে থাকিতে তিনি অনবরত তাঁহাকে উপদেশ দিতেন। বিবী ওপিও তাঁহাকে অন্তরের সহিত ভক্তি করিতেন এবং তাঁহার প্রতিভা ও সদ্বিবেচনায় তিনি সর্ব্বদা প্রীত হইতেন। স্বামীর উৎসাহে উৎসাহান্বিতা হইয়া ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে আল্ডারসন্ ওপি "জনক ও দুহিতা" নামক গ্রন্থখানি প্রকাশ করেন। ইহা প্রতিভাপূর্ণ বলিয়া সমালোচক সকলের নিকট অতিশয় আদৃত এবং অচিরে সাহিত্যসমাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইল। এতৎ সম্বন্ধে ভুবনবিখ্যাত উপন্যাস-গুরু সার ওয়াল্টার স্কট্ বলেন, তিনি এই উপন্যাসটি পাঠ করিয়া যেরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, সেরূপ আর কখনও কোন উপন্যাস পাঠে হন নাই। ইহা কি সামান্য প্রশংসার কথা? পর বৎসর অর্থাৎ ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সুললিত ছন্দোময় "কবিতামালা" প্রকাশিত হয়।

সুখ দুঃখ অনিবার্য্য। মানবজীবন তরণী সুখের স্রোতে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেই, অমনি দুঃখের স্রোতে তাহাকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, ইহা পরম কারুণিক পরমেশ্বরের সৃষ্টি কৌশল; কেননা এরূপ না হইলে মানবের ঈশ্বরোপলব্ধি হয় না। ওপি যৎকালে রূপবতী ভার্য্যার সহিত বিবাহিতজীবন যাপন করিয়া অনির্ব্বচনীয় পারিবারিক সুখ ও শান্তি সম্ভোগে সকল উদাসজনিত আনন্দে কালাতিপাত করিতেছেন, তখন চিন্তানল তাঁহার হৃদয় দগ্ধ করিতে লাগিল। গুণের পুরস্কার হইতেছে না, অর্থাৎ তাঁহার গুণানুযায়ী আয় নাই, ইহাতে তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা ম্রিয়মাণ। বিবী ওপি স্বভাবতঃ প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন, দারিদ্র্যের মধ্যে স্বামীকে সান্ত্বনা দান করিতে ও তাঁহার উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে অনুক্ষণ যত্নবতী থাকিতেন। কালক্রমে যখন রাশি রাশি কাজ আসিতে আরম্ভ হইল, তখন পরিবারের আয় বৃদ্ধি-সহ উৎসাহ ও আনন্দ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

তদনন্তর ওপি স্বামীর সহিত পারিস্ নগরে গমন করেন। এখানে নেপোলিয়ন বাসিয়স্কো প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় মহাত্মাদিগের নিকট তিনি পরিচিতা হন।

পারিস্ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া

স্ত্রী পুরুষ উভয়েই চিত্র ও গ্রন্থরচনা কার্য্যে পুনরায় রত হইলেন। এই সময় কতকগুলি নূতন উপন্যাস রচিত হয়। কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি ধনী কি দরিদ্র, সকলেই তাঁহার সকাশে অবাধে গমনে সক্ষম হইত, এবং সকলকেই তাঁহার সুমধুর স্বভাব ও শিষ্টাচারে বিমুগ্ধ হইতে হইত। ইহাঁদিগের অবস্থার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতে চলিল। যশোবৃদ্ধিসহকারে চিত্রকরের এক্ষণে আয়ও বৃদ্ধি হইল—কঠিন পরিশ্রম ও একাগ্রতার সুফল তিনি এক্ষণে ভোগ করিতে লাগিলেন। সংসারে অধিকতর সুখ সচ্ছন্দতা হইল, কিন্তু ক্রমেন বিষম কঠিন পরিশ্রম ও চিন্তায় তাঁহার স্বাস্থ্য এরূপ ভঙ্গ হইল যে, পুনরারোগ্যের কথা দূরে থাকুক, অল্পদিনের পীড়ায় ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। সুতরাং নয় বৎসরকাল মাত্র ওপি পতি সহবাস ভোগ করিয়া বিধবা হইলেন। তাঁহার এই অকাল বৈধব্যে কাহার হৃদয় ব্যথিত না হয়?

স্বামীর মৃত্যুর পর ওপি পিতার নিকট গিয়া বাস করেন। তাঁহার পিতৃভক্তি প্রগাঢ় ছিল; তিনি পিতাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন, ভালবাসা ও ভক্তি একাধারে একত্র দৃষ্ট হয় না। যেখানে ভয়, সেখানে দেবভাব। দেব প্রকৃতি ওপির পিতাই একমাত্র তাঁহার পূজ্য ও আদরের ধন। বৃদ্ধ পিতার সেবা শুশ্রূষা তিনি অতীব আনন্দের বিষয় ও পরম কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন।

ক্রমশঃ

পরেশনাথ দর্শন।

পচম্বা।

ছুটীতে বেড়াইতে যাওয়া আমরা ভাল বুঝি না। ইংরাজেরা তাহার মর্ম্ম ভাল বুঝেন। কয়েকদিন ছুটী পাইলেই কোন পাহাড়ে বা জঙ্গলে, সাগরে বা নদীতে, কোথাও না কোথাও গিয়া প্রকৃতির অভিনব দৃশ্যে ও জল বায়ুর পরিবর্ত্তনে তাঁহারা শারীরিক ও মানসিক সর্ব্বপ্রকার সুখ,স্বাস্থ্য ও আনন্দ লাভ করেন। আমরা বৎসরের অধিকাংশ সময় নানা প্রকার পরিশ্রমে নিযুক্ত থাকিয়া ক্লান্ত হইয়া যাই। সময়ে সময়ে যে দুই একটী অবকাশ পাই, তাহা যদি এইরূপ আনন্দে ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের মধ্যে না কাটাই, তাহা হইলে আবার পরিশ্রম মিষ্ট লাগিবে কেন? তাহাহইলে কয়দিনই বা বাঁচিব আর সেই কটা দিন বা কিরূপে অতিবাহিত করিব? আমাদের জাতির লো-

কেরা সাধারণতঃ পরিশ্রমকে যে এত কষ্টকর বলিয়া মনে করেন, তাহার কারণ এই। আবার অপরদিকে বিশ্রাম ও অবকাশ যে কিরূপ মধুর সামগ্রী, তাহারও আস্বাদ আমরা পাই না। যে পরিশ্রমকে কষ্ট বলিয়া জানে, হায়! বিশ্রাম ও আলস্যে যে কোন প্রভেদ আছে সে তাহা কিরূপে বুঝিবে? সুতরাং আমরা বিশ্রাম বা অবকাশের দিন বৃথা আলস্যে দিবানিদ্রাতেই কাটাইতে ভালবাসি। কিন্তু পরিশ্রম যাহাদের নিকট কর্ত্তব্যজনিত অপূর্ব্ব আনন্দ আনিয়া দেয়, দৈনিক কার্য্যে যাহারা জীবনের ব্রত পালনেরই আত্মপ্রসাদ উপভোগ করে,—বিশ্রাম ও অবকাশ তাহাদেরই চক্ষে মিষ্ট ও সত্য পদার্থ। তাহারা বিশ্রামকে বৃথা আলস্যে কাটায় না, উপভোগ করে। বিশ্রাম তাহাদিগকে নূতন করিয়া গড়িয়া দেয়, নূতন বল, নূতন উৎসাহ, নূতন আগ্রহে বিভূষিত করিয়া, নূতন কর্ত্তব্যক্ষেত্রে প্রেরণ করে। এজন্যে আমরা বিশ্রামের দিনগুলির সদ্ব্যবহার করিবার জন্য সুবিধামত নানা স্থানে ভ্রমণ করার পক্ষপাতী। বিগত পূজার অবকাশে পরেশনাথ দর্শনে গিয়াছিলাম। তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠিকাদিগের জন্য লিখিতেছি। ইহার দ্বারা তাঁহাদের ভ্রমণ কৌতূহল জন্মিতে পারে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের মধুপুর ষ্টেশন হইতে গিরিডি পর্য্যন্ত শাখা রেল পথ গিয়াছে, তদ্দ্বারা গিরিডি পৌছিলাম। পরেশনাথ কোন্‌দিকে জানি না, কিরূপে যাইতে হয় জানি না, তথাকার কাহারও সহিত আলাপ নাই। কেবল একটী মাত্র শ্রদ্ধেয় বন্ধু সেই সময়ে পচম্বা বেড়াইতে গিয়াছেন শুনিলাম। গিরিডি ষ্টেশন হইতে পচম্বা চারি মাইল পথ। দুচাকার টম্ টম্ কিম্বা চারি চাকার পাল্কী গাড়ি ভিন্ন যাইবার অন্য সুবিধা নাই, কলিকাতার ন্যায় সুদৃশ্য সুগঠিত টম্ টম্ বা পাল্কী গাড়ী নহে, কোন প্রকারে জল ও রৌদ্র নিবারণ করিয়া যাওয়া মাত্র। এদেশে ঘোড়ার পরিবর্ত্তে মানুষে গাড়ী টানে, এ এক নূতন ব্যাপার। আবশ্যকমতে ৪।৬।৮ জন মানুষ গাড়ীর অগ্র পশ্চাতে হাত বা কাঁধ দিয়া টানিয়া ও ঠেলিয়া লইয়া যায়। একে বন্ধুর ভূমি, কখন উপরে উঠিতে হয়, কখন বা গড়াইয়া নীচে যাইতে হয়, তাহাতে কাঁকরের রাস্তা, বৃষ্টিতে ভিজিয়া রহিয়াছে; তাহার উপর দিয়া এই গাড়ী লইয়া যাওয়া যে কিরূপ কষ্টকর, তাহা বর্ণন করা অপেক্ষা অনুভব করা সহজ। ইতিপূর্ব্বে আর কখন এরূপ নরযানে উঠি নাই। প্রথমে আমার একটু ক্লেশ হইতে লাগিল; কিন্তু দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে ঐ দুরূহ কার্য্যের মধ্যেই হতভাগ্য কুলিরা বিবাদ ও ঠেলাঠেলি করিতে লাগিল। "অবশেষে [illegible]

বাহক অনেকক্ষণ পরিশ্রম করিয়া আমাকে পচম্বায় পৌছাইয়া দিল এবং বার আনা ভাড়া ও কিছু পুরস্কার লইয়া ফিরিয়া গেল। বাঙ্গালার সীমান্ত প্রদেশে এই সকল লোকদিগের পরিশ্রমের মূল্য এত কম দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। শুনিলাম এখান হইতে অনেকে জীবিকা উপায়ের জন্যে চা-বাগানের কার্য্যে প্রেরিত হয়। একটী কুলি ডিপোও দেখিলাম।

সৌভাগ্যক্রমে আমার বন্ধু যাঁহার বাসায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, তিনি অতি মহৎ, সদাশয় ও দেবপ্রকৃতির লোক। আমাকে পাইয়া তিনি যার পর নাই আপ্যায়িত হইলেন। যখন পরেশনাথ দেখিবার সঙ্কল্প করিয়া বাহির হই, তখন উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় সম্বন্ধে কোন চিন্তাই মনে উদয় হয় নাই। পথও জানিতাম না, পথে যে এরূপ ভাল লোকের সঙ্গে পরিচয় হইবে তাহাও জানিতাম না। কিন্তু যাঁহার উপরে নির্ভর করিয়া বাহির হইয়াছিলাম, তাঁহারই কৃপাকে এ সকলের জন্য ধন্যবাদ দিয়া আহারাদি করিলাম।

অন্য বৎসর পূজার পর এখানে প্রায় বৃষ্টি হয় না। দিনের পরিষ্কার রৌদ্রে বায়ু অতিশয় স্বাস্থ্যকর হয়, রাত্রে কিঞ্চিৎ শীত বোধ হওয়ায় সুনিদ্রা লাভ করিয়া সকলে পরমসুখে কালাতিপাত করেন। বাস্তবিক 'পচম্বা' একটী রমণীয় স্থান ;—চারিদিকে অনন্ত আকাশ সুদূরব্যাপী প্রান্তর ও শৈলমালা স্পর্শ করিতেছে, বায়ু যেন প্রতি নিশ্বাসেই শরীরে উৎসাহ ও প্রাণে আনন্দ সঞ্চার করিতেছে ; জল সুনির্ম্মল সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর—অজীর্ণ অক্ষুধা প্রভৃতি রোগের পরম ঔষধ— ; অর্দ্ধক্রোশ পথ যাইতে না যাইতেই অনতিউচ্চ শৈলমালা শালবনে মণ্ডিত হইয়া নির্জ্জনে, নিঃশব্দে বিরাজ করিতেছে ; মাঝে মাঝে শ্বেত কৃষ্ণ প্রভৃতি বর্ণের বড় বড় প্রস্তরস্তূপ সুন্দরভাবে পড়িয়া আছে,—দূর হইতে বোধ হয় যেন হস্তী, মহিষ, প্রভৃতি বড় বড় জন্তু শুইয়া বা দাঁড়াইয়া আছে ;—উভয়পার্শ্বের উন্নতভূমি খণ্ডের মধ্য দিয়া যেখানে সুবিধা পাইয়াছে সেইখানেই ছোট বড় নানা আকারের নির্ঝর সকল কখন অস্ফুটশব্দে চলিয়া যাইতেছে, কখন বা পাথর হইতে পাথরে গহ্বর হইতে গহ্বরে পড়িতে পড়িতে, কল কল শব্দে, শালবন ও প্রস্তরমালার গাম্ভীর্য্যকে মধুময় করিয়া নিকটস্থ নদীতে মিশিতে যাইতেছে ; সুদূরে দক্ষিণদিকে সুনীল গগণ প্রান্তে সমুন্নত এক বিস্তীর্ণ পর্ব্বতমালা দেখা যাইতেছে.—উহাই বিন্ধ্য গিরি আর পরেশনাথ তাহারই সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ। পচম্বার নিকটে 'কারহারবারি' নামক স্থান হইতে গিরিডি পর্য্যন্ত প্রায় ৭০৮০টী পাথরিয়া কয়লার খনি আছে। বামাবোধিনীর পাঠিকারা ইতিপূর্ব্বে

তাহার কিছু কিছু বিবরণ পাঠ করিয়াছেন। এখানকার অধিবাসীরা অধিকাংশ হিন্দু; কয়েক ঘর মুসলমানও আছে এবং খৃষ্টান মিশনরিরা ধর্ম্মপ্রচার ও উপচিকীর্ষা বৃত্তি দ্বারা চালিত হইয়া বহুসংখ্যক পাঠশালা স্থাপন ও অন্যান্য নানা উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক চতুঃপার্শ্বস্থ সাঁওতালদিগকে শিক্ষা দিতেছেন এবং সভ্য ও খৃষ্টান করিবার চেষ্টা করিতেছেন। এ দেশীয় লোকেরা নিরীহ; সরল ও ভদ্র; সদয়-ব্যবহারে বশীভূত করিতে পারিলে ইহাদিগকে শিক্ষিত ও ধর্ম্মপরায়ণ করা অতি সহজ বোধ হয়। অন্যান্য স্থানে দুর্গোৎসব ও মহরম উপলক্ষে হিন্দু মুসলমানে যেরূপ বিবাদ ও রক্তপাত হইয়া থাকে, এখানে তাহার নাম মাত্রও নাই। বরং দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম যে হিন্দুপুরুষ ও রমণীগণ মহা সমারোহে গোঁয়ারা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। জমীদার 'টিকায়েতের' বাটীতে একদিকে দালানে দুর্গোৎসব হইতেছে, অপরদিকে মহরমের মহাধুম পড়িয়া গিয়াছে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম। শুনিলাম, মুসলমানেরাও হিন্দুর পুরোহিতকে দিয়া কোন কোন গ্রাম্য দেবতার পূজা করে।

পচম্বা যেরূপ সুন্দর স্থান, যদি তথায় কতিপয় উৎসাহী পরিবার একত্র বাস করেন ও স্বাধীনভাবে কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে পরমসুখে থাকিতে পারেন, এমন কি দার্জ্জিলিং অপেক্ষাও এই স্থান অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ বোধ হয়। যদি এখানে একটী উন্নতশ্রেণীর বোর্ডিং স্কুল করা হয়, তাহা হইলে আমাদের বালকবালিকাগণ উৎকৃষ্ট পানাহার, বিশুদ্ধ বায়ু, ও রমণীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করিয়া সুস্থ শরীরে জ্ঞান, নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে। কলিকাতায় বেড়াইবার স্থান নাই, খেলিবার স্থান নাই, নির্জ্জনে বসিবার স্থান নাই;—এখানে বিস্তীর্ণ মাঠ, যত পার বেড়াও, বহুসংখ্যক ছোট ছোট পাহাড় উঠ, নাম, বনমধ্যে বৃক্ষতলে বা শিলাতলে বসিয়া গভীর ধ্যানে ডুবিয়া যাও, কেহ দেখিবার নাই, কিছু বলিবারও নাই। জানি না আমাদের এ প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হইবে কি না, কিন্তু যে কেহ একবার এই মনোহর স্থান দর্শন করিবেন, এখানকার বায়ুর জীবনপ্রদ শক্তি অনুভব করিবেন, ও সহজলভ্য পানীয় জল ও অতিসুলভ অমিশ্র গো-দুগ্ধ পান করিবেন, তিনিই আমাদের ন্যায় ঐরূপ ইচ্ছা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। কি দুঃখের বিষয় যে কলিকাতার এত নিকটে এমন সুন্দর স্থান, অনেকেই জানেন না এবং যাহারা জানেন, তাঁহারা সকলে এখানে বেড়াইতে যান না!!

কিন্তু আমি পচম্বা দেখিতে আসি নাই, দক্ষিণ দিকে মেঘমালা বিদীর্ণ করিয়া যে গাঢ় কৃষ্ণ বা নীল শৈলশৃঙ্গ

দেখা যাইতেছে, যতবার সে দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছি, ততবারই আমার চিত্ত সেইদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। পথেই যদি এমন মনোহর স্থান দেখিতে পাইলাম, না জানি আমার গম্যস্থান পরেশনাথ কতই সুন্দর! পুনঃ পুনঃ তৃষিতনয়নে সেইদিকেই দৃষ্টিপাত করিতাম; কখন শুভ্র ধবল মেঘকুল পর্ব্বতকে ঢাকিয়া রাখিতেছে, কখন বা পরিষ্কার নীল গগণে আরও নীল গিরির চূড়া পর্য্যন্ত চিত্রিত দেখা যাইতেছে, আবার কখন আগ্নেয়গিরির ধুমোদ্গীরণের ন্যায় পাহাড়ের গায় মেঘ জমিতেছে, উঠিতেছে, বাড়িতেছে, ক্রমে এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত সব ঢাকিয়া ফেলিতেছে; আমি সে দৃশ্য চিন্তনে একেবারে ডুবিয়া যাইতাম। একদিন সূর্য্যাস্তের সময় জ্বলন্ত সোণার বর্ণের মেঘমুকুট পরিয়া পরেশনাথ এমন শোভা দেখাইল যে আমার হৃদয় একেবারে পাগল হইয়া উঠিল, তথায় যাইবার জন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম।

ক্রমশঃ

সংযুক্তা হরণ।

(২৬২ সংখ্যা—২০১ পৃষ্ঠার পর।)

প্রণমিয়া রাজর্ষিরে কনোজনন্দিনী
চলিলা অপর মঞ্চে, চরণ কিঙ্কিণী
মৃত সঞ্জীবনী ধ্বনি শ্রবণে কুহরে,
চমকে নৃপতি বৃন্দ পুলকে শিহরে,
অনিমেষে মুখ ইন্দু করে নিরীক্ষণ,
স্পন্দহীন চিত্রপটে অঙ্কিত যেমন।
মঞ্চ আগে নৃপসুতা আসি দাণ্ডাইলা,
সসম্ভ্রমে রাজভট্ট কুলজী গাইলা:—
"সরযু সন্নিধি দেশ উত্তর কোশল
পৌরাণিক পুরী, যার নামে ভূমণ্ডল
মৃত্যোপি পুলকে অশ্রু করে বিসর্জ্জন,
ইক্ষ্বাকুর আদ্য রাজ্য বিখ্যাত ভূতল।
ভূভার হরণ ছলে, কৌশল্যা উদরে
জন্ম নিলা পূর্ণ ব্রহ্ম * রামরূপ ধরে,
লীলা ছলে রক্ষকুল করিলা বিনাশ,
ঘুচাইলা ধরিত্রীর ভার আর ত্রাস!"
সম্মানিয়া রঘুকুলে সংযুক্তা সুন্দরী
চলিলা সম্মুখ মঞ্চে, করযোড় করি
গাইল কুলজী ভট্ট, "কনোজ নন্দিনী,
ভূ-কৈলাস বারাণসী বিদিতা মেদিনী।
আনন্দকানন কাশী তুমি মোক্ষ ধাম,
কেবল কৈবল্যময় শিবসিদ্ধকাম।

---

* এরূপ বর্ণনা ভাটের অভিমান বলিয়া পাঠিকারা গ্রহণ করিবেন।

স্বরূপা অলকানন্দা অসী তরঙ্গিণী
বেড়িয়া যাহার মন্দ বহে কল্লোলিনী!
ত্রিশূলীর ত্রিশূল করিয়া আলম্বন
দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা করিলা গঠন
কৌশলে কনকপুরী, শুদ্ধ পূতময়,
কৈলাস আবাস ত্যজি করিলা আশ্রয়
বারাণসী বিশ্বেশ্বর, ভারত সন্তানে
স্বয়ম করেন মুক্ত মন্ত্র দিয়া কাণে।
সনাতন ধর্ম্ম যথা নিত্য বর্ত্তমান,
দেবতা তেত্রিশ কোটি সদা অধিষ্ঠান!
মহা তীর্থ স্থান পুণ্যধাম ধরা পরে,
মহাকাল ভৈরব আপনি রক্ষা ক'রে,
উদ্ধারেন পুণ্যবানে রাখিয়া আশ্রয়ে,
পাপীরে করেন দূর অন্তিম সময়ে!
এই শিব সিংহ রায় কাশীর নরেশ,
রাজ ঋষি, নিজ তেজে তেজস্বী বিশেষ,
সর্ব্বস্ব করিলা পণ তোমার কারণ,
হের নৃপসুতা তোমা করেন অর্চ্চন।"

প্রণমিয়া শিব সিংহে বালা সসম্ভ্রমে,
পুরোবর্ত্তী মঞ্চ আগে উত্তরিল্লা ক্রমে।
করযোড়ে কুলজী গাইল রাজভাট;—
"পবিত্র প্রয়াগ রাজ্য পুণ্যময় পাঠ,
যমুনা, জাহ্নবী, স্রোতস্বতী সরস্বতী
ঢালিয়া প্রবাহ নিত্য বহে মন্দগতি।
কত দূর গিয়া মিলিয়াছে এ রুস্থানে,
সংযুক্তা ত্রিবেণী ব্যাখ্যা ধরে না পুরাণে।
অবহেলে অক্ষয় পুণ্য দানে স্বর্গ বাস,
দর্শনে স্পর্শনে মুক্তি বিধানিলা ব্যাস!
বিশেষ রে দুর্ল্লভ তথা মস্তক মুণ্ডায়,
কিবা পুণ্য মান বাপ তথায় মুক্তায়,
তাঁহার পুণ্যের কথা কহনে না যায়,
সশরীরে স্বর্গ লাভ শেষে মোক্ষ পায়।
হেন পুণ্যময় দেশ যাহার ভূপতি
এই শক্রসিংহ রায়, সদা ধর্ম্মে মতি,
তব পাণি লালসায় আকুলিত প্রাণ,
এক চিত্তে নৃপসুতা করে তব ধ্যান।"

নমিয়া প্রয়াগ রাজে কুমারী চলিলা,
গাইল কুলজী ভট্ট;—"ভারতে মিথিলা
চির খ্যাত বাঘমতী গণ্ডকী সহিত
প্রবাহিয়া দেশ করে শস্যে সুশোভিত,
যোগীন্দ্র জনক যথা রাজতপোধন
পালিলা পবিত্র রাজ্য ধর্ম্মে সঁপি মন।
অযোনিসম্ভবা সীতা লক্ষ্মী স্বরূপিণী
যাঁর ক্ষেত্রে জন্মি পূত করিলা মেদিনী!
বিষ্ণুরূপী রামচন্দ্র জামাতা যাঁহার!—
হেন নিমিবংশধর চন্দ্র অবতার,
রূপে চন্দ্র সম এই চন্দ্রচূড় রায়,
তব পাণি প্রার্থী, ভদ্রে, বরানে তোমায়!'

নমি চন্দ্রচূড় রাজে চলিলা সুন্দরী
অন্য মঞ্চে, গায় ভাট কর যোড় করি;
"মণিপুর মহা দেশ * ভারতে বাখান,
হিমাচলাঞ্চল স্থল শোভার নিধান!
নিরবধি পুণ্য নদী বহে কল কল,
তপোবনে তরুগণে ধরে ফুল ফল,
কাননে কুরঙ্গকুল করে বিচরণ,
মৃগমদ গন্ধে ধন্য বন উপবন!
কোথা মন্দগতি যূথপতি যূথ সনে
বিহরে পর্ব্বত প্রান্তে, গাত্রের ঘর্ষণে

* এক সময় সিকিম, দার্জ্জিলিং প্রভৃতি রাজ্য আসাম ও মণিপুরের অন্তর্গত ছিল।

শিহরে প্রকাণ্ড তরু, শুষ্ক শুণ্ড আগে
অঙ্গে কাণ্ড দণ্ড ভগ্ন ফল ফুল ভাগে।
বিশাল কাঞ্চন শৃঙ্গ কাঞ্চনে মণ্ডিত,
উচ্চ পঞ্চ শীর্ষ তুলি যোগে সমাহিত-
চিত্ত, পঞ্চানন সম, বিরাজে সুন্দর,
পরিধান নিত্য শ্যাম জলদ অম্বর,
জটা বাষ্পে উদ্ভাসিত অনন্ত আকাশ,
তুষারে আবৃত বপু শুভ্র ভস্মভাস,
লোমকূপে ঘর্ম্মরূপে নির্ঝরিণী ঝরে,
ব্যোমকেশে গ্রহ তারা উৎকুণ বিচরে।
হেন শান্ত অদ্ভুত রসের নিকেতন
মণিপুর —পুরাকালে অর্জ্জুন নন্দন
নৃমণি বভ্রুবাহন শাসিলা হেলায়,
সেই বংশোদ্ভব এই বীরসিংহ রায়,
যেমন মোহন রূপ বিক্রমে তেমন,
তব করপ্রার্থী, ভদ্রে, কারণ অর্জ্জুন।

চীনদেশে শিশু পালন রীতি।

চীন দেশে সন্তান জন্ম গ্রহণ করিবার পরেই নরসুন্দর আনিয়া তাহার মস্তক মুণ্ডন করিয়া দেয়। পুনরায় একটু চুল উঠিলেই তাহাকে নাপিতের দোকানে লইয়া যাওয়া হয় এবং পুনরায় মস্তক মুণ্ডন করান হয়। প্রতিক মাসে মাসে শিশুর মস্তক মুণ্ডন করান হয়। ক্রমাগত সাত আট মাস মস্তক মুণ্ডন করাতে, নয় মাসের সময়ে শিশুর মস্তকে খুব ঘন কেশ উঠিতে দেখা যায়। কেশগুলি একটু বড় হইলেই শিশুর মাতা সেইগুলি লইয়া তিনটী গুচ্ছ করিয়া দেন। একটী মস্তকের মধ্যভাগে এবং আর দুইটী দুই কর্ণের পার্শ্বে। চীন দেশে শিশুর কেশ বিন্যাস করার এই রীতি। চীন মাতাদিগের চক্ষে ইহা বড় সৌন্দর্য্যসাধক। শিশুর মস্তকে টুপি দিতে হইলে তাহাতে তিনটী ছিদ্র করিয়া দেওয়া হয় এবং সেই তিনটী গর্ত্তের মধ্য দিয়া ঐ তিনটী কেশগুচ্ছ টুপির উপরে শোভা পাইতে থাকে। শিশু এক মাসের হইলেই চীনেরা তাহার নামকরণ করে। এই সময়ে যে নাম দেওয়া হয়, তাহাকে চীনেরা “দুধে নাম” বলে। নামকরণের সময় বন্ধু বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করা হয় এবং সকলে সমাগত হইলে পিতা সন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার “চুংে নাম” দেন। যতদিন পর্য্যন্ত না শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠান হয়, ততদিন তাহার “দুধে নাম” থাকে। বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইবার পূর্ব্বে পুনরায় নামকরণ হয়। এই দ্বিতীয়বার নামকরণের সময়ও বন্ধু বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করা হয়। চীনজাতি বড় বিদ্যানুরাগী। ছেলে খুব বিদ্যা শিখিবে, প্রত্যেক চীন পিতা মাতার হৃদয়ে এই বাসনা সর্ব্বদা জাগরূক

থাকে। এই জন্য পুত্র সন্তানকে যে সকল নাম দেওয়া হয় তাহার মধ্যে "জ্ঞানী" "বিদ্বান" বা "লেখক চূড়ামণি" এই সকল অর্থযুক্ত নাম অধিক দেখা যায়। বিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ হইয়া চীন যুবক যখন বিবাহ করিতে যান, তখন তাঁহার পুনরায় নামকরণ হয়। এই নামই মৃত্যু পর্য্যন্ত থাকে। চীনেরা শিশুপালনে বিশেষ যত্ন করে। চীন দেশে দরিদ্র শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা শিশু সন্তানকে একখানি বস্ত্রে পৃষ্ঠদেশে বাঁধিয়া গৃহকার্য্য এমন সুন্দরভাবে সম্পন্ন করে, যে এরূপ অবস্থায় শিশুকে ক্রন্দন করিতে প্রায় দেখা যায় না। চীন দেশে অনেক লোক নদীর উপর নৌকায় বাস করিয়া থাকে। যাহারা নৌকায় বাস করে, তাহাদের শিশু পাছে জল মধ্যে পতিত হইয়া প্রাণ হারায়, তজ্জন্য তাহাদের কোমরে রজ্জু বাঁধিয়া নৌকার এক-পার্শ্বে তাহা সংলগ্ন করিয়া রাখা হয়। যদি কোন শিশু নদী মধ্যে পড়ে, তাহা হইলে ঐ রজ্জু ধরিয়া তাহাকে উত্তোলন করা হয়। চীনদেশে শীত কালে দারুণ শীত হয়—অনেক স্থানে জল বরফ হইয়া যায়। শীতের সময় চীন মাতা শিশুকে এত গুলি জামা ও ইজের পরিধান করান, যে শিশু যেমন লম্বা তাহাকে তেমনি চওড়া দেখায়।

চীন পিতা মাতা পুত্রকে যেরূপ যত্নের সহিত পালন করেন, কন্যাকে সেরূপ করেন না। পুত্র কন্যার মধ্যে ভারতবর্ষে নির্ব্বোধ মাতা যেরূপ পার্থক্য করেন, চীন দেশে সর্ব্বত্র সেইরূপ দেখা যায়। সাম্যের ভাব চীন দেশে এ পর্য্যন্ত প্রবেশ করে নাই। কতকগুলি ফরাসী ও ইংরাজ খ্রীষ্টীয়ধর্ম্ম প্রচারক চীন দেশের লোকের মধ্যে নানা সুসংস্কৃত ও উন্নত ভাব প্রচার করিতে নিযুক্ত আছেন, কিন্তু চীন জাতি যেরূপ রক্ষণশীল, তাহাতে তাঁহারা কিছুই করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

——:*:——

বাঙ্গলা প্রবচন।

(২৬২ সংখ্যা ২০৭ পৃষ্ঠার পর)

ঝ

৬৮৩ ঝকমারির মাশুল।

৬৮৪ ঝড়ের আগে কলাগাছ।

৬৮৫ ঝড়ের আগে এঁটোপাত।

৬৮৬ ঝড়ের সময় থৈ ভাজা।

৬৮৭ ঝড়ে যাগে কাক মরে, ফকিরের কেরামত বাড়ে,

৬৮৮ ঝাঁটায় বিষ ঝাড়ে।

৩৮৯ ঝি জব্দ কিলে, বৌ জব্দ শিলে,
পাড়াপড়শী জব্দ হয় চোখে
আঙ্গুল দিলে।

৩৯০ ঝিনুকমাত্রেই কি মুক্তা থাকে?

৩৯১ ঝিকে মেরে বৌকে শিখান।

৩৯২ ঝির ঝি, করবে কি?

৩৯৩ ঝোপ বুঝে কোপ।

ট

৩৯৪ টক্ টেঁসো আঁটি সার, শস্য শূন্য
আঁস ভরা, এই আম বিলাবার
ধারা।

৩৯৫ টাকা যার, মোকদ্দমা তার।

৩৯৬ টাকা তুমি যাচ্ছ কোথা? ভাব
যেথা, আসিবে কবে? ভাব যবে।

৩৯৭ টায় টায় মিলিয়ে দেওয়া।

৩৯৮ টাঙ্গন ঘোড়ার বাচ্ছা।

৩৯৯ টিকা ধরাইতে জামিন চাই।

৪০০ টিপে মারা বসে খায়,
বড়গলা দরবারে যায়।

৪০১ টোপ ফেলিলে খায় না,
সেই বা কেমন বঁড়শী।
ইসারাতে বোঝে না,
সেই বা কেমন পড়শী।

ঠ

৪০২ ঠক্ বাচতে গাঁ উজোড়।

৪০৩ ঠাকুর ঘরে কে?
[illegible] কলা খাইনে।

৪০৪ ঠাকুরকে দেখাবে কলা
নৈবিদ্যি নে ছুটে পালা।

৪০৫ ঠেকে শেখে আর দেখে শেখে।

ড

৪০৬ ডাইনে আনতে বাঁয়ে নাই।

৪০৭ ডাইনের হাতে পুত্র সমর্পণ।

৪০৮ ডাকিনীর মায়া বোঝা ভার।

৪০৯ ডাংগুটের মরণ গাছের আগায়।

৪১০ ডাক দিয়ে বলে রাবণ,
কলা পোত গে আষাঢ় শ্রাবণ।

৪১১ ডেকে শাল লওয়া।

৪১২ ডুমুরের ফুল।

ঢ

৪১৩ ঢাক ঢাক গুড় গুড়।

৪১৪ ঢাকের কাছে টিমটিমের বাদ্য।

৪১৫ ঢাকী শুদ্ধ বিসর্জ্জন।

৪১৬ ঢিল দিয়ে ঢিল ভাঙ্গা।

৪১৭ ঢেঁকী স্বর্গে গেলেও ধান ভাণে।

৪১৮ ঢোলের পাছে কাঁশী।

বেণী-সংহার।

পাঠিকাগণের সাহায্যার্থ আমরা সংস্কৃত ভাষায় নাটকের গল্পভাগের সারাংশ বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি। ভট্টনারায়ণ প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ বেণীসংহার নাটকের চুম্বক গল্পটী প্রথমে সঙ্কলিত হইল।

সত্যপরায়ণ নরনাথ যুধিষ্ঠির দ্বাদশ বর্ষ বনবাসের পর এক বৎসরকাল

প্রচ্ছন্নভাবে বিরাট ভবনে অবস্থিতি করেন। সদাশয় যুধিষ্ঠির অতীব ক্ষমাশীল ছিলেন। তাঁহার এরূপ ইচ্ছা নয় যে জ্ঞাতিবিবাদে প্র[illegible] প্রজ্জলিত সমরানলে জনসাধারণের ধন প্রাণ আহুতি দান করেন। দুর্য্যোধনের সহিত সন্ধি করিবার নিমিত্ত তিনি তৎসমীপে কৃষ্ণকে দূতস্বরূপ প্রেরণ করিলেন। পাঁচখানিমাত্র গ্রাম দুর্য্যোধন পাণ্ডবকে প্রদান করিয়া সমুদায় রাজ্য ঐশ্বর্য্য ভোগ করুন, যুধিষ্ঠিরের এইমাত্র প্রার্থনা।

সভাস্থলে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক দুঃশাসন যাজ্ঞসেনীর বস্ত্র হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল. অদ্যাবধি যাজ্ঞসেনী কেশ সংস্কার করেন নাই; দুঃশাসনের রুধির দ্বারা তাঁহার সেই আলুলায়িত কেশপাশ বন্ধন করিয়া দিবেন, ইহাই মহাপ্রাণ ভীমসেনের প্রতিজ্ঞা। ইদানীং অগ্রজের সন্ধি সমুদ্যোগ দর্শনে তাঁহার সন্তপ্ত হৃদয় সাতিশয় ব্যথিত হইল। তিনি কনিষ্ঠকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "কি বলিব সহদেব, মহারাজ পাঁচখানি গ্রাম লইয়া সন্ধি করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন। মনে করিয়াছিলাম সমরে শত কৌরব সংহার করিব—মনে করিয়াছিলাম বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দুঃশাসনের রুধির পান করিব এবং গদাঘাতে দুর্য্যোধনের উরুযুগল ভগ্ন করত বৈরনির্য্যাতন বহ্নির পূর্ণাহুতি প্রদান করিব। ভাই সহদেব ত্রয়োদশ বর্ষ তিতিক্ষা আশ্রয় করিয়া রহিয়াছি, এক্ষণে হৃদয় উদ্বেল জলধির ন্যায় কল্লোলিত, সহিষ্ণুতার সীমা মধ্যে আর তাহাকে নিরুদ্ধ রাখিতে পারিতেছি না।

যে সময়ে সহদেব সন্নিধানে মহাবীর বৃকোদর এইরূপ আক্ষেপ প্রকাশ করিতেছিলেন, সেই সময়ে দ্রৌপদী অশ্রুপূর্ণ নয়নে সেইস্থলে উপস্থিত হইলেন। দ্রুপদনন্দিনী দ্রুপদদুহিতার অশ্রু বিসর্জ্জন দর্শনে ভীম তাহার কারণ জিজ্ঞাসু হইলে, বুদ্ধিমতী নাম্নী পরিচারিকা কহিল, "কুমার, অদ্য দেবী যাজ্ঞসেনী গান্ধারীর চরণবন্দন করিতে গিয়াছিলেন। ইনি যৎকালে তথা হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, ভানুমতী ইহাঁকে দেখিয়া গর্ব্বের সহিত কহিলেন, "যাজ্ঞসেনী, তোমার স্বামীরা পঞ্চগ্রাম প্রার্থনা করিতেছেন, তবে কেন এখনও বেণী বন্ধন কর নাই?" ইহা শুনিয়া ভীমসেন কহিলেন, "সহদেব শুনিলে?" সহদেব কহিলেন, "আর্য্য, সে ত এইরূপ বলিবেই। সে দুর্য্যোধনের স্ত্রী।" এই সময়ে কঞ্চুকী আসিয়া নিবেদন করিল, "কুমার, ভগবান বাসুদেব আপনাদিগের উপর পক্ষপাতী, এই কারণে দুর্য্যোধন তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহাকে বন্ধন করিতে সমুদ্যত হইলেন।" ভীম জিজ্ঞাসিলেন "তখন ভগবান বাসুদেব কি করিলেন?"

কঞ্চুকী বলিল, "তখন ভগবান আপন মাহাত্ম্যে কুরুদিগকে মূর্চ্ছিত করিয়া পাণ্ডবশিবিরে উপনীত হইলেন। তিনি অবিলম্বে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করেন। এই সময়ে দুন্দুভিধ্বনি শ্রুত হইলে দ্রৌপদী তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভীমসেন কহিলেন "দেবী, বুঝিতেছ না রণযজ্ঞ আরব্ধ হইতেছে। ক্ষিতিপতি যুধিষ্ঠির সস্ত্রীক এই যজ্ঞে ব্রতী হইয়াছেন, স্বয়ং কৃষ্ণ কর্ম্মোপদেষ্টা, আমরা ভ্রাতৃচতুষ্টয় ঋত্বিক্, কৌরবগণ যজ্ঞীয় পশু, সভাস্থলে তোমার যে অবমাননা হইয়াছে তাহার প্রতিশোধই ইহার ফল, এবং রাজন্যগণের নিমন্ত্রণার্থ এই দুন্দুভিধ্বনি হইতেছে"। এই বলিয়া ভীম সহদেবকে সমভিব্যাহারে লইয়া কুরু সমরাঙ্গনে উপনীত হইলেন।

অনন্তর তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মহাবীর ধনঞ্জয় শিখণ্ডীকে পুরোভাগে সংস্থাপন করত কৌরব-চমূনায়ক ভীষ্মের প্রাণসংহার করিলেন। প্রবল পরাক্রান্ত ভীষ্ম পরলোক গমন করিলে, জয়দ্রথ প্রভৃতি সপ্তরথী সমবেত হইয়া অর্জ্জুনতনয় অভিমন্যুকে নিহত করিলেন। তনয়ের নিধনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনের ক্রোধের আর ইয়ত্তা রহিল না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন অদ্য দিনমণি অস্তাচলশিখর আশ্রয় না করিতে করিতেই সিন্ধুরাজের প্রাণসংহার করিব। ভগবান বাসুদেবের মাহাত্ম্যে তাঁহার অঙ্গীকার প্রতিপালিত হইল। অনন্তর দ্রোণাচার্য্য কৌরব সৈন্যাধ্যক্ষপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পাণ্ডবসাগর মন্থনে প্রবৃত্ত হইলেন। অশ্বত্থামা পিতৃপরাক্রম দর্শনার্থ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু কৃপাচার্য্য প্রভৃতি মহাত্মাগণকে সমরে পরাঙ্মুখ দেখিয়া সাতিশয় বিস্মাপিত হইলেন। এই সময়ে তাঁহার পিতার সারথি অশ্বসেন তৎসমীপে সমুপস্থিত হইয়া বলিল, "কুমার, আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর।" অশ্বথামা কহিলেন "আর্য্য, ত্রৈলোক্যত্রাণক্ষম দ্রোণাচার্য্যের সারথি হইয়া আপনার নিকট কেন সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন?" সারথি করুণবাক্যে কহিলেন "কুমার, তোমার আর পিতা কোথায়?" ইহা শুনিয়া অশ্বথামা মূর্চ্ছিত হইলেন। অনন্তর চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া সজলনয়নে বিলাপ করিতে লাগিলেন— "হা পিতঃ, হা তনয়বৎসল, তুমি কোথায়? আমাকে একবার প্রত্যুত্তর দাও।" তাহার পর তিনি সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর্য্য, তাদৃশ অতুলবীর্য্যসম্পন্ন আমার জনক কিরূপে নিহত হইলেন?" সারথি কহিলেন পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির আদৌ স্পষ্টরূপে "অশ্বথামা হত ইতি" বলিয়া শেষে মৃদুস্বরে "গজ ইতি" বলিলেন। তাহা শুনিয়া পুত্রবৎসল তোমার জনক, তুমি নিহত হইয়াছ এইরূপ মনে করিয়া, তনয়শোকে অধীর হইয়া অস্ত্র পরিত্যাগ

করিলেন। এই অবসরে ধৃষ্টদ্যুম্ন তোমার জনকসন্নিধানে গমন করিয়া শুভ্রকেশ-বিরাজিত তাঁহার শীর্ষদেশে অসি সঞ্চালিত করিলেন।” যৎকালে সারথি দ্রোণবধবৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছিলেন, তৎকালে কৃপাচার্য্য তথায় উপস্থিত হইলেন। অশ্বত্থামা পিতৃবধবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হইলেন এবং কহিতে লাগিলেন, “সত্যপরায়ণ যুধিষ্ঠির! মহাবীর বৃকোদর! অর্জ্জুন! মাধব! এই কি তোমাদিগের উচিত হইল যে তোমাদিগের সমক্ষে দ্রুপদকুলকলঙ্ক মনুষ্যপশু ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্রাহ্মণ, পরিণতবয়স্ক, সকলের পূজনীয় গুরু মদীয় জনক দ্রোণাচার্য্যের উত্তমাঙ্গ স্পর্শ করিল, এবং তোমরা উদাসীন হইয়া রহিলে?” এই নৃশংস কার্য্য যাহা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং যাহারা এই নৃশংস কার্য্যে লিপ্ত আছে, সেই সকল দুরাচার নরপশুদিগকে, নরকরিপু কৃষ্ণ, ভীম এবং অর্জ্জুন প্রভৃতি সকলকে অস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া দিগ্‌বিভাগের বলিস্বরূপ প্রদান করিব। কৃপাচার্য্য কহিলেন, “বৎস, তুমি ভার্গবরাজসদৃশ অপ্রতিম বাহুবলসম্পন্ন, তুমি কি না করিতে পার? বৎস! আমার অনুমান হইতেছে কৌরবরাজ দুর্য্যোধন তোমাকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিবেন বলিয়া সমুদায় উপকরণ লইয়া তোমার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। অতএব চল দুর্য্যোধনসমীপে গমন করি।” অশ্বত্থামা কহিলেন, তবে এক্ষণে কুরুপতিসন্নিধানে গমন করা যাউক।”

অনন্তর তাঁহারা দুর্য্যোধনসমীপে উপনীত হইলে কৃপাচার্য্য কুরুপতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “মহারাজ! দ্রোণপুত্র সমরভারবহনে অভিলাষযুক্ত হইয়াছেন, অতএব ইহাঁকে সেনাপতি পদে অধিষ্ঠিত করুন্। দুর্য্যোধন বলিলেন, “আপনি ঠিক্ কথা বলিয়াছেন, কিন্তু আমি পূর্ব্বেই অঙ্গরাজকে সেনাপতিত্ব প্রদান করিয়াছি।” অশ্বত্থামা কহিলেন, “কৌরবেশ্বর! আদেশ করুন্, পৃথিবী পাণ্ডব এবং কেশবহীন করিয়া সমর পরিসমাপ্ত করি।” ইহা শুনিয়া কর্ণ কহিলেন, “কথায় এরূপ বলিতে সকলেই পারে, কাজে করাই কঠিন। আপনি জানেন, আপনার ন্যায় বীর কৌরব সেনামধ্যে অনেক আছেন।” অশ্বত্থামা বলিলেন, “অঙ্গরাজ! দুর্ব্বিষহ পিতৃশোকে সমাকুলচিত্ত হইয়া এইরূপ বলিতেছি, বীরগণের অবমাননা করা আমার অভিপ্রেত নহে।” তাহার পর কর্ণ বলিলেন, “মূঢ়! দুঃখিত হইয়া থাক, অশ্রুবিসর্জ্জন কর, এরূপ মিছা বকিতেছ কেন?” তাহা শুনিয়া অশ্বত্থামা রাগান্বিত হইয়া কহিলেন, “ওরে রাধাপুত্র, ওরে বীর্য্যহীন ধনুর্দ্ধারী, তুই বলিস কিনা, আমি অশ্বত্থামা দুঃখিত হইয়াছি; এক্ষণে অশ্রুবিসর্জ্জনই আমার প্রতিক্রিয়া” কর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, “ওরে, ব্রাহ্মণ, তোর বাপ [illegible]

ভয়ে যেরূপ অস্ত্রত্যাগ করিয়াছিল, আমি বীর্য্যবান্ হই অথবা বীর্য্যহীনই হই, আমি সেরূপ অস্ত্রত্যাগ করি নাই।" অশ্বত্থামা ক্রোধভরে কহিলেন, "ওরে সূত্রধার কুলকলঙ্ক, নৃপানুগ্রহে মত্ত হইয়া, তুই আমার পিতৃনিন্দা করিতেছিস!" এই বলিয়া তাঁহারা খড়্গ আকর্ষণ করিয়া পরস্পরকে আঘাত করিতে উদ্যত হইলেন। কৃপ এবং দুর্য্যোধন অতিকষ্টে তাঁহাদিগকে শান্ত করিলেন।

এই সময়ে বৃকোদরের জীমূতমন্দ্র ধ্বনি তাঁহাদিগের শ্রুতিপথে প্রবেশ করিল। "রে দুরাত্মন্, দ্রৌপদীবসনাকর্ষণ পাতকিন্, বহুকালের পর তুই আমার সম্মুখীন হইয়াছিস। ক্ষুদ্রপশু এখন কোথায় যাইবি? ওহে কর্ণ, দুর্য্যোধন, সৌবল, যে নরপশু দ্রুপদনন্দিনীর কেশ আকর্ষণ করিয়াছিল, যে নরাধম সভাস্থলে নৃপবৃন্দ এবং গুরুজন সমক্ষে তাঁহার বসন অপহরণে সমুদ্যত হইয়াছিল, যাহার বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া আমি রক্ত পান করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, সেই দুঃশাসন এক্ষণে আমার ভুজপঞ্জরে পতিত হইয়াছে, কৌরবগণ তোমরা এক্ষণে আসিয়া তাহাকে রক্ষা কর।" তাহা শুনিয়া অশ্বত্থামা কহিলেন অঙ্গরাজসেনাপতি, দ্রোণোপহাসকারী, এক্ষণে দুঃশাসনকে গিয়া রক্ষা কর।" "আমি জীবিত থাকিতে বৃকোদরের কি সাধ্য যে যুবরাজের প্রাণ লঙ্ঘন করে" এই বলিয়া কর্ণ দ্রুতপদে দুঃশাসনের রক্ষার্থ ধাবিত হইলেন। দুর্য্যোধন এবং কৃপাচার্য্য তাঁহারাও দুঃশাসনের সংরক্ষণার্থ সেই প্রদেশে গমন করিলেন। কর্ণের প্রতি ক্রোধ বশতঃ অশ্বত্থামা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে তিনি কর্ণের সেনাপতিত্ব কালে আর অস্ত্রধারণ করিবেন না, সুতরাং তিনি এক্ষণে শিবিরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

অনন্তর সেই ভীষণ রণক্ষেত্রে দুর্য্যোধন রণোপরি মূর্চ্ছিত হইলেন। সারথি কৌরবেশ্বরের জীবিত রক্ষার্থ রণক্ষেত্রের অদূরবর্ত্তী ন্যগ্রোধপাদপতলে রথ সংস্থাপিত করিল। তথায় চৈতন্যোদয় হইলে কুরুপতি পুনরপি সমরস্থলে রথ চালাইতে সারথিকে আদেশ করিলেন। সারথি সুযোধনের চরণ ধারণ পুরঃসর করুণবাক্যে কহিল, "আয়ুষ্মন, দুরাত্মা বৃকোদর পূর্ণমনোরথ হইয়াছে।" তাহা শ্রবণ করিয়া দুর্য্যোধন সাতিশয় শোকাকুল হইয়া কহিলেন, "হা বৎস দুঃশাসন, অদ্য রণক্ষেত্রে অবতরণের পূর্ব্বে, আমরা উভয়ে জনক জননীর চরণ বন্দনার্থ গমন করিয়াছিলাম, এবং তাঁহারা আমাদিগের উভয়েরই মস্তক আঘ্রাণ করিয়াছিলেন। হে বৎস, তুমি এক্ষণে এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে; আমি এক্ষণে কিরূপে গিয়া জনক জননীকে মুখ দেখাইব?"

এই সময়ে ধৃতরাষ্ট্র সুযোধনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত গান্ধারী সমভিব্যাহারে তথায় সমুপস্থিত হইলেন। তিনি দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বৎস সুযোধন, দেখ বিধাতা আমাদিগের প্রতি প্রতিকূল হইয়াছেন, তুমিও অভিমান পরিত্যাগ করিতেছ না, তবে বল দেখি আমাদিগের কি দশা হইবে?" গান্ধারী কহিলেন, "বাছা, একমাত্র তুমিই যে জীবিত আছ, এই আমাদিগের যথেষ্ট সৌভাগ্যের বিষয়। বাছা, আমি মা হইয়া করযোড়ে অনুনয় করিতেছি তুমি যুদ্ধ হইতে ক্ষান্ত হও।" যৎকালে ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারী দুর্য্যোধনকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইবার নিমিত্ত এইরূপ উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন, তৎকালে কর্ণের বিনাশবার্ত্তা তাঁহাদিগের কর্ণগোচর হইল। সুযোধন সেই সমাচার প্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় শোকাকুল হইয়া কহিলেন "পিতঃ, মাতঃ, কর্ণের বিনাশবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয়ে শোকসিন্ধু উথলিত হইয়া উঠিতেছে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক আদেশ করুন পুনর্ব্বার রণক্ষেত্রে অবতরণ করি।" তাহা শুনিয়া অন্ধ নরপতি গান্ধারীকে বলিলেন, "চল আমরা মদ্ররাজ শল্যের শিবিরে গমন করি।" এবং তিনি সুযোধনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বৎস, তুমি আপনার অভিপ্রেত সাধন কর, আমরা এক্ষণে চলিলাম।"

অনন্তর দুর্য্যোধন বৃকোদর ভয়ে শঙ্কিত হইয়া, দ্বৈপায়ন নামক হ্রদের সলিল স্তম্ভিত করিয়া তন্মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ভীমার্জ্জুন কৃষ্ণ সমভিব্যাহারে ইতস্ততঃ তাঁহার অনুসন্ধান করিতে করিতে সরোবর তীরে তাঁহার পদচিহ্ন অবলোকন করিয়া তিনি সেই সরসীসলিলে অন্তর্হিত আছেন, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। অনন্তর বৃকোদর [illegible] হইয়া যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করাতে দুর্য্যোধন আর সহ্য করিতে না পারিয়া সলিলরাশি হইতে সমুত্থিত হইলেন, এবং ভীমের সহিত ঘোরতর গদাযুদ্ধ আরম্ভ করিলেন।

এই সময়ে সুযোধন-প্রেরিত চার্ব্বাকাভিধেয় নিশাচর, তাপসবেশ ধারণ পূর্ব্বক যুধিষ্ঠির সান্নিধানে সমুপস্থিত হইয়া কহিল, "মহারাজ! ভীম এবং সুযোধন এই উভয়ের ঘোরতর গদাযুদ্ধ হইয়া, মহাত্মা ভীম মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন। এক্ষণে অর্জ্জুনের সহিত সুযোধনের গদাযুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে।"

এই হৃদয়-বিদারক সমাচার শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যার পর নাই শোকাকুল হইলেন। তিনি মহা আক্ষেপের সহিত বলিতে লাগিলেন, "বনবাস-বান্ধব! হে জতুগৃহ বিপদ্-সমুদ্র-তরণ-কর্ণধার! হে কৌরব-দাবানল! আমি তোমার কি অপরাধ করিয়াছি, যে তুমি আমাকে এইরূপ অবস্থায় অবস্থ

ফেলিয়া পলাইয়া গেলে।" এই বৃত্তান্ত শ্রবণে যাজ্ঞসেনী পতিশোকে সমাকুল হইয়া বলিলেন, "নাথ ভীমসেন! তুমি বলিয়াছিলে যে তুমি আমার আলুলায়িত কেশপাশ সংযত করিয়া দিবে, নাথ, তুমি বীর এবং ক্ষত্রিয় হইয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতেছ কেন? অনন্তর তিনি ধর্ম্মনরপতিকে কহিলেন, "মহারাজ, আমার নিমিত্ত চিতা সজ্জিত করিতে আদেশ করুন, আমি নাথের অনুসরণ করিব।" ধর্ম্মরাজ কহিলেন, পাঞ্চালরাজতনয়ে, ভীমকে ছাড়িয়া আমিও থাকিতে পারিব না, আমিও তোমার সহিত চিতারোহণ করিব।" এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ প্রাণত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বৃকোদরের উদক ক্রিয়া সম্পাদনের নিমিত্ত পাদপ্রক্ষালন করিলেন। তৎপর তিনি আচমন করিয়া সলিলাঞ্জলি গ্রহণ পুরঃসর কহিলেন, 'এই অঞ্জলি মহাত্মা ভীষ্মদেবের, এই অঞ্জলি প্রপিতামহ শান্তনুর, এই অঞ্জলি পিতামহ বিচিত্রবীর্য্যের। অনন্তর তিনি সজলনয়নে বলিলেন, "পিতঃ, অদ্য হইতে আর মদ্দত্ত সলিল প্রাপ্ত হইবেন না। তাত, মাতা মাদ্রির সহিত মদ্দত্ত সলিলাঞ্জলি পান করুন। এই অঞ্জলি জলদ-নীললোচন ভীমসেনের। বৎস! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমিও যাইয়া তোমার সহিত একত্র জলপান করিব। বৎস আমি অগ্রে জননীর জলপান করিয়াছিলাম, তাহার পর তুমি জলপান করিয়াছিলে। তবে কেন বৎস এক্ষণে আমার পূর্ব্বেই নিবাপবারি পান করিতেছ!"

অনন্তর দ্রৌপদী জলাঞ্জলি গ্রহণ-পুরঃসর কহিলেন, "নাথ, ভীমসেন! এই আপনার পাদপ্রক্ষালনোদক।" তাহা শুনিয়া যুধিষ্ঠির পুনরপি কহিলেন "পাঞ্চালাত্মজ! তুমি প্রতিজ্ঞা পূর্ণ না করাতেই অপমানিত হইলে। এই দেখ তোমার প্রিয়তমা আলুলায়িত কেশেই তোমাকে জলাঞ্জলি প্রদান করিল।"

এই সময়ে মহাবীর বৃকোদর দুঃশাসন ও দুর্যোধনের রুধিরে লোহিতাঙ্গ হইয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং দুঃশাসন শোণিতে যাজ্ঞসেনীর কবরী বন্ধনে সমুদ্যত হইলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহাকে দুর্য্যোধন মনে করিয়া বলিতে লাগিলেন, "দুরাত্মন্ ভীমার্জ্জুন শত্রো! এক্ষণে আর কোথায় যাইবে?" এই কথা শুনিয়া ভীম বলিলেন, "দেব, এক্ষণে আর দুর্য্যোধন কোথায়?" যুধিষ্ঠির তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আনন্দের সহিত কহিলেন "বৎস! বাষ্পজলে আমার নয়ন নিরুদ্ধ হইয়াছে, সেই হেতু আমি তোমার মুখচন্দ্র সন্দর্শন করিতে পারিতেছি না; তুমি এবং অর্জ্জুন কি সত্য সত্যই জীবিত আছ?" ভীম কহিলেন "নরনাথ! আমরা জীবিত আছি, আপনার শত্রুকুল নির্ম্মূল হইয়াছে; এক্ষণে অনুমতি করুন যাজ্ঞসেনীর কেশবিন্যাস করিয়া

পূর্ণপ্রতিজ্ঞ হই।" যুধিষ্ঠির বলিলেন, "তবে যাজ্ঞসেনী বেণী সংহার মহোৎসব অনুভব করুক।" তখন ভীমসেন দ্রৌপদীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "বেদীসম্ভবে যাজ্ঞসেনি! যে নরপশু দুঃশাসন সভাস্থলে তোমার কেশাকর্ষণ করিয়াছিল, এই তাহার পীতাবশিষ্ট রুধির। আর তোমার পরিভবানল শান্তির নিমিত্ত পদদ্বারা কুরুপাণ্ডবও উরুদেশ সংচূর্ণিত করিয়া এই রুধির আনয়ন করিয়াছি; প্রিয়ে! স্পর্শ করিয়া আমাকে পূর্ণপ্রতিজ্ঞ কর।"

এই সময়ে অর্জ্জুন সমভিব্যাহারে ভগবান বাসুদেব সেই স্থলে সমুপস্থিত হইলেন। অনন্তর ভগবান্ নিখিলরাজন্যগণ সাহিত অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরকে কুরুরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

—:*:—

গ্যাসের ফোয়ারা।

কোন কোন স্থানে মাটীর নীচে হইতে ধাতব তৈল পাওয়া যায়। যেমন ধাতুর খনি আছে, তেমনি ধাতব তৈলেরও খনি আছে। যে সকল স্থানে ধাতব তৈলের



খনি দেখা যায়, সেই সকল স্থানের মধ্যে কোন কোন স্থানে গ্যাসের ফোয়ারাও দেখা গিয়া থাকে। ধাতব তৈলের খনি খুড়িতে খুড়িতে গ্যাসের উৎস আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে। আমেরিকার অনেক স্থানে এইরূপ গ্যাসের ফোয়ারা দেখা গিয়াছে। ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের ওহিয়ো নামক পরগণার ফিণ্ডলে নগরে যে গ্যাসের ফোয়ারা আছে, একদা রাত্রি কালে তাহার একটী ফটোগ্রাফ লওয়া হয়। সেই ফটোগ্রাফের একটী প্রতিকৃতি আমরা খপর পৃষ্ঠে প্রদান করিলাম।

ফিণ্ডলে নগরের সমস্ত গ্যাসের আলোক এই ফোয়ারা হইতে নীত গ্যাসের সাহায্যে প্রজ্বলিত হইয়া থাকে। আমেরিকার আরও কয়েকটী নগর এইরূপ গ্যাসের ফোয়ারা নিঃসৃত গ্যাসের সাহায্যে আলোকিত হয়। দেখা গিয়াছে প্রায় পাঁচ সাত বৎসর কবিয়া গ্যাসের ফোয়ারা হইতে অনবরত অধিক পরিমাণে গ্যাস বাহির হয়, পরে ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া এক কালে নিঃশেষ হয়। আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটসের পেনসিলবেনিয়া পরগণার গ্রিণবিল্ নামক জেলায় সম্প্রতি এইরূপ অনেক গুলি গ্যাসের ফোয়ারা আবিষ্কৃত হইয়াছে। কোন কোন ফোয়ারা হইতে গ্যাস বাহির হইবার সময় উহা প্রায় ২০০ ফিট উচ্চে উঠিয়া থাকে। কখন কখন গ্যাসের ফোয়ারার উপর বজ্রাঘাত হয়। রাত্রিকালে উহার উপর বজ্রাঘাত হইলে যে সুন্দর দৃশ্য হয় তাহা বর্ণনাতীত।

ভারতবর্ষের অনেক স্থানে ধাতব তৈলের খনি আছে। সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট সুযোগ্য লোক নিযুক্ত করিয়া অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন যে পঞ্জাব, মধ্যভারতবর্ষ, হিমালয়ের পাদদেশ ও আসাম অঞ্চলে ধাতব তৈলের খনি আছে। এই সকল খনির কার্য্য আরম্ভ হইলে আমরা হয়ত দুই একটী গ্যাসের ফোয়ারা দেখিতে পাইব।

নূতন সংবাদ।

১। আগামী ২৮এ ডিসেম্বর ন্যাসন্যাল কনগ্রেস বা জাতীয় সমিতির অধিবেশন কলিকাতায় হইবে। ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সকল স্থানের প্রতিনিধি এই উপলক্ষে এখানে আসিবেন, এবং ভারতের কল্যাণকর নানা বিষয়ের আলোচনা করিবেন। আমরা এ সমিতির কল্যাণ প্রার্থনা করি।

২। পুনাতে একটী দেশালাইয়ের কল বসিয়াছে, কলিকাতায় আজিও হইল না।

৩। এ বৎসর এম এ'র বিবিধ পরীক্ষায় সর্ব্বশুদ্ধ ৫০ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

৪। আগামী ইংরাজী বর্ষে শ্রীরামপুর কলেজ গৃহে এক প্রদর্শনী ও সকের বাজার হইবে। তদুপলক্ষে বালক বালিকা ও বয়স্ক নরনারীদিগের ও শিল্পকার্য্যাদির পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। যাঁহারা এই প্রদর্শনীতে জিনিস পত্র পাঠাইতে চান, বা পুরস্কারার্থী হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে শ্রীরামপুর বাপ্‌টিষ্ট কলেজের প্রাইজ সেক্রেটারীর নামে আবেদনপত্র পাঠাইবেন।

৫। ইংলণ্ডের এক ধনাঢ্যা মহিলা স্বামীর ত্যাজ্য সম্পত্তি ২৬ লক্ষ টাকার উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিলেন, তিনি সে সমস্ত টাকাই "রয়াল কলেজ অব্ সর্জনস্" নামক চিকিৎসা বিদ্যালয়ে দান করিয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। ব্যাবহারিক জ্যামিতি, ক্ষেত্রব্যবহার, জরীপ এবং সমস্থল প্রক্রিয়া—শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত প্রণীত, মূল্য ১৷০ মাত্র। গ্রন্থকার বাঙ্গালা সাহিত্য সংসারে পরিচিত। তাঁহার বর্ত্তমান পুস্তকখানি উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এই পুস্তক প্রণয়নে তিনি বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার ও দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং ইহা যে জনসমাজে সমাদৃত হইয়াছে, ইহার চতুর্থ সংস্করণ তাহার প্রমাণ।

২। আত্মচিন্তা—"পাপীর নবজীবন লাভ" প্রণেতার প্রণীত। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি যেরূপ সুন্দর কাগজে সুন্দর অক্ষরে সুন্দররূপে মুদ্রিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে সেইরূপ ক্ষুদ্রাকারে জীবনের অনেক সার কথা গ্রথিত হইয়াছে, ধর্ম্মপিপাসুদিগের পক্ষে ইহা পরম উপাদেয় হইবে।

বামা-রচনা।

আমার শৈশব।

শৈশব ! তোমারে আমি খুঁজি কতবার,
আজিও তোমার তরে, পরাণ কেমন করে,
[illegible] ?—
[illegible] মন ; শৈশব আমার। ১

সেদিন, যেদিন ছিলে শৈশব আমার,
ছিল ধরা সুখময়, কচি কচি সমুদয়,
এই রবি এই শশী অনল অনিল,
কি জানি কেমন তব কচি কাঁচি ছিল। ২
সবুজ লতিকাবলী মৃদুল [illegible] ;
কুসুমকোরকরাজি, নব নব ফুলে সাজি,

সোণালিত প্রতিবিম্ব বিমল জীবনে
দেখি দেখি হাসিতাম নিরমল মনে। ৩
ফুটিলে সোণার চাঁদ দিক উজলিয়া,
"আয় আয় আয়" বলি, ডাকিতাম কর তুলি,
"ভুবন ভুলানো হাসি" হাসিত সে তাই!—
চাঁদ যেন ছিল মোর আপনার ভাই! ৪

হাসি বই সেকালে তো নাহি ছিল আর,
কাঁদিতে নয়ন জলে, আনন্দ-পড়িত গ'লে,
যবে হাসিতাম ধরি মা'র মুখ খানি,
আমারে হাসিতে দেখি হাসিত ধরণী। ৫

ছুটিয়া বাবার কোলে উঠিতাম গিয়ে,
হাসির লহরী তুলি, মাখিয়া দিতাম ধূলি,
তিনি তুষিতেন ক'য়ে মধুমাখা কথা,
কোথা সে শৈশব আজি বাবা মোর কোথা? ৬

সে দিন মায়ের কাছে ছিনু ঘুমাইয়া—
কেজানে কেমন করি কে নিল শৈশবে হরি,
নিদ্রার কুহকে আমি কিছু জানি নাই,
"কিছু" জানিলে কি সুখ শৈশবে হারাই। ৭

সে অবধি এই দশা হয়েছে আমার,
মরম খুলিয়া কই, আমি আর আমি নই,
নাই আর সেকালের নিরমল মন
বাজ প'ড়ে পুড়ে গেছে সেই ফুলবন! ৮

হায়রে! সুধাংশু আর মোর কথা শুনি,
[illegible] ফোটা ফুল তুলি, ডাকে না আকুল তুলি,
ভেঙে গেছে কোন দেশে সেই খেলা-ঘর,
আমার সে সাথীগুলি হয়ে আছে পর! ৯

ফুরায়েছে সেকালের ভাল বাসাবাসি,
কত শোক কত তাপে, কত দুঃখ কত পাপে,
দূর হয়ে গে'ছে সেই নিরমল হাসি,
তাইরে এমনি আমি আঁখি জলে ভাসি। ১০

আজিও সে ফুল ফোটে কুসুম কাননে,
আজিও বসন্তে ধরা শ্যামল পল্লব ভরা,
আজিও পাপিয়া গায় পিও পিও ক'রে,
যমুনা জাহ্নবী তারা আজো যায় ব'য়ে। ১১

আজও উষার হাসে হাসে বসুমতী,
আজিও সাঁঝের তারা ছড়ায় কনক ধারা,
বার, মাস, বছরাদি সব আছে সেই—
শুধুই আমার প্রাণে সুখটুকু নেই! ১২

তরঙ্গে তরঙ্গে হায়, ভেঙে এ হৃদয়
উথলয়ে অবিরল, পোড়া নয়নের জল,
যখন প্রবাহ বয় নিবারিতে নারি!
(তবুও লুকাই কত বসনে নিবারি!) ১৩

শৈশব! তোমারে তাই ডাকি আরবার,
আবার বারেক তরে শিশু করি রাখ মোরে,
ভুলিয়া মরম জ্বালা অসহ বেদন,
হাসিগে মায়ের কোলে করিয়া শয়ন। ১৪

তোমারি পরশে পাব নবীন জীবন,
সেই মন সেই সুখ সে সব সোণার মুখ
আমার আসিবে! যথা বসন্তে আবার
অমৃত কুসুম ফোটে শুকানো [illegible]

আবার ছুটিব আমি সমীরণ সনে,
উঠিব বাবার কোলে, ধরিব সাথীর গলে,
অবার ঘুমাব মরি! শৈশব দোলায়,
আয়রে শৈশব ফিরে একবার আয়! ১৬

কোথা তব নিবসতি সুখের আগার?
আমারে ভূতলে ফেলে, কোথা তুমি চলি গেলে?
সেথানে কি শোকতাপ মলিনতা নাই?
কহরে আমারে আমি সেথানে লুকাই। ১৭

স্বরগে জড়িত আহা ললিত শৈশব!
তব সুখ-স্মৃতি গানে আজিও এ ভাঙা প্রাণে
বেজে উঠে সান্ত বীণা পূরবীর স্বরে,
হৃদয় তুফান চলে লহরে লহরে। ১৮

এ জনমে আর তুমি হবে না আমার—
তবুও সে সুখরাশি, বিমল সঙ্গীতে ভাসি
যখন উছলে মনে তখনই গুঞ্জন,
ভুলিয়া সকল জ্বালা নিরখি স্বপন। ১৯

প্রণয় প্রসঙ্গ রচয়িত্রী।

চন্দ্রের প্রতি।

(পূর্ণিমা-নিশীথে লিখিত।)

বসুন্ধরা আলো করি সুনীল অম্বরে,
অসংখ্য তারকাসনে,
উদিয়া প্রফুল্ল মনে,
শোভিতেছে শশধর গগন মাঝারে,
অতুল সৌন্দর্য্যে ধরা বিমোহিত ক'রে;
সলিল উজ্জল করি,
আনন্দে সরসী'পরি
হাসিতেছে কুমুদিনী প্রফুল্লিত মন,
[illegible] তোমার হাসি [illegible] প্রায়;
[illegible] অনন্ত [illegible] ফুলে—
তমোময় নিশাকালে
উদিয়া গগন-ভালে
আলোকি কৌমুদীজালে অনন্ত সংসার,
নির্জ্জীব ভারতে কর জীবন সঞ্চার!

কে তোমার বল শশী,
সৃজিল এ রূপরাশি—
যে অতুল রূপে হয়ে ভুবনমোহন
পক্ষান্তরে আসি তুমি দাও দরশন!
তোমার কিরণ মাখি, রূপের ছটায়
কাননে কুসুমচয়
হইয়াছে শোভাময়,
চুম্বি ফুলবালাদলে সৌরভ লইয়া,
খেলিতেছে সমীরণ পুলকে মাতিয়া!
তরু শাখাপরে বসি,
শুনাতে তোমারে শশি,
কলকণ্ঠ ঝঙ্কারিয়া মোহিয়ে শ্রবণ
গাহিতেছে পিককুল মধুর কেমন!
অতুলন রূপ তুমি ধর, সুধাকর!
তব তেজে খদ্যোতেরা
হইয়াছে জ্যোতিহারা,
ধবল বসন পরি রজনী সুন্দরী,
হাসিছেন কিবা শোভা চিত্তমুগ্ধকরী!
নির্ম্মল সরসী পরি
তব প্রতিবিম্ব পড়ি
হইয়াছে আজি, হায়, কি শোভা সলিলে,
সুবর্ণ কমল যেন ফুটিয়াছে জলে!
মধুর নিশীথে আমি হেরিতে তোমারে
আইনু ছুটিয়া, শশি।

আমি বড় ভালবাসি
তোমার মধুর হাসি রজনীরঞ্জন!—
যে হাসিতে আলোকিত সমগ্র ভুবন!
সুধাকর! বল মোরে
পাঠায়েছে কে তোমারে
হেন মনোহর করি সুদূর অম্বরে?
কার এ অতুল সৃষ্টি বল না আমারে।

শ্রী[illegible] সুন্দরী [illegible]।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৬৪ সংখ্যা | পৌষ ১২৯৩—জানুয়ারি ১৮৮৭। | ৩য় কল্প ৩য় ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বড়লাটের প্রত্যাগমন—বড়লাট ভারতবর্ষের অনেক দেশীয় রাজার রাজ্য সন্দর্শন করিয়া গত ১লা পৌষ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন।

দলীপসিংহের ভাবান্তর—দলীপ সিংহ পারিসনগরে বাস করিয়া রুশীয় রাজ-বংশীয়দিগের প্রতি অধিক অনুরাগ প্রদর্শন করিতেছেন। ইংরাজ জাতির প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা কমিয়াছে।

কেশবচন্দ্রের ছবি—চারি হাজার টাকা ব্যয়ে বাবু কেশবচন্দ্র সেনের একখানি সুন্দর ছবি চিত্রিত হইয়া আসিয়াছে। ছোটলাট সাহেব টাউনহলে ইহার আবরণ উন্মোচন করিবেন।

কাবুলের বিদ্রোহ—ইংরাজ সীমান্ত কমিশন কাবুলের আমীরের সহিত যে সময় সাক্ষাৎ করেন, সেই সময়েই একদল আফগান বিদ্রোহী হইয়া উঠে। বিদ্রোহীদিগের সহিত এক যুদ্ধে আমীরের পক্ষ পরাজিত হইয়াছে। ইংরাজদিগের সহিত আমীরের বন্ধুত্ব আফগানদিগের চক্ষুশূল।

রুশীয় গুপ্তচর—পসানী নামক একজন রুশীয় ছদ্মবেশে ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থান ভ্রমণ করিয়া ভারতভ্রমণ সম্বন্ধে এক বৃহৎ পুস্তক প্রচার করিয়াছেন। রুশীয়দিগের কার্য্যকৌশল ইংরাজ চক্ষুতেও ধূলি প্রক্ষেপ করিতেছে।

পাবলিক সার্ব্বিশ কমিশন— গবর্ণমেণ্টের বিবিধ বিভাগের ব্যয়ভার কমাইবার জন্য এই কমিশন নিযুক্ত হইয়াছে। সার চার্লস আচিশন ইহার সভাপতি, দেশীয়দিগের মধ্যে বিচারপতি বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র ইহার সভ্য হইয়াছেন।

আশ্চর্য্য দেবমূর্ত্তি— আফগান সীমা অতিক্রম করিয়া ঘোর পর্ব্বতমালা ভেদ করিয়া যাইবার পথে বাসিয়ান নামক স্থানে ৫টী পাহাড় কাটিয়া ৫টী বিরাট মূর্ত্তি খোদিত আছে, ইহার বৃহত্তম মূর্ত্তিটী ১৭৩ ফিট অর্থাৎ কলিকাতার অক্টারলোনী মনুমেণ্ট অপেক্ষা ৮ ফিট অধিক উচ্চ। এই গুলিকে কেহ কেহ পঞ্চপাণ্ডবের কীর্ত্তি বলিয়া অনুমান করেন, কিন্তু এ গুলি বৌদ্ধ কীর্ত্তি হওয়াই সমধিক সম্ভব। চীন পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ ৬৩০ খৃষ্টাব্দে এই মূর্ত্তিগুলি দেখিয়া যার পর নাই চমৎকৃত হন। এ গুলি সুবর্ণ বর্ণে রঞ্জিত ও বিবিধ মূল্যবান্ প্রস্তরে অলঙ্কৃত ছিল, তাহা দেখিয়া দর্শকের চক্ষু ঝলসিয়া যাইত। বৃহত্তম মূর্ত্তিটীর পাদদেশে প্রবেশ দ্বার আছে, পরে তাহার ভিতর মনুমেণ্টের মত সিঁড়ী ঘুরিয়া ঘুরিয়া চূড়া পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, মধ্যে মধ্যে সিঁড়ীর পার্শ্বে বিশ্রামের ঘর আছে। বিজয়ী তৈমুর, নাদের সা প্রভৃতির গোলাগুলিতে মূর্ত্তিগুলি কোন কোন স্থলে বিকলাঙ্গ হইয়াছে।

বোম্বাইয়ে শিক্ষা— সোরাজী নাম্নী এক খ্রীষ্টীয় পার্শি মহিলা বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বোম্বাই মিউনিসিপালিটির যত্নে তথায় এক শিল্পবিদ্যালয় হইতেছে, গবর্ণমেণ্ট তাহার জন্য ১৫ হাজার টাকা দিয়াছেন।

লেডী আচিসন হস্‌পিটাল— ভাওলপুরের নবাব লাহোরাস্থ এই হাঁসপাতালের সাহায্যার্থ ৩০০০ টাকা দিয়াছেন।

বিদেশীয় রমণীদিগের সৎকার্য্য—

(১) ইংরাজ রমণীরা প্রায় ৮০০০ টাকা ব্যয়ে ভারতহিতৈষী ফসেট্ সাহেবের স্মরণার্থ মার্ব্বেল পাথরনির্ম্মিত এক জলের ফোয়ারা টেম্‌স বাঁধের নিকটস্থ উদ্যানে স্থাপন করিয়াছেন, ইহার নির্ম্মাত্রী কুমারী গ্রাণ্ট।

(২) লেডী বর্টন নাম্নী এক রমণী অষ্ট্রীয়া ও ইটালীর গৃহপোষিত জন্তুদিগের রক্ষা ও আরাম বিধানের জন্য গৃহ সকল নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। পীড়িত বা নিরাশ্রয় জন্তু সকল তথায় সেবিত ও প্রতিপালিত হয়।

(৩) কুমারী হেডেনষ্ট্রম নাম্নী একজন নরওয়ে দেশীয় রমণী লণ্ডনে সেলরদিগের হিতার্থ এক বাটী খুলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার স্বদেশীয় ও বিদেশীয় নাবিকেরা আশ্রয় পাইবে।

(৪) World's Women's Temperence Union—পৃথিবীর নারীজাতি

টেম্পারেন্স অম্মিলনী নামে এক সভা আছে, তাহার কর্ম্মচারী সকলেই স্ত্রীলোক এবং তাঁহারা আমেরিকা ও ইউরোপের নানা দেশে থাকিয়া কর্ম্ম করেন, সর্ব্বপ্রকার মাদক ব্যবহার ও বিক্রয় বন্ধ করাই ইহার উদ্দেশ্য। ইহারা এক বিরাট আবেদন পত্র প্রস্তুত করিতেছেন, ৫ বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর সকল ভাগের স্ত্রীলোকদিগের নাম তাহাতে স্বাক্ষরিত হইবে এবং পৃথিবীর সকল গবর্ণমেণ্টের নিকট মাদকের বিরুদ্ধে এই আবেদন প্রেরিত হইবে। ধন্য ইংরেজ রমণীদিগের সাহস ও অধ্যবসায়!

পারস্য রমণী।

কতকগুলি ইয়োরোপীয় ভ্রমণকারী বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া সাধারণের মধ্যে এই সংস্কার জন্মাইয়া দিয়াছেন যে পারস্য দেশে স্ত্রীলোকদিগের বড়ই দুরবস্থা, তথাকার পুরুষগণ তাঁহাদিগের প্রতি অত্যন্ত নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন। কোন ইয়োরোপীয় পারস্যদেশে বহুকাল বাস করিয়া পারস্য রমণীদিগের অবস্থার এইরূপ যথার্থ বিবরণ লিখিয়াছেন।

পারস্যে স্বামী স্ত্রীকে প্রিয় ও বিশ্বস্ত বন্ধুর ন্যায় দেখেন। ইন্দ্রিয় চরিতার্থ জন্য বিবাহ করিবার ভাব নীচ শ্রেণীর লোকের মধ্যে দেখা যায় বটে, কিন্তু উচ্চ ও মধ্যম শ্রেণী পারসীকদিগের মধ্যে সে ভাব নাই। সন্তান লাভ জন্য ও হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রণয় বৃত্তি চরিতার্থ জন্য বিবাহ করা আবশ্যক এই ভাবই উক্ত শ্রেণীর মধ্যে খুব প্রচলিত [illegible]। পারস্যদেশে পিতা মাতাই বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করেন, তবে কেহ কেহ পুত্র বা কন্যাকে বিবাহ সম্বন্ধে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে পারস্যদেশে বহু বিবাহই প্রচলিত নিয়ম ছিল, কিন্তু এক্ষণে বহু বিবাহ রীতির প্রতি অনেকের বিরাগ দেখা যায়। যাঁহাদের দুই তিনটী স্ত্রী, তাঁহারা অপেক্ষাকৃত ধনবান্। বহু বিবাহকারী ব্যক্তি এক বাটীতে সকল স্ত্রীকে রাখিতে পারেন না, পারস্যদেশের এইরূপ নিয়ম দাঁড়াইয়াছে দুই বা তদধিক বিবাহ করিলে তাহাদিগের প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন বাড়ীতে রাখিতে হইবে। বোধ হয় এই নিয়ম থাকাতেই পারস্যদেশে বহু বিবাহ রীতির অনাদর হইতেছে। বহুবিবাহকারীর স্ত্রীগণের মধ্যে প্রায় বিরোধ দেখা যায় না, বরং অকপট প্রণয় দেখা দিয়া থাকে। সর্ব্বদা একত্রে না থাকাই বোধ হয় ইহার কারণ। পারস্যদেশে স্বামী ইচ্ছা করিলে স্ত্রীকে

পরিত্যাগ করিতে পারেন বটে,—বিচারালয়ে গিয়া বিচারকের সম্মুখে "আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম" স্ত্রীকে এই কথা বলিলেই তাহার সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন, কিন্তু তথাপি এই পরিত্যাগ কার্য্যে পরিণত করা বড় সহজ নহে। বিবাহের সময় বর সম্রাটের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর সম্মুখে কন্যাকে কতকগুলি দ্রব্য দিতে প্রতিজ্ঞা করেন, কিন্তু কন্যাপক্ষীয়েরা এই সকল দ্রব্যের তালিকা এত বৃদ্ধি করে, যে বিবাহের সময় তাহা প্রদত্ত হয় না, কিন্তু যদি বিবাহের পর স্বামী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে চান, তাহা হইলে তালিকাস্থ সমস্ত দ্রব্য না দিলে তিনি তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। অনেকের পক্ষে এই সকল দ্রব্য প্রদান করা সহজ নহে। সুতরাং স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা সম্বন্ধে পারসীক স্বামীর যে স্বাধীনতা আছে, তাহার বিশেষ মন্দ ফল হয় না। যখন কোন স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে মনান্তর হয় এবং উভয়ে পরস্পরের প্রতি বীতরাগ হন, তখন দুইজনে সম্মত হইয়া পরস্পরকে পরিত্যাগ করেন। সে স্থলে স্ত্রী বা তাহার আত্মীয়গণ স্বামীর নিকট হইতে কিছুই লন না। অন্যান্য সভ্য দেশের ন্যায় পারস্যদেশে যে পুরুষ স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার প্রতি লোকের খুব অশ্রদ্ধা দেখা যায় এবং যে স্ত্রী তাহার স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা কোন সদাচারী লোক তাহাকে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে অগ্রসর হন না।

পারস্যদেশে একটী কুরীতি অদ্যাপি প্রচলিত আছে। ইহা—খুড়তোত, পিসতোত, জেঠতোত ও মামাত ভাই ভগিনীর মধ্যে বিবাহ হইবার রীতি। এই রীতি যে কেবল সুনীতির নিয়মানুসারে দূষণীয় তাহা নহে, ইহা স্বাস্থ্যবিজ্ঞানের বিরুদ্ধ। ইয়োরোপ ও আমেরিকায় এই রীতি অদ্যাপি কিয়ৎ পরিমাণে প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ রীতিও ক্রমে পরিত্যক্ত হইতেছে।

পারস্যদেশে নামে জাতিবিভেদ নাই বটে, কিন্তু কাজে জাতি বিভেদ লক্ষিত হয়। সচরাচর ধনীর কন্যার নির্ধনীর পুত্রের সঙ্গে বিবাহ হয় না। বণিকের কন্যার সৈন্যবৃত্তি অবলম্বীর পুত্রের সহিত বিবাহ হয় না, ব্যবসায়ীর কন্যার কৃষকের পুত্রের সহিত বিবাহ হয় না। কিন্তু অসামান্য সৌন্দর্য্যসম্পন্না বালিকা অতি দরিদ্রের কন্যা হইলেও রাজা বা অতুল ধনশালী ব্যক্তির পুত্রের সহধর্ম্মিণী হইতে পারেন। পারস্যের বর্ত্তমান সম্রাটের প্রধানা মহিষী অতুল রূপলাবণ্যসম্পন্না তিনি একজন সামান্য ব্যবসায়ীর কন্যা।

পারসীক নববিবাহিতা রমণীর অবস্থা হিন্দু নববিবাহিতা বালিকার অনুরূপ। শ্বশুরগৃহে গিয়া তিনি শাশুড়ী অনুবর্ত্তী বা [illegible] অধীন থাকিতা [illegible] এবং তাঁহাদের নিকট [illegible]

শিক্ষা করেন। মোটের উপর বলিতে গেলে পারস্যদেশে শাশুড়ী পুত্রবধূর প্রতি সস্নেহ ও মধুর ব্যবহার করিয়া থাকেন, অনেক হিন্দু শ্বশ্রূর ন্যায় নির্যাতনের একটী সামগ্রী বলিয়া বিবেচনা করেন না।

স্ত্রীলোক যতদিন সন্তানবতী না হন, ততদিন তিনি বাটীর বাহির হইতে পারেন না। সন্তানবতী হইলে যুবতীগণ বয়স্কা স্ত্রীলোকের সহিত বাজারে আবশ্যক দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য গমন করেন। পারস্যদেশে নিয়ম আছে তথাকার ধনী, দরিদ্র, মধ্যবিত্ত সকলশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা অবগুণ্ঠনবতী হইয়া বাজারে গমন করিয়া থাকেন।

যে স্ত্রীলোকের সন্তান হইয়াছে, তাঁহার নাম ধরিয়া কেহ ডাকেন—তখন ছেলের নামানুসারে "হাসেনের মা" বা "মহম্মদের মা" বলিয়া ডাকা হয়। ইহা হিন্দু প্রথা। আশ্চর্য্য যে ইহা পারস্যে বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। কিন্তু কন্যা হইলে তাহার মাতার নাম পরিবর্তন হয় না, তাঁহার নিজ নামেই তাঁহাকে সকলে ডাকে। কন্যার প্রতি পারসীকদিগের এতই অনাদর!

পুত্র সন্তান হইলে পারস্যরমণী আপনাকে অতি ভাগ্যবতী মনে করেন এবং তখন হইতে তিনি পরিবারের উপর প্রভুত্ব করিবার অধিকারিণী হয়েন।

শাশুড়ীর মৃত্যুর পর বধূ শাশুড়ীর কর্ত্রীপদ অধিকারী হয়েন এবং তখন হইতে স্বামীর উপর তাঁহার কর্তৃত্ব আরম্ভ হয়। পারস্য পুরুষ সকলকার্য্যেই স্ত্রীর পরামর্শ লইয়া তাহা সম্পন্ন করেন। অনেকের সংস্কার পারস্য পুরুষেরা স্ত্রীগণকে অত্যন্ত নির্যাতন করেন—দাসীর ন্যায় তাঁহাদের প্রতি ব্যবহার করেন। ইহা সম্পূর্ণ অমূলক অপবাদ।

স্ত্রীলোকের পক্ষে অবগুণ্ঠন ধারণ পারস্যদেশে অতি সম্মানের চিহ্ন বলিয়া বিবেচিত হয়। স্ত্রীলোকেরাও অবগুণ্ঠন ধারণে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।

পারস্যরমণীগণের মধ্যে অনেকেই অশিক্ষিতা বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে শিক্ষিতার অভাব নাই। স্ত্রীশিক্ষার প্রতি পারস্যবাসীদিগের অনাদর নাই, বরং বিশেষ সমাদর আছে। মধ্য ও উচ্চ শ্রেণীর পারস্যরমণী পারসী ভাষা শিক্ষা করেন, এই ভাষায় অনেক উৎকৃষ্ট পুস্তক আছে, তাহা পাঠ করেন ও সঙ্গীত করিতে ও বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে শিখেন, সীবন কার্য্য ও নানা প্রকার গৃহকার্য্যে দক্ষতা প্রদর্শন জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন। পারস্যরমণীদিগের মধ্যে কেহ কেহ গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন। উঁহাদিগের মধ্যে কয়েক জন নানা বিষয়ক কবিতা লিখিয়া দেশ মধ্যে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। পারস্যরমণীদিগের একটী গুণ এই যে তাঁহারা রন্ধনকার্য্য স্ত্রীলোকের শিক্ষার একটী প্রধান অঙ্গ মনে করেন। রন্ধনকার্য্যে প্রত্যেক পারস্য রমণীই অতিশয় সুদক্ষা।

পারস্য রমণীগণ দর্জ্জির কার্য্যেও নিপুণা। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরা বাটীর সকল লোকের পরিচ্ছদ আপনারাই প্রস্তুত করিয়া থাকেন, আবার কেহ কেহ কোন একটী শিল্পকার্য্য শিক্ষা করিয়া কিছু না কিছু উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। পারস্য রমণীদিগের মধ্যে আলস্য ও বিলাসপ্রিয়তা খুব কম।

কলহপ্রিয়তা, ঈর্ষাপরায়ণতা ও পরনিন্দাপ্রিয়তা পারস্য রমণীদিগের প্রধান দোষ। কিন্তু গড়ে ধরিতে গেলে তাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণা, গৃহকার্য্যে নিপুণা, মিতব্যয়ী, এবং আত্মীয়স্বজনের মঙ্গল সাধনে তৎপরা। এই সকল গুণ থাকাতে তাঁহারা তাঁহাদের স্বামীকর্ত্তৃক সমাদৃতা ও সন্তান সন্ততি কর্ত্তৃক পূজিতা হইয়া থাকেন।

প্রৌঢ়াবস্থায় পারস্য পুরুষগণ মুসলমান দিগের তীর্থস্থান মক্কা, মেসেদ, ও কারবেলা প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। পারস্য স্ত্রীলোকগণ প্রায় তীর্থ যাত্রা করেন না, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা অতি স্বামিভক্ত, তাঁহারা কেবল পথে স্বামীর শুশ্রূষা করিবার জন্য তাঁহাদের সহযাত্রী হন।

গার্হস্থ্য ও সাধারণ নীতি।

কার্য্যের দ্বারা আমরা অন্যকে যেরূপ শিক্ষা দিতে পারি, উপদেশের দ্বারা সেরূপ পারি না। পিতা মাতা স্ব স্ব জীবনকে পবিত্র করিয়া, প্রত্যেক কার্য্যে মহত্ত্বের পরিচয় দিয়া সন্তানের মনে পবিত্রতার ও মহত্ত্বের ভাব যেমন দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিয়া দিতে পারিবেন, সেরূপ শত উপদেশেও পারিবেন না।

সৎকার্য্য করিলে কর্ত্তব্য বলিয়া, বিবেক সম্মত বলিয়া, ঈশ্বরের উদ্দেশ্য বলিয়া। লোককে দেখাইবার জন্য, প্রশংসা লাভ জন্য, গণ্য মান্য হইবার জন্য যে সৎকার্য্য করে, সে কখন অবিচলিত ভাবে সৎপথে চলিতে পারে না। এজন্য সময়ে নিশ্চয়ই তাহার পদস্খলন হয়। প্রশংসা জন্য সৎকার্য্য করার ভাব সমাজে প্রচলিত। সুবিজ্ঞ পিতা মাতা বাল্যকাল হইতেই পুত্র কন্যাগণের মন হইতে এই ভাব দূর করিতে চেষ্টা করিবেন।

পরিবারের মধ্যেই সকলের চরিত্র গঠিত হয়। প্রত্যেক পরিবারের বয়স্ক অধিনেতার কঠোর কর্ত্তব্য যে তিনি পরিবারস্থ প্রত্যেকের চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা জন্য সর্ব্বদা সম্যক্ যত্ন করেন।

শারীরিক সৌন্দর্য্যসাধনে তৎপর হওয়া নিন্দার বিষয় নহে, কিন্তু যিনি শরীরের সৌন্দর্য্য-সাধনে নিযুক্ত হইয়া মনের ও আত্মার সৌন্দর্য্য-সাধনে প্রবৃত্ত

মুখ হয়েন, তিনিই নিন্দার কার্য্য করেন।

রিপুগণকে জয় করিয়া পবিত্রতার পথে, উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়াই শিক্ষার উদ্দেশ্য, ও জ্ঞানের লক্ষ্য।

সুখাভিলাষী ব্যক্তিগণ জানুক যে কর্ত্তব্য পালনে যে সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার উপভোগে কখনও বিরাগ জন্মে না।

যদি তোমার প্রতিজ্ঞার বল থাকে, তাহা হইলে কোন কার্য্য সাধনেই তুমি প্রতিবন্ধক অনুভব করিবে না।

যদি তোমার মন বাস্তবিকই উন্নত হইয়া থাকে, তাহা হইলে সৃষ্টির কোন বস্তুই তোমার নিকট অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইবে না।

অসদৃষ্টান্তে অসৎ না হওয়া, অসচ্চরিত্র লোকের সঙ্গে থাকিয়াও চরিত্রকে কলুষিত হইতে না দেওয়াই বলীয়ান আত্মার গৌরব।

যদি সংসারের প্রকৃত সুখ ভোগ করিতে চাও, তাহা হইলে তোমার আত্মাকে সংসারের সুখ দুঃখের উপরে উত্থিত কর।

নম্র হইয়াও চরিত্রের দৃঢ়তা রক্ষা করা যায় এবং রূঢ় ও কর্কশ না হইয়াও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হওয়া যায়; এই সত্য অনেকেই ভুলিয়া যান।

তোমার শিক্ষার যে অভাব আছে, যদি চেষ্টা কর আত্মার স্বাভাবিকী শক্তি দ্বারা তাহা তুমি পূরণ করিয়া লইতে পার।

——:*:——

রমণীর কর্ত্তব্য।

(২৬৩ সংখ্যা—২৩৩ পৃষ্ঠার পর)

রোগীর গৃহের জানালা খোলা থাকিবে। অনেক পীড়া আরোগ্য পক্ষে পরিষ্কার বায়ু আবশ্যক।

শুশ্রূষাকারিণী রমণী প্রতিদিন বিশুদ্ধ বায়ু সেবন জন্য বাহিরে যাইবেন। যে বিশুদ্ধ বায়ু শুশ্রূষাকারিণী বাহির হইতে গৃহে আনিবেন, তাহা তাঁহার এবং রোগীর উভয়ের পক্ষে উপকারী। তাহার দ্বারা তাঁহার শরীর ও মন প্রফুল্ল হওয়াতে তিনি আরও উৎসাহের সহিত কর্ত্তব্য পালনে সক্ষম হইবেন। যদি শুশ্রূষাকারিণীর সময় অতি অল্প হয়, তাহাহইলেও তিনি অন্ততঃ কিয়ৎক্ষণের জন্য নিকটস্থ কোন উদ্যানে কিম্বা একটু এদিক্ ওদিক্ বেড়াইয়া আসিবেন যেন নির্ম্মল বায়ু সেবনের বিষয়ে কখনও তাঁহার ভুল না হয়। যদি বায়ু জলীয় হয়, তাহা হইলে তিনি বেড়াইবার কাপড় না ছাড়িয়া রোগীর গৃহে প্রবেশ করিবেন না।

রোগীর গৃহের বায়ু বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। নানা রূপ উপায় দ্বারা বায়ু বিশুদ্ধ করা যায় তন্মধ্যে দুইটী বিষয় নিম্নে লিখিত হইলঃ—

১। গৃহে কিঞ্চিৎ ধুনার ধূম দিলে হয়।

২। কয়লার আগুনে আস্ত কাফি (যাহার কাথ সাহেবেরা খাইয়া থাকেন) পোড়াইলে হয়।

এই উভয় প্রকরণেই বায়ু সুগন্ধ ও বিশুদ্ধ হয় এবং ইহাদের গন্ধ রোগীর তৃপ্তিকর এবং ইহাতে ব্যয় অতি অল্প।

অস্থিরতা রোগীর একটী যাতনা-দায়ক অবস্থা; এই অবস্থাপন্ন রোগীর গাত্রে এবং কেশে আস্তে আস্তে হাত বুলাইলে, ধীরে ধীরে, সুস্বরে ভাল পুস্তক পাঠ করিলে অথবা মিষ্টস্বরে উত্তম সঙ্গীত করিলে তাহার যাতনার অনেক উপশম হয়।

রোগীর গৃহের ভিতরে অথবা বাহিরে গুন্ গুন্ স্বরে অথবা ফুস্ ফুস্ করিয়া চুপি চুপি কথা কহা অত্যন্ত অনিষ্টকর, কারণ তাহাতে রোগী মনে করিতে পারে যে তাহার অসাক্ষাতে তাহার সম্বন্ধে কোন মন্দ কথা হইতেছে। তদ্ব্যতীত ফুস্ ফুস্ শব্দে রোগীর অত্যন্ত কষ্ট হয়। সুতরাং যাহা কহিবে সুস্পষ্ট ও সুমিষ্ট স্বরে কহিবে।

রোগীর নিদ্রার ব্যাঘাত হইলে অত্যন্ত যাতনা হয়; এজন্য যাহাতে না হয় সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। একখানি পুরু কাগজে "নিদ্রিত" এই কথাটী লিখিয়া রোগী যখন নিদ্রা যাইবে, সেই সময়ে তাহার গৃহ দ্বারে লম্ববান করিয়া দিলে ভাল হয়, কারণ তাহা হইলে আর কেহ কোন কথা না জিজ্ঞাসা করিয়াই শুশ্রূষাকারিণীর অভি-প্রায় বুঝিতে পারিবেন।

সকল স্ত্রীলোকেরই কর্ত্তব্য যে তাঁহারা পীড়িতের শুশ্রূষার বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। যে স্ত্রীলোক শুশ্রূষা কার্য্যে বিশেষরূপ পারদর্শিনী, যদি তাঁহার সুন্দর শুশ্রূষায় একটী মাত্রও মানব জীবন রক্ষা পায়, তাহা হইলে তাঁহার সেই পরিশ্রমের যে কি পুরস্কার তাহা মনুষ্য বলিতে পারে না। শুশ্রূষা-কারিণীর সাহায্য না পাইলে চিকিৎ-সকের ক্ষমতা ব্যর্থ হইয়া যায়।

যখন রোগীর জীবনের আশা নাই, তখনও আমরা তাহাকে শুশ্রূষা করিতে নিবৃত্ত হইব না। ঈশ্বরের নিকট হইতে যে আত্মা পৃথিবীতে আসিয়া মানব হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে, কে বলিতে পারে যে সেই আত্মা কখন মানবদেহ পরিত্যাগ করিয়া অনন্তধামে চলিয়া যাইবে। চিকিৎসকেরা জীবনের বিষয়ে নিরাশ হইবায় পরও শুশ্রূষাকারিণীর আন্তরিক যত্নে রোগীর জীবন রক্ষা হইতে দেখা গিয়াছে। শুশ্রূষাকারিণীর ইহা অপেক্ষা গৌরবের বিষয় আর কি

প্রথমে বলিয়াছি যে সকল স্ত্রীলোকেরই নাড়ী পরীক্ষার ক্ষমতা এবং ঔষধের গুণাগুণ বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। মনে কর রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় রোগীর অবস্থা পরিবর্ত্তন হইল চিকিৎসক পাওয়া যাইতেছে না, যদি শুশ্রূষাকারিণী নাড়ী পরীক্ষা করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি রোগীর অবস্থা বুঝিতে পারেন এবং ঔষধের গুণাগুণ জানা থাকিলে সে সময়েও কতকটা সাহায্য হইতে পারে। সেই জন্য আমরা ইচ্ছা করি যে বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীলোকদিগকে ঔষধের গুণাগুণ ও নাড়ী পরীক্ষার বিষয় শিক্ষা দেওয়া হউক।

দ্বিতীয়তঃ, রোগীর জীবনের আশা না থাকিলেও উপযুক্ত শুশ্রূষাদ্বারা তাহার যথাসম্ভব আরাম বিধান ও যন্ত্রণার প্রশমন করা যায়। জীবনের চরম সময়ে এরূপ কার্য্যের যে কত মূল্য, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। রোগীর শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করা অত্যন্ত দায়িত্বের কার্য্য। একটী মনুষ্যের জীবনের ভার একটী শুশ্রূষাকারিণী স্ত্রীলোকের উপর নির্ভর করে। বর্ত্তমান সময়ে আত্মীয় দ্বারাই রোগীর শুশ্রূষা হইয়া থাকে। আত্মীয়হীন রোগীর শুশ্রূষার নিমিত্ত, অথবা প্রকাশ্য চিকিৎসালয়ে গমন পূর্ব্বক নিরাশ্রয় যন্ত্রণা-কাতর রোগীদিগকে শুশ্রূষা করিবার জন্য আমাদের দেশের রমণীগণকে বদ্ধপরিকর হইতে দেখা যায় না। এ বিষয়ে ইউরোপীয় রমণীগণকে উচ্চ আসন দেওয়া যাইতে পারে। প্রকাশ্য চিকিৎসালয়ে, সমরাঙ্গণে, মারীভয়গ্রস্ত গ্রামে শুশ্রূষাকারিণী স্ত্রীলোকগণ দলে দলে উপস্থিত হইয়া আত্মীয়-শূন্য নিরাশ্রয় রোগীদিগকে জননীর ন্যায় ক্রোড়ে করিয়া শুশ্রূষা করিতেছেন, রোগীর প্রলাপ বাক্যের মধ্যে কত দুর্ব্বাক্য, অস্থিরতা বশতঃ কত দুর্ব্ব্যবহার অম্লানবদনে সহ্য করিতেছেন; ভগবানের দিকে দৃষ্টি করিয়া তাঁহারা পবিত্র কার্য্যে জীবন উৎসর্গ করিয়া দুর্লভ মানব জন্ম সার্থক করিতেছেন। স্বদেশীয় ভগিনীগণ! কবে তোমাদিগকে সেরূপ নিরাশ্রয় রোগীদিগের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া সুমিষ্ট বচনে তাহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে, রোগের যাতনায় অস্থির রোগীকে সেবা করিতে দেখিয়া নয়ন সার্থক করিব?

—:※:—

আশাবতীর উপাখ্যান।

(২৫০ সংখ্যা বামাবোধিনীর—২২২ পৃষ্ঠার পর)

আশাবতী। প্রভো! আপনার কৃপায় এই পুণ্য তীর্থ বারাণসী দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। প্রাতঃকাল হইতে সমস্ত দিন কেবল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান।

ইহা দেখিলেও পাষণ্ডহৃদয়ে ধর্ম্মভাবের অভ্যুদয় হয়। দেশে থাকিতে শুনিয়াছিলাম যে, কাশীতে অনেক মন্দ লোক বাস করে। স্বদেশে নানা প্রকার কুকার্য্য করিয়া কাশীতে আসিয়া যথেচ্ছাচারী হইয়া বসতি করে। কিন্তু আমি ত মন্দলোক দেখিলাম না।

যোগী। মা আশাসতি! বারাণসী যে পুণ্যতীর্থ তাহাতে সন্দেহ নাই। যেখানে ভগবদ্ভক্ত সাধু মহাত্মাগণ বাস করেন, সেই স্থানই প্রকৃত তীর্থ। কাশীতে অনেক সাধু মহাত্মা আছেন। কাশীতে অনেক মন্দলোক আসিয়া বাস করে, অনেক সাধুলোক ধর্ম্মপরায়ণ ধর্ম্মার্থী লোকও আসিয়া বাস করেন। যথানে মনুষ্যের বাস, সেই থানেই ভাল মন্দ লোকই দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা ভাল লোক, তাঁহারা ভাল লোক অন্বেষণ করিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হন; যাহারা মন্দ, তাহারা খুজিয়া খুজিয়া মন্দলোকের সঙ্গে মিলিত হয়। মধুমক্ষিকা পুষ্পমধুই অন্বেষণ করে, আবার দেখ মলভোজী মক্ষিকা দুর্গন্ধ মলের প্রতিই ধাবিত হয়। বিশ্বস্রষ্টার বিশ্বকার্য্যের প্রতি একবার অভিনিবেশ পূর্ব্বক আলোচনা কর, দেখিয়া অবাক্ হইবে। একখানি ক্ষেত্রে বিবিধ বৃক্ষ লতা রোপিত হয়, একই রস একই উত্তাপ প্রভৃতি দ্বারা বর্দ্ধিত হয়, কিন্তু ইক্ষুক্ষেত্রে মিষ্ট, নিম্বে তিক্ত, মরিচে কটু, কালফুলে কালবর্ণ, পীতফুলে পীতবর্ণ প্রবেশ করিয়া মিলিত হয়। যাহার সঙ্গে যাহার মিল, তাহার সহিতই তাহা সংযুক্ত হইবে। এজন্ত তুমি মন্দলোক দেখিতে পাও না। চল আমরা মাতাজীকে দর্শন করিতে যাই।

আশাবতী। মাতাজী কে? তিনি কোথায় থাকেন? আহা! কাল ভাস্করানন্দস্বামীজীকে দর্শন করিয়া বড় আনন্দলাভ করেছি, সদানন্দ পুরুষ, স্বভাবটী বালকের মত, পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি!!

যোগী। মাতাজী, মহারাষ্ট্রীয় দেশী একটী সুপণ্ডিতা যোগিনী। কাশীর ষ্টেসনের নিকট যে কেল্লা দেখিয়াছ, তাহার উত্তরে বরুণা গঙ্গাসঙ্গমের নিকট একটী নির্জ্জন আশ্রমে মাতাজী বাস করেন। চল সেখানে যাই। পথিমধ্যে মণিকর্ণিকা ঘাটে অনেক সাধু দর্শন হইবে।

আশাবতী। (পথে যাইতে যাইতে) প্রভো! ওখানে অত ভিড় কেন?

যোগী। মা! ওখানে শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ পাঠ হইতেছে, চল শ্রবণ করি।

পাঠক। শ্রীমদ্ভাগবত ৭ম স্কন্ধে ১১শ অধ্যায় শ্রীযুধিষ্ঠির উবাচ—

"ভগবান্ শ্রোতুমিচ্ছামি নৃণাং ধর্ম্মং সনাতনং।
বর্ণাশ্রমাচারযুতং যৎ পুমান্ বিন্দতে পরং॥",

যুধিষ্ঠির, দেবর্ষি নারদকে বলি-

ভগবন্! বর্ণাশ্রম আচারযুক্ত সনাতনধর্ম্ম আমি শুনিতে অভিলাষ করি, যাহাতে মনুষ্য পরম মঙ্গল অর্থাৎ জ্ঞান ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

শ্রীনারদ উবাচ—

নত্বা ভগবতেঽজায় লোকানাং ধর্ম্মসেতবে।
বক্ষ্যে সনাতনং ধর্ম্মং নারায়ণমুখাচ্ছ্রুতং ॥"

নারদ কহিলেন লোক সকলের ধর্ম্মসেতু ভগবান্ অনাদিপুরুষকে প্রণাম পূর্ব্বক নারায়ণের নিকট যাহা শুনিয়াছি সেই সনাতন ধর্ম্ম বলিতেছি।

"ধর্ম্মমূলং হি ভগবান্ সর্ব্ববেদময়ো হরিঃ।"

স্বয়ং ভগবান্ ধর্ম্মের মূল। শ্রীহরিই সকল বেদের স্বরূপ অর্থাৎ শ্রীহরি জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানই বেদ।

"সত্যং দয়া তপঃ শৌচং তিতিক্ষেক্ষা শমো দমঃ।
অহিংসা ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ ত্যাগঃ স্বাধ্যায় আর্জ্জবং ॥
সন্তোষঃ সমদৃক্ সেবা গ্রাম্যেহোপরমঃ শনৈঃ।
নৃণাং বিপর্য্যয়েহেক্ষা মৌনমাত্মবিমর্শনং ॥
অন্নাদ্যাদেঃ সংবিভাগো ভূতেভ্যশ্চ যথার্হতঃ।
তেষ্বাত্মদেবতাবুদ্ধিঃ সুতরাং নৃষু পাণ্ডব ॥
শ্রবণং কীর্ত্তনং চাস্য স্মরণং মহতাং গতেঃ।
সেবেজ্যাবনতির্দাস্যং সখ্যমাত্মসমর্পণং ॥
নৃণাময়ং পরো ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং সমুদাহৃতঃ।
ত্রিংশল্লক্ষণবান রাজন্ সর্ব্বাত্মা যেন তুষ্যতি ॥

সত্য, দয়া, তপস্যা, পবিত্রতা তিতিক্ষা, বিবেক, শম, দম, অহিংসা, ব্রহ্মচর্য্য, ত্যাগস্বীকার, স্বাধ্যায়, সরলতা, সন্তোষ, সমদর্শিতা, সেবা, নিষ্কামকর্ম্ম, মনুষ্যের ইচ্ছা পূর্ণ হয় না ইহা অবলোকন করা, বৃথা আলাপ পরিত্যাগ, দেহ জড় পদার্থ, এই জড়দেহ আমি নহি আমি অজর অমর আত্মা, এ বিষয়ে অনুসন্ধান করা, যথাযোগ্য রূপে সকল প্রাণীকে ভোজ্য বস্তু ভাগ করিয়া দেওয়া, সকল ভূতে আত্ম ও দেবতা জ্ঞান, মহতের গতি যে পরমেশ্বর তাঁহার বিষয় শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, সেবা, পূজা, প্রণাম, দাস্য, সখ্য, আত্মসমর্পণ। সমস্ত মানব জাতির এই ত্রিংশলক্ষণযুক্ত পরমধর্ম্ম উক্ত হইল, হে রাজন্! ইহা দ্বারা সকল আত্মা তুষ্টি লাভ করিবে।

আশাবতী। পাঠক মহাশয়! আপনার উপদেশে আমি অনেক উপকার লাভ করিলাম। আপনি কৃপা করিয়া যদি উপদেশগুলি বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলে আমার বিশেষ উপকার হয়।

পাঠক। ইহার ব্যাখ্যা করিতে অনেক সময়ের প্রয়োজন। তুমি আমার আশ্রমে যাইও, ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিব।

আশাবতী। আপনার আশ্রম কোথায়?

পাঠক। তিলভাণ্ডেশ্বর শিবের মন্দিরে।

ক্রমশঃ—

——:০:——

সংযুক্তা হরণ।

(২৬৩ সংখ্যা বামাবোধিনীর ২৪৩ পৃষ্ঠার পর)

সম্মানিয়া বীরসিংহে ধীরে সুবদনী
চলিলা অপর মঞ্চে, সুমধুর ধ্বনি
কুলজী গাইল ভাট-"মৎস্য মহাদেশ,
ভারতে যাহার খ্যাতি বর্ণিত বিশেষ।
ব্রহ্মপুত্র, তৃষ্ণা, অত্রি, কপোতাক্ষ নদী
পুনর্ভবা প্রবাহিতা যথা নিরবধি।
স্বর্ণশস্য প্রসবিনী পূর্ণ বিল্ববনে,
সুশোভিত চ্যুত-মধু পনস কাননে,
দীর্ঘিকা, তড়াগ, হ্রদ, সরোবর কত
প্রতিষ্ঠিত দেশময়, অমৃত নিয়ত
প্রবাহিত পয়োধারে কুমুদ কহ্লার,
বিবিধ উৎপল দলে শোভে চমৎকার!
ঝঙ্কারিয়া অলিকুল বুলে ফুলে ফুলে,
সারস সারসী হংসী কেলি করে কূলে!
বিরাটের সুবিস্তৃত সাম্রাজ্য সুন্দর,
বঞ্চিলা পাণ্ডব যথা অজ্ঞাত বৎসর।
এই বিরূপাক্ষ ভূপ বীরেন্দ্র সুমতি,
বিরাটের বংশধর সুন্দর-প্রকৃতি।
নৃপসুতা, তব পাণি পীড়ন বাঞ্ছিয়া,
পীড়িত ভূপতি সদা তোমায় ভাবিয়া!"
বন্দি বিরূপাক্ষে বালা পুরো মঞ্চে যান,
গাইল কুলজী ভাট,ঃ--"ভারতপ্রধান
মগধ মহান রাজ্য, মাহাত্ম্য যাহার
বর্ণিত পুরাণে ভূরি, বৌদ্ধ অবতার
যথা শাক্য সিংহরূপে, অশোকের ঘরে,
বিখ্যাত কপিলাবাস্তু পবিত্র নগরে।
পুণ্যতীর্থ গয়াক্ষেত্র বিরাজে যথায়,
ছলে গদাধর পদ স্থাপিয়া মাথায়
করিলেন গয়াসুর পতন সাধন,
ভারতের পিতৃলোক উদ্ধার কারণ!
রমণীয় বনদেশ পাদপে শোভিত,
স্থানে স্থানে নগবাজি রহে বিস্তারিত,
কর্ম্মনাশা, শোণ, ভদ্রা, ত্রিপথগামিনী
প্রবাহিতা ফল্গু অন্তঃসলিলা মানিনী।
হেন পুণ্যদেশ ভূপ ভাগ্যবন্ত রায়,
রূপে গুণে মূর্ত্তিমান কুমার ধরায়,
তব পাণিপ্রার্থী হয়ে নিয়ত অর্চ্চনে,
হের একবার ভদ্রে অপাঙ্গ নয়নে।"
বন্দি ভাগ্যবন্তে বালা চলিলা হেলায়,
অঙ্গ মঞ্চে, কর যোড়ে কুল ভট্ট গায়,
"ভারতের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ অঙ্গ মহাদেশ,
ভারতে মাহাত্ম্য যার বর্ণিত বিশেষ,
সুরধুনী গঙ্গা যথা তরঙ্গ প্রসারি
প্রবাহিত, উপকূলে তুঙ্গ শৃঙ্গধারী,
বিরাজিত নগসারি বন বৃক্ষগণ,
স্বভাবের চির শোভা করিতে বর্দ্ধন।
নানা জাতি ফুল ফুটে ছুটে পরিমল,
মুগ্ধ বিহঙ্গমকুল করে কোলাহল।
পৌরাণিক কর্ণবীর দাতা অগ্রগণ্য,
শাসিলা যে দেশ, যশ লোকে ধন্য ধন্য।
হেন অঙ্গ অধিপতি, অনঙ্গপ্রতিম,
তরঙ্গ কেতন এই বিক্রমে অসীম,
তব পাণিলালসায় অধীর হইয়া
দিবানিশি নৃপসুতা, অধৈর্য্য ভাবিয়া!"

বন্দি অঙ্গনাথে বালা অন্য মঞ্চে চলে ।
কুলজী বর্ণিয়া ভাট গায় কুতূহলে ।
“ভারতের বর অঙ্গ বঙ্গ রঙ্গ স্থান,
বিশ্বভূমে বিশ্বেশ্বর বিচিত্র উদ্যান !
স্বর্ণ শস্য প্রসবিনী, ধন ধান্যভরা
প্রকৃতির প্রিয়সুতা বসুধা উর্ব্বরা !
“সদ্য পাতক সংহন্ত্রী” “দুঃখ বিনাশিনী”
“সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা” যথা প্রবাহিনী ।
প্রমুক্ত ত্রিবেণী—স্থান মাহাত্ম্যে কেবল,
দৃষ্টে পুণ্য, স্পর্শে ধন্য,স্নানে মোক্ষফল !
মহানন্দা, তৃষ্ণা, অত্রি, পদ্মা,ধলেশ্বরী,
কালিন্দী, তামিনী, পুনর্ভবা জলেশ্বরী,
কপোতাক্ষ, ব্রহ্মপুত্র, নদ দামোদর,
চির উর্ব্বরতা যথা সাধনে তৎপর ।
ব্রহ্মাণ্ডের ভাণ্ডার অক্ষয় শস্য ফলে,
ভাগ্যবান্ লোক যথা নিবসে কুশলে ।
শ্যামকান্তি, শান্তভাব, গঠন সুন্দর,
ক্ষীণ তনু, পীন বুদ্ধি, সর্ব্বগুণাকর ।
স্বভাবে মেধাবী অনুকরণে পাগল,
বাক্যে বিশারদ কার্য্যে উদাস কেবল !
এই মহীসেন ভূপ বঙ্গের ঈশ্বর,
গুণবন্ত, বুদ্ধিমন্ত, মহা ধনুর্দ্ধর ।
তব পাণি-লালসায় আকুল হইয়া,
দেখ নৃপসুতা মুগ্ধ তোমায় ভাবিয়া !”
বন্দি বঙ্গাধিপে বালা পুর মঞ্চে যায়,
সম্ভ্রমে কুলজী ভাট বিনাইয়া গায় ।—
“পবিত্র পুরুষোত্তম গোলোকভূলোকে,—
অবতীর্ণ যথা তরাইতে পাপীলোকে
জগন্নাথ রূপে হরি মাহাত্ম্য প্রকাশ,
কলির কলুষরাশি কটাক্ষে বিনাশ ।
[illegible] ত্রিমূর্ত্তি যাঁহে মুক্তির কারণ,
কলিযুগে মহাতীর্থ কোথায় এমন ?
পুণ্যধাম নীলাচল, মোক্ষধাম পুরী,
দাঁতন, ভুবনেশ্বর, তীর্থ ভূরি ভূরি !
পুণ্যনদী বৈতরিণী বিরাজে যেখানে,
জন্ম জন্মার্জ্জিত পাপ ধৌত হয় স্নানে !
ব্রাহ্মণী, সুবর্ণরেখা, খর্গ, মহানদী,
শস্যশালী করি দেশে বহে নিরবধি ।
পুণ্যবলে সুস্থলোক, নিরীহ, সরল,
শ্রমশীল, স্থূলবুদ্ধি, আহারকুশল ।
খর্ব্বকায়, দীর্ঘকেশ, শিরে শিখাধ্বজ,
ভালে কলী, নামাবলী শরীরে অঙ্কিত !
হেন পুণ্য দেশাধিপ জলদবল্লভ,
অনুরক্ত বিষ্ণুভক্ত, ঐশ্বর্য্যে বাসব,
বাঞ্ছিয়া তোমার পাণি, কনোজনন্দিনী,
ধ্যান ধারণায় রত দিবস যামিনী ।”
ক্রমে পাণ্ড্য, মাহিষ্মতী, দর্শন, মেকল,
কলিঙ্গ, পুলিন্দ, পুণ্ড্র, তৈলঙ্গ, কেরল,
ঋত্বিক, অশ্মক, উড্র, অন্ধ্র, তালবন,
তিমিঙ্গিল, কোলগিরি, সুরভিপট্টন,
ত্রিবাঙ্কুর, ভোজকট, ত্রৈপুর, নর্ম্মক,
কিষ্কিন্ধ্যা, অবন্তী দেশ, সৌরাষ্ট্র, দণ্ডক,
গোকর্ণ, প্রভাস, দ্বারাবতী, প্রাগ্জ্যোতিষ,
প্রতীচ্য মালব, শিবি, উত্তর জ্যোতিষ,
শর্ম্মক, বর্ম্মক, গিরিব্রজ, মনিমান,
মোদাগিরি, মদধার, মল্ল, সুহ্মনাম,
ইত্যাদি বিস্তর দেশে ভূপতি বিস্তর,
মহারাজ, অধিরাজ, রাজরাজেশ্বর,
ক্ষত্রকুল চূড়ামণি, যশস্বী, প্রধান,
স্বয়ংবর বরমঞ্চে রহে অধিষ্ঠান ।
একে একে প্রতি মঞ্চ করিয়া দর্শন,
চলিলা ভূপতিবালা ; রাজভট্টগণ

আপন আপন রাজকুলশ্রী প্রকাশে,
আশায় উন্নত নৃপ, পতিত নিরাশে।—
মানস সরসে যেন মরাল সুন্দরী,
কনক কমলবনে বুলে কেলি করি,
সুধাময় জল রাশি, পক্ষ সঞ্চালনে
টলটল, মন্দ মন্দ তরঙ্গ তাড়নে,
শিহরে মৃণালদল, প্রফুল্ল কমল
মরাল সঙ্গমে কাঁপে আবেশে বিহ্বল!
আহা! সে সুখের স্বপ্ন থাকে কতক্ষণ!
কেলীপ্রিয় রাজহংসী নিঃশব্দে যখন
নিমেষে এড়ায়ে তারে দলান্তরে যায়,
আকুল কমল খেদে প্রবাহে লোটায়,
স্বর্ণ শতদল তিতি বহে শতধারে,
লুকায় নিরাশে মুখ তরঙ্গ মাঝারে!

পরেশনাথ দর্শন।

(২৬৩ সংখ্যা বামাবোধিনীর ২৪১ পৃষ্ঠার পর।)

মধুবন।

বিজন অরণ্যে বা পর্ব্বতে একাকী যাওয়াই ভাল; তাহা হইলে স্থানের নির্জ্জনতা ও গাম্ভীর্য্য প্রাণকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। নতুবা দুই একজন সমধর্ম্মী বা এক প্রকৃতির বন্ধুর সঙ্গে যাওয়া বেশ। একত্রে নানা বিষয়ে কথোপকথন করিতে করিতে আনন্দে পথ চলা যায়, এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ভাব এক সঙ্গে সম্ভোগ করিতে করিতে গেলে অধিক উপকার হয়। এ জন্য দুই একজন বন্ধুর সঙ্গেই পরেশনাথ যাইবার ইচ্ছা করিলাম।

শীতকালে তিনমাস ধরিয়া পরেশনাথে মহা মেলা হইয়া থাকে। তখন ভারতবর্ষের বহু দূরদেশ হইতে সহস্র সহস্র লোক এই তীর্থস্থানে আগমন করে। অনেকেই পাহাড়ের উপরে উঠিয়া দেখিতে যায়, এজন্য কার্ত্তিক মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত এই স্থান দেখিবার বিশেষ সুবিধা। কিন্তু যাঁহারা নির্জ্জনতা উপভোগ করিতে চান, তাঁহারা সে সময় গিয়া কি করিবেন? তথাপি পচম্বার কতিপয় ভদ্রলোক আমাদের যাইবার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন ও নানা প্রকারে বাধা ও অসুবিধার উল্লেখ করিয়া আমাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন "আপনারা এখানে কখন আসেন নাই, শারীরিক পরিশ্রম করা অভ্যাস নাই, কষ্টে শীঘ্র ক্লান্ত হইয়া পড়িবেন। প্রতি দিনই অত্যধিক পরিমাণে বৃষ্টি হইতেছে, পথে, ভিজিতে হইলে অতিশয় বিপদে পড়িবেন। ২০ মাইল পথ যাইতে হইবে, ইহার মধ্যে ২টী মাত্র

স্থলে মাথা রখিবার স্থান আছে। তদ্ভিন্ন আর সব মাঠ, বন ও পাহাড়। যদিও পথের কষ্ট সহ্য করিতে পারেন, পথিমধ্যে ভয়ানক বেগবতী 'বরাথর' নামক নদী আছে, তাহাতে বর্ষাকালে সকল দিন নৌকা পারাপার করা সম্ভব নয়। হয়ত এই নদীতীরেই দুই এক দিন অপেক্ষা করিতে হইবে। তাহার পর পর্ব্বতের নিম্নদেশে পৌঁছিলেও নিরাপদ নহে; তথাকার জলবায়ু যারপরনাই অস্বাস্থ্যকর ;একরাত্রি সেখানে থাকিলে ছয় মাস পর্য্যন্ত সেই মধুবনের জ্বরে কষ্ট পাইতে হইবে। তাহার পরেও আপনারা হয়ত উঠিবার ডুলি বেহারা পাইবেন না, মেলার সময়েই তাহারা উপস্থিত থাকে, অন্য সময় থাকে না।" এইরূপ নানা প্রকারে বিপদের আশঙ্কা দেখাইয়া আমাদিগকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন।

আমরা কেহই সে পথে কখন যাই নাই, তাঁহারা সেই স্থানের অধিবাসী, সমস্তই অবগত আছেন। কাজে কাজেই আমাদের মনে বড়ই আশঙ্কা হইল। আমার সঙ্গী বন্ধুরা একে একে না যাওয়াই স্থির করিলেন। আমার মনের মধ্যে তখন যে কিরূপ হইল তাহা বর্ণনা করা যায় না, বোধ হইল যেন আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল। ক্ষণ কালের জন্য কিছু বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। কিন্তু হঠাৎ কে যেন বলিয়া দিল 'সেখানে কি আছে নাই? যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিবে, যে দেবতা এই উদ্দেশ্যে বাটীর বাহির করিয়া অপরিচিত পথে অপরিচিত বন্ধু মিলাইয়া দিয়াছেন, তাঁহারই উপর নির্ভর করিয়া সংকল্পিত পথে চলিয়া যাও!' অমনি আশ্চর্য্য উৎসাহে বলিয়া উঠিলাম কেহ না যায়, আমিই যাইব—পদব্রজে কষ্টে, রৌদ্রে বৃষ্টিতে, আমি যাইব। উঠিতে না পারি দেখিয়াও ফিরিয়া আসিব, আমাকে আপনারা বারণ করিবেন না, আমার প্রাণ টানিতেছে, কে বলিয়া দিতেছে আমার কোন কষ্ট হইবে না।

আমার ভাব দেখিয়া ও কথা শুনিয়া তথাকার বন্ধুরা কিছু আশ্চর্য্য হইলেন। পাছে কষ্ট পাই এজন্য ভয় পাইলেন, কিন্তু আগ্রহাতিশয় দেখিয়া বারণ করিতেও সাহসী হইলেন না বরং একজন স্কুল সব ইন্‌স্পেক্টর তাঁহার ঘোড়া ও সহিস দিলেন এবং যাহাতে আমার কোন ক্লেশ না হয় তজ্জন্য অনেক পরামর্শ দান করিলেন। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া পর দিবস প্রত্যুষে অশ্বারোহণে যাত্রা করিলাম।

সে দিনকার কথা কি বলিব? বুঝি জীবনে কখন তেমন দিন হয় নাই। চারিদিকে কেবল প্রান্তর, অনন্ত বিস্তীর্ণ প্রান্তর, স্থানে স্থানে শালবন, কখন দূরে কখন নিকটে পাহাড়, মাঝে মাঝে ছোট বড় নদী-কোনটী সেতু দিয়া কোনটী বা হাঁটিয়া, পার হইতে হয়, আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন

তাহার ভিতর দিয়া উদিত প্রায় প্রাতঃ সূর্য্যের রক্তিম আভা দেখা যাইতেছে; পথ নির্জ্জন, প্রান্তর নির্জ্জন, বায়ু নিঃশব্দ, চারিদিক্ স্থির প্রশান্ত। তাহার মধ্য দিয়া একাকী ধীরে ধীরে দক্ষিণ মুখে চলিয়াছি। গতরাত্রে যে সকল কথা শুনিয়াছিলাম, সে সকল এখন স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছে। সম্মুখে মাথা তুলিয়া নীল গিরিবর যেন আমারে আশ্বাস দিয়া ডাকিতেছে! আজ পরেশনাথ নিকটে, অতি নিকটে, আরও নিকটে বোধ হইতেছে। সেই এক সত্য আকর্ষণে হৃদয় এমন মুগ্ধ যে কোনও প্রকার বিঘ্ন বাধা, ভয় ভাবনা, মনে স্থান পাইতেছে না। নদী যেরূপ প্রবল বেগে সাগরাভিমুখে ধাবিত হয়, বৎস যেমন উন্মুখ হইয়া জননীর পানে লাঙ্গুল তুলিয়া ছুটে, আর গাভীর সস্নেহ আহ্বানে আপনার ক্ষুদ্র কণ্ঠ মিলাইয়া ডাকিতে থাকে, সাধক যেমন ব্যাকুল প্রাণে ইষ্ট দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া চলিতে থাকেন, কেবল লক্ষ্য স্থির রাখিবার জন্য বারে বারে সেই দিকেই তাকাইতে থাকেন, প্রেমবিমুগ্ধ বালা যেমন কণ্টক, দেশাদেশ বিচার না করিয়া আরাধ্য দেবতা স্বরূপ পতির দিকে চাহিয়া তাঁহারই সঙ্গে চলিতে থাকেন, বনে কি আনন্দে, সম্পদে কি বিপদে, আলোকে কি অন্ধকারে, জীবনে মরণে, করিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন,—অবিকল তদনুরূপ ভাব সেই সময়ে আমার মনে হইতে লাগিল:—"পথ জানি না, পথের বিপদও জানি না। তুমি হে পরেশনাথ! তুমি আমাকে দেখিতেছ, আমি তোমাকে দেখিতেছি তুমি আমার দেবতা, জননী, গুরু, স্বামী; আমার প্রাণ তোমার জন্য লালায়িত হইয়া এত দূর আসিয়াছে, এখন তুমি আমার সম্মুখে। এই যে তুমি! কয়েক ক্রোশ পথ,—তাতে কি?" তুমি জীবন্ত, তুমি সত্য। তোমাকে প্রস্তরময় নির্জ্জীব পাহাড় বলিলে প্রাণে ব্যথা পাই। হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া গেল, স্বর্গের আস্বাদ পাইলাম। আশা ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল বর্ত্তমান করিয়া চিত্রিত করিল। যে দিকে চাই সব যেন জীবন্ত। পরেশনাথের জীবনে সব অনুপ্রাণিত। অন্তর বাহির ধর্ম্ম ভাবের পবিত্র আনন্দে পুরিয়া গেল। বাহিরে প্রাণময় লক্ষ্যরূপী দেবতা, অন্তরে শিশুর মধুর সরলতা ও রমণীর সুকোমল নির্ভর।

ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইলাম। বুঝি পরেশনাথ যাত্রায় শিক্ষা লাভ হইল। বুঝিলাম যে কোন লক্ষ্যে একাগ্রচিত্ত হইলে বাহিরের বিঘ্ন বিপত্তিকে তুচ্ছ করা যায়, সর্ব্বতোভাবে আপন হীনতা দেখিয়া কাতরহৃদয়ে আশ্রয় ভিক্ষা করিলে নির্ভর ও বিশ্বাস লাভ করিয়া

[illegible] সমর্পণ করিলে চিরস্মরণীয় কবিবর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের ন্যায় আমরাও গাছ পাথরকে সচেতন, এমন কি সমস্ত প্রকৃতিকেই এক অদ্বিতীয় প্রাণময়ী দেবীরূপে অন্ততঃ মুহূর্তের জন্যও অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

দেখিতে দেখিতে ২।৩ ক্রোশ [illegible] অতিক্রম করিয়া আসিলাম। কিছু বেলা হইয়াছে, কিন্তু সূর্য্য দেখা যায় না, মেঘে ঢাকিয়া রহিয়াছে। বড়ই নির্জ্জন পথ, ততোধিক নির্জ্জন উভয় পার্শ্বস্থ প্রস্তরময়ী বনভূমি, যেন ঘোর নিদ্রাচ্ছন্ন বা মহা ধ্যানমগ্ন হইয়া সমাধি সম্ভোগ করিতেছে। এমন সময়ে দুইদিকে দুটী উন্নত পাহাড়ের মধ্য দিয়া পথ, তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই স্থান পার হইয়া যাইতে মন সরিল না। চক্ষু আর ফিরিতে চায় না। বড় বড় পাথরখণ্ড সকল শৈলের পাশে পাশে পতিত রহিয়াছে, বড়ই ইচ্ছা হইল উহাদের একটীতে গিয়া স্থির হইয়া বসি ও পাহাড়ের পাষাণ নিস্তব্ধতায় ডুবিয়া যাই। সসম্ভ্রমে তথায় গেলাম, গা যেন ছম্‌ ছম্‌ করিয়া উঠিতে লাগিল, চারিদিকে যেন তরু কায়া আসিয়া ঘেরিতেছে, আত্মা যেন আমাকে বেষ্টন করিতেছে; সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। [illegible] হইতে নামিলাম, তাহার [illegible] আস্তে আস্তে দু চারি [illegible] নামিলাম। সে অবস্থা-কার মনের অবস্থা বর্ণনা হয় না। না দেখিলে সে অবস্থা কল্পনাও করা সহজ নয়। দূরে, অতি উচ্চে কেমন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের স্তূপ যেন ঝুলিয়া রহিয়াছে, তাহার নীচে বন তরু-লতার মধ্যহইতে শিশির বাষ্প হইয়া শ্বেতাভ ধূমের মত আস্তে আস্তে উঠিতেছে, সরিয়া আসিয়া বায়ুতে ভাসিতেছে, ক্রমে কিছু দূর পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র মেঘ-রেখার ন্যায় দেখা যাইতেছে, নানাবিধ গাছে নানা বর্ণের ফুল ফুটিয়া কেমন শোভা পাইতেছে—এই সকল দেখিতে দেখিতে অপর পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া দেখি যে দুই তিনটী ছোট ছোট বালক বিস্তর ছাগ, মেষ ও গাভী চরাইতেছে। গরুগুলি বড় উপরে উঠিতে পারে নাই; কিন্তু ছাগ ও মেষেরা এতদূরে উঠিয়াছে যে পাহাড়ের গায়ে শ্বেত কৃষ্ণ ছোট ছোট পাথরের ন্যায় বোধ হইতেছে। একদিক এত নির্জ্জন, নিঃশব্দ ও ভীষণ, অপরদিক এইরূপ জীব পূর্ণ আনন্দময় দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। যেন কোন ব্রহ্মগত প্রাণ মহর্ষি এক দিকে গভীর তপস্যায় নিমগ্ন থাকিয়া অপরদিকে সংসারের জীবগণের কল্যাণ সাধনে নিরত নিযুক্ত আছেন।

ইতিমধ্যে সঙ্গিসঙ্গী আসিয়া উপস্থিত হইল, আমরা আবার চলিতে লাগিলাম। অনেক দূর পর্য্যন্ত পশ্চাতে ফিরিয়া ঐ প্রিয় পাহাড় দুটী দেখিতে দেখিতে গেলাম। অনেকক্ষণ পরে

বেলা প্রায় ৯টার সময় 'বরাকর' নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে কয়েকখানি দোকান, একটী থানা, ও একটী দেবালয় আছে। নদী অতিশয় গম্ভীর দেখিলাম, কিন্তু তাহার বিস্তার অতি অল্প। জল খুব কম ছিল, কিন্তু এরূপ ভয়ানক স্রোত কখনও দেখি নাই। নদীবক্ষে ৫০।৬০টা বড় বড় হস্তীর মত পাথরের স্তূপ স্ফীত হইয়া রহিয়াছে, তাহার উভয় পার্শ্ব দিয়া ভীষণ বেগে হরিদ্রা বর্ণের জলরাশি ফুটিতে ফুটিতে ছুটিয়াছে। ঝড়ের সময় গঙ্গার যেরূপ তুফান হয়, এখানে স্রোতের সেইরূপ তুফান হইতেছে। কিন্তু যেমন নদী তদুপযুক্ত নৌকা এবং ঠিক্ সেইরূপ দাঁড়ী মাঝি দেখিলাম। নৌকাখানিতে মানুষ, গরু, ঘোড়া, ঘোড়ারগাড়ী, গরুরগাড়ী প্রভৃতি সমস্তই পার করা হয়। সেই ভয়ঙ্কর স্রোতেও মাল্লারা ভয় পায় না। সেরূপ বাঁধা সবল শরীর আমাদের দেশে প্রায় দেখা যায় না। নিরাপদে বরাকর পার হইলা গেলাম। ৮ মাইল আসিয়াছি, এখনও আর ৭ মাইল গেলে চির্কি নামক স্থান পাওয়া যাইবে। মধ্যে দুই একখানি দোকান দেখা গেল, কিন্তু সেখানে খাইবার উপযুক্ত সামগ্রী কিছুই পাইলাম না। এদিকে আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে, সূর্য্যকিরণ ক্রমশঃ প্রখর হইয়া উঠিল। ছাতা মাথায় দিয়া আস্তে আস্তে চলিতে লাগিলাম। পথ ক্রমে অধিকতর বন্ধুর, বন অধিকতর বিস্তীর্ণ হইয়া আসিল। কখন দোতালা সমান উচ্চে ধীরে ধীরে উঠিতে লাগিলাম, আবার তত নীচে ধীরে ধীরে নামিতে হইল। ক্রমে নামিবার ভাগ কমিয়া আসিল, উঠিবার ভাগ বাড়িতে লাগিল। পথ প্রস্তরময়, শীঘ্রই উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, রৌদ্র আরও প্রচণ্ড হইল। ঘোড়া বেচারা আর চলিতে পারে না, অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িল। দীপরেশ-নাথের দিকে যতই চাহিতে লাগিলাম, ততই ক্লান্তি দূর হইয়া আশা, উৎসাহ, ও আনন্দ বৃদ্ধি হইতে লাগিল, রৌদ্র তখন যথার্থই আরামপ্রদ বলিয়া প্রতীয়মান হইল। অবশেষে ঘোড়াটাকে নিতান্ত ক্লিষ্ট দেখিয়া এক বৃক্ষতলে নামিলাম ও তাহাকে কিছু ঘাস ও জল দিতে বলিয়া পদব্রজে মহা উৎসাহে চলিতে লাগিলাম।

বেলা ১১॥০টার সময় চির্কির পোষ্ট আফিসে পৌছিলাম। পোষ্ট মাষ্টারটী অতি ভদ্র, ধার্ম্মিক, ও পরোপকারী যুবা পুরুষ। অত্যন্ত আদর ও যত্ন করিয়া আমার বিশ্রাম ও আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তাঁহার ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া আমার নেতা দয়াময় ঈশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ দিলাম ও অপরাহ্ন ৩টার সময় সেখান হইতে মধুবন অভিমুখে যাত্রা করিলাম। মধুবনের প্রধান দেবালয়ের আচার্য্য

শ্রীমৎ ধনলালজির নামে আমার জন্য তিনি এক পত্র লিখিয়া দিলেন, এবং একজন ডাকপিয়ন্ আমাকে সঙ্গে করিয়া সেখানে লইয়া গেল। চির্কি হইতে পরেশনাথ স্পষ্ট দেখা যায়, এবং বোধ হয় যেন কয়েকটী গাছ পার হইলে পাহাড়ে পৌছিব। কিন্তু যাঁহারা কখনও পার্ব্বত্য প্রদেশে আসেন নাই, তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে বড়ই প্রতারিত হইতে হয়। এই দেখা যাইতেছে,—এক ছুটেই যেন উপস্থিত হওয়া যায়, কিন্তু এখনও অনেক দূর। কত গাছ পার হইলাম, কতবার ঘুরিয়া ফিরিয়া কত দূর চলিলাম,—পাহাড় ততই যেন দূরে সরিয়া যাইতে লাগিল। ধরি ধরি আর ধরিতে পারি না। যখন কোন স্থানে নীচে নামিতে হয়, তখন অল্পে অল্পে সমস্তটা অদৃশ্য হইয়া যায়; আবার উপরে উঠিবার সময় একটু একটু করিয়া চূড়া হইতে সেই প্রকাণ্ড দেহ দৃষ্টিপথে পতিত হয়। বন্ধুর ভূমি ও নদী পার হইয়া প্রায় দুই ক্রোশ পরে সন্ধ্যার পূর্ব্বে মধুবনের প্রধান দেবালয়ে শ্রীমৎ ধনলালজির নিকট উপস্থিত হইলাম।

পরেশনাথের উত্তরদিকের পাদ-দেশের নাম মধুবন। এখানে তিনটী জৈন দেবালয় আছে। তন্মধ্যে সর্ব্বা-পেক্ষা একটী প্রধান, এবং ইহাই সর্ব্ব বৃহৎ। পর্ব্বত পার্শ্বে অপর দুইটীর [illegible] দেবালয় অবস্থিত। মেলার জনতা ও অন্যান্য নানা কারণে এখানে একটী পুলিশ আড্ডা আছে, সাধারণ একটী ছোট বাজার আছে। তদ্ভিন্ন মধুবনের উত্তর ভাগে পাহাড়ি কুলি দিগের কয়েকখানি কুটীর দেখা যায়। তাহারা সচরাচর ধান্যাদির চাষ করে, গবাদি পশু পালন ও অরণ্য কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া থাকে এবং মেলার সময় ডুলি করিয়া যাত্রীদিগকে পাহাড়ে উঠায় ও নামায়, তদ্দ্বারা তাহাদের বিলক্ষণ লাভ হইয়া থাকে। ইহারা সবল ও সুস্থকায়, পরিশ্রমী, সরল ও সত্যপ্রিয়, পরেশনাথ দেবতার মাহাত্ম্যে দৃঢ় বিশ্বাস করে। বর্ষাকালে পর্ব্বত পৃষ্ঠের সমস্ত জল এই স্থানে গড়াইয়া পড়াতে চারিদিক জলময় ও স্যাঁৎ সেঁতে হয় বলিয়া এবং দক্ষিণদিকে বহুদূর বিস্তীর্ণ উচ্চ পাহাড় থাকায় নির্ম্মল দক্ষিণ বায়ু আসিতে পারে না বলিয়া মধুবন ও তাহার নিকটবর্ত্তী সমস্ত স্থান অতিশয় অস্বাস্থ্যকর হয়।

দেবালয়ের আচার্য্য ধনলালজী অতিশয় ভদ্র ও মহানুভব লোক দেখি-লাম। ঘোড়াটীর ও সহিসের আহা-রাদির ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আমাকে তাঁহার শয্যায় শুইয়া বিশ্রাম করিতে বলিলেন। পরে সন্ধ্যা হইলে রাত্রি প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত আমার সহিত অবি-শ্রান্ত ধর্ম্মালাপ করিলেন। আমি তাঁহার নিকট জৈনধর্ম্মের অনেক তত্ত্ব শ্রবণ করিলাম। অহিংসা ও জীবে

দয়া তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহারা সাকার দেব দেবীর পূজা করেন না। দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি মূর্ত্তির হিংসা-প্রিয়তার অতিশয় নিন্দা করিলেন। "যে দেব দেবীর মূর্ত্তি জীব হিংসা শিক্ষা দেয়!" তিনি বলিলেন, "তাহাদিগের উপাসনা করিয়া কেহ কি কখন ধার্ম্মিক হইতে পারে?" তাঁহারা দেব দেবীর মূর্ত্তি পূজা অন্যায় মনে করেন বটে, কিন্তু অনেকগুলি প্রস্তর ও ধাতুনির্ম্মিত জীন মূর্ত্তি তাঁহাদিগের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেখিলাম। প্রতিদিন নিয়ম মত ইহাদের পূজাদি হইয়া থাকে। ইহাঁরা ইহাকে মুক্তির একমাত্র উপায় স্বরূপ বিবেচনা করেন। জীন শব্দে সিদ্ধ মহাত্মা বুঝায়। জৈনগণ ক্রমান্বয়ে ২৪ জন এইরূপ সিদ্ধ মহাত্মা স্বীকার করেন, এবং তাঁহাদের ধ্যান-নিমগ্ন প্রশান্ত মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া ধ্যান ও সমাধি শিক্ষা করেন। পরেশনাথ বা পার্শ্বনাথ উক্ত ২৪ জনের একজন প্রধান। সম্পূর্ণরূপে স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া, সর্ব্ব প্রকার হিংসা, পাপ, বাসনা ও প্রলোভনের অতীত স্থানে উপস্থিত হইয়া ধ্যান ও সমাধি বলে অচলা শান্তি লাভের নাম মুক্তি, মোক্ষ বা নির্ব্বাণ। এইরূপ আদর্শ মহাত্মা নিঃশঙ্ক সন্ন্যাসীও হইতে পারেন, জনক রাজার ন্যায় ঘোর সংসারী অথচ সংসারবিরাগী গৃহস্থও হইতে পারেন। এইরূপ বিবিধ সদালাপে অতিশয় প্রীতি লাভ করিলাম বটে, কিন্তু ধনলালজীর নিজের জীবন দেখিয়া ও শুনিয়া আরও, চমৎকৃত হইলাম। তাঁহার অদ্ভুত স্বার্থ ত্যাগ, অটল বিশ্বাস, প্রবল উৎসাহের ও সরল ধর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইলাম এবং কথোপকথন সময়ে তাঁহার উজ্জ্বল চক্ষু দুটীর জ্যোতি ও মুখমণ্ডলের এক প্রকার আভা দেখিয়া সসম্ভ্রমে হৃদয় অবনত করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। আমার প্রতি তাঁহার যে আদর ও যত্ন দেখাইলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের উদারতা ও মহত্ত্ব বিশেষরূপে প্রকাশিত হইল।

মিশর দেশীয় পিরামিড।

পৃথিবীর পৌরাণিক সাতটী আশ্চর্য্য পদার্থের মধ্যে মিশরদেশীয় পিরামিড একটী। ইহার নির্ম্মাণ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতদিগের ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশিত আছে। [illegible] ন্যায় পিরামিডও সমাধি মন্দির। কাহারও মতে মিশরদেশীয় রাজবংশের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে, কেহ বা ইহা দ্বারা পৃথিবীর [illegible] নির্ণয় করিতা [illegible]

ধর্ম্মপুস্তক বাবেলের ব্যাখ্যা ইহার মধ্যে সন্নিবিষ্ট দেখেন। মিশরদেশে এইরূপ পিরামিড অনেকগুলি বর্ত্তমান আছে, তন্মধ্যে কেরো নগরের সন্নিহিত কয়েকটীই প্রধান। গিলজির পিরামিডটী ইহাদিগের মধ্যে উচ্চতম। ইহা খৃষ্টীয় পূর্ব্ব ২১৭০ বৎসরে নির্ম্মিত হইয়াছে। হিব্রু বাইবেল অনুবাদক উসারের মতে ইহা পৃথিবী সৃজনের ২৩৪৮ বৎসর পরে নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু রোমীয় অনুবাদক হাবেস সপ্ততি অনুবাদকের একজন ইহার নির্ম্মাণ কাল ৩১৫৫ নির্ণয় করেন। প্রসিদ্ধ গালওয়ের মতে ইহা ৩৩৩১ বৎসর নির্ম্মিত হয়, কিন্তু অধুনা পিরামিডের নির্ম্মাণ কৌশলে যে অঙ্ক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মতে পৃথিবী সৃজনের ২৭৪২ বৎসর পরে এই পিরামিডটী নির্ম্মিত হইয়াছে। বাহির হইতে পিরামিডকে একটী পাষাণের স্তূপ বলিয়া বোধ হয়। খৃষ্টীয় অব্দ ৮২০ বৎসর পূর্ব্বে কেহই ইহার আভ্যন্তরিক অবস্থা জানিতেন না, কিন্তু পৌরাণিক গ্রিক্ রোমক ও মিশরীয়দিগের মধ্যে প্রবাদ ছিল যে ইহার মধ্যে মিশররাজদিগের ধন রক্ষিত আছে। এই প্রবাদের সত্যতা নির্ণয়ার্থে বাগদাদ-পতি কালিফ হারূণ আল রাসদের পুত্র কালিফ অলমামুন ৮২০ খৃষ্টাব্দে পিরামিডের একদেশ খনন করিতে আদেশ দেন। উত্তর বাঁধের মধ্যদেশে প্রায় ২৪ফুট স্থান পূর্ব্বভাগে যেন তোরণের ন্যায় দেখিতে ছিল। সমতল হইতে ২৪ফুট ঊর্দ্ধে ও প্রশস্তে ২৪ ফুট খনন আরম্ভ হইল। কয়েক মাস অত্যন্ত পরিশ্রমের সহিত খনন করিয়াও ১০০ ফুটের অধিক খনন করিতে পারিল না। শ্রমজীবিরা নিরাশ হইল ও আর খুঁড়িবে না স্থির করিল। "ইহা খনন করা অসম্ভব" বলিয়া কালিফকে নিবেদন করিলে তিনি "অবশ্যই খনন করিতে হইবে" বলিয়া দৃঢ় আজ্ঞা প্রচার করিলেন। এমন সময়ে অভ্যন্তরে হঠাৎ একখানি প্রস্তরের পতন ধ্বনি শ্রুত হইল। লোকেরা আশ্বস্ত হইয়া নূতন উৎসাহে পুনরায় খনন আরম্ভ করিল, কিছুদিন পরেই নিম্নদেশে যাইবার পথ আবিষ্কার হইল। যেখানে প্রস্তরখানি পতিত হইয়াছে, তথা হইতেই যেন নিম্নদেশের পথ আরম্ভ হইয়াছে বোধ হইল। কিন্তু ঊর্দ্ধ গমনের পথ অদ্যাপি কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। পৌরাণিক গ্রিক,রোমক ও মিশরেরা তাহা জানিতেন না, কিন্তু নিম্নের পথ থাকা সম্বন্ধে সকলেরই বিশ্বাস ছিল। এখন রাবিস ও জঞ্জাল পরিষ্কার করিয়া নিম্নে সীঁড়ি দিয়া সর্ব্বপে ক্রমে পিরামিডের মধ্যস্থানে গমন করিতে উদ্যত হইল। কালিফ কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া একাকী ভিতরে প্রবিষ্ট হন। মধ্যস্থলে গিয়া দেখেন একটী বৃহৎ গ্যালারিযুক্ত প্রকোষ্ঠ এবং মধ্যস্থলে

সিন্দুক। তিনি নিজে হতাশ হইয়া ভাবিলেন পাছে শ্রমজীবীরা শূন্য সিন্দুক দেখিয়া হতাশ হয়, এই ভয়ে তিনি পিরামিডটী পরিষ্কার করিতে যত ব্যয় হইয়াছিল সেই পরিমাণে ধন তথায় রাখিয়া গেলেন। তখনও স্থানটী সাধারণের চক্ষে পতিত হয় নাই। সুতরাং পুনরায় খনন কার্য্য আরম্ভ হইলে লোকেরা সেই টাকা প্রাপ্ত হইল কালিফ তাহা গণনা করিয়া বলিলেন যে তাঁহার যত খরচ হইয়াছে ঠিক সেই পরিমাণে ধন পাওয়া গিয়াছে। শ্রমজীবীরা সন্তুষ্ট হইল। কালিফও এই আশ্চর্য্য ঘটনা ভাবিতে ভাবিতে এল্ ফাষ্টুল বা কেরো নগরে প্রত্যাগমন করিলেন।

গোয়ালিয়ার দুর্গ।

গোয়ালিয়রের দুর্গ ভারতের একটী প্রাচীন কীর্ত্তি বলিয়া প্রসিদ্ধ। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে এই দুর্গটী নির্ম্মিত হয়। ইহা একটী পর্ব্বতের উপরে স্থিত। পর্ব্বতটী প্রায় এক ক্রোশ দীর্ঘ এবং ৩০০ ফিট উচ্চ। পর্ব্বতটীর পার্শ্বস্থ প্রস্তর গুলি খোদিত করিয়া জৈন পুরোহিতদিগের মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে। এক একটী ... ৩০ ফিট উচ্চ।

তৃতীয় শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই দুর্গটী রাজপুতদিগের অধীন ছিল। তৎপরে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উহা মুসলমানগণ অধিকার করে, কিন্তু রাজপুত্রগণ পুনরায় পঞ্চদশ শতাব্দীতে উহার উদ্ধার সাধন করে। ১৫১৮ শালে আবার মুসলমানগণ উহা অধিকার করে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত আপনাদিগের হস্তাগত করিয়া রাখে। তাহার পর গোহদ প্রদেশের জাট বংশীয় একজন রাজা অল্পকাল জন্য ঐ দুর্গ স্বীয় অধিকারে রাখিয়াছিল, ইহার নিকট হইতে মহারাষ্ট্রীয়গণ উহা জয় করিয়া লয়। ১৭৭৯ শালে ব্রিটিষগণ গোয়ালিয়র দুর্গ প্রথম অধিকার করেন, কিন্তু কিছুকাল পরেই গোহদের রাজাকে প্রত্যর্পণ করেন। ইহার নিকট হইতে মাধবজী সিন্ধিয়া উহা গ্রহণ করে। আবার ১৮০৩ শালে এই দুর্গ ইংরাজদিগের হস্তগত হয়; কিন্তু ১৮০৫ শালে তাঁহারা উহা দৌলত রাওকে অর্পণ করেন। মহারাজপুরের যুদ্ধের পর ইংরাজ সেনাপতির অধীনে কয়েক দল দেশীয় সেনা এই দুর্গে রক্ষিত হয়। ১৮৫৭ শালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই সকল সৈন্য ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে এবং কয়েক মাস কাল ইহারাই এই দুর্গে একাধিপত্য করে। ১৮৫৮ শালে স্যার হিউ রোজ ইহাদিগকে পরাস্ত

করিয়া দুর্গ অধিকার করেন। ১৮৫৮ শাল হইতে সে দিন পর্য্যন্ত উহা ব্রিটিশাধিকারে ছিল। এক্ষণে উহা সিন্ধিয়াকে প্রত্যর্পণ করা হইয়াছে।

গোয়ালিয়র দুর্গের মধ্যে অনেক দেখিবার বিষয় আছে। ইহার মধ্যে দুইটী সুন্দর জৈন মন্দির আছে। প্রবাদ এই যে একাদশ শতাব্দীতে ঐ দুর্গটি নির্ম্মিত হয়। একটি হিন্দু মন্দির আছে; লোকে বলে উহা নবম শতাব্দীতে গঠিত হয়। দুর্গমধ্যে দুই তিনটী প্রাসাদ আছে। একটী মানসিংহের নির্ম্মিত। উহা অত্যন্ত জীর্ণ হইয়া যাওয়াতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট উহার সংস্কার করিয়া দিয়াছেন। আর একটী প্রাসাদ শাজাহানের নির্ম্মিত। মানসিংহের প্রাসাদটী অতি মনোহর। ইহা ৩০০ ফিট দীর্ঘ ও ৮০ ফিট উচ্চ এবং সমস্তই প্রস্তর নির্ম্মিত ও নানা কারুকার্য্যে খচিত।

প্রস্তর-বৃষ্টি।

১৭৯০ শালের ২৪ জুলাই তারিখে রাত্রি নয়টা ও দশটার মধ্যে ফ্রান্সের দক্ষিণপশ্চিম ভাগের পিনি নামক নগরের নিকটবর্ত্তী এগেন্ গ্রামে প্রস্তর বৃষ্টি হয়। প্রথমতঃ একটী অগ্নিময় গোলা আকাশ হইতে পড়িতে দেখা যায়। এই গোলার পশ্চাতে একটী অগ্নিময় পুচ্ছ স্পষ্ট দেখা যায়। গোলাটী অদৃশ্য হইলেও ঐ পুচ্ছটি কিয়ৎক্ষণ বর্ত্তমান ছিল। পুচ্ছটি অদৃশ্য হইবার পর কামানের শব্দের ন্যায় একটী গম্ভীর শব্দ শুনা যায়, এবং আকাশে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বিকীর্ণ হইতে দেখা যায়। ইহার পরেই ঐ গ্রামের স্থানে স্থানে প্রস্তর বৃষ্টি হইতে থাকে। প্রায় দুই মাইল স্থানের মধ্যে এই প্রস্তর বৃষ্টি হইয়াছিল। প্রস্তর গুলির বর্ণ এক প্রকারের, কিন্তু সকল গুলি এক আকারের নহে এবং [illegible] নহে। কতকগুলি সংখ্যকের ওজন এক ছটাক, কতকগুলির ওজন তদপেক্ষা অধিক। প্রস্তরগুলি পড়িবার সময় শাঁ শাঁ শব্দ হইয়াছিল, যে গুলি অল্প ওজনের সে গুলি পড়িয়া মাটীর উপরেই ছিল, কিন্তু যে গুলি অধিক ওজনের সে গুলি মাটীর মধ্যে পুতিয়া গিয়াছিল। রাত্রিকালে এই ঘটনা হওয়াতে অধিক লোক বাটীর বাহিরে ছিল না, সুতরাং কোন ব্যক্তি প্রস্তরাহত হয় নাই, তবে কতকগুলি খোলার বাটীর ছাদের উপর পড়াতে খোলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল।

বৈজ্ঞানিকগণ এইরূপ প্রস্তর বৃষ্টির কারণ সম্বন্ধে এই বলেন যে কয়েকটী উল্কাপিণ্ড পরস্পর সংঘর্ষিত হইলে তাহাদিগের ভগ্নাংশ চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া প্রস্তর বৃষ্টির আকার ধারণ করে।

গন্ধক পর্ব্বত।

আইস্‌লণ্ড দ্বীপের অন্তঃপাতী ক্রিস্থবিক্ নামক গ্রামের দেড়শত ক্রোশ দূরে একটী পর্ব্বত আছে। এই পর্ব্বতের উপরে নানা স্থানে দেখা যায় গন্ধকের ছোট ছোট টুক্‌রা ছড়ান রহিয়াছে। কোন কোন স্থানে দেখা যায় স্তূপাকারে গন্ধক রহিয়াছে। এই পর্ব্বতের দুইটী শৃঙ্গ আছে। এই শৃঙ্গদ্বয়ের মধ্যস্থলে যে স্থান, তাহার সমস্তটাই প্রায় গন্ধকময়। এই স্থানের এক পার্শ্বস্থ একটী গর্ত্ত হইতে অনবরত ধূম নির্গত হইতে দেখা যায়। এই ধূমের গন্ধ গন্ধকের ন্যায় এবং উহার নিকট গমন করিলে অধিকক্ষণ তথায় তিষ্ঠান নাসারন্ধ্রের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টদায়ক হইয়া উঠে। এই পর্ব্বতের পাদদেশে তিন চারি স্থানে উষ্ণ কর্দ্দম দেখা যায়। সেই কর্দ্দমের আঘ্রাণ লইলে বুঝা যায় যে তাহার সহিত গন্ধক মিশ্রিত আছে। এই কর্দ্দম রাশির মধ্যে তাপমান যন্ত্র রাখিয়া দেখা গিয়াছে যে উহার তাপ প্রায় ২১০ ডিগ্রি। এই পর্ব্বত হইতে একটী নির্ঝর পতিত হইতেছে, তাহার জলরাশি অতি উষ্ণ এবং তাহা হইতে সর্ব্বদাই ধূম নির্গত হইতেছে। এই নির্ঝরের জল গন্ধকের আঘ্রাণযুক্ত।

বৈজ্ঞানিকগণ এই পর্ব্বত পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ইহার অভ্যন্তরে বিপুল দ্রব গন্ধক আছে। তাঁহারা বলেন কালে ইহা আগ্নেয় গিরিতে পরিণত হইতে পারে।

এই প্রকার গন্ধকময় পর্ব্বত পৃথিবীর অন্য কোথায়ও এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

মুদ্রারাক্ষস।

পূর্ব্বকালে নন্দনামে এক মহাপ্রতাপশালী নরপতি মগধ সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। শকটার এবং রাক্ষস নামক তাঁহার দুই মন্ত্রী ছিল। শকটার নন্দের প্রভূত প্রিয়পাত্র ছিলেন, কিন্তু নিয়তিচক্রের পরিবর্ত্তনে নরপতির বিদ্বেষভাজন হইয়া, কিয়ৎকাল কারাগারমধ্যে অবস্থিতি করিতে বাধ্য হন। শকটার কারামুক্ত হইয়া পুনরপি সচিব পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেও এই অবমাননা তাঁহার হৃদয়ে সদাই জাগরূক ছিল। অনন্তর চাণক্য নামক এক কোপনস্বভাব [illegible] ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার পরিচয় হইল, এবং তিনি সেই ব্রাহ্মণের কোপানলে [illegible] সাধনে কৃতনিশ্চয় হইলেন। [illegible] খর্ব্বাকৃতি, কৃষ্ণবর্ণ ও [illegible] ছিলেন। [illegible] [illegible] সেই [illegible]

ব্রাহ্মণকে লইয়া পুরোহিতাসনে সমাসীন করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। নরপতি শ্রাদ্ধস্থানে সমাগত হইয়া তাদৃশ কুৎসিতাকৃতি ব্রাহ্মণকে পুরোহিতাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া ক্রোধে অধীর হইলেন এবং শিখা আকর্ষণ পুরঃসর তাঁহাকে আসন হইতে উঠাইয়া দিলেন। চাণক্যও চরণসন্তাড়িত ভুজঙ্গের ন্যায় নরেন্দ্র-সম্মুখীন হইয়া কহিলেন, যদবধি বৈরনির্যাতনানলে নন্দবংশ পূর্ণাহুতি স্বরূপ প্রদত্ত না হয়, তদবধি এই শিখা উন্মুক্তই রহিল। এই বলিয়া তিনি প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় সভাস্থল হইতে প্রস্থান করিলেন।

চাণক্য অতীব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন; তিনি যখন যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা সম্পন্ন না করিয়া কখনই নিরস্ত হইতেন না। তিনি নন্দ-নর-নাথের সমুচ্ছেদ সংসাধনার্থ পর্ব্বতক নামক নরপতির সহিত সম্মিলিত হইলেন, এবং তাঁহার সাহচর্য্যে তনয়গণ সহিত নন্দনৃপতির ধ্বংসসাধন করিলেন। এইরূপে চতুরচূড়ামণি চাণক্য স্বকীয় সঙ্কল্পের সফলতাসাধনান্তে নন্দক্ষিতিপতির মুরানাম্নী দাসীর গর্ভজাত চন্দ্রগুপ্ত নামক পুত্রকে মগধরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। চাণক্য নন্দবংশ ধ্বংস কালে পর্ব্বতক নৃপতিকে মগধরাজ্যের অর্দ্ধাংশ দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, সুতরাং পর্ব্বতক মহীপতি এই সময়ে মগধরাজ্যে

নাথের রাক্ষসনামা অমাত্য অতীব প্রভুভক্ত ছিলেন; তিনি এইরূপে প্রভুকুল উন্মূলিত হইল দেখিয়া বড়ই সন্তপ্তহৃদয় হইলেন। ঐ রাক্ষসনামা সচিব বিষকন্যা প্রয়োগ দ্বারা চন্দ্রগুপ্তের প্রাণ সংহারে সমুদ্যুক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু নিপুণমতি চাণক্য সেই বিষকন্যার সাহায্যে পর্ব্বতকের প্রাণবায়ুর অবসান করিয়া, স্বকীয় প্রিয়পাত্র বিনয়নম্র চন্দ্রগুপ্তকে নিষ্কণ্টক করিয়া দিলেন। পর্ব্বতকের মলয়কেতু নামে এক তনয় ছিল। চাণক্যের প্রণিধি বা চরগণ ঐ মলয়কেতুর হৃদয়ে ভীতি উৎপাদন করাতে, উক্ত নৃপকুমার ভাগুরায়ণ নামক জনৈক চাণক্য পক্ষীয়ের সহিত মগধরাজ্য হইতে নির্গত হইয়া স্বরাষ্ট্রে উপনীত হইলেন। রাক্ষসও চন্দ্রগুপ্তের ধ্বংস সাধন মানসে মলয়কেতুর সহিত সম্মিলিত হইলেন। কিন্তু কুটিলাগ্রগণ্য চাণক্য তাঁহাদিগের কুটমন্ত্রণা উপলব্ধির নিমিত্ত বহুল প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন।

একদা যৎকালে নীতিবিশারদ কৌটিল্য (চাণক্য) স্বভবনে সমাসীন ছিলেন, তৎকালে এক যমপটধারী ভিক্ষুক তাঁহার দ্বারদেশে উপনীত হইল। শার্ঙ্গরব নামক চাণক্য-শিষ্য ভিক্ষুককে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করাতে, ভিক্ষুক কহিল, "প্রভু ক্রোধ করিবেন না, আমি কেবল আপনার উপাধ্যায়কে

"দেখিতে পঙ্কজ বটে পরম সুন্দর,
কিন্তু সরলতাশূন্য তাহার অন্তর;
কি মাধুরী ধরে শশী সুষমা নিলয়,
কিন্তু তাহে তৃপ্ত নহে নলিন হৃদয়।"

চাণক্য ইহা শ্রবণ করিয়া কহিলেন—"শার্ঙ্গরব উহাকে প্রবেশ করিতে দাও।" অতঃপর সেই ভিক্ষুক চাণক্য সমীপে গমন করিল। এই ব্যক্তির নাম নিপুণক; ইহাকে চাণক্য প্রজাবর্গের মনোভাব অবধারণের নিমিত্ত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। নিপুণক ভিক্ষুক বেশ ধারণপূর্ব্বক নগরস্থ অধিবাসীদিগের গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিয়া নিজ কার্য্য সমাধা করিতেছিল। চাণক্য তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিপুণক, প্রজাগণ এক্ষণেও চন্দ্রগুপ্তে সম্পূর্ণ অনুরক্ত হইয়াছে?" নিপুণক কহিল, "এক্ষণে প্রজাগণের আর কোন বিরাগের কারণ নাই; সকলেই এক্ষণে চন্দ্রগুপ্তের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই নগরমধ্যে তিনটী লোক বাস করে, যাহারা নরনাথ চন্দ্রগুপ্তের অভ্যুদয়ে ঈর্ষ্যান্বিত। চাণক্য জিজ্ঞাসিলেন, "নিপুণক, তুমি তাঁহাদের নাম বলিতে পার?" প্রণিধি কহিল, (১) জীবসিদ্ধি নামক জনৈক সন্ন্যাসী যে রাক্ষসের মন্ত্রণায় পর্ব্বতেশ্বরকে বিষকন্যা প্রয়োগ দ্বারা সংহার করিয়াছিল; (২) অমাত্য রাক্ষসের প্রিয়বয়স্ক কায়স্থ শকটদাস; (৩) রাক্ষসের অভিন্নহৃদয় বান্ধব মণিকার চন্দনদাস। তাহারই করিতেছে।" কৌটিল্য কহিলেন, "নিপুণক, তুমি কেমন করিয়া জানিলে যে চন্দনদাসের ভবনে রাক্ষসের পরিবারবর্গ অবস্থিতি করিতেছে?" প্রণিধি বলিল, "আমি ভিক্ষুক বেশ ধারণ পূর্ব্বক চন্দনদাসের ভবনে গমন করিয়াছিলাম; এবং তথায় যমপট প্রদর্শন পূর্ব্বক গান করিতে আরম্ভ করিলাম। তৎকালে এক পঞ্চম বর্ষীয় সুন্দর শিশু যবনিকা মধ্য হইতে বাহিরে আসিতেছিল, কিন্তু কোন স্ত্রীলোক কোমল বাহুলতা প্রসারিত করিয়া, তাহাকে টানিয়া লইল। টানিয়া লইবার সময় সেই অঙ্গুলিদেশ হইতে এই রাক্ষসের নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়ক স্খলিত হইয়া যবনিকার বহিঃ প্রদেশে পতিত হইল। আমি ইহা গুপ্তভাবে গ্রহণ পূর্ব্বক আর্য্যের শ্রীচরণান্তিকে লইয়া আসিয়াছি।" এই বলিয়া নিপুণক চাণক্য হস্তে মুদ্রা সমর্পণ পুরঃসর তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। এই সময়ে চন্দ্রগুপ্ত-প্রেরিত প্রতিহারী তথায় সমুপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, "আর্য্য, দেব শ্রীচন্দ্রশ্রী কমলমুকুলাকার অঞ্জলি শীর্ষে সন্নিবেশিত করিয়া আর্য্যের চরণ কমলে নিবেদন করিতেছেন যে যদি আর্য্যের অনুমতি হয়, তাহা হইলে তিনি মহারাজ পর্ব্বতেশ্বরের পারলৌকিক শুভ কামনায়, তাঁহার আভরণ নিচয় গুণবান্ ব্রাহ্মণদিগকে দান করেন।" ইহা শুনিয়া

ভ্রাতৃত্রয়কে গিয়া বল যে তাহারা চন্দ্রগুপ্তের নিকট গমন করিয়া পর্ব্বতেশ্বরের পরিধৃত আভরণ গ্রহণ করুক, এবং তাহারা যেন চন্দ্রগুপ্তের নিকট বিদায় গ্রহণানন্তর আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যায় !" অনন্তর প্রতিহারী এবং শার্ঙ্গরব তথা হইতে প্রস্থান করিল।

অনন্তর কৌটিল্য সিদ্ধার্থক নামা প্রণিধিকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "সিদ্ধার্থক, তুমি বধ্যস্থানে গমন করিয়া প্রথমে নেত্র সঙ্কেত দ্বারা ঘাতকদিগকে তোমার অভিপ্রায় অবগত করিবে; অনন্তর তাহারা তোমার কৃত্রিম কোপদর্শনে ত্রস্ত হইয়া পলায়ন করিলে, তুমি শকটদাসকে বধ্য স্থান হইতে রাক্ষস সমীপে লইয়া যাইবে। প্রিয়বন্ধুর প্রাণ রক্ষা হেতু রাক্ষস অবশ্যই সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে পারিতোষিক প্রদান করিবে। তুমি রাক্ষসপ্রদত্ত পারিতোষিক গ্রহণ করিবে এবং তথায় কিয়ৎকাল অবস্থান করিবে।" ভগবান চাণক্য সিদ্ধার্থকে এইরূপ উপদেশ দিয়া বিদায় করিলেন।

অনন্তর বিষ্ণুগুপ্ত (চাণক্য) শার্ঙ্গরবকে কহিলেন, "বৎস, তুমি কালপাশিক এবং দণ্ডপাশিককে গিয়া বল যে বৃষল (চন্দ্রগুপ্ত) আদেশ করিতেছেন, যে জীবসিদ্ধি নামে ক্ষপণক রাক্ষসের উপদেশানুসারে মহারাজ পর্ব্বতেশ্বরকে সংহার করিয়াছিল, অতএব [illegible] তাঁহার এই দোষ ঘোষণা করিয়া, তাঁহাকে এই কুসুমপুর হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দেওয়া হউক। আর এই নগরে শকটদাস নামক কায়স্থ অবস্থিতি করে। সে কি উপায়ে আমার বিনাশ সাধন করিবে, তদ্বিষয়ে সতত যত্নবান্; অতএব তাহার পরিবারবর্গকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে শূলে আরোপণ করা হউক।"

অনন্তর চতুর চূড়ামণি চাণক্য চন্দনদাসকে আনাইয়া বলিলেন, "মণিকার, তুমি নরপতি চন্দ্রগুপ্তের অহিতকারী রাক্ষসের পরিবারবর্গকে স্বভবনে স্থান দিয়াছ। তোমার উপর নরপতি অতীব তীক্ষ্ণ দণ্ডাজ্ঞা করিবেন। তুমি এই বেলা পরপরিজন সমর্পণ করিয়া নিজ জীবন রক্ষা কর।" তাহা শুনিয়া চন্দনদাস বলিল, "আর্য্য ! আমি প্রাণের ভয় করি না; প্রিয় মিত্র রাক্ষসের পরিবারবর্গকে আশ্রয়দানহেতু আমার সর্ব্বস্বান্ত এবং প্রাণনাশ হইলেও আমি তাহাতে সঙ্কুচিত নহি।" ইহা শুনিয়া চাণক্য ক্রোধে অধীর হইয়া শিষ্যকে আদেশ করিলেন, "শার্ঙ্গরব, তুমি যাও দুর্গপাল এবং বিজয়পালকে গিয়া বল, এই বণিকের সমস্ত ধন সম্পত্তি আনয়ন করিয়া রাজকোষে নিক্ষেপ করুক, এবং ইহার নিখিল পরিজনকে কারাগৃহে অবরুদ্ধ করা হউক, এবং আমি রাজাজ্ঞা লইয়া অচিরাৎ ইহার প্রাণদণ্ড করিতেছি।" "গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য" এই কথা বলিয়া শার্ঙ্গরব লইয়া প্রস্থান করিল।

একদা অমাত্য রাক্ষস স্বভবনে আসীন হইয়া আক্ষেপ করিতেছিলেন—

"উদাসীসুতনাথ কেন কমলে গো মিশিলে?
কি দোষে গো নন্দনৃপে চরণেতে ঠেলিলে?
রাজকুলে মহীতলে, নাথ কিসে নাহি মিলে,
মুরার তনয়ে তাই পতি বলি বাছিলে!
চপলা খ-পুষ্পপ্রায়, মতিমানেশ হায়,
গুণে অনুরাগশীলা কেন নহ অবলে।"

যৎকালে অমাত্য প্রবর এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, তৎকালে মলয়কেতু-প্রেরিত কঞ্চুকী তথায় আগমন করিয়া নিবেদন করিল, "বহুদিন হইতে অমাত্য স্বদেহে আভরণ-বিন্যাস পরিত্যাগ করিয়াছেন, ইহা দেখিয়া কুমার মলয়কেতুর হৃদয় সাতিশয় ব্যথিত হইয়াছে। সেই হেতু তিনি স্বকীয় দেহ হইতে কতিপয় আভরণ উন্মুক্ত করিয়া, অমাত্য সন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছেন, অমাত্য এই আভরণগুলি পরিধান করুন।" কঞ্চুকী অমাত্যের দেহে আভরণ-বিন্যাস করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলে, প্রিয়ম্বদ নামে রাক্ষসানুচর জনৈক অহিতুণ্ডিক (সাপুড়ে) দত্ত এক পত্র আনিয়া সচিবহস্তে সমর্পণ করিল। অমাত্য প্রবর পত্রপাঠ করিলেন—

"কুসুমের রসে তৃষা করি দূর,
উগারে এমনে যে রস মধুর,
অপরের তাহে পিপাসা হরে,
এমন গুণ ধরে ভ্রমরে।"

পত্র পাঠ করিয়া সচিব-প্রবর অনুচরকে আদেশ করিলেন, "প্রিয়ম্বদ অহিতুণ্ডিক গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে, এ ব্যক্তি তাঁহারই গুপ্তপ্রণিধি বিরাধগুপ্ত, ইহা বুঝিতে পারিয়া রাক্ষস কহিলেন, "সখে বিরাধগুপ্ত, এই সন্নিহিত আসনে উপবেশ কর।"

অনন্তর অমাত্য প্রবর তাহাকে অহিতুণ্ডিক বেশধারী দেখিয়া দরবিগলিত নয়নে বলিলেন, "আহা প্রভুভক্তিপরায়ণ লোকদিগের কি শোচনীয় অবস্থা সমুপস্থিত হইয়াছে!" তাহার পর রাক্ষসের আদেশে বিরাধগুপ্ত কুসুমপুর বৃত্তান্ত বিবৃত করিতে লাগিলেন। সচিব প্রবর, কুমার মলয়কেতু জনক পর্ব্বতেশ্বরের বিনাশদৃষ্টে শঙ্কিত হইয়া কুসুমপুর হইতে চলিয়া আসিলে, বিষ্ণুগুপ্ত (চাণক্য) আপনার প্রিয়বান্ধব কায়স্থ শকট দাসকে চন্দ্রগুপ্ত শরীরদ্রোহী বলিয়া ঘাতকহস্তে শূলারোপণার্থ সমর্পণ করিয়াছেন। এবং তিনি আপনার প্রিয়সুহৃদ্ মণিকার চন্দনদাসকে ডাকাইয়া আপনার পরিবারবর্গকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে আদেশ করেন; কিন্তু শ্রেষ্ঠী তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত না হওয়াতে তিনি পরিবারবর্গ সহিত তাঁহাকে কারাগারে নিরুদ্ধ করিয়াছেন।" ইহা শুনিয়া অমাত্য নিজ ভাগ্য নিন্দা করিয়া বড়ই আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে সিদ্ধার্থক সহিত শকটদাস তথায় উপস্থিত হইলেন। শকটদাস কহিলেন, "অমাত্য

ইয়া দিয়া আমাকে বধ্যস্থান হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া আসিয়াছে।” রাক্ষস তাহা শুনিয়া নিজ গাত্র হইতে আভরণ খুলিয়া সিদ্ধার্থকে পারিতোষিক প্রদান করিলেন। সিদ্ধার্থক পারিতোষিক গ্রহণানন্তর কহিলেন, “অমাত্যপ্রবর, চাণক্যের প্রতিকূলাচরণ করিয়াছি, এক্ষণে আমার কিরূপে আর কুসুমপুরে অবস্থিতি ঘটিতে পারে? অতএব মহোদয়েরই সুপ্রসন্ন চরণ সেবা করিয়া জীবন যাপন করিতে বাঞ্ছা করি।” তদনন্তর রাক্ষসের অনুমতি অনুসারে সিদ্ধার্থক শকটদাসের সহিত বিশ্রামার্থ গমন করিলে, রাক্ষস বিরাধগুপ্তকে কুসুমপুরের অবশিষ্ট বিবরণ বর্ণন করিতে কহিলেন। বিরাধগুপ্ত কহিলেন, “চাণক্য অতীব উদ্ধতপ্রকৃতি, এবং তিনি চন্দ্রগুপ্তের পদে পদে আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া থাকেন। সুতরাং চাণক্য এবং চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে অচিরাৎ বিরোধ উপস্থিত হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই।” রাক্ষস তাহা শুনিয়া যাহাতে চন্দ্রগুপ্ত এবং চাণক্য এই উভয়ের মধ্যে বৈর সঙ্ঘটিত হয়, তৎসাধনার্থ বিরাধগুপ্তকে পুনরপি কুসুমপুরে প্রেরণ করিলেন। এই সময়ে কোন এক পুরুষ কতিপয় মহামূল্য আভরণ লইয়া রাক্ষসের নিকট বিক্রয়ার্থ সমুপস্থিত হইল। অমাত্য সে গুলি অতীব উৎকৃষ্ট বলিয়া ক্রয় করিলেন। তাহাতে আর অণুমাত্র সংশয় নাই।

বহুকাল হইতে কুসুমপুরে এইরূপ প্রথা ছিল যে তথাকার অধিবাসীগণ শরৎকালে কৌমুদী মহোৎসব নামক পর্ব্বোপলক্ষে পরম প্রমোদ অনুভব করিত। অনন্তর শরৎকাল সমাগত হইলে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত কৌমুদীমহোৎসবকালীন কুসুমপুরের রমণীয় শোভা সন্দর্শনাভিলাষে সুগাঙ্গ নামক প্রাসাদশিখরে আরোহণ করিলেন। তাহার পর নরনাথ চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সমীপস্থিত কঞ্চুকীকে কহিলেন, “আর্য্য বৈহীনরে! কুসুমপুরে এখনও কেন কৌমুদীমহোৎসব আরম্ভ হয় নাই?” কঞ্চুকী নিবেদন করিলেন, “মহারাজ, এ বারে কৌমুদীমহোৎসব উপলক্ষে কোন প্রকার আমোদ প্রমোদ হইবে না।” তাহা শ্রবণ করিয়া রাজা কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, “এই রমণীয় মহোৎসব চাণক্য কর্ত্তৃক ত প্রতিষিদ্ধ হয় নাই?” কঞ্চুকী কহিল, “নরনাথ, চাণক্য ব্যতীত আপনার শাসন লঙ্ঘনে আর কাহার সাহস?” রাজা কহিলেন, “তবে আর্য্য চাণক্যকে ডাকিয়া আন।” তদনন্তর কঞ্চুকী চাণক্য ভবনে উপনীত হইয়া তাঁহাকে নিবেদন করিল, “আর্য্য, আপনার পাদপদ্মে প্রণিপাত করিয়া নরপতি চন্দ্রগুপ্ত আপনকার পাদপদ্ম সন্দর্শনসুখ প্রার্থনা করিতে-

সমক্ষে সমুপস্থিত হইলে, মহীপতি জিজ্ঞাসিলেন, "আর্য্য, কৌমুদীমহোৎসব বন্ধ রাখার আবশ্যকতা কি দেখিলেন?" চাণক্য কহিলেন, "আবশ্যক না হইলে অনর্থক কোন কার্য্যে চাণক্য প্রবৃত্ত হইবার নহে।" নৃপতি বলিলেন, কারণ টা কি? তাহা কি শুনিতে পাই না?" চাণক্য প্রত্যুত্তর করিলেন, "তোমার ত সমুদায় কার্য্যভার সচিবের উপর, তবে এক বিষয়ে এত পীড়াপীড়ি কেন?" ভূপতি কহিলেন, "সর্ব্বতোভাবে যদি আমাকে আপনার অধীন হইয়া চলিতে হইল, তাহা হইলে এ আর আমার রাজত্ব করা নহে?"

চাণক্য বলিলেন, "যদি কষ্ট বোধই হয়, আপনিই সকল কার্য্য ভার গ্রহণ কর, আমি অবসর লইতেছি।" এইং বলিয়া তিনি ক্রোধভরে তথা হইতে চলিয়া গেলেন। তাঁহার প্রস্থানের পর চন্দ্রগুপ্ত বলিলেন, "আর্য্য বৈহীনরে, প্রজা মধ্যে ঘোষণা করিয়া দিন, যে আজ হইতে চাণক্যকে অবসৃত করিয়া আমিই সমুদায় কার্য্য ভার গ্রহণ করিলাম।" নরনাথ কঞ্চুকীকে এইরূপ আদেশ করিয়া শয়নভবনে গমন করিলেন।

একদা ভাগুরায়ণ কুমার মলয়কেতুকে বলিলেন, "কুমার অমাত্য রাক্ষসের চাণক্যের সহিতই বদ্ধমূল বৈর, চন্দ্রগুপ্তের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ বুদ্ধি বলবতী নহে। আমি বোধ করি যদি চাণক্যের সহিত চন্দ্রগুপ্তের অসদ্ভাব উপস্থিত হইয়া, চাণক্য সচিব পদচ্যুত হয়, তাহা হইলে রাক্ষস নন্দকুলে ভক্তি বশতঃ চন্দ্রগুপ্ত নন্দবংশীয় বিবেচনায়, উহাঁর সহিত মিলিত হইতে পারে। চন্দ্রগুপ্তও রাক্ষস কুলক্রমাগত অমাত্য বলিয়া তাঁহার গ্রহণ বিষয়ে সন্দেহ করিবেন না।" এইরূপ কথোপকথনের পর ভাগুরায়ণ এবং মলয়কেতু উভয়ে রাক্ষসভবনে উপনীত হইলেন। ঠিক সেই সময়েই করভক নামে জনৈক রাক্ষস প্রণিধি কুসুমপুর হইতে আসিয়া চাণক্য এবং চন্দ্রগুপ্তের বিবাদ বিবরণ বিবৃত করিতেছিল। রাক্ষস মলয়কেতুকে সমাগত দেখিয়া কহিলেন, "কুমার, এক্ষণে আর কালহরণের প্রয়োজন নাই, যুদ্ধার্থ বিজয় যাত্রা করুন।" মলয়কেতু জিজ্ঞাসিলেন, "কেন? শত্রুদিগের কোন বিপদ বার্ত্তা শুনিয়াছেন না কি?" রাক্ষস বলিলেন, বড়ই সুবিধা হইয়াছে; চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যকে দূর করিয়া দিয়াছে।" মলয়কেতু কহিলেন, "যদি আক্রমণের অবসর উপস্থিত হইয়াছে, তবে কেন মিছা মিছি বসিয়া থাকা যায়।" রাক্ষস বলিলেন, "তবে আচার্য্যের নিকট শুভলগ্ন স্থির করিয়া যুদ্ধার্থ নির্গত হওয়া যাউক।"

যৌবনের আশা।

(১)

যৌবনের তরুণ ভাস্করে
হৃদিসরে কত ফুল ফুটে।
বাসনার দৃঢ় আকর্ষণে
কত আশা উথলিয়া উঠে ॥
সুখ চিন্তা, মলয় অনিল
নীরবেতে ধীরি বহি যায়।
মনোহর উজ্জ্বল রঙের
সাজাইয়া তরঙ্গ মালায়।
কতক্ষণ এসকল জাগ্রত স্বপন?
এই আছে—এই কোথা করেছে গমন ॥

(২)

ফুল গুলি পড়ে ঝরে ঝরে
আশা পুনঃ হৃদে মিশে যায়।
ঢাকে রবি নিরাশার মেঘে,
নাহি বহে মলয়ের বায়।
সংসারের দারুণ যাতনা
ভয়ঙ্কর ঝটিকা সমান,
হৃদিসরঃ করি তোল পাড়
তুলে দেয় ভীষণ তুফান ॥
জীবনের জীর্ণতরী হয় আন্দোলিত
মুহূর্ত্তে হইবে মগ্ন সতত ত্রাসিত।

(৩)

এইত রে সংসারের গতি
মিশামিশি আশা নিরাশায়।
এইত রে উঠে ইন্দ্রধনুঃ
পুনঃ তাহা কোথা মিশে যায়!
নিশাতে হাসিয়া উঠে তারা,
প্রভাতে কাঁদিয়া মুখ ঢাকে।
গায় পিক বসন্ত আগমে,
বরিষায় নীরবেতে থাকে।
ইহাদের এ নিরাশা নহে চিরদিন
যৌবনের আশা চির, হৃদয়ে বিলীন ॥

(৪)

নিরাশার মেঘের মাঝারে
কল্পনা-বিজলী খেলা করে,
সুখের প্রদীপ নিবে যায়
স্মৃতি তবু জলে প্রাণান্তরে ॥
ভেঙ্গে যায় সাধের স্বপন
থাকে হৃদে তবু কথা কত।
সে সমস্ত ক্রমে চলি যায়
রাখি শুধু দুঃখ রাশি যত ॥
যৌবনের যত আশা মরীচিকা প্রায়।
বাসনা-চালিত তাই মানবে ভুলায় ॥

নূতন সংবাদ।

১। সেন্টপিটার্সবর্গের কতকগুলি মহিলা, সভা করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাঁহারা ২৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিবাহ করিবেন না। আজি কালি যেরূপ বিবাহ-বিভ্রাট ঘটিয়াছে, তাহাতে হিন্দু-মহিলাগণের এরূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হওয়া বিধেয়।

২। ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার হইয়াছেন। বাঙ্গালীর পক্ষে এ পদ এই প্রথম।

৩। এবারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দান কার্য্য সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে; বড় লাট, ছোট লাট, চিফ-জষ্টিস সকলেই উপস্থিত ছিলেন। কুমারী কামিনী সেন ও প্রিয়ম্বদা দত্ত গাউন পরিয়া ও স্ত্রীলোকের টুপি মাথায় দিয়া যখন বি এ উপাধির ডিপ্লোমা লইলেন, তখন চারিদিকে মহোল্লাসধ্বনি হইল। লর্ড ডফরিণ তাঁহাদিগকে নিকটে ডাকিয়া সমাদর প্রকাশ করিলেন।

৪। চুঁচুড়ার নিকট হুগলি সেতু প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার উপর দিয়া শীঘ্র রেলগাড়ী যাইবে।

৫। ইটালী ও সিসিলী দ্বীপ একটী সেতুদ্বারা সংযুক্ত হইতেছে।

৬। ত্রিপুরায় এক প্রকার বৃক্ষ আছে, তাহার বল্কল রুটির ন্যায় সুস্বাদু।

৭। মৃত জেনারল গ্রাণ্টের বিধবা পত্নী তাঁহার স্বামীর বিগত যুদ্ধের ইতিহাস, নামক পুস্তকের মূল্য দেড় লক্ষ টাকা পাইয়াছেন।

৮। লেডি ডফরিণ ফণ্ডের সাহায্যার্থে ডুমরাওনের মহারাজ ৫০০০ ও তাঁহার পত্নী ৫০০ টাকা দিয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। অষ্টাদশ মহাবিদ্যা—শ্রীগোবিন্দমোহন রায় বিদ্যাবিনোদ বারিধি কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত, মূল্য এক টাকা মাত্র। চারি বেদ, ছয় বেদাঙ্গ, চারি উপবেদ এবং পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা ও ধর্ম্মশাস্ত্র এই অষ্টাদশ মহাবিদ্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তাৎপর্য্য সহিত ইহাতে লিখিত হইয়াছে। ইহার ভাষা যেরূপ বিশুদ্ধ, ইহার লিখন প্রণালী সেই রূপ সুন্দর। গ্রন্থকার এই পুস্তক প্রণয়নে যে বিস্তর পরিশ্রম স্বীকার ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দান করিয়াছেন, তাহা ইহার পাঠে বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হয়। গুলি হৃদ্য হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রানুসন্ধায়ী মাত্রেরই এ পুস্তক পাঠ করা কর্ত্তব্য।

২। সাবিত্রী—সাবিত্রী লাইব্রেরী হইতে শ্রীগোবিন্দলাল দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত মূল্য ১৷০ আনা। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ সাবিত্রী লাইব্রেরীর গত ছয় বার্ষিক অধিবেশনে যে সকল বক্তৃতা হইয়াছে, তাহা এবং এই লাইব্রেরীর পুরস্কৃত কয়েকটী নারী রচনা লইয়া এই ২৬০ পৃষ্ঠা পরিমিত বৃহৎ ও সুন্দর পুস্তক খানি প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গসাহিত্য সংসারে সুপরিচিত অনেক মহোদয়ের লিখিত চিন্তাগর্ভ প্রবন্ধ ইহাতে আছে এবং তন্মধ্যে অনেক গুলি হিন্দুনারী ও হিন্দুসমাজ সম্বন্ধীয়। এরূপ পুস্তক সর্ব্বসাধারণের বিশেষতঃ নারীগণের

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीयातियत्नतः।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৬২ সংখ্যা | মাঘ ১২৯৩—ফেব্রুয়ারি ১৮৮৭। | ৩য় কল্প ৩য় ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

আনন্দোৎসব—মহারাণীর অর্দ্ধ শতাব্দী রাজত্বের স্মরণার্থ উৎসব আগামী ১৬ই ফেব্রুয়ারি বুধবার রাজধানীতে সম্পন্ন হইবে। এই উৎসবে খুব ঘটা হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু এতদুপলক্ষে স্থায়ী সাধারণ হিতকর কোন কার্য্যানুষ্ঠান হয়, ইহা নিতান্ত প্রার্থনীয়। একটী শিল্পবিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। আমরা স্থানান্তরে মহামাননীয়া লেডী ডফারিণেরও একটী সৎপ্রস্তাব সাদরে পত্রিকাস্থ করিলাম, পাঠক পাঠিকাগণ তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন।

ছাত্রীমন্দির—কেম্ব্রিজ নিউহাম দুইটী কলেজ আছে, অক্সফোর্ডে লেডী মারগারেট ও সমারবিল হল নামেও দুই কলেজ আছে। অক্সফোর্ডে অল্পব্যয়ে শিক্ষা বিধানার্থ আর একটী নূতন ছাত্রীমন্দির খুলিয়াছে।

বঙ্গদেশের ছোটলাট—আগামী মার্চ্চ মাসে সার রিবার্স টমসনের শাসনকাল পূর্ণ হইবে, তিনি ষ্টুয়ার্ট বেলির হস্তে রাজ্যশাসন ভার দিয়া ৩রা এপ্রেল সপরিবারে স্বদেশ যাত্রা করিবেন।

দান—গৌরীপুরের জমিদার বিশ্বেশ্বরী দেবী ঢাকা ইডেন স্কুলে হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

গোলকুণ্ডার হীরক—গোলকুণ্ডা

ইহা হইতে সম্প্রতি এক খণ্ড হীরক পাওয়া গিয়াছে, বিলাতে উহার মূল্য ৩ লক্ষ পৌণ্ড অর্থাৎ ৩৬ লক্ষ টাকার অধিক স্থির হইয়াছে।

জাপান রাজ্ঞীর বিলাসিতা—ইহার মুকুট ৬০০ খণ্ড উজ্জ্বল মণিতে শোভিত, পরিচ্ছদও তদনুরূপ মহামূল্য। ইঁহার সহচরীবর্গকে মেমের পোষাক পরিবার অনুজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে এবং বিলাত হইতে করমাস্ দিয়া পোষাক আসিতেছে।

আশ্চর্য্য পূর্ব্বানুরাগ—মার্ডি এলেন নাম্নী এক যুবতী ও জর্জ হাজলিট নামে এক যুবক পিপের ভিতরে বসিয়া নায়গ্রা জলপ্রপাত বাহিয়া নিরাপদে ভূমিতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বিবাহের এই পূর্ব্বানুষ্ঠান সম্পন্ন করিয়া এখন তাঁহারা বিবাহিত হইতে চলিয়াছেন।

মা।

যেমন সমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃত, সেইরূপ অনন্ত ভাষা-সাগর মন্থন করিয়া 'মা' শব্দ। কবির কল্পনায় এতদপেক্ষা মিষ্টতর চিত্র আর নাই। মানব হৃদয়ে এতদপেক্ষা শান্তির স্থান নাই। 'মা' জননী, গর্ভধারিণী, প্রসূতি; তোমার চরণে কোটি কোটি প্রণাম। 'মা' 'মা' মা, তোমায় ডাকি—এক বার ডাকি, দুই বার ডাকি, দশ বার ডাকি, ডাকিয়া ডাকিয়া কণ্ঠ রোধ হয়, কিন্তু মন তৃপ্ত হয় না; ইচ্ছা হয় আবার ডাকি। তোমায় যতই ডাকি, হৃদয়তন্ত্রী ততই তানে তানে নৃত্য করিতে থাকে, শরীর আনন্দে স্ফীত হইতে থাকে, মন শান্ত রসে পূর্ণ হয়। যখন দুরন্ত অপরিহার্য্য সংসারে চিরপরিবর্ত্তনশীল কঠিন নিয়তি চক্রের আবর্ত্তে নিষ্পেষিত হইয়া পৃথিবী শূন্য ও অন্ধকারময় বোধ হয়, চরণযুগল অবসন্ন হয়, জীবন ভারবহ বোধ হয়; দুরবস্থা-গ্রস্ত দেখিয়া বন্ধু বান্ধব প্রস্থান করে; তখন অবসন্ন হইয়া জিহ্বাগ্রে সেই সুধা-পূর্ণ নাম উচ্চারণ করিবা মাত্র, যন্ত্রণার লাঘব হয়, মনে হয়, ওঃ আমার একজন আপনার আছে যে কোন সময়ে আমাকে পরিত্যাগ করিবে না—করিতে পারিবে না। বিপদ হউক, সম্পদ হউক, সুখ হউক, দুঃখ হউক, কীর্ত্তি হউক, অকীর্ত্তি হউক, সে জন কখনও পরিত্যাগ করিবে না—করিতে পারিবে না। সে বিপদে তাহার বক্ষে স্থান দিবেই, সে যে প্রমোদে হর্ষ, বিষাদে শান্তি। আহা যে মূর্ত্তি দেখিলে সংসারের দুর্ব্বিষহ উত্তাল তরঙ্গমালাকে দেখিয়া ভয় হয় না, মন প্রাণ আনন্দে মাতিয়া যায়; এমন মূর্ত্তি আর কি আছে? 'মা' এমন মধুর নাম আর সংসারে নাই। আবার

আপনাকে ভুলিয়া ঐ নামের সুধা-সাগরে ডুবিয়া থাকি।

ওগো মা, মাগো, তুমি সুন্দর; অতি সুন্দর, সুন্দর হইতে সুন্দর, সুন্দরতম। তুমি মধুর, তুমি অত্যন্ত মধুর। তুমিই শান্তি, সংসারে তুমিই সত্তা, তুমিই সার, তোমার কথা কি লিখিব, কি বলিব---কি বলিয়া তোমার অনন্ত শক্তিকে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিব?

যখন তোমাকে একমনে ডাকি, তখন আর আমাতে আমার অস্তিত্ব থাকে না। যখন ভাবি এ দেহ কোথা হইতে আসিল, কেমন করিয়া গঠিত হইল, আমাকে এ বিশ্ব সংসারের নানা প্রকার আশ্চর্য্য বস্তু ভোগ করিবার উপযুক্ত কে করিল? কে আমার সুখের জন্য, আমার মঙ্গলের জন্য, আমার পুষ্টিসাধনের জন্য সর্ব্বপ্রকার কষ্ট ও অসুবিধা হাসিতে হাসিতে সহ্য করিয়াছেন, তখন আর আমি কেহ ইহা বলিয়া অহঙ্কার থাকে না। মা তুমিই স্বর্গ, তুমিই পৃথিবী, তুমিই সব, আমিও তুমি. তোমার চরণে কোটী কোটী প্রণাম করি। সংসারে তোমার উপমা নাই, বক্তার তোমায় ব্যাখ্যা করিবার শক্তি নাই, তোমার মহিমা গান করিতে মানবীয় ভাষা সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ।

মানব গন্তব্য পথে যাইতে যাইতে স্খলিতপদ হয়, লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া ভূতলে নিপতিত হয়, হতচেতন হইয়া ধূলায় লুণ্ঠিত হয়, ভীষণ আকার দেখাইয়া চতুর্দ্দিক বেষ্টন করে; তখন মানব অবলম্বন বিহনে উঠিতে পারে না। তাহার পতন দেখিয়া বন্ধুবর্গ পরিত্যাগ করে, কেহ কেহ বা কৌতুহলচ্ছলে করতালিই দিতে আরম্ভ করে, কেহ বা আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে, কেহ কেহ বা সুযোগ পাইয়া তাহার সং নাম ধন মান প্রভৃতি বা পায়, লুণ্ঠনে রত হয়। ভ্রাতা ভগ্নী মনে করে এ অপদার্থ ভ্রাতার দ্বারা আর উপকারের সম্ভাবনা কি? জীবনের অর্দ্ধ অঙ্গ পত্নীও মুখ ফিরাইয়া বসেন, এমন কি পরমারাধ্য পিতাও পুত্রের পতন দেখিয়া দেশময় তাহার নিন্দাবাদ শুনিয়া পুত্রকে অকর্ম্মণ্য মনে করিয়া তাহার উপর বীতরাগ হন, কিন্তু মাতা ও মাতার স্নেহ সর্ব্ব সময়ে একরূপ গভীর, অচঞ্চল ও অক্ষয়, মাতার সে বিপদের কথায়, প্রিয় প্রাণাধিক পুত্রের অমঙ্গল সংবাদে স্নেহ শত গুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। তিনি তখন মনে করেন আহা পুত্র আমার স্খলিতপদ হইয়াছে, ভগ্ন মনোরথ হইয়া না জানি সে এখন কি প্রকার দারুণ যন্ত্রণাই বা ভোগ করিতেছে! কত ক্লেশ, কত পরিশ্রম, কত আয়াস স্বীকার করিয়া এতদিন অগ্রসর হইয়া এক্ষণে হঠাৎ বাছার সমুদায় শ্রম পণ্ড হইল, তাহার মনে আজ কত না কষ্টের ঢেউ উঠিতেছে! সন্তানের শরীর যে মাতার শোণিতে গঠিত, সুতরাং পুত্রের কষ্ট মা না বুঝিলে

কথা শুনিবা মাত্র মাতার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হয়, তিনি কোন মতে নিশ্চেষ্ট হইয়া ধৈর্য্য ধরিতে পারেন না। তখন তিনি যে স্থানে যে প্রকার অবস্থায় থাকুন, দৌড়িয়া পুত্রের নিকটে যাইবেন, সমুদয় বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিবেন, অপত্যস্নেহে ডুবিয়া কায়মনে পুত্রের বিপদ ভঞ্জনের উপায় চেষ্টা করিবেন। তখনকার তাঁহার সে গতির সম্মুখে পর্ব্বতও নিজবক্ষঃ বিদারণ করিয়া পথ না দিয়া থাকিতে পারে না। পুত্র বিপদে পড়িয়াছে, পতন জনিত দুর্ব্বিসহ কষ্ট ভোগ করিতেছে; তখন কি আর মাতা স্থির থাকিতে পারেন? মাতা সেই বিপন্ন পুত্রের 'মা' 'মা' ধ্বনি শুনিয়াছেন, তিনি তাহার মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছেন, তিনি তখন আর কিছু চাহেন না আর কিছুর প্রার্থনা রাখেন না, কেবল মাত্র তখন তাঁহার প্রাণের পুত্রকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার মানস করেন। তখন তাঁহার নিকট সংসারের সমুদয় একদিকে, আর পুত্রের উদ্ধার অন্য দিকে। তাঁহার প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের হৃদয়, শরীরের শোণিত পুত্র বিপদে পড়িয়াছে, তখন তিনি আর কি চাহিবেন?

মা! তুমি মূর্ত্তিমতী ভালবাসা, তুমি মূর্ত্তিমতী শান্তি। আমার মা, আমার জননী, আমি যে দিন তোমার জরায়ু হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, তুমি সেই দিন হইতে প্রাণপণে শত সাবধানে করিয়াছ। কিন্তু আমি অধম, আমি অকৃতি, আমি বোধশূন্য পাগল, আমি তোমার অযোগ্য পুত্র, তোমার কিছু করিতে পারিলাম না। সংসারে আসিয়া কত লোককে হাসাইলাম, কত লোককে কাঁদাইলাম, কত লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইলাম, কিন্তু কৈ গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে পারিলাম কৈ? মা! তোমায় ডাকি, তোমায় প্রাণ ভরিয়া ডাকি, ডাকিলে তাহাতে হৃদয় শীতল হয়। তোমায় দেখি, হৃদয় ভরিয়া দেখি, তোমায় দেখিয়া আশা মিটে না। তোমাকে দেখি, দেখিয়া শিক্ষা করি, তুমি শিক্ষার স্থল, তুমি শান্তির স্থল, তুমি বিশ্রামের স্থল, তুমি জীবন-বালুকারণ্যে মরুদ্বীপ, তোমাতে বিশ্ব দয়া লুক্কায়িত রহিয়াছে। তোমাতে যাহা নাই, সংসারে তাহা অপ্রাপ্য। সংসারে তোমার অকৃত্রিম প্রেম ছাড়া আর কি আছে মা। পর্ব্বতে, কাননে, প্রান্তরে, গ্রামে, নগরে, রাজপ্রাসাদে, পর্ণ কুটীরে, সাহিত্যে, ব্যাকরণে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, ইতিহাসে, ভূগোলে, খুঁজিয়াছি মা, কিন্তু তোমার ও শান্তিদায়িনী মূর্ত্তির তুলনা কোথায়ও খুঁজিয়া পাই নাই মা। কোথাও এপ্রকার সুধার ভাণ্ডার আর দেখি নাই মা, সংসারে তোমার ন্যায় আপনার আর কেহ দেখিলাম না মা। দেখিলাম, সংসার অসার, সার মাত্র মাতৃস্নেহ। দেখিলাম সংসার অকূল সমুদ্র, মাতৃস্নেহ

বিন্দু মাত্র হ্রাস হইলে মানুষ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, চন্দ্র, সূর্য্য, খসিয়া পড়িবে, পৃথিবী অতল সমুদ্র গর্ভে ডুবিয়া যাইবে, সৃষ্টি নাশ হইবে, মহা প্রলয় উপস্থিত হইবে, আর কি হইবে তাহা কল্পনাতীত।

সংসারে যে জন এ অমৃত রসাস্বাদনে বিমুখ, এ শান্তিমূর্ত্তি প্রাণ ভরিয়া দেখিতে অপারগ, তাহার পাপ চক্ষু, সে স্বর্গীয় বিচিত্র দৃশ্য দেখিবার অনুপযুক্ত, সে অত্যন্ত দুর্ভাগ্য সন্দেহ নাই। যে জন দুরদৃষ্টক্রমে বাল্যকালেই মাতৃস্নেহে বঞ্চিত হইয়াছে, সে সংসারে অত্যন্ত অসুখী। মাতার স্নেহে বঞ্চিত, মাতার দয়ায় বিমুখ, যে মাতাকে শান্তিময়ী মূর্ত্তি বলিয়া দেখিতে সক্ষম হয় নাই, সে পৃথিবী মায়া কাননে, যাহা কিছু দেখিবার আছে তাহা দেখে নাই, যাহা কিছু শুনিবার আছে তাহা শুনে নাই, যাহা কিছু ভোগ করিবার আছে, তাহা ভোগ করে নাই। সে একবার দুইবার শতবার দুরদৃষ্ট লোক, আমি তাহার জন্য দুঃখিত, জগৎ তাহার দুঃখে সমদুঃখী হউক।

মাতার স্নেহ ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ আশীর্ব্বাদ, ইহা স্বর্গের পারিজাত, সংসারে ইহার উপমা নাই, ইহা প্রেমের জলন্ত জীবন্ত দৃষ্টান্ত। মনুষ্য এই প্রেম লইয়া অসাধ্য সাধিতে পারে। মায়ের প্রেম হইতে বঞ্চিত হওয়াও যা, ঈশ্বরের প্রেম হইতে বঞ্চিত হওয়াও তাই, অতএব এ স্নেহে যে বঞ্চিত, সে দুর্ভাগ্য নহেত কি? মানব! শান্তি চাও, শিক্ষা চাও, ভক্তি চাও, প্রেম চাও, মায়ের নিকট যাও, তাহার চরণে লুটাইয়া পড়, আপনাকে ভুলিয়া সে প্রেমে ডুবিয়া যাও—জ্ঞান চক্ষু প্রস্ফুটিত হইবে, হৃদয় মধুময় হইবে, সংসারে যাহা চাও মিলিবে, অনন্ত অমৃতধামের শত দ্বার তোমার নিকট উন্মুক্ত হইবে।

গৃহিণী।

সংসারাশ্রমের মূলবন্ধন গৃহিণী। এই মূলবন্ধনটি যতই পাকা পোক্ত হইবে, গৃহীর গৃহস্থাশ্রমও ততই অটুট হইবে। যে গৃহের গৃহিণী পাকা, সে গৃহের পরিবারেরা অল্প আয়েও অল্প ব্যয়ে অনন্ত সুখ সম্ভোগ করে। আর, যথায় গৃহিণী কাঁচা, তথায় অজস্র আয়ে অর্থাৎ যথায় গৃহিণীর গৃহিণীপনায় এক তিলেরও অপচয় নাই, তথায় (আয় যতই সঙ্কীর্ণ হউক না কেন) একবিন্দুর অভাব নাই।

গৃহিণী গৃহলক্ষ্মী না হইলে, গৃহের লক্ষ্মী অকূলে কর্ণধারহীন তরীর ন্যায় নিমগ্ন হন। সংসারের সহিত মনুষ্যকে

বন্ধন স্বরূপ। মনুষ্য এই প্রাণময় সূত্রদ্বারা প্রতিনিয়ত ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডপতির সহিত সম্বদ্ধ হইতেছে সুতরাং এই প্রাণময় মণি হইতে এক কণা বিচ্ছিন্ন হইলে জগতের সহিত মনুষ্যের সম্বন্ধও সেই পরিমাণে বিচ্ছিন্ন হয়। এই জন্যই দেখিতে পাই যে, যথায় নিত্য অপচয়, তথায় নিত্য হাহাকার।

গৃহস্থাশ্রম সকল আশ্রমের আশ্রয়, এই জন্যই ইহা শ্রেষ্ঠাশ্রম। এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদে যিনি অধিষ্ঠিত হইবেন, যিনি সর্ব্বপ্রাণীর জননীরূপে সংসারের বালক বৃদ্ধ যুবা, অতিথি অভ্যাগত, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ, তরু লতা (এক কথায় "আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত") সকলের তৃপ্তি সাধন করিবেন, সেই সর্ব্বপ্রাণময়ী গৃহিণীর সকল পদার্থে কিরূপ টান ও কিরূপ দৃষ্টি থাকা উচিত তাহা বুঝাইবার জন্য এ স্থলে একটি গল্প উদ্ধৃত করিলাম; যাঁহারা ভবিষ্যৎ গৃহিণীপদের জন্য এখন হইতে প্রস্তুত হইতেছেন, তাঁহারা এই গল্পটির মর্ম্ম হৃদয়ে ধারণ করুণ।

গোমিনী বৃত্তান্ত।—(১)

দ্রাবিড় দেশে কাঞ্চী নামে এক নগর আছে। তথায় বহুকোটী ধনের অধীশ্বর শক্তিকুমার নামে এক শ্রেষ্ঠিকুমার বাস করিতেন। যখন তাঁহার বয়স প্রায় আঠার বৎসর, তখন তিনি এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন যে, যাহাদের ভার্য্যা নাই অথবা গুণবতী ভার্য্যা নাই, তাঁহাদের সুখ নাই। অতএব আমি কিরূপে গুণবতী ভার্য্যা লাভ করি। অগ্রে মনোনীত করিয়া যে ভার্য্যার ঘটকতা করে, তাহাতে আপনার মনের মত গুণ সম্ভবে না। তিনি এইরূপ বিবেচনা করিয়া দৈবজ্ঞবেশ ধারণ করিলেন, এবং উত্তরীয়প্রান্তে যৎকিঞ্চিৎ ধান্য বন্ধন করিয়া পৃথিবী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যাঁহাদের কন্যা আছে, তাঁহারা তাঁহাকে লক্ষণজ্ঞ বিবেচনা করিয়া আপন আপন কন্যার লক্ষণ দেখাইতে লাগিলেন। তিনিও কোন সুলক্ষণা কন্যাকে দেখিলেই বলিতেন, "ভদ্রে! এই যৎকিঞ্চিৎ ধান্য দ্বারা আমাকে পরিতোষ পূর্ব্বক অন্ন ভোজন করাইতে পার?"। তাঁহার এই কথায় সকলেই তাঁহাকে পাগল বলিয়া উপহাস করিয়া তাড়াইয়া দিত। তিনিও এইরূপে এক গৃহ হইতে অন্য গৃহে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

একদা তিনি শিবিদেশে আসিয়া কাবেরী নদীর দক্ষিণ তীরে কোন নগরে দেখিলেন,—একটী কন্যা তাঁহার পিতামাতার কাছে বসিয়া আছেন, তাঁহার

(১) সংস্কৃত "দশকুমারচরিত" নামক গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত। কোন ব্রহ্মরাক্ষস মিত্রগুপ্ত নামক এক ব্যক্তিকে প্রশ্ন করিল,—"গৃহস্থের প্রিয় ও হিত কিসে হয়?" মিত্রগুপ্ত উত্তর করিলেন,—"গৃহিণীর গুণে"। তিনি এই কথা বলিয়া গোমিনী নাম্নী এক নারীর বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। এ স্থলে সেই বৃত্তান্ত (অনাবশ্যক অংশ পরিত্যাগ

কেবল জীর্ণ গৃহখানি অবশিষ্ট আছে তাঁহার অঙ্গে কয়েকখানি মাত্র অলঙ্কার আছে। তিনি সেই কন্যার প্রতি চক্ষু নিবিষ্ট করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, এই কন্যার আকারে সমস্তই সুলক্ষণ দেখিতেছি, এরূপ মধুর আকৃতি কদাচ তদনুরূপ চরিত্রে বর্জ্জিত হইতে পারে না। তথাপি অগ্রে পরীক্ষা না করিয়া বিবাহ করা উচিত নহে। কেন না যাহারা সবিশেষ বিবেচনা না করিয়া কার্য্য করে, তাহাদিগকে অবশেষে নিশ্চয় অনুতাপ পরম্পরা সহ্য করিতে হয়।

অনন্তর তিনি ঐ কন্যার প্রতি সুস্নিগ্ধ দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক কহিলেন, অয়ি কল্যাণি! এই ধান্যগুলি দ্বারা আমাকে উত্তম অন্ন ব্যঞ্জন ভোজন করাইতে পার?

তাহা শুনিয়া সেই কন্যা বৃদ্ধা দাসীর দিকে চাহিয়া সঙ্কেত করিলে, সে তাঁহার হস্ত হইতে সেই ধান্যগুলি লইয়া সুধৌত ও সুমার্জ্জিত বহির্দ্বারের বেদিকায় তাঁহার পাদোদক প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকে বসাইল। কন্যা সেই ধান্যগুলি লইয়া রৌদ্রে শুকাইয়া, কঠিন ও সমতল স্থানে রাখিয়া ওলট পালট করিয়া বাছিয়া লইলেন। অনন্তর সে গুলি ভানিয়া লইয়া তুষগুলি সেই দাসীর হস্তে দিয়া কহিলেন,—মা! এ সকল তুষে অলঙ্কার পরিষ্কার হয়, এজন্য স্বর্ণকারেরা ইহা কিনিয়া থাকে। আপনি পাইবেন, তাহাতে খুব ভিজাও নয়, খুব শুকানও নয় এরূপ কয়েকখানি কাষ্ঠ এবং অন্ন ভাত ধরে এরূপ একটা হাঁড়ি ও দুইখান শরা লইয়া আসুন। দাসী তাহাই করিল। অনন্তর কন্যা অনতিগভীর উন্নতমুখ দীর্ঘায়তন কাষ্ঠনির্ম্মিত উলূখলে (উথলীতে) খদির কাষ্ঠের মুষল দ্বারা সেই তণ্ডুল গুলি কাঁড়াইতে লাগিলেন। তিনি অঙ্গুলি দ্বারা বারংবার সেই তণ্ডুল গুলি উলটিয়া পালটিয়া কাঁড়াইয়া লইলেন। অনন্তর কুলা দ্বারা খুঁদ ও ধানের শোঁয়া প্রভৃতি উত্তমরূপে বাছিয়া ফেলিলেন। পরে সেই তণ্ডুল গুলি বারংবার পরিস্কৃত জলে ধৌত করিলেন। পরে চুল্লী পূজা করিয়া (২) তণ্ডুলের পাঁচগুণ উষ্ণ জলে সেই তণ্ডুল চড়াইয়া দিলেন।

অনন্তর তণ্ডুলগুলির অবয়ব কোমল ও ফুটন্ত হইয়া আসিলে, তিনি হাতা দিয়া সে গুলি নাড়িয়া চাড়িয়া যখন দেখিলেন সমস্ত অন্নই সমভাবে সুসিদ্ধ হইয়াছে, তখন জ্বাল কমাইয়া, এক খানি শরা হাঁড়ির মুখে ঢাকা দিয়া, মাড় গালিবার জন্য হাঁড়িটি আর

(২) স্ত্রীলোকেরা উনান ধরাইয়া তাহাতে পাকার্থ কোন ভক্ষ্য দ্রব্য চড়াইবার অগ্রে সেই ভক্ষ্য দ্রব্যের কিয়দংশ (অগ্রভাগ) জ্বলন্ত উনানে প্রক্ষেপ পূর্ব্বক ভগবান অগ্নির পূজা করে। অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া পাক কার্য্যে সুমঙ্গল করুন, ইহাই চুল্লী পূজার অভিপ্রায়

একখানি শরার উপর উবুড় করিয়া বসাইলেন।

যে কাষ্ঠগুলি সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হয় নাই, তিনি সে গুলি জল দিয়া নিভাইয়া স্বতন্ত্র রাখিলেন, এবং দগ্ধ কাষ্ঠগুলি নিভাইয়া কয়লা করিলেন। অনন্তর, সেই কয়লা গুলি, এবং কাঁড়াইতে তণ্ডুলের যে খুঁদ ও কুঁড়া বাহির হইয়াছিল, সে গুলি অতি যত্নে বৃদ্ধা দাসীর হস্তে দিয়া বলিয়া দিলেন,—মা! এই কয়লা ও খুঁদ কুঁড়া বেচিয়া যে কড়ি হইবে তাহাতে যথাসম্ভব শাক, ঘৃত, লবণ, দধি, তৈল, আমলক এবং তেঁতুল ক্রয় করিয়া আনুন! বৃদ্ধা সেই সকল আনয়ন করিলে, তিনি সেই যৎসামান্য শাক দ্বারা দুই তিন প্রকার ভাজি ও চাটনি প্রস্তুত করিলেন। অনন্তর ভিজা বালির উপর নূতন শরা রাখিয়া তাহাতে সেই ভাতের মাড় রাখিয়া, মৃদু মৃদু তালবৃন্তের বায়ু দ্বারা তাহা কিঞ্চিৎ শীতল করিয়া, তাহাতে লবণাদির সংযোগ করিয়া এক উপাদেয় পেয়া প্রস্তুত করিলেন (৩)। সেই আমলকও অল্প পেষণ করিয়া তাহা পদ্ম গন্ধ যুক্ত করিয়া রাখিলেন। পরে ধাত্রী দ্বারা সেই শ্রেষ্ঠিকুমারকে স্নান করিবার জন্য বলিয়া পাঠাইলেন।

স্নাতা পরিশুদ্ধদেহা ও পরিশুদ্ধচিত্তা শ্রেষ্ঠিদুহিতা স্বয়ং তাঁহাকে তৈল ও আমলক প্রদান করিলেন (৪)। শ্রেষ্ঠিকুমার তৈল ও আমলকে গাত্রমর্দ্দন করিয়া স্নান ও ইষ্টদেবতার পূজা করিয়া ধৌত ও সুমার্জ্জিত কুট্টিমে কাষ্ঠের পীঁড়ায় বসিলেন। কন্যা, প্রাঙ্গণের কদলীবৃক্ষ হইতে একখানি সমগ্র কদলীপত্রের এক তৃতীয়াংশ, যাহা খুব কচিও নয় খুব পাকাও নয়, এরূপ এক খণ্ড কাটিয়া তাহা ধৌত ও মার্জ্জিত করিয়া তাঁহার সম্মুখে পাতিয়া তদুপরি সেই জলধৌত শরা খানি স্থাপন করিলেন। শ্রেষ্ঠিকুমার শরাখানি স্পর্শ করিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কন্যা সেই মণ্ডনির্ম্মিত পেয়া সর্ব্বাগ্রে প্রদান করিলেন। তাহা পান করিবামাত্র তাঁহার সমস্ত শ্রান্তি দূর হইল, চিত্ত পুলকিত হইল, শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইল। তিনি সেই ভাবে ক্ষণকাল রহিলেন। অনন্তর কন্যা সেই তণ্ডুলের অন্ন দুই হাতা তাঁহার পাত্রে দিয়া তৎসঙ্গে কিঞ্চিৎ ঘৃত, সূপ, ভাজি ও চাটনি প্রদান করিলেন। হাঁড়িতে যে কটি অন্ন অবশিষ্ট ছিল তাহা তাঁহাকে দধি দিয়া ভোজন করাইলেন। পাত্রে কিঞ্চিৎ অন্ন অবশিষ্ট থাকিতেই তিনি ভোজনে

(৩) কিঞ্চিৎ অন্নের সহিত এমতে সৈন্ধবাদি সংযোগ করিলে উৎকৃষ্ট পেয়া প্রস্তুত হয়। অগ্নিদীপন, বাতাদির অনুলোম, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, গ্লানি, দৌর্বল্য, কুক্ষিরোগ প্রভৃতির উপশম ইত্যাদি

(৪) এখনকার সাবানের পরিবর্তে পূর্ব্বে গাত্রমর্দ্দনের জন্য পিষ্ট আমলক ব্যবহৃত হইত। ইহার মর্দ্দনে শরীরের নির্ম্মলতা, স্নিগ্ধতা, প্রভৃতি

সম্পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করিলেন এবং পানীয় চাহিলেন।

অনন্তর কন্যা একটি নূতন ভৃঙ্গারে সুবাসিত জল আনিয়া নল বিনির্গত ধারাকারে পাতিত করিতে লাগিলেন, তিনিও শরাখানি মুখে ধরিয়া সেই সুশীতল সুবাসিত নির্ম্মল জল আকণ্ঠ পান করিলেন। তিনি যখন মাথা নাড়িয়া নিবারণ করিলেন, তখন কন্যা পুনরায় আর একটি পাত্রে করিয়া তাঁহাকে আচমনার্থ জল দিলেন। বৃদ্ধা দাসী সেই উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার পূর্ব্বক ত্বরিত (টাট্‌কা) গোময় দ্বারা সুমার্জ্জিত কুট্টিমে একটি পরিষ্কৃত শয্যা পাতিয়া দিলে, তিনি তাহাতে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলেন, এবং পরম পরিতুষ্ট হইয়া সেই কন্যাকে যথাবিধি বিবাহ করিয়া স্বগৃহে আনয়ন করিলেন।

সেই শ্রেষ্ঠিকন্যা আলস্য-শূন্য হইয়া পতিসেবা ও পরিজন পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। সমস্ত গৃহকার্য্যই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দররূপে সম্পাদন করিতে লাগিলেন এবং স্বয়ং দয়া ও দাক্ষিণ্যগুণের আধার হইয়া সকলকেই বশীভূত করিলেন। তাঁহার পতিও তদীয় গুণে বশীভূত হইয়া সমস্ত পরিবারবর্গকে তাঁহারই পালনাধীন করিয়া পবিত্র ভাবে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের উপভোগ করিতে লাগিলেন।

পরেশনাথ দর্শন।

(২৬৪ সংখ্যা—২৭৮ পৃষ্ঠার পর।)

রাত্রি অবসান প্রায় হইলে মন্দিরের একজন রক্ষক আমার নিদ্রা ভঙ্গ করিল। উঠিয়া দেখি ৪ জন বেহারা ও ডুলি প্রস্তুত। আহারের জন্য পুরি ও তখনি আচার্য্যের গাভী দোহন করিয়া খানিকটা দুধ ও চিনি সঙ্গে লওয়া হইল। জীবনের নেতা ও গুরু প্রাণের দেবতাকে স্মরণ করিয়া পর্ব্বতারোহণে যাত্রা করিলাম; কিন্তু মধুবনের বায়ুতে ও পূর্ব্ব দিবসের অনভ্যস্ত পরিশ্রমে পথে অধিক দূর উঠিতে পারিলাম না। কতক ডুলিতে, আবার বেহারাদিগকে বিশ্রাম দিবার জন্য কতকদূর হাঁটিয়া উঠিতে লাগিলাম।

দূর হইতে পরেশনাথ একটী শৃঙ্গ বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক সেরূপ নহে। মধুবনের দক্ষিণদিকে একটী শৃঙ্গ, সেইটীতেই প্রথমে উঠিতে হয়; ইহার উচ্চতা অতি অল্প। সেটী হইতে নামিয়া দক্ষিণদিকে আর একটী অপেক্ষাকৃত

প্রথমটী অপেক্ষা অধিক। এই উভয়ের মধ্যে একটী সুন্দর উপত্যকা আছে, তাহার মধ্যে নামিবার সময় বোধ হয় যেন নিম্নে শত শত মল্লিকা ফুলের গাছ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া বহুদূর অবধি উপত্যকাটী রমণীয় করিয়া রাখিয়াছে। ঐগুলি আর কিছুই নহে প্রসিদ্ধ পরেশনাথ চা-বাগান। উপত্যকাটীর বিস্তার অধিক নহে, বোধ হয় ১৫০ গজ হইবে, কিন্তু দৈর্ঘ্যে ৩।৪ বা ততোধিক মাইল হইবার সম্ভাবনা। মধ্যে সাহেবদিগের বাঙ্গালা একটী ছোট পাহাড়ের উপর সুন্দরভাবে অবস্থিত। স্থানে স্থানে কুলিদিগের আবাস-কুটীর বন মধ্যে অর্দ্ধ লুক্কায়িত। অনতিদূরে নির্ঝরিণীর সুমধুর কোলাহল সেই গম্ভীর নির্জ্জনতা ভঙ্গ করিতেছে।—অতি রমণীয় স্থান।

প্রথম শৃঙ্গটী অধিক উচ্চ নয় বলিয়া তদুপরি উঠিবার পথও তত দুরারোহ নহে; আর চা-বাগানে ঘোড়া ও মানুষ সর্ব্বদা যাতায়াত করিবার সুবিধার জন্য ঐ পথের অবস্থা মন্দ নহে। কিন্তু চা-বাগান পার হইয়া দ্বিতীয় শৃঙ্গে উঠিবার পথ অপেক্ষাকৃত অধিক ঢালু ও দুরারোহ। উঠিবার সময় কুলিদিগের অতিশয় ক্লেশ হইতে লাগিল; এজন্য পুনঃপুনঃ ডুলি হইতে নামিয়া চলিবার চেষ্টা পাইলাম। কিন্তু সেরূপ দুর্ব্বল শরীরে তত কঠিন পথে একটু দূর চলিলেই পা অবশ হইয়া পড়ে, বুকে বেদনা হয়, হাঁপ লাগিতে থাকে ও পিপাসায় কণ্ঠ পর্য্যন্ত শুকাইয়া যায়। নিরুপায় দেখিয়া অগত্যা ডুলিতে বসিতে হইল।

এইরূপে কতক হাঁটিয়া কতক ডুলিতে কিয়দ্দূর উঠিলাম। পথের উভয় পার্শ্বে অবিচ্ছিন্ন বন—কোথাও নিবিড় অন্ধকারময়, কোথাও বা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার। মাঝে মাঝে নির্ঝরের পতন শব্দে সমস্ত বনভূমি প্রতিধ্বনিত হইতেছে। চারিদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে ঐ শব্দ শুনিয়া বড়ই দেখিতে ইচ্ছা হয়—কোথা নির্ঝর, কোথায় পড়িতেছে, কিরূপে পড়িতেছে। কিন্তু হায় সে আশা দুরাশা মাত্র। ঊর্দ্ধে কিয়ৎ পরিমাণ আকাশ, সম্মুখে ও পশ্চাতে পথের কিয়দংশ মাত্র, বামে ও দক্ষিণে গভীর বন,—এভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। অমাবস্থার অন্ধকারময়ী রজনীতে নিশাচর পক্ষীর রবের ন্যায়, কিম্বা স্বপ্নশ্রুত বংশীধ্বনির ন্যায়, নির্ঝরের ঐ পতন ধ্বনি সত্য সত্যই কর্ণে আঘাত করিতেছে, বন শব্দিত করিতেছে, গাছের পাতা লইয়া যেন খেলিতেছে, চারিদিকে বায়ু পরিপূর্ণ করিয়াছে—কিন্তু দেখা পাইবার উপায় নাই। কখন ঘুরিয়া এমন স্থানে উপস্থিত হই যে তথা হইতে শব্দ অতি দূরে বোধ হয়, আবার পরক্ষণেই যেন দ্বিগুণ উচ্চরোলে পতিত হইতেছে বোধ হয়।

পর্ব্বতের জীবনপ্রদ বায়ুতে প্রাণ পাইয়া আমাদের ন্যায় হীনপ্রাণ মানবের নিকট আপনার অপূর্ব্ব খেলা দেখাইতেছ ?—বাস্তবিক মনে হয় ঐ সব কোন পর্ব্বতবাসী গন্ধর্ব্ব বা অন্য দেবতার খেলা। এ পর্য্যন্ত কোন প্রকার জন্তু দেখিতে পাই নাই। গাছগুলিতে অনেক পাখী দেখিতে পাইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু একটীও দেখা গেল না। আমাদের বাম পার্শ্বে হঠাৎ একটী শব্দ হইল, যেন একটা জন্তু দৌড়িয়া পলাইল। বেহারাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে এখানে হরিণ, খরগোষ, সজারু, প্রভৃতি বিস্তর বাস করে। তাহারা বলিল "বাঘও আছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কখন কোন লোককে আক্রমণ করে নাই। বাবা পরেশনাথজির এমনি মহিমা যে তাহারা কখন কিছু বলে না।" তাহাদের সরল বিশ্বাসের কথা শুনিয়া আমি প্রীত হইলাম, বুঝিলাম যে এপথে সর্ব্বদা লোকজন যাতায়াত করে বলিয়া ঐ সকল আরণ্য জন্তু দূরে দূরে অবস্থিতি করে।

আর কিয়দ্দুর গিয়া আমরা অল্প নামিতে আরম্ভ করিলাম; আবার কি একটী উপত্যকায় যাইতে হইবে ? না। এইখানে শত এঞ্জিনের শব্দের ন্যায় কর্ণ বধির করিয়া একটী প্রস্রবণের শব্দ আসিতে লাগিল; বুঝিলাম উপত্যকা নহে, ঐ নির্ঝরের নিকট নামিতে পুস্তকে যাহা পড়িয়াছিলাম, কবিতায় যাহার বর্ণনা হৃদয় স্পর্শ করিত, ছবিতে যাহার শোভা দেখিয়া বিমুগ্ধ হইতাম, পদশ্বায় যে সৌন্দর্য্যের আভাস নয়ন মন আকর্ষণ করিয়াছিল, আর আজ এতক্ষণ যাহার কোলাহল মায়াময় রাজ্যের অস্ফুট সংবাদ আনিয়া আমায় পাগল করিতেছিল, সেই কবিতাময়ী কুহকিনী, নির্ঝরিণী এইবার সম্মুখে! হৃদয় যেন উথলিয়া উঠিল, কণ্ঠরোধ প্রায় হইয়া আসিল! অল্পক্ষণ পরেই নির্ঝরের নিকটে পৌঁছিলাম; আশ্চর্য্য! অপূর্ব্ব!! এ দৃশ্যের বর্ণনা অসম্ভব, কবিতা এখানে নিস্তব্ধ, ছবিতে প্রস্রবণের শব্দ নাই, উহা দেখাও যায় না। না দেখিলে, না শুনিলে, ঐ শব্দে কর্ণ বধির না হইলে, এ জল স্পর্শ না করিলে, প্রস্রবণ আভিধানিক শব্দমাত্র।

ডুলি হইতে নামিলাম, সেতুর উপর (রেলিং) ধরিয়া সম্মুখে তরুলতার কুঞ্জবনে পাথর, জল ও ফেনপুঞ্জের স্বর্গীয় খেলা দেখিতে লাগিলাম। জলের বিরাম নাই, শব্দের বিরাম নাই, সৌন্দর্য্যের সীমা নাই; চক্ষের পলক পড়ে না, শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ হয় না; ইন্দ্রিয়গণ স্ববশে ফিরে না; অতীত স্মৃতি ডুবিয়া গেল, বর্ত্তমান অনন্তে মিলাইল, কল্পনা দর্শনে পরিণতি পাইল। কবিত্ব নহে, এই অবস্থায় অনেকক্ষণ কাটাইয়া পরে চৈতন্য

নামিলাম,স্নান করিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু যে প্রবল স্রোত, কিরূপে সে বাসনা পূর্ণ করিব ভাবিয়া পাই না। অবশেষে দেখিলাম একখানি বড় পাথরের দুই ধার দিয়া তীরবেগে জল ছুটিয়াছে, হস্ত পদ রাখিবার যো নাই, কিন্তু তাহার সম্মুখে স্রোত কম। লাফাইয়া তাহার উপর বসিলাম ও সম্মুখের স্থির জলে স্নান করিলাম। এমন পরিস্কার ও এমন শীতল জলে আমি আর কখনও স্নান করি নাই। গদ্যময়প্রাণ,শুষ্কহৃদয়, বণিগ্‌বৃত্তি-পরায়ণ, স্বার্থপর লোকেরা কি বুঝিবে এই স্নানের মূল্য কত? রসায়নবিদ কৃশশরীর বৈজ্ঞানিক ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে অভিজ্ঞ হইলেও ভাবুক জনের নির্ঝর স্নানের মহিমা কি বুঝিবেন? পাঠিকা ভগিনি! বিশ্বাস করি তোমার চক্ষে ইহা অতি সুন্দর।

এইখানে দুধ ও রুটি আহার করিয়া ঐ বিমল জল অঞ্জলি অঞ্জলি পান করিলাম। প্রস্রবণটীর নাম "গন্ধর্ব্বলীলা।" যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য নিকটেই একটী কুঠরী আছে, এখন জঙ্গলে পুরিয়া গিয়াছে বলিয়া ভিতরে গেলাম না। আর নির্ঝরের প্রলোভন এত প্রবল যে অন্যদিকে মন গেল না। অপর সকলকে পথে অগ্রসর হইতে বলিলাম ও একজন কুলিকে সঙ্গে লইয়া নির্ঝরের ভিতর দিয়া তীরে তীরে পাথর হইতে পাথরে, কখন লাফ দিয়া, কখন লাঠিতে ভর দিয়া চলিতে লাগিলাম। ঝরণার জল কোথা হইতে আসিতেছে? কেন চলিয়াছে? কতদূর যাইবে?—কে বলিতে পারে! এই অভেদ্য অজ্ঞান অন্ধকারময় গভীর সমস্যা আমার নিকট নূতন বোধ হইল না। ইন্দ্রিয়-গোচর সেই জলস্রোতের ন্যায় মানবের জীবন স্রোত কোথা হইতে আসিল, কেন বহিতেছে, ও ইহার পরিণাম কি হইবে, এই প্রশ্নে গভীর অন্ধকারে অনেক দিন অনেক রজনী আত্মহারা হইয়াছি। এইরূপ চিন্তা ও কল্পনার সন্ধিস্থলে থাকিয়া কলের পুতুলের ন্যায় আমার সঙ্গীর অনুসরণ করিতেছিলাম, কতকদূর গেলে সে হাত ধরিয়া একটী নিবিড় ঝোপের ভিতর একটী সুঁড়ি পথ দিয়া বড় রাস্তায় আনিয়া তুলিল। কখন ডুলিতে বসিয়া আবার উঠিতে লাগিলাম।

পথ ক্রমে আরও কঠিন হইয়া আসিল; খুব উচ্চ, খুব বাঁকা, ও পিছল। সর্ব্বদাই বৃষ্টি হইতেছে, সেই জলে পথ ভয়ানক পিছল; সহজেই চলা কষ্টকর। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে কুলিরা চারি জনে এত ভার স্কন্ধে লইয়া উঠিতে লাগিল; একটীবারও পা পিছলাইতে দেখিলাম না। ইহারা অতিশয় সতর্কতার সহিত একটী পা ফেলিয়া তবে অপরটী তোলে, এবং হাতে একটী শক্ত লাঠি থাকে, তাহাতে ভর দিয়া শরীরের [illegible]

রাখে। পথের মোড় ফিরিবার সময় বিশেষ কষ্ট হয়; কেন না, একদিকে কিছুদূর উঠিয়া হঠাৎ একেবারে ঠিক্ তাহার বিপরীতদিকে উঠিতে হয়, সেই পাথ কয়েক হাত উঠিয়া আবার তাহার ঠিক্ বিপরীত দিকে উৰ্দ্ধ মুখে চলিতে হয়। ক্রমে যত উপরে উঠা যায়, বাঁকগুলি তত অধিক উচ্চ, দুর্গম ও ছোট হইয়া আসে। অনেক স্থলে এমন হয় যে উঠিতেও হাঁটু প্রায় বুকে আসিয়া ঠেকে, একবার গড়াইলেই সর্ব্বনাশ! ক্রমে দ্বিতীয় শৃঙ্গের প্রায় উপরে উঠিলাম। এখানে বড় গাছ বেশি নাই, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের চাঁই সকল বাহির হইয়া রহিয়াছে। পথ বড় বড় ঘাসে আবৃত, পিছল নাই, পরেশনাথের উচ্চ চূড়া এতক্ষণ পরে দেখা গেল। আমি উৎসাহে বলিয়া উঠিলাম "ঐ চূড়া দেখা যাইতেছে, আর বেশী দূর নাই।" তাহারা বলিল যে এখনও এক ক্রোশের অধিক বাকী। কিন্তু গম্য স্থান সম্মুখে দেখিয়া ও ঘাসের উপর চলিবার সুবিধা পাইয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল। কিছুদূর গিয়া আবার নামিতে হইল, এইবার তৃতীয় চূড়ায় উঠিবার পথ। এই উপত্যকাটী কিন্তু অতিশয় উচ্চ ও বস্তুতঃ ইহাকে উপত্যকা বলা যায় না। এখানহইতে একদিকে পর্ব্বত-শিখর, উপরে বিস্তীর্ণ আকাশ ও নিম্নে বামভাগে সুদূরব্যাপী সমতল-ক্ষেত্র, যেন অতি নিকটেই দেখা যাইতেছে। দেখিতে দেখিতে পরেশনাথ চূড়ার নিম্নদেশে উপস্থিত হইলাম। মধুবন হইতে এই স্থান ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে একটী সুন্দর অট্টালিকা আছে, তাহাকে পরেশনাথের বাঙ্গালা কহে। ইহার উত্তর, দাক্ষিণ ও পশ্চিম, তিন দিক খোলা,—উপরে অসীম আকাশ, নীচেও মেঘে আচ্ছন্ন আর একটী আকাশ, কিছুই দেখিবার যো নাই। পূর্ব্বদিকে পরেশনাথ, আকাশ দেখিবার যো নাই। বাঙ্গালাটী বেশ প্রশস্ত, অনেকগুলি বড় বড় ঘর আছে; শীতের আধিক্যবশতঃ প্রত্যেক গৃহের দেয়ালে অগ্নি রাখিবার স্থান ও চিমনি, তদ্ভিন্ন কয়েকখানা খাটিয়া ও চেয়ার আছে। সচরাচর একজন চাকর থাকে, প্রতি রাত্রি থাকিবার জন্য ভাড়া ১৲ টাকা করিয়া দিতে হয়। কিন্তু আমি তথায় কাহাকেও দেখিলাম না।

(ক্রমশঃ)

রমণীর কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

বাস ভবন—আমাদের দেশে আজ কাল পীড়ার অত্যন্ত আতিশয্য হইয়াছে। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে আমাদের বাসগৃহ সচরাচর যেরূপ প্রণালীতে নির্ম্মিত এবং আমরা আমাদের বাস-গৃহকে যেরূপ অবস্থায় রাখি, তাহা পীড়ার অন্যান্য কারণের মধ্যে প্রধান কারণ।

আবার বাসগৃহে সুন্দর প্রণালী ক্রমে দ্রব্যাদি রাখিলে সাংসারিক কার্য্যের অনেক সুবিধা হয়। যে দ্রব্যটী যেখানে থাকা আবশ্যক, যদি সেটী সেখানে না থাকিয়া অন্য কোন স্থানে থাকে, তাহা হইলে অত্যন্ত অসুবিধা। আবার একটী দ্রব্য প্রাতঃকালে এক-স্থানে রহিয়াছে, মধ্যাহ্নে অন্য স্থানে, আবার অপরাহ্নে আর এক স্থানে, ইহাতে যে কত অসুবিধা ও সাংসারিক কার্য্যের বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় বলা যায় না। অর্থাৎ প্রাতঃকালে দেখিলাম যে গামছাখানি গাড়ুর উপর রহিয়াছে, মধ্যাহ্নে দেখা গেল যে দরজার উপর উঠিয়াছে, অপরাহ্নে দেখা গেল তাহা [illegible] ভূমিতলে লুণ্ঠিত, রাত্রি-কালে আহারের পর গামছা পাওয়া গেল না, অগত্যা কাপড়ে হাত মুছিতে হইল। বিছানার উপর পড়িয়া রহিয়াছে এবং বিছানার কিয়দংশ ময়লা হইয়াও ভিজিয়া গিয়াছে, সুতরাং ভিজা বিছানায় শয়ন করিতে হইল। কি কারণে এই রূপ হয়? ইহার কারণ এই যে গৃহিণী গৃহকার্য্যে সুদক্ষা নহেন। গামছা খানির যদি একটী নির্দ্দিষ্ট স্থান থাকিত এবং যদি গৃহের প্রত্যেক ব্যক্তির উপর গৃহিণীর আদেশ থাকিত যে "যে কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্য ব্যবহার করিবার পর তাহা আবার নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিবে" তাহা হইলে কখনই এরূপ হইত না। আবার ইহাও দেখা যায় যে সামান্য কারণে অথবা বিনা কারণে গৃহস্বামিনী শয্যাগৃহে কতকগুলি অপরিষ্কার দ্রব্যাদি রাখিয়া গৃহটীকে শোভাবিহীন ও অপরিষ্কৃত করিয়া রাখিয়াছেন, যেমন শয্যাগৃহের এক কোণে কতকগুলি ছেঁড়া পুস্তক অথবা এক চেঙ্গারি চাউল ইত্যাদি। গৃহটীকে যেমন পরিষ্কার রাখিতে হইবে, তেমনি আবার সৌন্দর্য্যের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সুতরাং গৃহস্বামিনী গৃহ-কার্য্য করিবার সময় যেমন গৃহের সুশৃঙ্খলার দিকে দৃষ্টি রাখিবেন, তেমনি আবার সৌন্দর্য্যের দিকে অবশ্যই দৃষ্টি-পাত করিবেন। গৃহে প্রবেশ করিলে

"আহা" বলিতে ইচ্ছা হয়, যেন চক্ষু জুড়াইয়া যায়।"

শয্যাগৃহ—বাটীর মধ্যে যে গৃহ সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত, যাহাতে রৌদ্র লাগে ও বায়ুর সমাগম ভাল রূপ আছে, এরূপ গৃহ শয়নার্থ নির্ব্বাচন করা কর্ত্তব্য। শয়নগৃহে যত অল্প দ্রব্য থাকে, ততই ভাল। সেই গৃহে শয়নার্থ (অবস্থানুসারে) খাট অথবা তক্তপোষ এবং কাপড় রাখিবার জন্য একটী আল্না আলমারী অথবা দেরাজও থাকিতে পারে। আবশ্যক হইলে আরও দুই একটী দ্রব্য রাখা যায়, যথা লিখিবার জন্য টেবিল এবং বসিবার জন্য চেয়ার। গৃহের আয়তন অনুসারে দ্রব্যাদি রাখিতে হইবে, দ্রব্য রাখিবার অনুরোধে যেন গৃহ পরিষ্কারের এবং বায়ু সমাগমের অসুবিধা না হয়। গৃহ পরিষ্কার করা এবং শয্যাগৃহে বায়ু সমাগম যে বিশেষ আবশ্যক, ইহা যেন সর্ব্বদা স্মরণ থাকে। শয়নগৃহে যদি ছবি রাখিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে মহাপুরুষ ও প্রাতঃস্মরণীয়া রমণীদিগের প্রতিমূর্ত্তি সকল রাখা উচিত। আজি কালি ঐ রূপ ছবি অনেক পাওয়া যায়। এরূপ প্রতিমূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে মনে অনেক সময়ে মহৎ ও পবিত্র ভাব আসিয়া থাকে। প্রাতঃকালে উঠিয়াই শয্যাগৃহের সমস্ত জানালা খুলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহা হইয়া যায় এবং গৃহে বিশুদ্ধ বায়ু প্রবেশ করে। অন্ততঃ দুইবার (প্রাতে ও অপরাহ্নে) শয়ন গৃহ ঝাঁটা দ্বারা পরিষ্কার করিবে। ঝাঁটা দিয়া ঝাঁট দিবার সময় খাটের নিম্ন পর্য্যন্ত যেন ঝাঁট দেওয়া হয়; কেননা অনেক বাটীতে অনেক স্ত্রীলোককে গৃহের মেজের অনাবৃত অংশটুকু কেবল ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার করিতে দেখা গিয়া থাকে। তাহা হইলে খাটের নীচে ধূলা ঝুল জমিয়া ঘর অপরিষ্কার হয়, গৃহে দুর্গন্ধ হয় এবং সেই কারণে পীড়াও হইতে পারে। গৃহসজ্জা গুলি একখানি পরিষ্কার ন্যাকড়া দ্বারা প্রতিদিন মুছিয়া ফেলিবে এবং প্রতিবর্ষে এক একবার ভাল রূপ পরিষ্কার করিবে অর্থাৎ সাজিমাটীর জল দিয়া ধৌত করিলেই হইতে পারে। ইহা দ্বারা যদি বার্ণিস উঠিয়া যায়, তাহা হইলে কিছু নূতন বার্ণিস কিনিয়া আনিয়া তাহাতে লাগাইয়া দিলেই হইবে। প্রতি মাসে একবার করিয়া গৃহের অভ্যন্তরস্থ সমস্ত ঝুল ঝাড়িয়া গৃহ পরিষ্কার করা কর্ত্তব্য। ঝুল ঝাড়িবার পূর্ব্বে শয্যা ও গৃহের দ্রব্যাদি সকল কাপড় দ্বারা আবৃত করিবে, তাহা না হইলে ময়লা ও ঝুল পড়িয়া সেগুলি অপরিষ্কার হইতে পারে। প্রতি দিবস সন্ধ্যাকালে শয়নকক্ষে ধুনার ধুম দেওয়া উচিত। তাহা দ্বারা গৃহের দুর্গন্ধ দূর হয়, দূষিত বায়ু নষ্ট হয় এবং

হইয়া যায়, আর গৃহস্থিত ব্যক্তিগণের স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও উপকার হয়।

শীতকালে ঠিক সন্ধ্যার সময় শয়ন গৃহের বাতায়ন গুলি বন্ধ করিয়া দিবে। স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশুদ্ধ বায়ু যেমন আবশ্যক, আবার শীতকালের হিম তেমনি পরিত্যাজ্য। যে গৃহের পরিসর অল্প সে গৃহে অধিক সংখ্যক লোকের শয়ন করা অনুচিত, কারণ তাহাতে গৃহস্থিত বায়ু শীঘ্র দূষিত হইয়া যায়। গৃহ নির্ম্মাণ কালে শয়নগৃহের বাতায়ন গুলি বিশেষ প্রশস্ত করা কর্ত্তব্য।

উপরিউক্ত দ্রব্যাদি ব্যতীত শয়ন গৃহে আবশ্যকমত পুস্তকাদিও থাকিতে পারে।

বিছানার চাদর, বালিস ও লেপ প্রত্যহ রৌদ্রে দেওয়া উচিত। বিছানার চাদর এক দিবস অন্তর জলে ধৌত করিয়া লইতে হইবে, কারণ নিদ্রার সময় শরীর হইতে নানা প্রকার দূষিত পদার্থ নির্গত হইয়া বিছানার চাদরের সহিত সংলগ্ন হয়, মধ্যে মধ্যে চাদর ধৌত করিলে সেই সকল দূষিত পদার্থ দূর হইয়া যায়।

শয্যাগৃহের মধ্যে পান সাজিবার উপকরণ যেন না থাকে; কারণ সদা সর্ব্বদা এই রূপই দেখা যায় যে স্ত্রীলোকেরা পান সাজিয়া চূনের হাত নিকটস্থ দ্রব্যাদিতে মুছিয়া থাকেন। সুতরাং শয্যাগৃহে পান সাজিবার উপকরণ রাখিলে পাওয়া যাইবে যে গৃহের কেদার টেবিল দেরাজ খাটের পায়া ইত্যাদি সকল বস্তুতেই চূনের দাগ লাগিয়াছে এজন্য পান প্রস্তুতের উপকরণ গুলি স্বতন্ত্র গৃহে রাখা কর্ত্তব্য অথবা পান সাজিবার উপকরণের মধ্যে একখানি পরিস্কার কাপড়ের খণ্ড থাকা আবশ্যক পান প্রস্তুত করিয়া তাহাতে হাত মুছিলেই সকল গোল চুকিয়া যায়।

ভাণ্ডার গৃহ।—ভাণ্ডার গৃহকে আমাদের দেশের লোকে চলিত কথায় ভাঁড়ার ঘর বলিয়া থাকেন। প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতে একটী স্বতন্ত্র ভাঁড়ার গৃহ থাকা আবশ্যক ভাঁড়ার গৃহ শুষ্ক হওয়া আবশ্যক, কারণ ভাঁড়ার গৃহ আর্দ্র হইলে গৃহস্থিত তণ্ডুলাদি নষ্ট হইয়া যায়, অধিক দিন থাকে না। তবে যদি নিতান্ত পক্ষে শুষ্ক গৃহের অভাব হয়, তাহা হইলে কাজে কাজেই যেরূপ গৃহ পাওয়া যায়, সেই রূপই নির্ব্বাচন করিতে হইবে।

ভাঁড়ার গৃহে যে সকল দ্রব্য থাকিবে তাহার তালিকা ক্রমে ক্রমে দেওয়া যাইতেছে। তবে গৃহবাসিনীর একটী বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য ভাঁড়ার গৃহের সকল দ্রব্যই যেন সুশৃঙ্খল ভাবে থাকে অর্থাৎ এক এক প্রকারের দ্রব্যাদি এক এক স্থানে থাকিবে, যথা কাটারি, কুড়ালি, খন্তা, শাবল, কোদ কোদালি ইত্যাদি লৌহ নির্ম্মিত

রন্ধনার্থ হাতা, বেড়ী, খন্তী, চাটু, কড়া, ইত্যাদি রন্ধন কার্য্যের আবশ্যক দ্রব্যাদি এক স্থানে থাকিবে ; ইত্যাদি। তদ্ব্যতীত গৃহস্বামিনীর গৃহ-স্থিত সমস্ত ব্যক্তিগণের প্রতি এই বিষয়ে বিশেষ আদেশ থাকিবে যে কোন ব্যক্তি গৃহস্থিত কোন দ্রব্য যে গৃহ হইতে এবং যে স্থান হইতে লইবে, কার্য্য শেষ হইলে ঠিক সেই স্থানে সেই দ্রব্য রাখিবে। তাহা না হইলে আবশ্যকমত দ্রব্যাদি পাওয়া যাইবে না। এরূপ শৃঙ্খলা না থাকিলে যে কাজ এক ঘণ্টায় হয়, তাহা করিতে দুই ঘণ্টা সময় লাগিবে এবং আবশ্যকমত দ্রব্যাদি না পাওয়াতে সাংসারিক কার্য্যে অত্যন্ত কষ্ট, ক্ষতি ও অসুবিধা হইবে।

সৌন্দর্য্য ও সুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া গৃহকর্ত্রী ভাঁড়ার ঘরের দ্রব্যাদি সাজাইয়া রাখিবেন। চাউল, ডাল, ময়দা প্রভৃতি এক একটী দ্রব্য এক একটী স্বতন্ত্র পাত্রে থাকিবে। পাত্রগুলিকে সারি সারি সাজাইয়া রাখা হইবে। যদি হাঁড়ীর মধ্যে ঐ সকল দ্রব্য রাখা হয়, তবে হাঁড়ীগুলিকে বিড়ার উপর বসাইয়া রাখিতে হইবে। অনেকে ভাঁড়ার ঘরের মধ্যে সিন্দুক অথবা আলমারীর ভিতর দ্রব্যাদি রাখিয়া থাকেন। ইহা অতি উত্তম, কিন্তু ইহা ব্যয়সাপেক্ষ, সকল লোকের পক্ষে ঘটিয়া উঠে না। মাটির পাত্র, কাঠের পাত্র বা টিনের পাত্র যাহা অল্প দামে পাওয়া যায় তাহা আবশ্যকমতে সংগ্রহ করা আবশ্যক। ভাঁড়ার গৃহের একদিকে চাউল, ডাল, ময়দা, লবণ, বড়ী প্রভৃতি থাকিবে। ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন হাঁড়ী বা পাত্র থাকিবে, প্রত্যেক হাঁড়ী বা পাত্রের গায়ে প্রত্যেক দ্রব্যের নাম লেখা থাকিবে। তাহা হইলে একজন অপরিচিত লোক গিয়াও তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে।

ক্রমশঃ।

—:**:—

মুদ্রারাক্ষস।

(২৬৪ সংখ্যা—২৮৬ পৃষ্ঠার পর)

অনন্তর যুদ্ধ গমনোদ্যোগ সময়ে কুমার মলয়কেতু আদেশ করিলেন, যে কোন ব্যক্তি ভাগুরায়ণের নিকট মুদ্রা গ্রহণ না করিয়া কোথায়ও যাইতে পারিবে না। ঐ কালে জীব-সিদ্ধি নামে ক্ষপণক মুদ্রা গ্রহণার্থ ভাগুরায়ণ সন্নিধানে সমুপস্থিত

কি অমাত্য রাক্ষসের কোন কার্য্যে যাইতেছেন ?" ক্ষপণক কহিলেন, "কি বলিতেছ রাক্ষসের কার্য্যে ? আমি তথায় যাইব, যথায় রাক্ষস কিম্বা পিশাচের নামও আর আমার কর্ণগোচর হইবে না।" ভাগুরায়ণ কহিলেন, আপনকার প্রিয়সুহৃদ রাক্ষসের উপর কি কারণ কোপ হইল ? তিনি আপনার নিকট কি অপরাধ করিয়াছেন ? ক্ষপণক কহিল, "রাক্ষস আমার কোন অপরাধ করে নাই. আমি নিজেই নিজের প্রাক্কৃত কুকর্ম্মে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়াছি।" ইহা শ্রবণ করিয়া ভাগুরায়ণ কহিল, "মহাশয়ের কথায় আমার বড়ই কৌতূহল জন্মাইতেছে, যদি রহস্য না হয়, সকল কথা খুলিয়া বলুন।" ক্ষপণক কিয়ৎক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া কহিল. পাটলীপুত্রে নিবাসকালে আমি অমাত্য রাক্ষসের সহিত বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হই। সেই সময়ে রাক্ষস আমার সাহায্যে বিষকন্যা প্রয়োগ দ্বারা নরপতি পর্ব্বতেশ্বরের বিনাশ সংসাধন করেন।" তৎকালে ক্ষপণকের সহিত ভাগুরায়ণের এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল, তৎকালে মলয়কেতু তথায় সমুপস্থিত হইলেন। এই সমাচার তাঁহার শ্রুতিগোচর হওয়াতে তাঁহার আর ক্রোধের সীমা রহিল না। ভাগুরায়ণ কিন্তু মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন যে, চতুরচূড়ামণি রাক্ষসের জীবন সংরক্ষিত হয়। সুতরাং তিনি কুমারকে কহিলেন, "কুমার যত দিন নন্দরাজ্য তোমার করতলগত না হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত যত্নপূর্ব্বক রাক্ষসকে রাখিতে হইবেক।" মলয়কেতু বলিলেন, "হাঁ তাহাত অবশ্যই করিতে হইবে; আর এক্ষণে উহার প্রাণ সংহার করিলে আমার প্রকৃতিপুঞ্জের বিরাগ ভাজন হইব।" এই সময়ে একজন রক্ষক পুরুষ সিদ্ধার্থককে বদ্ধ করিয়া সেই স্থানে আনিয়া কহিল, "কুমার, এই ব্যক্তি মুদ্রা গ্রহণ না করিয়া পত্র হস্তে শিবির হইতে পলায়ন করিতেছিল।" ভাগুরায়ণ সিদ্ধার্থকের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি মুদ্রা না লইয়া কি জন্য কটক হইতে পলায়ন করিতেছিলে ?" সে কহিল, "আমি কার্য্যগৌরববশতঃ সত্বর গমন করিতেছিলাম।" অনন্তর মলয়কেতু তাহার হস্ত হইতে পত্র কাড়িয়া লইয়া দেখিলেন যে তাহা রাক্ষস মুদ্রাঙ্কিত। তখন তিনি পত্র উদ্ঘাটন করিয়া পড়িয়া দেখিলেন যে সেই লিপি রাক্ষস চন্দ্রগুপ্ত সন্নিধানে প্রেরণ করিতেছিলেন।

তাহার পর কুমার মলয়কেতু রাক্ষসের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করাতে প্রতিহারী গিয়া অমাত্য রাক্ষসকে ডাকিয়া আনিল। রাক্ষস নবক্রীত ভূষণে ভূষিত হইয়া

কেতু অমাত্যকে সমাগত দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "আর্য্য আপনি কি কোন লোককে কুসুমপুরে পাঠাইতেছেন?" অমাত্য বলিলেন, "এক্ষণেত আর যাতায়াতের কোন আবশ্যকতা নাই।" মলয়কেতু সিদ্ধার্থককে দেখাইয়া কহিলেন, "এই যে আপনি এই লোকটীর হস্তে একখানি পত্র দিয়া ইহাকে কুসুমপুরে পাঠাইতেছিলেন।" বলিয়া তিনি তাঁহাকে সেই পত্র দেখাইলেন এবং জীবসিদ্ধি ক্ষপণকেরও বিবরণ বিবৃত করিলেন। ইহা আর বলা বাহুল্যমাত্র যে, এই সিদ্ধার্থক এক জন চাণক্য-প্রণিধি। সিদ্ধার্থক অতি কৌশল পূর্ব্বক শকট দাসের নিকট, সেই লিপি লিখাইয়া লইয়াছিল; এবং সে চন্দনদাস ভবনে যে অঙ্গুরীয়ক পাইয়াছিল তদ্দারা ইহা মুদ্রাঙ্কিত করিয়াছিল। আর কিয়ৎ দিবস পূর্ব্বে চাণক্য জনৈক প্রণিধি দ্বারা পর্ব্বতেশ্বর পরিধৃত কতিপয় আভরণ রাক্ষসকে বিক্রয় করিয়াছিলেন। অমাত্য রাক্ষস এক্ষণে সেই আভরণ অঙ্গে ধারণ করিয়াছিলেন। ফলতঃ দৈবদুর্ব্বিপাকে সকলই রাক্ষসের প্রতিকূল হইয়াছিল। কুমার মলয়কেতু রাক্ষসকে বঞ্চক বিবেচনায়, ক্রোধে অধীর হইয়া কহিলেন, "রাক্ষস! রাক্ষস! যাও, তুমি চন্দ্রগুপ্তকেই গিয়া আশ্রয় কর।"

অমাত্য রাক্ষস বিষন্নচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন—

"যাইয়া কি তপোবন, জুড়াব তাপিত মন
শীতল কি বৈরানল হয় কভু তায় রে?
কিম্বা জ্বালি হুতাশন, লভি প্রভু শ্রীচরণ,
নারীর মতন সে যে, মানস না চায় রে!
তবে অসি ধরি করে, যাই এবে যুঝিবারে,
রণমাঝে ত্যজি প্রাণ, তাই শোভা পায় রে।
কিন্তু রে চন্দনদাস, করে কারাগারে বাস,
তার রক্ষা নাহি হয়, এ যে বড় দায় রে!"

আশাবতীর উপাখ্যান।

(২৬৪ সংখ্যা ২৬৭ পৃষ্ঠার পর)

যোগী। এই ছোট নদীটীর নাম বরুণা, নদীর সঙ্গম স্থান কেমন সুন্দর! উপরে কেমন সুন্দর দেবমন্দির, সম্মুখে গঙ্গা। উত্তরে এই বরুণা, দক্ষিণে অসী ইহার মধ্য স্থানের নাম বারাণসী। তবে বর্ষাকালে বরুণার বেশ স্রোত হয়।

আশাবতী। আহা! এ স্থানটী দেখে আমার মন প্রাণ আনন্দে মগ্ন হয়ে গেল। বোধ হইতেছে, যেন যোগ তপস্যা কেব

ছেন। এমন নির্জ্জন সুন্দর পবিত্র স্থানে উপস্থিত থাকিলেও মনোমধ্যে ভগবদ্‌ভক্তি আপনা হইতে উদয় হয়। এখানে এসে আমার মন উদাস হইতেছে যেন কোন হারা নিধি পাইতে মন ব্যাকুল হইতেছে। প্রভো! মা—জীর আশ্রম কোথায়? তাঁহার দর্শনের জন্য প্রাণ বড় ব্যাকুল।

যোগী। মা আশাবতি! গঙ্গাতীর দিয়া উত্তরে দৃষ্টিকর, ঐ যে আশ্রম দেখিতেছ, ঐটী মা—জীর আশ্রম। চল বরুণা পার হইয়া ঐ আশ্রমে গমন করি।

আশাবতী। ইহারাত পারের পয়সা চাহিল না। তবে ইহাদের কিরূপে সংসার চলে?

যোগী। মা! ইহারা পারের পয়সা লইয়া থাকে। কিন্তু ফকির বৈষ্ণব দণ্ডী সন্ন্যাসী প্রভৃতি ভিক্ষুকদিগের নিকট পয়সা গ্রহণ করে না। ভারতের যে এত দুর্দ্দশা, রোগ শোক দরিদ্রতায় দেশে হাহাকার উঠিয়াছে, তথাপি প্রাণসম ধর্ম্মকে ছাড়িতে পারিতেছে না, এখনও মুষ্টি ভিক্ষা করিয়া সহস্র সহস্র লোক জীবন ধারণ করিতেছে। শুনিয়াছি ইংরাজেরা এই মুষ্টিভিক্ষা দান করাকে অসভ্যতা বলেন। কিন্তু ইহাও শুনিয়াছি এই অসভ্য রীতির অভাবে ইংরাজদের প্রধান সহর লণ্ডন নগরেই দশ [illegible] দুঃখী নিরাশ্রয় ভিক্ষুক [illegible] [illegible]

প্রাণ নিষ্ঠুর হইয়া যায়। সকলে চাঁদা করিয়া দুঃখীর জন্য দাতব্য-আশ্রয় নির্দ্দিষ্ট হইল, দুঃখী কেহ কিছু বলা হইল দাতব্য-আশ্রয়ে যাও। কিন্তু সেখানকার কর্ম্মচারীদিগের হৃদয়হীন ব্যবহারে দুঃখী সেখানে যাইতে চায় না। সে গেল না, আর আশ্রয় পাইল না। ক্রমে পথে পথে দস্যু তস্কর হইয়া দিন যাপন করে। এরূপ প্রণালীতে লোকের প্রাণ দয়াশূন্য হয়, দুঃখীও নিরাশ্রয় হয়। তথাপি চাঁদাদান সভ্যতা, আর সাক্ষাৎভাবে মুষ্টি ভিক্ষা দ্বারা দুঃখীকে আশ্রয়ে রাখা অসভ্যতা!!! এ দুঃখের কথা বলি কাকে, শুনে কে? ইংরাজ আজি দেশের রাজা, গুরু, আদর্শ। যাহা ইংরাজে বলিবে তাহাই সত্য—বেদবাক্য। এই সকল নৌকায় মাঝি মাল্লারা ইংরাজি অনুকরণ শিক্ষা করে নাই, তাই আমরা বিনা পয়সায় পার হইলাম। এস মা! একটু চলে এস।

আশাবতী। বড় কেশের বন, মানুষের মাথা ঢেকে যায়। এ পথে একা যেতে আমার সাহস হয় না।

যোগী। কেন মা! মানুষ কি কখনও একা থাকে? যিনি বিশ্বনাথ, তিনি যে সঙ্গে রহে।

আশাবতী। এ কথা সত্য। কিন্তু যতদিন আমি তাঁকে প্রত্যক্ষভাবে না দেখি, ততদিন মুখের কথায় প্রাণকে বোঝান যায় না। এখন [illegible] [illegible]

কিন্তু পরমেশ্বরকে সর্ব্বব্যাপী বলিতেছি, অথচ অন্ধকারে ঐ গাছতলায় যাইতে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। একটী আলো সঙ্গে থাকিলে ভয় দূর হয়। জ্যোতির্ম্ময়ের মধ্যে আছি, তথাপি ভয়। অতএব মুখে পরমেশ্বর কাছে আছেন বলা না বলা সমানই।

যোগী। মা আশাবতি! তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্য কথা। ঈশ্বরে ঐরূপ দৃঢ় বিশ্বাস লাভ না করিয়া যাহারা ধর্ম্ম ধর্ম্ম বলিয়া আন্দোলন করিয়া বেড়ায়, তাহাদের দৃষ্টান্তেই জগতে নাস্তিকতা বর্দ্ধিত হইতেছে। কারণ যে ব্যক্তি মুখে পরমেশ্বর পরমেশ্বর করিতেছে, কিন্তু আচরণে নাস্তিকতা, তাহাকে দেখিয়া লোকে মনে করে যে, ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া করিয়া যাহারা গোলযোগ করে, তাহারা ভণ্ড।

আশাবতী। ইহাও তাহারা বাড়াবাড়ী করিয়া বলে। কথার সঙ্গে আচরণ না মিলিলেই যে, সে ভণ্ড হইল তাহা নহে। যে ব্যক্তি চেষ্টা করিয়াও কথা ও কার্য্য এক করিতে পারিতেছে না, কিন্তু যত্ন করিতেছে, তাহাকে ভণ্ড বলা যায় না। যে জানিয়া শুনিয়া কপট ব্যবহার করে, সেই ভণ্ড, চোর; তাহা দ্বারা সকল পাপই সম্ভব।

যোগী। সত্য, মা! সত্য। ঠিক বলিয়াছ। এই, আশ্রমে আসিয়াছি। এই কুটীর দ্বার দিয়া এস।

গঙ্গার দিকে মা-জী আসনে বসিয়া আছেন। সম্মুখে একজন যোগী চাহিয়া আছেন বোধ হইল যেন দৃষ্টি সাধন করিতেছেন; আর একজন গীতা পাঠ করিতেছেন। অতি অপূর্ব্ব দর্শন, যেন জ্যোতির্ম্ময় ধাম। আশাবতী ও যোগিবর উপস্থিত হইয়া সকলকে প্রণাম করিলেন।

মা-জী বিনীতভাবে প্রণাম করিয়া বসিতে আসন দিলেন।

আশাবতী। মা-জীর চরণ ধারণ পূর্ব্বক মা! আজি আমার সুপ্রভাত, জন্ম সার্থক। অনেক দিনের আশা পূর্ণ হইল।

মা-জী। কেন মা! এত দৈন্য কেন মা! ভক্তিভরে ভগবানের নাম কর, সকল আশা পূর্ণ হবে। যতদিন ভগবৎ পদারবিন্দ সুধাস্বাদ না হয়, ততদিন বিষয় তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় না। বিষয় তৃষ্ণার নিবৃত্তি না হইলেও মনুষ্য সুখ দুঃখ রোগ শোকের হস্ত হইতে মুক্ত হয় না। বিষয় ভোগে তৃষ্ণা নিবারণ হয় না। ঋষিরা বলিয়াছেন,—

"ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি"—

অনন্তেই সুখ, অল্পে সুখ নাই। তবে দেখ মা! পরমেশ্বরই অনন্ত, আর সকলেই অল্প। সেই অনন্তকে না পাইলে, আশার বিরাম হইবে কেন? শৈশব হইতে আমরা বড় জিনিসই ভাল বাসি, কেবল যে বড় ভাল বাসি তাহা

মঙ্গল ভাল বাসি, পুরাতন ভাল বাসি, ভাল বাসা ভাল বাসি, এই সকল বস্তু যতদিন না পাই আশা মেটে না। অবশেষে দুরাশার টানে পড়ে সংসার প্রান্তরে দৌড়াদৌড়ি করে প্রাণ যায়।

যোগী। শাস্ত্রেও আছে—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

পরাৎপর পরমেশ্বরকে দর্শন করিলে হৃদয়গ্রন্থি নষ্ট হয়, সংশয় সকল দূরীভূত হয়, কর্ম্মফল ক্ষয় হইয়া যায়।

মা-জী। আহা! কি সুন্দর উপদেশ, ইহা শ্রবণেও প্রাণে আশার সঞ্চার হয়। পরমেশ্বরকে দর্শন করিলে ঐরূপ অবস্থা হয়। তবেত তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়, বিশেষতঃ তাঁহাকে না দেখিলেও প্রাণ সুস্থ হয় না। আচ্ছা বাবা! ধন্য ধন্য। মা! তোমার নাম কি? বোধ হচ্ছে তুমি বাঙ্গালী।

আশাবতী। মা। এ দুঃখিনীর নাম আশাবতী। বঙ্গ দেশেই আমার গৃহ ছিল। (ক্রমশঃ)

কাউন্টেস্ ডফারিণ ভাণ্ডার।

মহামান্যা লেডি ডফরিণের প্রেরিত নিম্নলিখিত পত্রখানি আমরা অতি আদর ও সম্মানের সহিত পত্রস্থ করিলাম। এই মহদাশয়া রমণীর ভারত হিতৈষণা ও সৎকীর্ত্তি সম্বন্ধে আমরা অনেকবার লিখিয়াছি। ভারতমহিলাদিগের চিকিৎসার সাহায্যার্থ তিনি যে মহদনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহাতে সাধারণের নিকট হইতে সামান্য দুই এক আনা সাহায্য গ্রহণেও প্রস্তুত হইয়াছেন। আমরা আশা করি আমাদিগের পাঠক পাঠিকাগণ এ সুযোগে যথাসাধ্য সাহায্য দান করিয়া এই হিতৈষিণী মহিলার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবেন। যিনি যাহা দান করিবেন তাহা আমাদিগের নিকট পাঠাইলে যথাস্থানে প্রেরণ করিব।

"মহাশয়!

১। আজ আমি শ্রীশ্রীমতী মহারাজ্ঞী ভারতাধীশ্বরীর পঞ্চাশদ্বার্ষিক মহোৎসব-বৎসরের প্রথম দিবসে আপনার অনুমত্যনুসারে আপন পত্রিকার সহায়তায় জাতীয় সমিতির সভ্যগণের এবং অনুষ্ঠান-নিরত অন্যান্য ব্যক্তিদিগের নিকট এই প্রার্থনা করি, তাঁহারা এই মহোৎসব প্রতিপালনার্থে কোনও বিশিষ্টরূপে উদ্যম করিতে, এবং এই-সঙ্গে যে সকল ভারতবর্ষীয় অবলার দুঃখে মহারাজ্ঞী স্বয়ং এতাধিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের প্রকৃষ্ট হিতসাধনের নিমিত্ত, জাতীয় মহিলা-রোগীর ফণ্ড। এ

উপলক্ষে ঐকান্তিক যত্ন করিলে অপরিমেয় ফললাভ হইবে; যে সকল উদ্দেশ্য সাধন জাতীয় সভার অভিপ্রেত, তৎসমুদায় যুগপৎ-সম্পাদনপক্ষে ঈদৃশ যত্ন বহু বিস্তৃতরূপে কার্য্যকারক হইবে, এবং এতদ্বারা ভারতবর্ষীয় স্ত্রীজাতির ভাবী মঙ্গলের পথ নিরুপদ্রব হইবে। আনাই হউক, বা টাকাই হউক, যিনি যাহা কিছু দিতে সমর্থ হইবেন, প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট হইতে তদ্দত্ত সেই অত্যল্পমাত্র মুদ্রা লইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে একটি জাতীয় ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত, এবং আমাদিগের মহারাজ্ঞীর শাসনকালের যথাযোগ্য একটি স্মরণচিহ্ন গঠিত হইবে।

২। অত্যল্পপরিমাণ চাঁদা সংগ্রহের সৌকর্য্যার্থে নিম্নলিখিত কয়েকটি নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ক। এই উপলক্ষে চাঁদা সংগ্রহের নির্দ্দিষ্ট টিকিট করা হইয়াছে।

খ। অবৈতনিক সম্পাদকের নিকট আবেদন করিলে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রেল, মে, এবং জুন, মাসে ২৩ এবং তদধিক টাকা সংগ্রহের নিমিত্ত টিকিট পাওয়া যাইবে।

গ। এই সকল টিকিটে সংখ্যা দেওয়া থাকিবে, এবং সংগ্রহকারীর নাম লিখিত থাকিবে; টিকিট নামে পরিপূর্ণ হইলে উহা অবৈতনিক সম্পাদকের নিকট প্রেরিত হইবে, তিনি উহা প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সংগ্রহকারীর নিকট প্রেরণ করিবেন।

ঘ। দকের নিকট টাকা পাঠাইলে এই উপলক্ষের নির্দ্দিষ্ট "মহোৎসব" টিকিট নামক অপেক্ষাকৃত বৃহৎকার টিকিটে প্রাপ্তিস্বীকার পাইবেন।

ঙ। সকল টিকিটগুলি ফিরিয়া দিতে হইবে, এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাইয়ের মধ্যে চাঁদা দিতে হইবে।

চ। যাঁহারা একার্য্যে আনুকূল্য করিবেন, তাঁহাদের সকলের নাম সম্বলিত তালিকাপুস্তকের একখানি প্রতিলিপি সুন্দররূপে বাঁধান হইয়া উৎসবের স্মরণচিহ্নস্বরূপ মহারাজ্ঞী অধীশ্বরীকে উপহার প্রদত্ত হইবে।

ছ। এই মহোৎসব-ভাণ্ডারে যে পরিমাণে চাঁদা সংগৃহীত হইবে, তাহা অন্তর্নিবিষ্ট সমাজে (সেণ্ট্রাল কমিটীতে) প্রদত্ত হইবে; কিন্তু প্রত্যেক অল্পপরিমাণ চাঁদাসংগ্রহকারী অথবা অধিক পরিমাণ চাঁদাদাতা অবৈতনিক সম্পাদকের নিকট মুদ্রাপ্রেরণকালে ইহা উল্লেখ করিতে পারিবেন যে, সমিতির কোন্ শাখার কার্য্যে উক্ত সংগৃহীত অর্থ অথবা ইহদান নিয়োজিত হইবে। যে স্থলে এরূপ বিশিষ্টরূপ উল্লেখ না থাকিবে, সে স্থলে অন্তর্নিবিষ্ট সমাজ উক্ত অর্থ বিভাগ করিয়া দিবেন।

৩। অনুষ্ঠিত উদ্দেশ্য মহৎ এবং এতদুপলক্ষ তৎসাধনের সবিশেষ উপযোগী, এই বিবেচনায় প্রোৎসাহিত হইয়া আমি আশা করি, আমার প্রার্থনা সফল হইবে, এবং এই প্রার্থনায় জন্য সকলে আমারে ক্ষমা করিবেন। আমি আরও আশা করি, যেন দেবী মহারাজ্ঞীর পঞ্চাশদ্বার্ষিক রাজ্যকালাবসানে আমি তাঁহাকে বলিতে পারি যে, ভারতবর্ষের অবলাগণের প্রতি তাঁহার

য়াছে; এবং তাঁহাদিগের হিতার্থ যে সভা সংস্থাপিত হইয়াছে ও মহারাজ্ঞী যে সভার অধিষ্ঠাত্রী, সেই সভা তাঁহার মহোৎসব-বৎসরের স্মরণচিহ্নস্বরূপ এতাদৃশ ফলপ্রদ আনুকূল্য প্রাপ্ত হইয়াছে যে, তদ্দ্বারা উহা সুদৃঢ় এবং চিরস্থায়িনী ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াছে।

ভবদীয়া একান্ত বশম্বদা

শ্রীমতী হ্যারিয়ট্ ডফরিণ।

ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকদিগকে স্ত্রীচিকিৎসকের সাহায্য প্রদানে সহকারিণী জাতীয় সমিতির অধ্যক্ষ।

মহারাণী বিক্টোরিয়ার দৈনন্দিন লিপি।

ভারতের সম্রাজ্ঞী ও গ্রেটব্রিটেনের মহারাণী বিক্টোরিয়া রমণীকুলের রত্ন স্বরূপা। সসাগরা বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হইয়াও তাঁহার ন্যায় উচ্চমনা, নম্রস্বভাবা, পবিত্রচরিত্রা, স্নেহময়ী, প্রেমময়ী ও ধর্ম্মপরায়ণা—এরূপ সর্ব্ব-গুণান্বিতা রমণী প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। সমগ্র ইতিহাসে তাঁহার ন্যায় আদর্শ-চরিত্রসম্পন্না সাম্রাজ্যেশ্বরী অতি বিরল। বিক্টো-রিয়ার স্বভাব কেমন উচ্চ, হৃদয় কেমন কোমল, ব্যবহার কেমন উদার, চরিত্র কেমন মহৎ, তাহার পরিচয় তাঁহার গার্হস্থ্য জীবনেই অধিক পাওয়া যায়। ইনি ইহাঁর অসাধারণ ধর্ম্মনিষ্ঠ স্বামী প্রিন্স এলবার্টের সমভিব্যাহারে পর্ব্বত উপত্যকা নদ নদী বন উপবন সমা-কীর্ণ, অতুল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের আবাসভূমি, স্কটলণ্ড প্রদেশে যখন ভ্রমণ করেন, তখন সেই সময়কার প্রাত্যহিক বিবরণ লিখিয়া রাখিতেন। বিক্টোরিয়ার স্বহস্ত লিখিত সেই দৈনন্দিন হর গার্হস্থ্য জীবনের অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। আমরা সেই দৈনন্দিন লিপির সারভাগ আমাদিগের পাঠিকা-গণকে ক্রমে ক্রমে উপহার দিতে সঙ্কল্প করিয়াছি। তাঁহারা তাহাতে ভারতে-শ্বরীর উদার হৃদয়ের ও সরল স্বভাবের বিবিধ পরিচয় পাইয়া মোহিত হইবেন এবং যথেষ্ট শিক্ষা লাভ করিবেন।

স্কটলণ্ডে প্রথম যাত্রা।

সোমবার, ২৯ আগষ্ট, ১৮৪২, সকালে পাঁচটার সময় আমরা উইণ্ডসর প্রাসাদ ছাড়িয়া রেলে গিয়া উঠিলাম। ছয়টা বাজিতে এক কোয়ার্টার আছে এমন সময়ে আমরা লণ্ডনে পৌঁছিলাম। সেখান হইতে সাতটার সময় উলউইচে আসিলাম। এলবার্ট ও আমি উভয়ে নৌকায় উঠিলাম। আমাদের যাত্রা দেখিবার জন্য অনেক লোক আসিয়া-ছিল। নৌকা হইতে আমরা জাহাজে গিয়া উঠিলাম। বৃষ্টি পড়িতেছিল।

সেই জন্য ডেকের উপর না গিয়া বসিবার ঘরে গেলাম।

৩০ আগষ্ট। সকালে শুনিলাম কাল রাত্রে আমরা কেবল ২৯ ক্রোশ মাত্র আসিয়াছি। সমস্ত দিন ডেকের উপর শয়নাবস্থায় কাটাইলাম। সন্ধ্যার সময় সমুদ্র বড় অস্থির হইল, জাহাজ অধিক দোলাতে আমি বড় অসুখ বোধ করিতে লাগিলাম।

৩১ আগষ্ট। কাল রাত্রে আমাদের জাহাজ কেবল ২৫ ক্রোশ মাত্র অগ্রসর হইয়াছে। আজ স্কটলণ্ডের তীর দেখিতে পাইলাম—কেমন সুন্দর, ও বৃক্ষলতাময়! জাহাজের নাবিকগণ নাচিতে চাহিল। আমরা অনুমতি দেওয়াতে তাহারা বেহালা সংযোগে খানিকক্ষণ নাচিল ও গাহিল। গন্তব্য স্থানের অতি নিকটবর্ত্তী হইয়াছি ভাবিয়া, আমরা বড়ই আনন্দিত হইলাম, এবং ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ হইতে লাগিলাম।

১লা সেপ্টেম্বর—একটার সময় আমাদের জাহাজ স্কটলণ্ডের রাজধানী এডিনবরা নগরের সম্মুখে নঙ্গর করিল। ডিউক অব বক্লণ্ড, সার রবার্ট-পিল ও অন্যান্য অনেকে আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য জাহাজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সম্মুখের রাজপথ লোকে লোকারণ্য। আমরা উঠিয়া শকটারোহণ করিলাম। পশ্চাতে অসংখ্য লোক আমাদিগের সহিত যাত্রা করিতে আমি বড়ই সুখী হইলাম। বড় সুন্দর! এরূপ সহর আমি পূর্ব্বে দেখি নাই। এলবার্ট আমার অপেক্ষা অনেক দেশ বেড়াইয়াছেন। তিনিও বলিলেন এমন সহর তিনি কখনও দেখেন নাই। এখানকার লোকদিগের সহিত ইংলণ্ডের লোকদের সাদৃশ্য দেখিলাম। পথে যতগুলি বালক বালিকা নয়নগোচর হইল, তাহাদের কাহারও পায়ে জুতা মোজা নাই। কতকগুলি সুন্দরী বালিকা দেখিলাম, তাহাদের খুব লম্বা চুল, তাহার মধ্যে অধিকাংশই লালবর্ণ। যে অট্টালিকা আমাদিগের বাস জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, দুই ঘণ্টার মধ্যেই তথায় আসিয়া পৌঁছিলাম। অট্টালিকার চারি পার্শ্বস্থ উদ্যানটী অতি প্রশস্ত ও সুন্দর। আমরা উভয়েই অত্যন্ত শ্রান্ত হইয়াছিলাম, সুতরাং বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। রাত্রে আমাদের সঙ্গে অনেকেই আহার করিলেন, পথে আমরা কেমন ছিলাম সে বিষয় সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, এবং সকলেই আমাদের প্রতি বিনম্র ও সদয় ব্যবহার করিলেন।

২রা সেপ্টেম্বর। স্কটলণ্ডের লোকেরা "ওটমিল্ পরিজ্" ও "হেডি" নামক দুই প্রকার খাদ্যবস্তু বড় ভাল বাসেন। আমরা আজ তাহা খাইলাম। "পরিজ" ভাল লাগিল।

৩রা সেপ্টেম্বর। আজ আমরা সহর

লোকারণ্য হইয়াছিল। নগরের যাহা কিছু ভাল দেখিবার ছিল, তাহা দেখিয়া আমরা লর্ড রোজ্‌বেরির বাটী গমন করিলাম। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিবার সময়ে ও পথে বহুজন সমাগম দেখিলাম। ছয়টার সময় বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

৪ঠা সেপ্টেম্বর। যেখানে আমরা বাস করিয়াছিলাম,তাহার নিকট একটী নূতন উদ্যান প্রস্তুত হইয়াছিল। প্রাতে আমরা সেই বাগানটী দেখিতে গেলাম। সেখানে মেকিণ্টসের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ক্লেয়ারমেণ্ট নামক স্থানে আমাদের মালী ছিল*। এখান হইতে চারিদিগের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় সুন্দর। এলবার্ট বলিলেন ঠিক্ জার্ম্মেণির ন্যায়। বাটী আসিলে পর ধর্ম্মোপদেষ্টা মিষ্টার রান্সে আসিয়া উপাসনা করিলেন। তিনি উপাসনার পর একটী উপদেশ দিলেন। বৈকালে আমরা বেড়াইতে গেলাম। কিয়ৎক্ষণ বেড়াইয়া লর্ড ডেল্‌হাউসির বাটী গেলাম। তিনি বলিলেন যে তাঁহার প্রাসাদে রাজা চতুর্থ হেনরি আসিয়াছিলেন, তাহার পর ইংলণ্ডের আর কোন রাজ্যেশ্বর আসেন নাই।

৫ই সেপ্টেম্বর। আজ আমি তিনখানি অভিনন্দন পত্র পাইলাম। ইহার মধ্যে একখানি মেজিষ্ট্রেটগণ, আর একখানি স্কটলণ্ডের ধর্ম্মসমাজ ও আর একখানি বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রদত্ত। ইঁহারা সকলেই আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমি তাঁহাদের অভিনন্দন পত্র গুলির উত্তরে কিছু কিছু বলিলাম। এলবার্টকেও অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হইল, তিনি অতি সুন্দররূপে সে গুলির উত্তর দিলেন।

৬ই সেপ্টেম্বর। ডল্‌কিথ পরিত্যাগ করিয়া আমরা পার্থ নগরে আসিলাম। লর্ড ও লেডি মেন্‌সফিলড্ আমাদিগকে তাঁহাদের বাটীতে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া গেলেন। আমরা সেই খানেই বাসা করিলাম।

(ক্রমশঃ)

বাঙ্গলা প্রবচন।

(২৬৭ সংখ্যা-- ২৪৫ পৃষ্ঠার পর।)

৪১৯ তপ্ত ভাতে ঘি ঢালা।

৪২০ তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং।

৪২১ তাবচ্চ শোভতে মূর্খো যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে।

৪২২ তাল তমাক পাশা,

* পাঠিকা-জানুন, ইহা মাহারাণীর কোন উচ্চ-

৪২৩ তালপুকুর নামে, ঘটী ডোবে না।

৪২৪ তাঁতি কুলও গেল,
বৈষ্ণব কুলও গেল।

৪২৫ তিলে তাল।

৪২৬ তিল পড়লে, তাল পড়ে।

৪২৭ তিন নকলে আসল খাস্ত।

৪২৮ তুমি কে? না বাড়ীর কর্ত্তা।
কাঁদছ কেন?
না ক্ষুদ খেয়েছিলাম বলে।

৪২৯ তুমি খাও ভাঁড়ে জল,
আমি খাই বাটে।

৪৩০ তেল দেও, সিঁদুর দেও,
ভবী ভোলবার নয়।
(শ্বশুর বাড়ী যাবার নয়)

৪৩১ তেল, তমাক, ময়দা,
যত রগড়াও, তত ফয়দা

৪৩২ তেলা মাথায় তেল দেওয়া।

৪৩৩ তেলে বেগুণে জ্বলে উঠে।

৪৩৪ তেরা রাম।

৪৩৫ তৃষ্ণা এগোয় ? না জল এগোয় ?

৪৩৬ তোমার পীর গিরণি খেয়েছে।

৪৩৭ তোর লেগে মরি,
না তোর গুণের লেগে মরি।

৪৩৮ ত্রিশঙ্কুরের মত থাকা।

থ

৪৩৯ থাক মান, যা'ক প্রাণ।

৪৪০ থাক্‌রে কুকুর মনের আশে,
ভাত দিব তোরে পৌষমাসে।

৪৪১ থাকে যদি চূড়াবাঁশী,
মিলবে রাধা হেন কত দাসী।

৪৪২ থালা, কাঁসা থাকতে,
সানকীতে বজ্রাঘাত।

৪৪৩ থুতু দিয়ে ছাতু ভিজান।

৪৪৪ থোড় বড়ী খাড়া,
আর খাড়া বড়ী থোড়।

৪৪৫ থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়েছে।

জয়নগর উত্তর পাড়া বালিকাবিদ্যালয়।

জেলা ২৪ পরগণার জয়নগর গ্রামে এই বিদ্যালয়টী কয়েক বৎসর স্থাপিত হইয়াছে এবং গবর্ণমেণ্টের সাহায্য লাভ করিয়া সুন্দররূপে চলিতেছে। গত ১লা জানুয়ারি অতি সমারোহে ইহার পারিতোষিক বিতরণ সম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে কলিকাতা হইতে শ্রীশিক্ষানুরাগী · দেশহিতৈষী কয়েকটী মহোদয় গমন করিয়াছিলেন। আমরা য়াছি। বালিকারা যে কবিতা পাঠ ও কথোপকথন করিল, তাহা শ্রোতৃগণের বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। আমরা কথোপকথনটী নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

(কমলা, সুশীলা ও সরলার কথোপকথন।)

কমলা।—

আজ কেন এত ত্বরা সরলা আমার?
সকাল সকাল কেন, বিমোহন বেশ হেন,

সুশীলা।—

ভালকথা পড়িয়াছে মনে!

আজি বেশ ভূষাপরি,

আমি ওগো ত্বরা করি,

যাব দিদি বিদ্যালয়ে সরলার সনে।

সরলা।—

জানিনা কি পাব ফল আজি পরীক্ষার?

কমলা।—

তাই বুঝি পরিয়াছ অঙ্গে অলঙ্কার?

সরলা।—

শুধু আমি একা নহি, বালিকার দল,

বিদ্যালয়ে যত আছে,

কেহ আগে কেহ পাছে,

চলিয়াছে দেখাইতে সুশিক্ষার ফল।

কত জনে বস্ত্র রঙ্গে, পরেছে ভূষণ অঙ্গে,

আমি তবে শুধু গায়ে যাইব কেমনে?

সুশীলা।—

তাই বটে, হীনবেশে যাইব কেমনে?

কমলা।—

ছিছি তুচ্ছ অলঙ্কারে কেন সাধ যায়?

সুশীলা।—

কেন দিদি! বল কিবা বাধা আছে তায়?

কমলা।—

না বোন! তাহাতে মোর ক্ষতি কিছু নাই

মনের আবেগে কিছু বলিবারে চাই॥

শুন প্রিয় ভগ্নীগণ, মহামূল্য যে রতন,

অলঙ্কারের করি সবে এক আকিঞ্চন।

মাবরে বরণ করি, যে ধন হৃদয়ে ধরি,

জগতের মনোলোভা, অতুল রূপের প্রভা,

ঘোর অন্ধকারে করে আলো বিকিরণ;

বসাইতে সেই মণি করগো যতন॥

হেরিয়ে অঙ্গের সাজ, অলঙ্কার পাবে লাজ,

চারু শোভাহেরে তার আঁধারে মগন।

চারুশীলে! বল দেখি প্রফুল্ল কমল,

কোন্ দিন শোভে স্বচ্ছ সরোবরে?

চন্দ্রিকার চারু হাসি, নীল নভস্তল

কোন্ দিন ধরেছে অধরে?

সরলা।—

বুঝেছি বুঝেছি দিদি মানবের মন

এক দিকে যেতে চায়,

যে দিকে যাহাকে পায়,

আনন্দে তাহারি করে আশ্রয় গ্রহণ।

সুশীলা।—

ভূষণে ভূষিত অঙ্গ পরীক্ষায় যাই,

যদি দিদি মনোমত ফল নাহি পাই,

মনে হয় গহনায় কি সান্ত্বনা পাব?

বরঞ্চ সভার মাঝে লাজে মরে যাব॥

সরলা।—

পরিতে সুন্দর বেশ,

নাহি কোন বাধা লেশ,

পাঠে যদি থাকে দিদি অন্তর নিবেশ।

ভাল সখি, বল দেখি শিক্ষার কি ফল?

সুশীলা।—

শুনেছি বিদ্যার বলে মানব সকল,

করিয়াছে কত শত অসাধ্য সাধন,

একমাত্র মানবের বিদ্যাই সম্বল,

কমলা।—

বিদ্যালাভে জ্ঞানলাভ জ্ঞানে ধর্ম্মধন,
ধর্ম্মে মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল সম্ভাবন,
শিখিতে এ হেন বিদ্যা কররে যতন,
যতন নহিলে কভু মিলেনা রতন।

সুশীলা।—

সর্ব্ব শাস্ত্রমতে বিদ্যা ধনের প্রধান,
নহে অনুমানসিদ্ধ, এযে কথা স্বতঃ সিদ্ধ,
যতন করিলে মিলে, অসংখ্য প্রমাণ।
কে কোথায় দেখিয়াছে হেন চমৎকার ?
দানেতে নাহিক ক্ষয়, চুরী তাহা নাহি হয়,
মরি মরি কি অদ্ভুত বিধি বিধাতার !

সরলা।—

বুঝিলাম নাহি কিছু বিদ্যার সমান,
কিন্তু সখি মোরা সবে বালিকা অজ্ঞান,
বিদ্যা যে শিখিব মোরা কি ফল কামনা,
সহজে শরমসতী কিবা সম্ভাবনা ?
গৃহস্থ বালিকা মোরা, কি কি প্রয়োজন ?
বল সখি মোরা সবে করিব শ্রবণ ॥

কমলা।—

বিদ্যাশিক্ষা বালিকার, কি করিবে উপকার,
না হইলে চরিত্র গঠন।
কথামালা বোধোদয়, নহে যদি বোধোদয়,
কি হইবে করি অধ্যয়ন ?
ভূগোল খগোল শিখে,
কি ফল অঙ্কিত আঁকে,
বাস, অন্তঃপুর কারাগার ;
কি ফল পশম বুনে, বিফল রোদন বনে,
নাহি মেলে সুখের বাজার।
গৃহ কার্য্য বিস্মরণ, আলয়ের যমালয়,
নাটক নভেলে মতি, দিন দিন অধোগতি
এ শিক্ষার কিবা প্রয়োজন ?
সহজে অবলা জাতি, বালাকাল ক্ষীণমতি,
শিখিবার বাকী সমুদয় ;
অনিবার্য্য প্রয়োজন, সবে শিখিবে রন্ধন,
গৃহ কার্য্য না করিলে নয় ॥
তাই বলি ভগ্নীগণ, সে বিদ্যার প্রয়োজন,
যাতে জ্ঞান হয় উপার্জ্জন ;
শিক্ষা কর শিখিবার,যাহা কিছু আছে আর,
যাতে হবে সুযশ কীর্ত্তন।
পিতা মাতা গুরুজনে, ভক্তি কর কায়মনে
যুক্তি এই সকলের সার ;
অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি, যিনি অগতির গতি,
কায়মনে ভক্তি কর তাঁর।

সমপাঠী বালিকারা, মা যখন হবে তারা,
সোহাগে সন্তান লবে কোলে ;
সে চারু বদন শশী, উজলিবে পৌর্ণমাসী,
ভাল, তরু গুণে ফল ফলে।
প্রসূতি পালন গুণে, সুশিক্ষায় সুযতনে,
তনয়ের কল্যাণ বিধান ;
প্রথম আদর্শ মাতা, হ'লে পরে সুশিক্ষিতা
অবশ্যই হবে সুসন্তান।
শুভ পরিণয় হলে, সংসারেতে প্রবেশিলে,
ভ্রান্ত যেন হয়োনা কখন,
পূজি ভক্তি ফুল দলে, পতি চরণ কমলে,
কাটাইও সুখেতে জীবন।
সুখ দুঃখসাথী পতি, অবলা জনের গতি,
রাখে পতি সংসার সাগরে ;
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ, পতি পদে চতুর্ব্বর্গ,

রমণী শিরোভূষণ, সতীত্ব পরম ধন,
সহজ ক্রমেতে জ্ঞান হবে ;
এবে দেখ প্রিয়জন, কি শিক্ষার প্রয়োজন,
পড়, ক্রমে জানিতে পারিবে।
বিবাহের সঙ্গে বই, করোনা লো জল সই,
অনন্ত বিদ্যার নাই সীমা ;
গৃহ কার্য্যে সংখ্যা নাই,
তা হলে ছেড়োনা ভাই,
শিখ তার অনন্ত মহিমা।
পুস্তক পরম ধন, সর্ব্ব দুঃখ নিবারণ,
অনায়াসে পারে করিবারে ;
তাই বলি ভগ্নীগণ, আজীবন অধ্যয়ন,
অবশ্য করিবে যত্ন ক'রে ॥

সরলা।—

শুনিনু বুঝিনু সখি বিদ্যা শিক্ষা ফল,
শিক্ষার সহায়ে নরে কত ধরে বল।

সুশীলা।—

আমরা সবাই দিদি বলহীন নারী,
অবলার অস্ত্র বলে নাহি প্রয়োজন,
যাহাতে সকলে মোরা রাখিবারে পারি,
বিধাতা প্রদত্ত প্রিয় সতীত্ব রতন ॥

সুযশ সুকীর্তি লাভে, সর্ব্বান্তঃকরণে সবে,
প্রার্থনা মাগিগো মোরা বিদ্যা সন্নিকটে,
হইয়ে অনন্যমন, বিদ্যাদেবী সুবরণ,
আঁকিয়া রাখিতে পারি হৃদি চিত্রপটে ॥
আর যাঁর কৃপা বলে, আসিয়া অবনীতলে,
নানাবিধ ভোগ্য বস্তু অনায়াসে পাই ;
যেন সকল সময়, সেই পদে ভক্তি রয়,
বিদ্যার নিকটে মোরা এই ভিক্ষা চাই ॥
দয়া, মায়া, সরলতা, স্নেহ, মমতায়,
বাঁধিব সকলে দিদি বিবিধ বাঁধনে,
হয় যেন চিরকাল সুখের সংসার
আমাদের, এই ভিক্ষা বিদ্যার চরণে ॥

সরলা।—

ধন্য ধন্য তুমি দিদি কৃপায় তোমার,
আমাদের উপজিল জ্ঞান ;
বিদ্যা ভিন্ন অন্য লোভ করিব না আর,
বুঝিলাম বিদ্যাই প্রধান।

কমলা।—

আমার কি ধন্যবাদ ? যাঁর কৃপাবলে,
মানস তিমির নাশি লভিয়াছি জ্ঞান,
এস ভাই একবার মিলিয়া সকলে,
প্রাণ ভ'রে ক'রি আজি তাঁর গুণ গান।

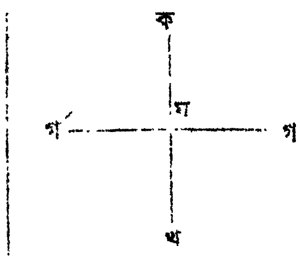
—:**:—

ভেল্কী।

অনেকে কাটা মুণ্ডুতে কথা কওয়া, শূন্যের উপর দাঁড়ান, কাটা হাত, কাটা পা ইত্যাদি অদ্ভুত ঘটনা দেখিয়া থাকিবেন, কিন্তু ইহার বাস্তবিক কারণ খুব কম লোকে জানেন। অনেকে এই বুঝাইয়া ক্ষান্ত থাকেন ; সুতরাং ইহার কারণ জানিতে অনুসন্ধান করেন না। আমরা ইহা সাধ্যমত বুঝাইতে চেষ্টা করিব। পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে অনেকে প্রভাত আয়না দিয়া মুখ দেখেন,

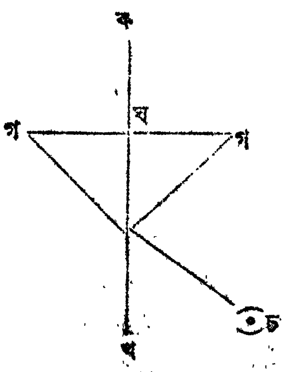
ধরিলে কত দূরে দেখা যায়, তাহা বোধ হয় বিশেষ করিয়া দেখেন না। আয়না যখন আমাদের মুখের সম্মুখে রাখিয়া মুখ দেখি, তখন মুখের প্রতিমূর্ত্তি আয়নার পশ্চাতে, আয়না হইতে আমাদের মুখ যত দূরে ঠিক্ তত দূরে দেখা যায়।

(১ম চিত্র)



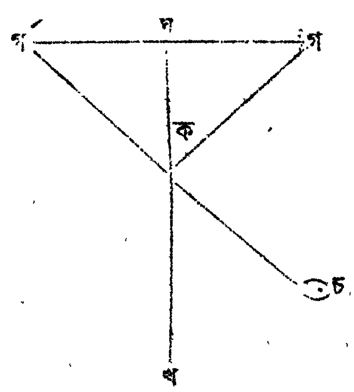
মনে করুন ক খ এক খানি আয়না গ আপনার মুখ। এই মুখের প্রতিমূর্ত্তি ঠিক গ´ চিহ্নিত স্থানে দেখিতে পাইবেন। এখানে গ´ ঘ ও গঘ সমান। আমরা যখন আয়না দিয়া মুখ দেখি, তখন আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী আরও অনেক বস্তুর প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাই।

(২য় চিত্র)

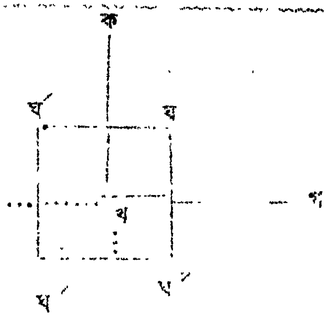


মনে করুন ক খ একখানি আয়না (২য় চিত্র), গ একটী বস্তু, চ আপনার চোক। ঐ বস্তুটীর প্রতিমূর্ত্তি ঠিক গ´ চিহ্নিত স্থানে দেখিতে পাইবেন। গ হইতে যদি একটী সরল রেখা ক খ আয়নার উপর ঠিক সোজাভাবে অর্থাৎ ক কিম্বা খএর দিকে না হেলাইয়া টানা যায় যেমন গ ঘ টানা হইয়াছে, তাহা হইলে গ ঘ, ক খ আয়না হইতে যত দূরে, ঠিক উহার পশ্চাতে তত দূরে গ´ চিহ্নিত স্থানে গএর প্রতিমূর্ত্তি দেখা যাইবে অর্থাৎ গ ঘ ও গ´ ঘ সমান। এখানে গ ঘ, ক খ আয়নার উপর যেরূপ ভাবে টানা হইয়াছে, তাহাতে গ ঘ, ক খএর সহিত সমকোণ করিয়াছে অর্থাৎ গ ঘ খ কোণ গ ঘ ক কোণের সমান। উহারা প্রত্যেকে এক সমকোণ। সমকোণ কিরূপ হইলে হয় স্মরণ রাখিবেন, কারণ আমরা অনেকবার ঐ কথা ব্যবহার করিব।

(৩য় চিত্র)



আবার মনে করুন (৩য় চিত্র) ক খ একখানি আয়না, গ একটী বস্তু একটু দূরে রহিয়াছে অর্থাৎ গ হইতে কোন সরল রেখা আয়নার সহিত সমকোণ করিয়া টানা যায় না। এখন গএর প্রতিমূর্ত্তি কোথায় হইবে দেখা যাক্। এখানে খ ক আয়না যদি ঘ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত থাকিত, তাহা হইলে গ হইতে একটী সরল রেখা ক ঘ আয়নার সহিত সমকোণ করিয়া টানা যাইত এবং পূর্ব্বের নিয়ম অনুসারে ঘ চিহ্নিত স্থানে প্রতিমূর্ত্তি হইত। যদিও আয়না ঘ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত নয়, তবু ঘ চিহ্নিত স্থানে উহার প্রতিমূর্ত্তি চ হইতে দেখা যাইবে।



আবার মনে করুন (৪র্থ চিত্র) ক খ ও খ গ দুইখানি আয়না সমকোণ করিয়া রাখা হইল। ঘ উহাদের মধ্যে একটী দ্রব্য। পূর্ব্বের সেই নিয়ম অনুসারে ক খ আয়নায় উহার প্রতিমূর্ত্তি ঘ' চিহ্নিত স্থানে এবং খ গ আয়নায় ঘ'' চিহ্নিত স্থানে হইবে। আবার ঘ' ও ঘ'' প্রতিমূর্ত্তি দ্বারায় যে প্রতিমূর্ত্তি ঘ''' চিহ্নিত স্থানে এক হইয়া যাইবে, সুতরাং মোটে তিনটী প্রতিমূর্ত্তি দেখা যাইবে। (ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। মাঘোৎসব উপলক্ষে গত ১৫ই মাঘ 'সিটীকলেজ' গৃহে ব্রাহ্মমহিলা সমাজের এক সাংবৎসরিক হয়, তাহাতে মফঃস্বল হইতে আগত অনেক ব্রাহ্ম এবং কলিকাতাস্থ ব্রাহ্মগণ সপরিবারে সমবেত হন। পত্র ও পুষ্পে সুসজ্জিত সুপ্রশস্ত গৃহে বৈদ্যুতিক আলোক প্রদর্শিত হয়। কবিতা আবৃত্তি, বাদ্য সঙ্গীত, পরস্পর আলাপ পরিচয় ও জলযোগ হইয়া কার্য্য শেষ হয়। এরূপ সমিতি বড় উপকারী ও প্রীতিজনক, মধ্যে মধ্যে আরও অধিক হওয়া আবশ্যক।

২। ময়মনসিংহের রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী তাঁহার পরলোকগতা পত্নীর স্মরণার্থ ৫০,০০০ টাকা দিয়াছেন। ইহা দ্বারা ময়মনসিংহে একটী আদর্শ কৃষিক্ষেত্র হইবে। রাজার সহৃদয়তা ও সদ্বিবেচনাকে ধন্যবাদ।

৩। আলিপুরের স্ত্রী কয়েদীদিগের বাসের সুবিধার জন্য গৃহ নির্ম্মাণার্থ ছোটলাট ১০ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

৪। আমেরিকার ওয়াশিংটন নগরে ১৫ হাজার কেরাণী, তন্মধ্যে ৪ হাজার স্ত্রীলোক, ইহাঁরা ভদ্র বংশজাত, ১৪৫ হইতে ৫৫০ পৌণ্ড বৎসরে বেতন পান। হিসাব পত্র রাখিতে ইহাঁরা পুরুষদের অপেক্ষা সুদক্ষ।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৬৬ সংখ্যা } ফাল্গুন ১২৯৩—মার্চ্চ ১৮৮৭। { ৩য় কল্প ৩য় ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

আনন্দোৎসব—গত ১৬ই ও ১৭ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতায় মহাসমারোহে ভারতেশ্বরীর ৫০ বার্ষিক রাজত্বের জুবিলি বা উৎসব সম্পন্ন হইয়াছে। প্রথম দিন সৈন্য প্রদর্শন, অভিনন্দন পত্র গ্রহণ, ছাত্রভোজ ও আতসবাজী প্রদর্শন হয় এবং দ্বিতীয় দিন রাজধানী অপূর্ব্ব আলোকমালায় বিভূষিত হয়। এই উপলক্ষে অনেকগুলি কয়েদীকে মুক্তি-দান ও গবর্ণমেণ্টের প্রিয়পাত্রদিগকে উপাধি বিতরণ করা হইয়াছে।

জুবিলি কীর্ত্তিস্তম্ভ—মহারাণীর [illegible] রাজত্ব স্মরণার্থ লণ্ডনে ৪২০ ফিট উচ্চ এক স্তম্ভ নির্ম্মিত হইবে। অন্যান্য কতকগুলি স্মরণস্তম্ভের সহিত ইহার তুলনা করিয়া দেখ :—

নেলসনের স্মৃতিস্তম্ভ—লণ্ডন	১৬২	ফিট।
অক্টারলোনি—কলিকাতা	১৮০	"
কুতবমিনর—দিল্লী	২৮০	"
সেণ্টপল গির্জ্জা—লণ্ডন	৩৬০	"
পিরামিড—মিসর	৪৮০	"
সেণ্টপিটর—রোম	৫১৩	"
কলোন গির্জ্জা—কলোন	৫২২	"
ওয়াসিংটন মনুমেণ্ট—আমেরিকা	৫৫৫	"
পারিস টাউয়ার—পারিস	১০০০	"
স্বাধীনতার প্রতিকৃতি—নিউইয়র্ক	৩০৫	"

স্ত্রী-অধ্যাপক—ফিলেডেলফিয়া উচ্চ শিল্প বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ কুমারী এমিলী সারটেনকে অধ্যক্ষপদে মনো-নীত করিয়াছেন। ইনি একজন বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারের কন্যা, শিল্প বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিনী। তাঁহার বয়ঃক্রম ৪৫ বৎসর। তিনি বিংশতি বর্ষ বয়সে শিল্পানুশীলনে প্রবৃত্ত হন। তিনি পারিস নগরে ৫ বৎসর এবং ইতালীর অন্তর্গত পামা নগরে কয়েক বৎসর বিখ্যাত শিল্পবিদ্ পণ্ডিতগণের নিকট শিল্প বিদ্যা শিখিয়াছিলেন। সমস্ত ইউরোপীয় প্রসিদ্ধ শিল্পীদিগের অঙ্কিত চিত্রসকল স্বহস্তে প্রদর্শন করিয়া বহু-দর্শিতা লাভ করিয়াছেন। শিল্প জগতে ইনি একটী সমুজ্জ্বল রত্ন।

খ্রীষ্টীয় মহিলাদিগের অধ্য-বসায়—সম্প্রতি লণ্ডনস্থ নব্য খ্রীষ্টান সমিতির (Young Women's Christian Association) বাৎসরিক রিপোর্ট প্রকা-শিত হইয়াছে। গত বৎসরে ইহার ২০টী শাখা সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। লণ্ডন এবং উপনগরে ১২৩ শাখা সমিতি আছে। লণ্ডনের সভ্য সংখ্যা ১২৩৬৩, ইহার মধ্যে ৩৭১০ জন গত বর্ষে সভ্য-শ্রেণী ভুক্ত হইয়াছেন। গত বর্ষে ইংলণ্ড এবং ওয়েলসের [illegible] ভিন্ন পল্লীতে [illegible] সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে [illegible] ইহারা বালিকাদিগের [illegible]?

ফরাসী জাতীয় ছাপাখানা—ইহাতে স্ত্রীলোকেরা অক্ষর প্রস্তুত করে, মুদ্রাঙ্কন করে, পুস্তকের পাতা কাটে, পুস্তক বাঁধিয়া থাকে। তাহাদিগের দৈনিক বৃত্তি এক ডলার (Dollar) প্রায় আড়াই টাকা। ৩০ বৎসরের অধিক কার্য্য করিলে তাহাদিগকে পেন্সন দিয়া বিদায় করা হয়।

স্ত্রী-কার্য্যক্ষেত্র—১৩ বৎসর গত হইল ল্যামবেথ পটারিতে (চিনের বাসনের কারখানা) ৩টী মাত্র বালিকা কার্য্য করিত, এক্ষণে তথায় ৩০০ স্ত্রীলোক কার্য্য করিতেছে। বলা বাহুল্য যে ইহাদিগের অনেকে পটারি কার্য্যে সুশিক্ষিতা হইয়াছেন।

নূতন টেলিফোঁ—লিসব্রাগ নগরে জে, টি, গথরি নামক এক ব্যক্তি এক প্রকার টেলিফোঁ প্রস্তুত করিয়াছেন, ইহাতে কথা সকল অতি স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। সহস্র মাইল দূর হইলেও দুই জনের কথা পাশাপাশি লোকের মত শুনায়।

স্ত্রী-শিক্ষা—বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের গত বি, এ, পরীক্ষায় কুমারী কর্ণিলিয়া সরাবজী নাম্নী এক পারসী বালিকা উত্তীর্ণা হইয়াছেন।

জুবিলি সেতু—লর্ড ডফরিণ মহা-মহোদয় হুগলীর সেতু উৎসর্গ করিয়া ইহার এই নূতন নামকরণ করিয়াছেন।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া ।



আনন্দোৎসব।

জয় ভিক্টোরিয়া জয় ভিক্টোরিয়া,
মহোৎসব রোল জগত ব্যাপিয়া!
অষ্ট্রেলিয়া হতে বিলাত দুরস্থ,
আফ্রিকা ক্যানাডা, মহান্ ভারত,
পূরব পশ্চিম, দক্ষিণ উত্তরে,
মহার্ণব গর্ভে তোড়পাড় করে
উৎসব তরঙ্গ উঠে উচ্ছ্বসিয়া,
জয় ভিক্টোরিয়া জয় ভিক্টোরিয়া!

২

বিশাল সাম্রাজ্য বিষম ব্যাপার!
ভুবনে এমন কোথা আছে আর!
বিশ্বের জলধি রাজত্ব সমস্ত,—
চিরোদিত রবি নাহি হয় অস্ত!
কত বর্ণে লোক কত বেশ ধারী,
কত ভাষাবাদী, বিভিন্ন আচারী।
আজি একসূত্রে পরিবদ্ধ সবে,
একবারে মেতে গায় উচ্চ রবে,
একতান ধরি উঠিছে নাচিয়া,
জয় ভিক্টোরিয়া জয় ভিক্টোরিয়া।

৩

কোন নরবর, কোন ভাগ্যধর?
অর্দ্ধ-শত-অব্দ অবনী উপর,
অক্ষত শরীরে, অক্ষুণ্ণ অন্তরে,
একভাবে এত আধিপত্য করে?
জনগণ হিত সাধি অনুক্ষণ,
প্রজাবৎসল কোথায় এমন?
কোন পুণ্য শ্লোকে লোকে আজি স্মরে,
কোন নামে পূজে প্রজা ঘরে ঘরে?
কার মূর্ত্তি আঁকি হৃদয়ে ধেয়ায়?
সদা রসনায় কার গুণ গায়?
ধন্য পুণ্যবতী ভিক্টোরিয়া রাণি!
ভূভারতে আজি ধন্য ধন্য বাণী
গগনে উঠিছে, পবনে চলিছে,
মহার্ণব-গর্ভে প্রবাহে চলেছে,
যার প্রতিধ্বনি মেদিনী নাদিয়া
জয় ভিক্টোরিয়া জয় ভিক্টোরিয়া

৪

ভারত-ঈশ্বরী, নারী অগ্রগণ্যা,
আলেকজাণ্ড্রিণা ভিক্টোরিয়া ধন্যা!
ধন্যরে পবিত্র ব্রিটন ধামের,
নিত্য সমুজ্জ্বল তব আলোবরে!
সদা চারুতর্ণ করিয়া বরণ,
ধন্য রাজলক্ষ্মী! ইংলণ্ড ভুবনে!
কত পুণ্য ফলে, কত ভাগ্য বলে,
পঞ্চাশত বর্ষ একছত্র তলে
বিশাল রাজত্ব করিলে শাসন,
এ বিষম কালে, কে পারে এমন?
সভ্যতাভিমান—ধনের সম্মান—
বিদ্যার গৌরব—যশের বাখান—
একতার তন্ত্র, স্বাধীনতা মন্ত্র—
সাবস্ত লেখনী—সৈন্য মুদ্রাযন্ত্র—
সহায় সাহস—স্বতন্ত্রতা মত,—
এ হেন সময়ে—কভু অনাহত
থাকে কি রাজত্ব এত দীর্ঘকাল?
পুণ্য ফল তব, সুপ্রসন্ন ভাল!
করুন ঈশ্বর আরো কিছু দিন
মর্ত্যের সুখেতে—বৎসরে প্রাচীন

পুত্রবধূ, পৌত্র, প্রপৌত্র, প্রপৌত্রী
দুহিতা, জামাতা, দৌহিত্রী, প্রদৌহিত্রী,
অরোগী হইয়া, রাজভোগে সবে
করুন যাপন আজীবন ভবে !
রাজলক্ষ্মী গৃহে থাকুন অচল,
ক্রমশঃ সম্পদ বাড়ুক কেবল !
ধর্ম্মে হোক মতি, যশে পূর্ণ ক্ষিতি,
পুণ্যে বৃদ্ধি রতি, বলে শত্রু ভীতি,
ঘুষুক সুকীর্ত্তি জগত যুড়িয়া,
জয় ভিক্টোরিয়া, জয় ভিক্টোরিয়া।

৫

কত দেশে আজি কত ভাবে নরে
মহিমা তোমার মহীয়ান করে।
ক্যানেডা, গায়েনা, নূতন জিলাণ্ড,
অষ্ট্রেলিয়া, নব গিনী, গ্রীণলাণ্ড ;
ভারতীয় দ্বীপ পশ্চিম-পূরবে,
অধিবাসীগণ মাতিয়া পরবে,
দেশজ-ইংরাজ— সব একাকার
আনন্দে মেলানী ভেটে ভার ভার !
উপনিবেশীরা মাতৃ ভূমি তরে
কতই সামগ্রী ভেটিছে আদরে,
বিদেশের অর্থ সার্থক করিয়া
স্বদেশের নামে দেয় সংকল্পিয়া—
নানামত করি সাধু অনুষ্ঠান,
অধিকারে রাখে স্বদেশের মান !
স্বদেশ মাহাত্ম্য প্রচারে ঘুষিয়া
জয় ভিক্টোরিয়া জয় ভিক্টোরিয়া !

৬

আলোক মালায় উজলে নগর,
[illegible] তোরণ শোভে মনোহর,
শরণী দুধারে দীপাবলী জলে
দোলে তারাহার সৌধাবলী গলে,
বাষ্পদীপ, বাতী, বিদ্যুত [illegible],
রসায়ন-জাত আলো নানা জাতি,
উরসে পরিয়া হাসিছে নগর,
বিজয় নিশান সীমন্তে সুন্দর—
স্বর্ণাক্ষরে ছটা পড়িছে ফুটিয়া,
জয় ভিক্টোরিয়া জয় ভিক্টোরিয়া !

৭

মহার্ণব, সিন্ধু, হ্রদ, নদ, নদী,
অধিকার তব অনন্ত জলধি !
নানা বর্ণে তরী, পোত নানা মত,
সুরুচি সজ্জিত, শোভাকর কত !
আলোক মালায় ভাল শোভাকরে,
জলে জলে ভাতি তরঙ্গে শিহরে।
স্তবকে স্তবকে গুণবীক্ষোপর,
বিজয় পতাকা উড়ে নিরন্তর,
সারি গেয়ে যায় নাবিক বাহিয়া
জয় ভিক্টোরিয়া, জয় ভিক্টোরিয়া।

৮

আতস বাজীতে ছাইছে আকাশ,
দাগিছে কামান রিপু-কুল ত্রাস !
ধ্বনিছে বন্দুক দুড় দুড় দুড়,
ঢালিতেছে অর্থ হুড় হুড় হুড়,—
আগুণে পুড়িছে, জলেতে বুড়িছে,
আকাশে উড়িছে, ভূমেতে ছুড়িছে।—
সৈন্য প্রদর্শন,—তুরঙ্গ চালন,
শিকার পরীক্ষা, অস্ত্র সঞ্চালন,
জয়োল্লাস নৃত্য, সামরিক খান,
বাজে রণ-বাদ্য চমকে পরাণ।—

দুন্দুভর ধ্বনি ভেরীর গর্জ্জন,
রণ-শিঙ্গা নাদ দামামা ঘোষণ,
ভুরতুন, ত্রিকোণ, পিকলো, বি'গল
ক্লেরিওনেট, অবো, কর্ণেট, সিম্বল।
ঘোর ঐকতানে, মহাকদ্র তানে,
জাতীয় সঙ্গীত-বীররস ঢালে,
ব্রিটিশ মহিমা গায় বিনাইয়া—
জয় ভিক্টোরিয়া জয় বিক্টোরিয়া!

৯

কোথা মৃদুস্বরে বাজে নহবত,
রসনচৌকী, সানাই সঙ্গত;
বীণা তানপুরা, রবাব, মৃদঙ্গ,
মুরলী মন্দিরা, সেতারা, মোচঙ্গ,
পিয়ানো, অর্গান, পাণ্ডিন, ক্লারাব,
হার্প, হার্ম্মোনিয়া, সার্পেণ্ট, গিটার।
মৃদু ঐকতানে আলাপে ললিত,
বসন্ত বাহারে চিত্ত পুলকিত!
নাচিছে নর্ত্তকী গাইছে গায়ক,
দৃশ্য হাস্যময় নট বিদূষক,
অঙ্গ ভঙ্গী করে কতই প্রকার,
হৃদয়ে আমোদ ধরেনাকো আর।
নেচে নেচে গায় করতালি দিয়া,
জয় ভিক্টোরিয়া জয় ভিক্টোরিয়া।

১০

পুরবাসীগণ, আনন্দে মগন,
মহোৎসব তরে করে, আয়োজন,
পল্লব কুসুমে আবাস সাজায়,
সবান্ধবে মিলি মন সাধে গায়।
হৃদয়ে আনন্দ প্রবাহ না ধরে,
মাঙ্গলিক শঙ্খ বাজে ঘরে ঘরে,
রাজভক্তি রস পড়ে উথলিয়া,
জয় ভিক্টোরিয়া জয় ভিক্টোরিয়া।

১১

বিশেষ উল্লাস নারীগণ মাঝে,
নারী পূজা আজি নরের সমাজে!
ষোড়শোপচারে পূর্ণ আয়োজন,
ভূতলে কে কবে দেখেছে এমন?
নারীর সাম্রাজ্যে নারী মহোৎসব,
হবেনা কি ভবে? কে রবে নীরব?
উলুধ্বনি করে শঙ্খ বাজাইয়ে,
আহ্লাদে আবেশে আটখানা হ'য়ে,
খেলিছে আনন্দে হাসির ফোয়ারা
স্বজাতি সম্মানে হ'য়ে মাতোয়ারা,
শত নারীকণ্ঠ গাহিছে ফুলিয়া,
জয় ভিক্টোরিয়া, জয় ভিক্টোরিয়া।

রমণীর কর্ত্তব্য।

(২৬৫ সংখ্যা ৩০৫ পৃষ্ঠার পর।)

তাঁহার গৃহের একটী কোণে আলু থাকিত। শীতকালে আলুর মূল্য সুলভ হয়, সেই সময়ে সপ্তাহের আলু ক্রয় করিয়া রাখিতে হইবে। তাঁহার গৃহের একটী কোণে পাতলা করিয়া বালি বিছাইয়া তাহার উপর আলু রাখিতে হইবে। ঐ বালি পাছে গৃহের মধ্যে ছড়াইয়া যায়, এজন্য তাহার চারিদিকে

(কোণে রাখিলে অপর অপর দিকে দেওয়াল থাকিবে) ইটের সারি দিয়া বালির সীমানা ঠিক করিয়া দিবে। ঐ বালির উপর পরিষ্কাররূপে আলু বিছাইয়া রাখিবে। প্রথমে বড় বড় আলু খরচ করিবে কারণ বড় আলু শীঘ্র পচিয়া যায়। অনেক বাটীতে এরূপ দেখা যায় যে কোন দ্রব্য সুলভ মূল্যে পাইলেই অধিক ক্রয় করা হয় এবং একেবারে অধিক ক্রয় করিলে অধিক খরচ হয়। এ বিষয়ে গৃহিণীর সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য। দ্রব্যাদি একেবারে ক্রয় করিলে সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু যদি অধিক খরচ হয় তাহা হইলে একেবারে কেনার কোন ফল দেখা যায় না। ইহার উপায় এই যে প্রত্যেক গৃহিণী ভাঁড়ার গৃহে একটা তৌল দাঁড়ী ও একপ্রস্থ বাট-খারা রাখিবেন এবং দ্রব্যাদি নিজের সম্মুখে অথবা যাঁহার হস্তে ভাঁড়ার গৃহের ভার থাকিবে তাঁহার সম্মুখে ওজন করিয়া রন্ধনার্থে দিবেন। তাহা হইলে অধিক খরচের ভয় থাকিবে না। ভাঁড়ার গৃহের নর্দ্দামা আদি রাত্রি-কালে বন্ধ করিয়া রাখিতে হইবে নতুবা ইন্দুরাদি দ্বারা দ্রব্যাদি নষ্ট হওয়া সম্ভব। সেই ঘরে যেন কোনরূপ আবর্জ্জনা না থাকে, পরিষ্কার ঝরঝরে থাকিবে তাহা হইলে ইন্দুর থাকিতে পারিবে না অথবা থাকিবার সুবিধাও পাইবে না।

কলিকাতার বাজারে ছোট ছোট টিনের কৌটা কিনিতে পাওয়া যায়, তাহাতে মসলা রাখিবার বেশ সুবিধা। ঐ সকল কৌটাতে ঢাকনি দিবার আবশ্যকতা নাই। ভাঁড়ার ঘরের দেওয়ালে সারি সারি কতকগুলি পেরেক পুতিতে হইবে। প্রত্যেক টিনের কৌটার গায়ের উপর একটী করিয়া ছিদ্র করিয়া তাহাতে দড়ি বাঁধিয়া ঐ পেরেকে ঝুলাইয়া রাখিবে এবং ঐ কৌটার ভিতর মসলা থাকিবে। কৌটা গুলির আকৃতি মসলার পরি-মাণ অনুসারে হইবে অর্থাৎ যে কৌটায় লঙ্কা হলুদ থাকিবে তাহা বড় হইবে, যাহাতে জিরে মরিচ থাকিবে তাহা তদপেক্ষা ছোট হইবে আবার যাহাতে পাঁচ ফোঁড়ন (সম্বরা) থাকিবে, তাহা আরও ক্ষুদ্র হইবে। যেখানে যে কৌটা থাকিবে, তাহার উপরে দেওয়া-লের গায়ে মসলার নাম লেখা থাকিবে ইহা দ্বারা সকলেই জানিতে পারিবেন যে কোন্ কৌটায় কোন্ মসলা আছে। মসলার কৌটাগুলি ঐ রূপে সাজাইয়া রাখিলে বেশ সুন্দর দেখায়, প্রস্তাব লেখক স্বয়ং এটী পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। ভাঁড়ার গৃহের এক পার্শ্বে একটী চাঙ্গারিতে নিত্য-ব্যবহার্য্য তরকারি আদি থাকিবে। গ্রীষ্মকালের রাত্রিতে তরকারীগুলি ভাঁড়ারের মধ্যে না রাখিয়া অনাবৃত স্থানে শিশিরে রাখা উচিত, তাহা হইলে তরকারী সকল শুষ্ক না হইয়া সরস থাকে। তৈল ও

ঘৃত রাখিবার জন্য একপ্রকার পাত্র ব্যবহার করিলে ভাল হয়; ঐ পাত্র চিনা মাটীতে প্রস্তুত। কলিকাতার পুরাতন জিনিষ বিক্রেতাদিগের দোকানে সদাসর্ব্বদা ঐ পাত্র পাওয়া যায়। ঐ পাত্রে করিয়া মোরব্বা প্রভৃতি আমদানি হয়, পরে ঐ মোরব্বাদি বিক্রয় হইয়া গেলে দোকানদারেরা পুরাতন দ্রব্য বিক্রেতাদিগকে ঐ পাত্র বিক্রয় করে। ঐ পাত্র চিনামাটীতে প্রস্তুত। উহা ঢাকনি সহিত পাওয়া যায়, উহার একএকটীর মূল্য ৶০ আনা করিয়া, ঘৃত তৈল রাখিবার পক্ষে উহা অত্যন্ত উপকারী। ঘৃতের পাত্র হইতে ঘৃত হাত দ্বারা না তুলিয়া পলা দ্বারা তুলিলে ঘৃত অধিক নষ্ট হয় না। কিন্তু লোহার পলা ব্যবহার করিলে ঘৃতের বর্ণ খারাপ হইয়া যায়, সুতরাং ঘৃতের জন্য টিনের পলা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। লবণ যাহাতে রাখা যায়, তাহাই শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়, এ জন্য এমন পাত্রে লবণ রাখিবে না যাহার মূল্য অপেক্ষাকৃত অধিক। লবণ রাখিবার জন্য কাষ্ঠের পাত্রই বিশেষ উপযোগী। তাঁহার গৃহে অন্ততঃ দুইটী সিকা থাকিবে। ঐ সিকার একটীতে ঘৃত ও একটীতে রন্ধনের তৈল থাকিবে। তাঁহার ঘরের দেওয়ালে দুইটী কাষ্ঠ পুঁতিয়া তাহার উপর একখানি তক্তা দিয়া দ্রব্যাদি রাখিবার ব্যবস্থা করিলে [illegible] সঙ্কুলান হয়। [illegible]

[illegible] জন্য রেড়ীর তৈল ব্যবহার করেন, তাঁহারা টিনের পাত্রে অথবা বোতলে ঐ তৈল রাখিবেন, এবং ঐ টিনের পাত্র অথবা বোতল একখানি তক্তার উপর রাখিবেন কারণ বোতলের গা দিয়া যে তৈল ঝরিয়া পড়িবে তাহা ঘরের মেজেতে না পড়িয়া ঐ তক্তার উপর পড়িবে এবং সময়ে সময়ে ঐ তক্তা পরিষ্কার করিলেই হইবে। প্রদীপে তৈল দিবার জন্য একটী টিনের পাত্র প্রস্তুত করিতে হইবে। ঐ টিনের পাত্রে একটী লম্বা গাড়ুর মত নল থাকিবে। ঐ নলের অগ্রভাগ খুব সরু হইবে, ঐ সরু নল দিয়া প্রদীপ ইত্যাদিতে তৈল ঢালিলে তৈল পড়িয়া নানা স্থানে লাগিবার অথবা নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। গাত্রে মাখিবার জন্য অনেকে নারিকেল তৈল ব্যবহার করেন। ঐ নারিকেল তৈল অনেকে বোতলের মধ্যে রাখেন বোতলে নারিকেল তৈল রাখিলে একটী বিশেষ অসুবিধা হয়—শীতকালে প্রাতঃস্নান করিবার সময় তৈল পাওয়া যায় না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ তৈল না গলে ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোন উপায়ে বোতল হইতে বাহির করা যায় না। সুতরাং ঘৃত রাখিবার জন্য যেরূপ পাত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে, ঐরূপ পাত্রে নারিকেল তৈল রাখিলে সুবিধা হইবে। এস্থলে একটী কথা বলা বিশেষ আবশ্যক, ইহ-[illegible] কলিকাতায় অনেক দোকানে [illegible] নারিকেল তৈল

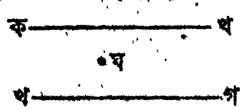
পাওয়া যায়। দোকানে ঐ তৈল যেরূপ মূল্যে পাওয়া যায় গৃহে প্রস্তুত করিলে তাহা অপেক্ষা অনেক কম মূল্যে প্রস্তুত হইতে পারে এবং বাজারের তৈল অপেক্ষাও কোন অংশে নিকৃষ্ট হয় না। এক সের নারিকেল তৈলে ৵০আনার ইস্তাম্বুলিকাহী নামক একপ্রকার তৈল, মিশাইয়া দিলে বেশ সুগন্ধ হয়। উহা কলিকাতার আতর ওয়ালাদিগের নিকট পাওয়া যায়। যদি ঐ তৈলকে লাল করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে ঐ তৈলে দুই পয়সার রতনজুৎ ফেলিয়া দিলেই হইবে। রতনজুৎ একপ্রকার গাছের শিকড়, কলিকাতার মাতাঘসা ওয়ালাদিগের নিকট পাওয়া যায়। ক্রমশঃ

ভেল্কী।

গতবারের শেষ।

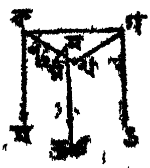
এখন ঐ দুইখানা আয়না যতই ঘএর নিকট হেলাইয়া আনা যাইবে, ততই ঘএর প্রতিমূর্ত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে। যখন আয়না দুই খানা সমান্তরাল হইবে যেমন (৫ম.) তখন অসংখ্য প্রতিমূর্ত্তি হইবে।

৫ম চিত্র।



আয়না লইয়া এ সমস্ত পরীক্ষা করিয়া দেখিলে ভাল বুঝিতে পারিবেন। ইহা বুঝিলে আর ভেল্কী বুঝিতে কোন কষ্ট হইবে না।

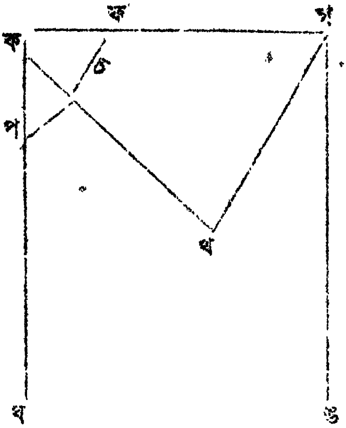
৬ষ্ঠ চিত্র।



অনেকে দেখিয়া থাকিবেন যেখানে ঐ সমস্ত ভেল্কী দেখান হয়, তাহার তিন দিকে এক রঙের পর্দ্দা টাঙ্গান থাকে। ইহার কারণ পশ্চাৎ বলিব। মনে করুন ঘ ক গ ঙ সেই এক রঙের পর্দ্দা (৬ষ্ঠ চিত্র), ক খ ও খ গ দুইখানা পরিষ্কার বড় আয়না খাড়া ভাবে রাখা। উহাদের সম্মুখভাগ চ এর দিকে। দর্শকগণ চ এর কাছে দাঁড়াইয়া দেখেন। ঐ আয়নার মাঝে মাঝে ফাঁক বা খোপ কাটা থাকে, যেমন প ফ। ঐ আয়না এত পরিষ্কার যে ফাঁক কি আয়না তাহা জানা না থাকিলে বুঝা কঠিন। ক খ ও খ গ সমকোণ করিয়া রাখা অর্থাৎ ক খ গ কোণ এক সমকোণ। আবার ঘ ক গ সম কোণ ক খ আয়না দ্বারা সমান দুই ভাগে ভাগ করা অর্থাৎ ক গ ঙ সমকোণ. খ গ আয়না

দ্বারা সমান দুই ভাগে ভাগ করা। এরূপ রাখার কারণ পরে বলিব। প্রথম ম চিহ্নিত স্থানে একটী লোক তাহার সমস্ত শরীর লুকাইয়া শুধু মাথা বাহির করিলে দর্শকগণ শুধু তাহার মাথা দেখিয়া কাটা মুণ্ড ভাবিবেন। আবার ঐ ম চিহ্নিত স্থানে এক খানা টুল রাখিয়া (টুল আয়নার চেয়ে ছোট হওয়া চাই, যেন বাহির হইতে না দেখা যায়) ঐ টুলে এক পায়ের উপর সমস্ত শরীরের ভার রাখিয়া অন্য পা আয়নার উপর দিয়া, ম হইতে আয়না যত দূরে আয়নার সম্মুখে ঠিক্ ততদূরে যদি ঝুলাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বের নিয়ম অনুসারে ঐ ঝুলান পায়ের (ম´) ঝুলান প্রতিমূর্ত্তি ম চিহ্নিত স্থানে দেখা যাইবে। সুতরাং দর্শকগণ ঐ ঝুলান পা ও তাহার প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়া শূন্যে দণ্ডায়মান মূর্ত্তি ভাবিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। আবার যদি প ফ (আয়নার ফাঁক অংশ) অংশের ভিতর দিয়া বাহিরে এক খানা হাত, পা কিম্বা মাথা বাহির করিয়া একটী লোক আয়নার পাছে তাহার অন্য অঙ্গ লুকাইয়া রাখে, তাহা হইলে শুধু দুইখানি হাত, পা কিম্বা মাথা দেখা যাইবে, একটী আসল, অন্যটী প্রতিমূর্ত্তি। সুতরাং দর্শকগণ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন।

৭ম চিত্র।



এখন পর্দা ও আয়না সমকোণ করিয়া রাখা ইত্যাদির কারণ বলিব। আর একটী চিত্র বিবেচনা করা যাউক। (৭ ম চিত্র)। প্রথমে ক খ আয়নার বিষয় দেখা যাউক্।

ঘ ক গ সমকোণ ক খ আয়না দ্বারা সমান দুই ভাগে ভাগ করিয়া রাখার কারণ ক ঘ পর্দার যে কোন বিন্দু হইতে ক গ আয়নার উপর একটী সরল রেখা সমকোণ করিয়া টানিয়া ক গ এর কোণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিলে আয়না হইতে ক ঘ এর সেই বিন্দুটী যত দূরে স্থিত, ক গ এর সেই বিন্দুটীও তত দূরে থাকিবে। যেমন প একটী বিন্দু হইতে প চ একটী সরল রেখা ক খ আয়নার সহিত সমকোণ করিয়া টানিয়া চ ফ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এখানে প চ ও চ ফ সমান হইবে। সুতরাং পূর্ব্বের নিয়ম অনু-

পড়িবে। এই রূপে সমুদায় ক খ পদার্থের প্রতিমূর্ত্তি ক খ এর উপর হইবে, আবার গ ঘ পদার্থের প্রতিমূর্ত্তিও কাচের ক খ এর উপর হইবে। সুতরাং এক রকমে পর্দা থাকিলে কোন্‌টী আসল, কোন্‌টী প্রতিমূর্ত্তি বুঝা যাইবে না। ঘ ক গ ঙ র মধ্যের ভাগ শুধু ফাঁক দেখা যাইবে। কেবল আয়নার উপরি ভাগ লুকাইবার জন্য যে ফুল পাতাদিতে সাজান থাকে, সেই ফুল দেখা যাইবে।

বঙ্গমহিলা সমাজের উৎসব।

কার্য্য বিবরণ।

গত ১০ মাঘ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনালয়ে বঙ্গমহিলা সমাজের সাম্বৎসরিক অধিবেশন হয়। তাহাতে যে কার্য্য বিবরণ ও একটী প্রবন্ধ পঠিত হয় তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

প্রায় আট বৎসর হইল বঙ্গমহিলাগণের উন্নতি সাধনোদ্দেশে "এই সভা" সংস্থাপিত হয়। যাহাতে আমাদের দেশীয় ভগিনীগণের জ্ঞান, ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার উন্নতি সাধিত হয় ও তৎসঙ্গে তাঁহারা চিন্তা ও কার্য্য করিতে সমর্থ হয়েন, ইহাই এই সভার উদ্দেশ্য। এবং ঐ উদ্দেশ্য সাধনার্থ ইহার অধিকাংশ কার্য্যই মহিলাদিগের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে।

এপর্য্যন্ত এই সভা হইতে আশানুরূপ ফল লাভ না হইলেও ইহা হইতে স্ত্রীলোক ও বালকদিগের উপযোগী কয়েক খানি পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে এবং যাহাতে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে একতা ও সদ্ভাব বৃদ্ধি হয়, তাহার চেষ্টা করা হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন দেশহিতৈষী কৃতবিদ্য মহোদয়গণ সময়ে সময়ে নারীজাতির হিতকর অনেক বিষয়ে বক্তৃতা ও উপদেশ দিতে ক্রটি করেন নাই এবং সভ্য মহিলাদিগের মধ্যেও অনেকে প্রবন্ধ লিখিয়া অনেক বিষয় আলোচনা করত আপনাদিগের উন্নতি সাধন করিতে যত্নবতী হইয়াছেন।

সভার একটী নিজস্ব গৃহ না থাকাতে অনেক সময় ইহার কার্য্য নির্ব্বাহ সম্বন্ধে অনেক বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে। সেই জন্য সভা নিজের একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন। কিন্তু নানা কারণে ও অর্থাভাব বশতঃ এখন পর্য্যন্ত সে বাসনা কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হওয়া যায় নাই।

গতবর্ষে ইহার সভ্য সংখ্যা নিতান্ত অল্প হইলেও ৩০ জনের ন্যূন নহে। গতবর্ষে যতবার সভার অধিবেশন হইয়াছে তাহাতে প্রতি সভায় নিয়মিত সভ্যদিগের মধ্যে গড়ে প্রায় ২০ জন উপস্থিত ছিলেন। এতদ্ভিন্ন যে দুইবার

সাম্বৎসরিক হয়, তাহাতে প্রত্যেক সভাস্থলে প্রায় শতাধিক মহিলা ও পুরুষ উপস্থিত থাকেন।

ফাদার লাফোঁ, ডাক্তার তারাপ্রসন্ন রায় ও শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু সভার বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র, কারণ তাঁহারা বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া অনেকবার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া প্রদর্শন দ্বারা সভাস্থ দর্শকদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

ভারতে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত স্কটলণ্ড হইতে কুমারী রেণী নাম্নী একটী বৃদ্ধ মহিলা ভারতে আসিয়াছেন। তাঁহাকে অভ্যর্থনার নিমিত্ত বঙ্গমহিলা সমাজের একটী বিশেষ সভা আহূত হয় তাহাতে অনেকগুলি কৃতবিদ্য পুরুষ ও শিক্ষিতা মহিলা উপস্থিত থাকিয়া বিদেশীয়া ভগিনীর অভ্যর্থনা করেন। কুমারী রেণী এই বৃদ্ধ বয়সে যেরূপ পরিশ্রম স্বীকার করিয়া এই দূরদেশে আসিয়াছেন, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তাঁহার উৎসাহ ও শ্রমশীলতা আমাদিগের অনুকরণীয়।

বিবিধ চিন্তা। *

১। সূর্য্য আকাশে উদিত হইল। কেবল গুটিকতক পুষ্পকে প্রস্ফুটিত করিতে অথবা কয়েকটী বৃক্ষকে সজীব করিতে নহে, বস্তুতঃ সমস্ত পৃথিবীর আনন্দ বিধান করিতেই সূর্য্য উদিত হইল। দেবদারু আপন উন্নত মস্তক নাড়িয়া বলিল "সূর্য্য তুমি আমারই।" মৃত্তিকার উপরিভাগে প্রস্ফুটিত বনফুল ঈষৎ হাসিয়া ও মৃদুগন্ধ বিস্তার করিয়া বলিল "সূর্য্য তুমি আমারই" এবং সহস্র ক্ষেত্র মধ্য হইতে শস্যরাজি প্রাতঃসমীরণে কম্পিত হইয়া একতানে বলিয়া উঠিল "সূর্য্য তুমি আমারই।" ঈশ্বরও তেমনি ধর্ম্মজগতে গুটিকতক মহাপুরুষের জন্য নয় কিন্তু সমস্ত জগতের জীবন স্বরূপ হইয়া সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে পরিপূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন। এই পৃথ্বীতলে এমন ক্ষুদ্র—এমন নীচ জীব কেহ নাই যে শিশুর নির্ভরের ভাবের সহিত তাঁহার দিকে চক্ষু তুলিয়া বলিতে পারে না "পরম পিতা তুমি আমারই।"

২। একটী বালিকা একবার আধ্যাত্মিক ভাবের আবেগে আপন দৈনিক লিপিতে এই কথাগুলি লিখিয়াছিলেন "যদি জিজ্ঞাসা করা স্পর্দ্ধা না হইত, তাহা হইলে ঈশ্বরকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতাম তিনি কেন আমাকে এ পৃথিবীতে প্রেরণ করিলেন? আমি কিছু বুঝিনা। আমার দিন আলস্যে যাইতেছে, কিন্তু তাহাতে আমার ক্লেশ হয় কই? যদি নিজের অথবা অপরের সম্বন্ধে কিছুমাত্র মঙ্গলজনক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিতাম,

* বালিকাদিগের উৎসবে একজন মহিলা দ্বারা পঠিত।

দিনের একটুকু সময়ের জন্যও তাহা হইলে কত সুখী হইতাম!” এই কথাগুলি লিখিবার পরে কয়েকদিন কাটিয়া গেল, বালিকার অন্তর তখন আর আবেগপূর্ণ নাই। তখন তিনি এই গুলি পড়িয়া তাহার নীচে লিখিলেনঃ—“বাঃ কাজ করাত কত সহজ। ঈশ্বরের একটী ক্ষুদ্র তৃষ্ণার্ত্ত জীবকে অঞ্জলি পরিমিত পানীয় জল প্রদান করিলেও ত কাজ হয়।” ঠিক্ কথা। ঈশ্বরের নামে সামান্য দ্রব্য পর্য্যন্ত দান করিলেও তাহার ফল আছে। একটী সৎপরামর্শ, একটু সামান্য সাহায্য, একটু ক্লেশ সহিষ্ণুতা, বন্ধুর জন্য একটু প্রার্থনা, অপরের অগোচরে তাহার ত্রুটীজনিত কুফল নিবারণের একটুকু চেষ্টা—এ সকল কার্য্যও মূল্যবান। ঈশ্বরের নামে যে কার্য্য করা হয় তাহা কখনও বিফলে যায় না।

৩। সুদীর্ঘ শাল তরু আপন মস্তক উন্নত করিয়া পর্ব্বতোপরি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া শালতরু কি করিল? দুঃখের উষ্ণ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া শালতরু কহিল “হায়! আমি বৃথা জীবিত রহিয়াছি। পক্ষী আমার শাখায় বসিয়া সুললিত গান করে না, কেননা আমার শাখা প্রশাখা অতি উচ্চ, আমার ফল কাহারই আহারের জন্য ব্যবহৃত হয় না। কেন বৃহদ্দেহধারী হইয়া ঝটিকা ও বজ্রাঘাতের লক্ষ্যস্থল হইয়া এতকাল জীবিত রহিলাম? সামান্য বৃক্ষ হইলে পথিককে ছায়া ও আহার প্রদান করিতে পারিতাম, কিন্তু বৃহৎ দেহ লইয়া একি জ্বালা হইল?” কাঠুরিয়া কুঠার দ্বারা শাল বৃক্ষকে ছেদন করিল। “দীর্ঘকালের অকর্ম্মণ্য জীবন অবসান হইল বাঁচিলাম” বলিয়া শালতরু ভূপতিত হইল। কিন্তু মরিয়াই তাহার জীবন আরম্ভ হইল। শালকাষ্ঠে বাণিজ্য তরণী নির্ম্মিত হইল, গৃহশয্যা প্রস্তুত হইল, শিশুর দোলনা ও বৃদ্ধের বিরামাসন গঠিত হইল। দেবালয় গঠনকার্য্যেও এই কাষ্ঠের সহায়তা গৃহীত হইল, এইরূপে শালতরু মরিয়া বাঁচিল। যত দিন পর্ব্বতোপরি অলস জীবন যাপন করিয়া শালতরু স্বার্থপরতায় পরিচয় দিতেছিল, ততদিন সে মৃত এবং মরিয়া যখন সৎকার্য্যে তাহার দেহ উৎসর্গীকৃত হইল তখনই সে বাঁচিয়া গেল। ধর্ম্ম জগতেও এইরূপ প্রহেলিকা অনেক দৃষ্টিগোচর হয়। যে মাটীর মত নত, সেই উন্নত; যে বিষাদে পরিপূর্ণ, সেই সুখী; যে মৃত, সেই জীবিত; যে দুর্ব্বল, সেই সবল। যাঁহারা আত্মপর নির্ব্বিশেষে জগতের কার্য্যের জন্য আপনাদের ধন জন সামর্থ্য ব্যয় করিয়াছেন, তাঁহারাই বাস্তবিক ধনী ও ক্ষমতাশালী।

৪। পার্শ্বস্থ ভাই ভগিনীর আত্মার কল্যাণ সাধন করিতে যত্নশীল হইও। একটুকু সস্নেহ ব্যবহার, নিরাশগুস্ত হৃদয়ে আশাপূর্ণ দুই একটী উৎসাহবাক্য,

একটী প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি, গভীর সহানুভূতি-সূচক একটী প্রাণের কথা, হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে উত্থিত নীরব প্রার্থনা—এগুলি দেখিতে অতি সামান্য হইলেও ইহাদের প্রভাব যে কত অধিক তাহা কেনা প্রাণে অনুভব করিয়াছেন? ইহাই নিরাশ ভগ্নপ্রাণে কত আশার বার্ত্তা বহন করে। এগুলি যৎসামান্য কিন্তু হায় কয়জন লোক এই সামান্য উপায়ে অন্যের প্রাণে শান্তির শীতলধারা ঢালিতে প্রয়াসী?

৫। একটী সাধ্বা স্ত্রীলোক একবার লিখিয়াছিলেন "আমার নিজের পরিবার মধ্যে আমি কাহারও কার্য্যের ব্যাঘাত করিতে চাই না; সমস্ত কার্য্যেই সন্তোষ প্রকাশ করি; কেহ আমাকে সুখের ব্যাঘাত বলিয়া মনে করিতেছে এ চিন্তাকে মনেও স্থান দিই না। যদি লোকে আমাকে স্নেহ করে, তাহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি? যদি আমায় তাহারা অগ্রাহ্য করিয়া ছাড়িয়া যায়; বেশ, তাহাতেই বা অসুখ কি? নির্জ্জনে বসিয়া সুখে কাল কাটাই। এক লক্ষ্যের দ্বারা পরিচালিত হইয়া আমি সমস্ত কার্য্য করি; তাহা এই যে আপনার অস্তিত্ব ভুলিয়া ঈশ্বরের সন্তোষের জন্য মানুষ সমস্ত কার্য্য করুক।"

৬। একবার একটী শিশু জননীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল "মা, যখন কোন বস্তুই একেবারে নষ্ট হইয়া যায় না, তবে আমরা যে সকল কথা মনে মনে ভাবি সেগুলি যায় কোথা?" মাতা গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন "ঈশ্বরের কাছে।" জননীর এই উত্তরে সরল শিশু ক্ষুদ্র মস্তক মাতৃঅঙ্কে লুকাইয়া ভীতি-বিহ্বল কণ্ঠে কহিল "মা আমি বড় ভয় পাইয়াছি।" আমাদের মধ্যে এমন কে আছেন এই কথা স্মরণ করিলে যাঁহার হৃদয়ে চিন্তার উদ্রেক না হয়?

৭। একদিন সুতীক্ষ্ণ কুঠারাঘাতে উদ্যান শোভন বৃক্ষকে ভূশায়ী করিয়াছিলাম; আজ দেখি ছিন্নকাণ্ডের চারি পার্শ্বে শত শত সুন্দর সতেজ নব পল্লব বহির্গত হইয়া তাহার ক্ষতস্থান সম্পূর্ণরূপে প্রচ্ছন্ন করিয়াছে। দেখিলে বোধ হয় না কোন দিন বৃক্ষের কোন বিপদ ঘটিয়াছিল। সে দিন শাণিত কুঠার অপেক্ষা তীক্ষ্ণধার এই রসনার কঠোর আঘাতে যে স্নেহপ্রবণ কোমল হৃদয়কে শতধা বিদীর্ণ করিয়াছি, সে ভগ্নপ্রাণ কি আবার যুক্ত হইবে? সে ছিন্ন হৃদয়ের চারিপাশে আমার প্রতি প্রেম, সহানুভূতি কি নবীন পত্র মুকুলের ন্যায় আবার অঙ্কুরিত হইবে?

৮। পর্ব্বতশিখরের ধূমরাশি যেমন ধীরে ধীরে অনন্ত আকাশের দিকে ধাবিত হইতে থাকে, সেইরূপ মানব হৃদয়ের উন্নত ও পবিত্র আকাঙ্ক্ষাগুলি সকল পুণ্য ও পবিত্রতার আধার অনন্ত স্বরূপের দিকে স্বতঃই উত্থিত হয়। উন্নত ও পুণ্যময় জীবন লাভের আকাঙ্ক্ষা মানব অন্তরে স্বাভাবিক। পৃথিবীতে

এমন কে আছে যাহার জীবনে কোন দিন এই স্বর্গীয় ভাব উদিত হয় নাই? কিন্তু হায়! সংসারের উত্তাপে সুকোমল ফুলের মত এই সুন্দরভাব কতবার হৃদয়ে বিলীন হইয়া গিয়াছে, তাহার কি গণনা হয়? কয়জন ইহাকে অমূল্য রত্ন জ্ঞানে প্রাণে ধরিয়া রাখিতে প্রয়াসী? অন্তরের ঈশ্বর-দত্ত এই পবিত্রভাবকে মানব, তুমি সংসারের উত্তাপে বিনষ্ট করিয়া ফেলিও না। যাহাতে এই স্বর্গের শিশির প্রাণে থাকিয়া তোমার জীবন-ফুলকে কোমল ও সরস রাখিতে পারে, সর্ব্বপ্রযত্নে সেই চেষ্টা কর। প্রাণের প্রিয়তম উন্নত আকাঙ্ক্ষাকে জীবনে পরিণত করিতে যাহা কিছু প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয় সর্ব্বস্ব দিয়াও তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইও। স্মরণ রাখিও ইঁহারই উপরে তোমার দেবজীবন লাভ সম্পূর্ণ-রূপে নির্ভর করিতেছে।

বাল্যকালে একবার কতকগুলি গুটিপোকা পুষিয়াছিলাম। তাহাদের লালন পালন করা আমার বাল্য-জীবনের এক প্রধান কার্য্য ছিল। প্রত্যহ প্রভাতে উঠিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিয়া তাহাদের আহারের জন্য সুন্দর সতেজ নবীন পল্লব আহরণ করিয়া আনিতাম, দিনের মধ্যে অনেকবার অনেক উপায়ে তাহাদের প্রতি প্রাণের অনুরাগ প্রকাশ করিতাম, শতবার দেখিয়া অনুসন্ধান লইতাম কীটগুলি কত বড় হইয়াছে। আমার এইরূপ যত্নে কীটগুলি দিন দিন বড় হইতে লাগিল, আমার আর আনন্দের সীমা রহিল না। কিছুদিন গত হইলে তাহারা শরীর হইতে সহস্র তন্তু বহির্গত করিয়া তদ্দ্বারা আপনাদিগকে বাঁধিল। তাহাদের দেহের এই নব পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। সেই অণ্ডাকার পদার্থ হইতে কি অদ্ভুত জীব বহির্গত হয়, প্রত্যহ বিশেষ ঔৎসুক্য-সহকারে তাহাই পরীক্ষা করিয়া দেখিতাম। একদিন পিঞ্জর উন্মুক্ত করিয়া দেখি সেই বন্ধন মুক্ত করিয়া বিচিত্রবর্ণে রঞ্জিত প্রজাপতি তাহা হইতে বহির্গত হইয়াছে। আমি বাহিরে আনিয়া তাহার পক্ষের বর্ণ পরীক্ষা করিতে লাগিলাম, এই অবসরে প্রজাপতি সুন্দর পক্ষ দুটী বিস্তার করিয়া অনন্ত আকাশ পথে উত্থিত হইল। আমি তাহাকে ধরিতে অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সে আর ধরা দিল না—অনন্ত সুনীল আকাশতলে পবিত্র বায়ুমণ্ডলে বিমল উজ্জ্বল সূর্য্যকিরণে মনের আনন্দে ক্রীড়া করিতে লাগিল, আমি বিষণ্ণচিত্তে ফিরিয়া আসিলাম। মানব জীবনের সহিত কি এই দৃশ্যের তুলনা নাই? ঐ যে সেদিন জনক জননীর স্নেহময় প্রাণ শূন্য করিয়া প্রিয়সন্তান অনন্ত লোকে উড়িয়া গিয়াছে, তাহার সঙ্গে কি এ চিত্রের সাদৃশ্য নাই? পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ

করিয়া যে আত্মা অনন্ত ধামের উপযোগী সুন্দর সৌন্দর্য্য ও শক্তি ধীরে ধীরে লাভ করিতেছিল, সেই সৌন্দর্য্য ও শক্তি পূর্ণরূপে লাভ করিয়া তাহা এখন চলিয়া গিয়াছে। পার্থিব রজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া যে আত্মা অনেক সময় প্রেমময় অনন্তস্বরূপ দেবতার দিকে অগ্রসর হইতে পারে নাই, মৃত্যু এখন সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহাকে প্রেমময়ের সন্নিধানে লইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর সঙ্কীর্ণ স্থানে আবদ্ধ অমর আত্মা সঙ্কীর্ণ দেহাবরণ ত্যাগ করিয়া অনন্তের মধ্যে আশ্রয় পাইয়াছে। শোকাতুরা জননী, প্রাণের সন্তান হারাইয়াছ বলিয়া শোক করিওনা। অনন্ত আকাশে বিচরণ করিতে যে অমর আত্মা সৃজিত হইয়াছিল, তাহা দেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া ঈশ্বরের উজ্জ্বল প্রকাশে উদ্ভাসিত লোকে চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার দর্শন লালসায় যে দিবানিশি ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে অন্বেষণ করিত; মৃত্যু সে ব্যাকুল আত্মাকে সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতার হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া অমৃতময়ের রাজসিংহাসন তলে লইয়া গিয়াছে। সে আত্মা অনন্ত সৌন্দর্য্যের আকর পিতার নিকট থাকিয়া অনন্ত জ্ঞান, প্রেম ও পবিত্রতার জ্যোতিতে উজ্জ্বল হইয়া দেব সহবাসের উপযোগী হইতেছে। অমর দেবশিশু অযোগ্য পার্থিব বসন রাখিয়া পুণ্যের শুভ্রবসন-পরিহিত হইয়া পরম জননীর সুকোমল কোলে ফিরিয়া গিয়াছে।

প্রকৃত সৌন্দর্য্য।

উপস্থিত বন্ধু ও সমবেত ভগিনীগণ! বৎসরান্তে আবার সকলে মিলিত হইলাম। এই গৃহটী আজ সজ্জিত। যেদিকে দৃষ্টি করিতেছি ভগিনীর মুখচ্ছবি প্রাণে আনন্দ আনিয়া দিতেছে। নববর্ষে নব বস্ত্রে নব অলঙ্কারে শোভিত হইয়া ভগিনী আজ ভগিনীর আহ্বানে একত্র সম্মিলিত,এ দৃশ্য বড়ই সুন্দর। প্রতি বর্ষে যেন আমরা এইরূপ মিলিত হইয়া পরস্পরকে দেখিয়া সুখী হই। ভগিনীগণ! চিরদিন শুনিয়া আসিতেছি নারীজাতি অলঙ্কারপ্রিয়, গহনা পাইলে তাহারা আর কিছু চায় না ; চিন্তা করিয়া দেখিলে এ কথা যে সম্পূর্ণ অমূলক তাহাও বোধ হয় না, কারণ কোন্ রমণী বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া সুন্দরী হইবার ইচ্ছা না করেন? স্বয়ং ঈশ্বর রমণীকে শোভানুভাবকতা শক্তি প্রদান করিয়াছেন, অতএব এই নারী-স্বভাবকে বিনাশ করিলে প্রকৃতিবিরুদ্ধ কার্য্য করা হয়। অনিবার্য্য শোভানুভাবকতার আতিশয্য বশতঃ রমণীর অলঙ্কার স্পৃহা .লোকে নিন্দা করে কেন না তাহারা বুঝে না। মানব হৃদয়ের সৌন্দর্য্য সাধন অতীব কর্ত্তব্য, তাই আজকাল সকলে বাহিরের [illegible] পূর্ণ করিতে [illegible]

ব্যস্ত হইয়া আসিতেছেন। কিন্তু ভগিনী গণ আমার মনে হয় এখন এমন সময় আসিয়াছে যাহাতে আমরা এই গভীর বিষয় চিন্তা করিয়া রমণীর চিরকলঙ্ক মোচন করত প্রকৃত অলঙ্কারে সজ্জিত হইতে যত্নবতী হইতে পারি।

প্রেম পুণ্য পবিত্রতার অলঙ্কার পরিয়া জগজ্জননীর চিরসুন্দর পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করাই নারীর প্রকৃত গৌরব। জগতে ধনীর কন্যা ধনীর বধূ ভিন্ন মণি মুক্তা হীরকালঙ্কারে দেহের শোভা বর্দ্ধনে কাহার সামর্থ্য? যে গরিব তাহার মনের ইচ্ছা মনে মিশাইয়া যায়, সে আপনাকে অনাথিনী দুঃখিনী ভাবিয়া বিষণ্ণ মনে অবস্থিতি করে। কিন্তু হায়! কেহ ভাবে না যে স্বর্গীয় জননীর স্বর্গের অনন্ত ভাণ্ডারে কত অমূল্য রত্ন রহিয়াছে, যাহার এক খণ্ড ধারণ করিলে মানব জীবন কৃতার্থ হয়—নারীজন্ম যথার্থই ধন্য হইয়া যায়। বালিকা মার কাছে আব্দার করিয়া গহনা চায়, ভাল সাজিতে না পারিলে মুখ মলিন করিয়া থাকে; বিবাহিতা রমণী স্বামীর নিকট অলঙ্কার ভিক্ষা করিয়া দেহের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনে ব্যস্ত—যে রূপে হউক রমণী চিরদিন শারীরিক সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ সাধনে বিশেষ তৎপর। কিন্তু হায়! আমাদের মধ্যে কয়জন হৃদয়ের অলঙ্কার লাভের জন্য সেরূপ ব্যাকুল? কয়জন প্রাণ খুলিয়া বলিতে পারি "ভূষণবাকি কি আছেরে আমি জগচ্চন্দ্র হার পরেছি"? স্বর্গীয় জননীর প্রেমানন্দরূপ অলঙ্কার পরিলে আর পার্থিব হীরকপ্রভা প্রাণকে আকর্ষণ করিতে পারিবে না, স্বর্গীয় অলঙ্কারে সাধ্বী ব্রহ্মকন্যার মুখশ্রী শতগুণ বৃদ্ধি হইবে। ভগিনী! সে অলঙ্কার রক্ষা করিবার জন্য কোন আড়ম্বর প্রয়োজন করে না, তাহা ক্রয় করিবার জন্য পার্থিব ধনরাশিরও আবশ্যকতা নাই। সে অলঙ্কার বুকের ভিতর থাকিয়া কার্য্যক্ষেত্রে দীপ্তি বিকীর্ণ করিয়া অন্যের প্রাণ কাড়িয়া লয়। নয়নের শোভার জন্য ঐ যে পার্থিব অঞ্জন লেপন করিয়াছ, উহা মুছিয়া ফেল, বিভুদর্শন নয়নের অঞ্জন হউক। অন্তঃসার শূন্য আলাপ ত্যাগ করিয়া বিভু গুণগানে রসনা পবিত্র হউক। সেই চরণসেবা হস্তের শোভা সম্পাদন করুক। সর্ব্বাঙ্গ এই রূপ দেবদত্ত অলঙ্কারে সজ্জিত হইলে কন্যার সৌন্দর্য্যের আর সীমা কোথায়? আর পৃথিবীতে কি চাই? পরম জননীকে দেখা, তাঁহাকে হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া অন্তর বাহির পবিত্র করাই প্রকৃত অলঙ্কারে সজ্জিত হওয়া, উহাতেই রমণীর প্রকৃত সৌন্দর্য্য।

শিক্ষার সঙ্গে সভ্যতার সঙ্গে শারীরিক সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন স্পৃহা বলবতী হইয়াছে, তাই সকলকে সতর্ক হইতে হইবে। অলঙ্কার পরায় কিছুমাত্র দোষ নাই, কিন্তু দেখিতে হইবে প্রাণের বাসনা কিসের দিকে। স্বর্গীয় জননী তাঁহার কন্যাদিগকে সুন্দর করিয়া সৃষ্টি করিয়া

ছেন সত্য, কিন্তু হায়! সে নশ্বর দেহের শোভা কতদিন থাকে? সেই অবিনাশী হৃদয় কুসুম, যাহার সৌন্দর্য্য স্বর্গোদ্যানে চির শোভা সম্পাদন করিবার জন্য সৃষ্ট, এস্যে ভগিনি! সেই অমরাত্মাকে সজ্জিত করিবার জন্য অগ্রসর হই। এ পৃথিবীতে অনেক দুঃখ, অনেক তাপ। পার্থিব কোন মূল্যবান ভূষণ মানবের শোকদগ্ধ প্রাণের গভীর বেদনা দূর করিতে পারে না। পরশোকে স্বীয় অশ্রু মিশাইয়া পাপীকে স্বর্গীয় প্রেমে মুগ্ধ করিয়া শোকে দগ্ধ সংসারশ্রান্তকে সান্ত্বনা দিয়া পরসেবায় আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারাই জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য। এসো সকলে প্রাণে প্রাণে মিলাইয়া সমস্বরে এই কথা বলি! কত শত বৎসর পূর্ব্বে মাতা কর্ণিলিয়া সন্তানদিগকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন ঐ দেখ আমার মণি মাণিক। বাস্তবিক সন্তান মাতার অলঙ্কার, তাহাকে সৎশিক্ষা দান ও [illegible] পুণ্যে বর্দ্ধিত করাই মাতার গৌরব।

দেহের শুদ্ধতা, আত্মার উৎকর্ষসাধন এবং হৃদয়ের সরলতা ইহা নারীর প্রকৃত অলঙ্কার। মাতার অলঙ্কার সুশিক্ষিত পণ্ডিতসন্তান, পত্নীর অলঙ্কার প্রেমালঙ্কার দীপ্তিতে সকলকে মুগ্ধ করা, কুমারীর অলঙ্কার পবিত্রতার বসনে হৃদয়ের সরলতায় পাপান্ধকারে পুণ্যালোক অপ্রেম স্থানে প্রেমের জ্যোতি বিকীর্ণ করা। সকল সৌন্দর্য্যের আধার মানবের চিরঅলঙ্কার সেই স্বর্গীয় জননী—

হৃদয় পঙ্কজমণি আমার;
নয়নের ভূষণ আমার
বিভুদরশন,
বদনের ভূষণ আমার
নামসংকীর্ত্তন,
ভূষণ বাকি কি আছেরে
জগচ্চন্দ্র হার পরেছি
হস্তের ভূষণ আমার
চরণ সেবন
কর্ণের ভূষণ আমার
সে নাম শ্রবণ।
ভূষণ বাকি কি আছেরে,
আমি প্রেম মণি হার পরেছি
ভূষণ বাকি কি আছেরে,

(ক্রমশঃ)

নারীচরিত।

ওপি।

(২৬৩ সংখ্যা ২৩৭ পৃষ্ঠার পর।)

.. স্বামীর জীবনের ঘটনাবলি সমেত তাঁহার বক্তৃতা প্রকাশ ও আপনার কবিতাবলির দ্বিতীয় খণ্ড রচনার পর কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া ওপি লণ্ডন নগরে গমন করেন। তিনি লণ্ডনে প্রতি বৎসর যাইতেন, যাইয়া আক্কিন্, ম্যাডাম ওষ্টেল, সেরিডেন্, লর্ড বায়রন্, [illegible]

প্রভৃতি সে সময়ের যে সকল বড়লোক, তাঁহাদিগের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতেন। এবম্বিধ বাৎসরিক গমনাগমন হেতু তাঁহার গ্রন্থ রচনা কার্য্যের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় নাই। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে টেম্পার (Temper) নামে তাঁহার নীতি বিষয়ক উপন্যাস প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাস পাঠে পাঠকদিগের অনেকে উপকৃত হইয়াছেন জানিতে পারিয়া তিনি পরম সুখী হন। পর বৎসর তাঁহার "প্রকৃত জীবন-আখ্যায়িকা" প্রচার করেন।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে রুসিয়ার সম্রাট,প্রুশিয়ার সম্রাট্ প্রভৃতি বড় বড় ইয়ুরোপীয় ভূপতি ও মহানুভব ব্যক্তিগণ লণ্ডন নগরীতে আগমন করেন। এই সময় ইহাদিগের সহিত ওপি দিবানিশি আমোদ আহ্লাদে এরূপ ব্যাপৃত হন, যে রবিবারেরও সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই। একটী বন্ধুবিয়োগরূপ শোচনীয় ঘটনা তাঁহার মনের গতি পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয়।

এলিজেবেথ্ ফ্রাই তাঁহার বহুদিনের পুরাতন বন্ধু। বিবাহের পর ইনি যখন লণ্ডনে আসিয়া অবস্থিতি করেন, তখন ওপির সহিত ইঁহার হৃদ্যতা হয়। ফ্রাই পতি-বিয়োগান্তে নারিচে প্রত্যাবৃত্ত হন, সেই সময় তাঁহার ও ওপির সহিত যোজেফ্ জন্ গর্ণির কনিষ্ঠা ভগিনী প্রিসিলার প্রণয় হয়। এই রমণীর শীলতায় সকলে অত্যন্ত প্রীত হইতেন। ওপিও তাঁহার মধুর প্রকৃতিতে বিমোহিত হন, আর কেবল এই প্রণয়েরই অনুরোধে ওপি সোসাইটী অব্ ফ্রেণ্ডস্ নামক হিতৈষিণী সভার সভ্য হন। যোজেফ জন্ গর্ণির অগ্রজ জন্ গর্ণির মৃত্যুই পূর্ব্বোল্লিখিত শোচনীয় ঘটনা। এই সদাশয় ব্যক্তির স্মরণার্থে ওপির "স্বর্গীয় মহাত্মাদিগের গুণ কীর্ত্তন" নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ উৎসর্গীকৃত হয়। গর্ণির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইবার অনতিবিলম্বে ইহা লিখিত হয়।

এক্ষণ হইতে ওপি উল্লিখিত সভার উপাসনা কার্য্যে যোগ দেন। উপাসনায় যোগ দান করিতে করিতে তিনি উক্ত সভার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হন। যৌবনাবস্থায় ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার কোন স্থির মত ছিল না। ইহার ৫।৬ বৎসর পরে ইনি যে দুটি তিনটি সুন্দর উপন্যাস রচনা করেন, তন্মধ্যে "Valentine's Eve" পুস্তকে তাঁহার সে সময়ের মনের ভাব ব্যক্ত হয়। এতৎপাঠে এই উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, ধর্ম্মভাবই কার্য্যকলাপের মুখ্য সূত্র, এবং শোক দুঃখাদি বিপদের সময় মনুষ্যের একমাত্র অবলম্বন। তিনি বলেন "ধর্ম্মে বিশ্বাসজনিত নীতিই স্থায়ী ও মহামূল্য; কেহ কেহ বলেন যে, ধর্ম্মের সাহায্য ব্যতীত নীতি থাকিতে পারে, কিন্তু শোক দুঃখাদি সাংসারিক পরীক্ষার অবস্থায় একমাত্র ধর্ম্মই যে, আমাদিগের আশ্রয় ইহা আমার স্থির ধারণা।" তাঁহার

নিজের জীবনের পরীক্ষিত বিষয় দ্বারা এই সারগর্ভ হিতোপদেশ অতি সুন্দর রূপে প্রদর্শন করিতে বড় অধিক বিলম্ব হইল না। দুর্ভাগ্যক্রমে একদিন হঠাৎ তাঁহার পরমপূজ্য পিতা কোন উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয়া চলৎশক্তিরহিত হইয়া পড়িলেন। পিতার পীড়ায় কন্যা মর্ম্মাহত হইলেন। কিছুদিন পরে ডাক্তার অন্ডারসন্ আরোগ্য লাভ করিলেন বটে, কিন্তু ১৮২০ সালের শেষভাগে তিনি পুনর্ব্বার পীড়িত হইলেন। ভাল চিকিৎসক দ্বারা তাঁহার পীড়া আরোগ্য করিবার অভিপ্রায়ে ওপি তাঁহাকে লণ্ডনে লইয়া যান। তথায় গিয়া কিছু বিশেষ উপকার না হওয়াতে তিনি নারচে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন। যে পিতা তাঁহার জীবন, যে পিতা তাঁহার সংসারের একমাত্র আরাধ্য দেবতা, যে পিতাকে তিনি এক নিমেষের নিমিত্তেও দৃষ্টি পথাতীত হইতে দেখিলে যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হইতেন, এমত পিতার পীড়ায় পিতৃবৎসলা দুহিতার যে মনোবেদনা, তাহা তাঁহার আত্মীয়বর্গ ভিন্ন অপর কেহ অনুভব করিতে পারে না। পাঁচ বৎসর পীড়ায় ভুগিয়া তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। এই পাঁচ বৎসর কাল কিসে তাঁহার শুশ্রূষা হইবে ও কিসে তিনি আরোগ্য লাভ করিবেন, এই চিন্তা কন্যার হৃদয়ে অনুক্ষণ জাগিত। অনেক সময়ে দুঃখ যে দুঃখের বেশে আমাদিগের নিকট প্রেরিত হয়, আমরা তাহা কিছুমাত্র জানিতে পারি না। ডাক্তার অন্ডারসনের মৃত্যুতে যে পরম কারুণিক পরমেশ্বর ওপির মঙ্গল সাধন করিয়াছিলেন, তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা দ্বারা তিনি তাঁহাকে সাংসারিকতা হইতে সুদূরে রাখিয়া উত্তরোত্তর তাঁহার পবিত্র জ্যোতির্ম্ময় সিংহাসনের সন্নিধানে আকৃষ্ট করিলেন। এই সময়ে দুর্ঘটনার উপর আর একটি দুর্ঘটনা—তাঁহার পরম হিতৈষিণী ও বন্ধু কুমারী গর্ণির মৃত্যু হইল!

একক্ষণ হইতে ওপি লোকের আধ্যাত্মিক মঙ্গল সাধনে যত্নবতী হন। হিতৈষণা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। ইহার সহিত ঈশ্বরের প্রেম সম্মিলিত হওয়াতে তাঁহার হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় ভাব সমুদিত হইল। দাসত্বনিবারণী সভার উন্নতি সাধনে তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ওপি "Lying in all its branches" বা সকল প্রকার মিথ্যাকথা নামে অতি সুন্দর নীতি বিষয়ক গ্রন্থখানি রচনা করেন। নীতি সম্বন্ধে ইহা একখানি অভিনব গ্রন্থ—ইহার রচনা প্রণালী নূতন ও কৌতুকাবহ। এক জন সম্ভ্রান্ত তরুণী অনবধানতা প্রযুক্ত মিথ্যা কথা কহিতে অভ্যস্ত ছিলেন। কেবল ইহা পাঠ করিয়া তিনি এই মহাপাপ হইতে নিবৃত্ত হন। বোধো-

ইষ্ট অব্ ফ্রেণ্ডস্ নামক হিতৈষিণী সভার সভ্যাদিগের প্রতি তিনি সবিশেষ সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বদা সভার কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতেন। সুতরাং সভ্যাদিগের সহিত তাঁহার এরূপ ঘনিষ্টতা হইল যে, তিনি এখন তরুণাবস্থার সমাবেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুধু যে নব সৌহৃদ্য লাভে উক্ত ক্ষতি পূরণ করিলেন তাহা নহে, কিন্তু নিজ উপকৃত হইলেন বলিয়া বোধ করিলেন। অতীত আমোদ প্রমোদ বিসর্জ্জন করিয়া উল্লিখিত সভার কঠিন নিয়ম [illegible] তাঁহার স্বীকার [illegible] হইলেন। আমরা পূর্ব্বে [illegible] স্বতঃসিদ্ধ [illegible] উৎসাহিত হন। [illegible] দিগের [illegible] জীবনের শিক্ষা দ্বারা তিনি বিশেষ উপকৃত হন। স্বামীর আত্মোন্নতি, পরিশ্রম, [illegible] ও অধ্যবসায়ের দৃষ্টান্ত সমূহ দ্বারা তাঁহার সুপ্ত তেজস্বিতা [illegible] হয়। এখন স্বামীর মৃত্যু হইল। ইহাদেরই দ্বারা তিনি ধর্ম্মপথে নীত হন। বলিতে কি ইহাঁরই সাধু পরামর্শে তিনি আমাদিগের আরাধ্যা হইয়াছেন। ইহাঁরই সাদুপদেশে ধর্ম্ম বীজ তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয়। দীন হীনের প্রতি দয়া, পীড়িত, ও কারাবাসীদিগের তত্ত্বাবধান প্রভৃতি গুণকলাপ তাঁহার হৃদয় নিহিত অমূল্য নিধি। পীড়িত দরিদ্রাশ্রয় (Sick and Poor Society) নাম্নী সভা ও আবারডিনের শিশু বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে তিনি যাবজ্জীবন চেষ্টা করিতেন। তিনি যতদিন সক্ষম ছিলেন যেখানে দরিদ্র, দুঃস্থ ও পীড়িত লোক সকল বাস করিত, সেই সমস্ত স্থান পরিদর্শন পূর্ব্বক তাহাদের কি ঐহিক কি পারত্রিক সর্ব্ব প্রকার অভাব মোচন করিতেন। যখন স্বয়ং পরিদর্শন করিতে পারিতেন না, তখন লোক নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগের তত্ত্বাবধানের জন্য যথেষ্ট যত্ন পাইতেন। নিঃসহায় ব্যক্তিদিগের প্রতি দয়াতে তাঁহার অন্তঃকরণ উচ্ছলিত হইত।

(ক্রমশঃ)

স্বাস্থ্য রক্ষার প্রণালী।

(আর্য্য বৈদ্যক গ্রন্থ অনুমোদিত)

স্বাস্থ্য ও আরোগ্য অভিলাষী ব্যক্তি প্রতিদিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া যে কিছু অনুষ্ঠান করিবে, তৎ সমস্ত বলা যাইতেছে। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া প্রথমতঃ দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত দীর্ঘ এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলি সদৃশ স্থূল দন্তকাষ্ঠিকা (দাঁতন) আহরণ করিবে। তাহা ঋজু, অক্ষত, অনুগ্র গ্রন্থিযুক্ত, এবং

প্রশস্তভূমি-জাত হইবে। ঋতু ও শরীরের অবস্থা অনুসারে বৃক্ষ নির্বাচন করিবে। কষায়, মধুর, তিক্ত ও কটু এই চারি প্রকার রসের মধ্যে কোন প্রকার রস-বিশিষ্ট বৃক্ষের কাষ্ঠিকা গ্রহণ করিবে। তিক্তের মধ্যে নিম্ব শ্রেষ্ঠ, কষায়ের মধ্যে খদির, মধুর মধ্যে মোল এবং কটু রসের মধ্যে করঞ্জ। মধু ত্রিকটু ত্রিফলা, ও গজ-পিপ্পলী, তৈল, সৈন্ধব যোগে ইহাদিগের চূর্ণের দ্বারা দন্ত নিত্য মার্জ্জিত করিবে। কোমল কূর্চ্চকের (ক্রস) দ্বারা উক্ত দন্তশোধনচূর্ণ সহযোগে এক একটী করিয়া দন্ত ঘর্ষণ করিবে। এরূপে ঘর্ষণ করিবে, যেন দন্তমূলের মাংস ক্ষত না হয়। ইহাতে মুখের নির্ম্মলতা, অন্নে রুচি ও মনের প্রফুল্লতা জন্মায়। গলরোগে, তালুরোগে, ওষ্ঠরোগে ও জিহ্বারোগে দন্তকাষ্ঠিকা ব্যবহার করিবে না। মুখপাক রোগে, শ্বাস, কাস, হিক্কা বা বমন হইলে, দুর্ব্বল জীর্ণান্ন মূর্চ্ছারোগ বা মদ-পীড়িত হইলে, শিরোরোগান্বিত তৃষ্ণান্বিত শ্রান্ত বা পানক্লান্ত হইলে কর্ণশূল বা দন্তরোগ হইলে, জিহ্বা নির্লেখন (জিব আঁচড়ান) হিতকর। রৌপ্য বা স্বর্ণনির্ম্মিত, অথবা বৃক্ষ ত্বক নির্ম্মিত মৃদু কোমল ও দশাঙ্গুল পরিমিত নির্লেখন, জিহ্বামূল কর্ষণার্থ প্রশস্ত। মুখের বৈরস্য, দৌর্গন্ধ, শোথ ও জড়তা নাশের জন্য, দন্ত দৃঢ়ীকরণ জন্য ও মুখের রুচিকরণ জন্য, স্নেহ গণ্ডূষ গ্রহণ করিবে (সর্ষপ-তৈলের কুলকুচা করিবে)। যজ্ঞডুম্বুরের সহিত তাহার আটা মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা অথবা আমলকীর ক্বাথের দ্বারা মুখ প্রক্ষালন করিবে, এবং নেত্রে শীতল জল প্রদান করিবে। ইহাতে নীলিকা রোগ, মুখশোষ ও রক্তপিত্ত জন্য রোগ আরোগ্য হয়।

অঞ্জনের মধ্যে সিন্ধুসম্ভূত বিশুদ্ধ স্রোতঅঞ্জন শ্রেষ্ঠ। ইহাতে চক্ষের দৃঢ়, লঘু ও সচ্ছন্দ দৃষ্টি জন্মে। অঞ্জন সহযোগে নয়নের দাহ, কণ্ডু ও মল নাশ হয়, ক্লেদ ও বেদনার শান্তি হয়, দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি হয়, বায়ু ও রৌদ্র সহ্য হয়, এবং কোন প্রকার নেত্ররোগ জন্মে না; অতএব অঞ্জন প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ভোজনের পর, স্নানের পর, শ্রান্ত হইলে, বমন বা যানারোহণ করিলে অথবা জ্বর হইলে অঞ্জন প্রয়োগ কর্ত্তব্য নহে।

কর্পূর, জাতিফল, লবঙ্গ, কুটজ, ও পূগফল চূর্ণ, এই সকল সমেত তাম্বুল পত্র সেবন করিবে। ইহাতে মুখের নির্ম্মলতা, সুগন্ধি, কান্তি ও শোভা সম্পাদিত হয় এবং হনু, দন্ত, স্বর ও জিহ্বেন্দ্রিয় সংশোধিত হয়। ইহা লালাস্রাবের শান্তিকর, রুচিকর ও রোগ নাশক। নিদ্রান্তে, ভোজনান্তে ও স্নানান্তে ইহা সেবন করা কর্ত্তব্য। রক্তপিত্তে, ক্ষত ক্ষীণ তৃষ্ণা ও মূর্চ্ছা রোগে, রুক্ষ ও দুর্ব্বল অবস্থায় বা মুখশোষ রোগে, ইহা সেবন করা বিধেয় নহে।

মস্তকে তৈল প্রভৃতি অভ্যঙ্গ প্রয়োগ

করিলে শিরোগত রোগের শান্তি হয়, মস্তকের কেশ কোমল, দীর্ঘ, বহুল, স্নিগ্ধ ও কৃষ্ণবর্ণ হয়, এবং সকল ইন্দ্রিয় তৃপ্ত হয়। যষ্টিমধু, শুক্ল ভুমিকুষ্মাণ্ড, বৃক্ষ সরল,কাষ্ঠ দেবদারু ক্ষুদ্র, পঞ্চমূল সমভাগে আহরণ করিয়া তাহাদিগের কল্কে ও কষায়ে তৈল পাক করিবে। শীতল হইলে এই তৈল মস্তকে প্রয়োগ করিবে। ইহা কেশ প্রসাধক এবং মস্তকের জন্তু (উকুন) ও মলনাশক। ইহাতে হনুস্তম্ভ মন্যাস্তম্ভ শিরঃশূল নাশ হয়, ও কর্ণ পূরণ করিলে কর্ণশূল আরোগ্য হয়। এই অভ্যঙ্গে শরীরের কোমলতা সম্পাদিত হয়, সকল ধাতুর পুষ্টি হয় এবং শরীরের স্নিগ্ধতা, বর্ণদীপ্তি ও বল জন্মে। এই তৈল সেবনে শ্রম নাশ হয়, ভগ্নসন্ধি আরোগ্য হয়, এবং ক্ষত অগ্নিদগ্ধ আহত ও বিঘৃষ্ট স্থানের বেদনা নিবৃত্ত হয়। যেমন মূলে জল সেচন করিলে তরুবৃদ্ধি পায়, সেইরূপ স্নেহ মর্দ্দন করিয়া জল সেচন করিলে শরীরের ধাতু সমস্ত বৃদ্ধি পায়। স্নেহ মর্দ্দন পূর্ব্বক অবগাহন করিলে, শিরামুখ, রোমকূপ ও ধমনী মুখের দ্বারা তাহা দেহে প্রবিষ্ট হইয়া বল বর্দ্ধন করে। ধাতু ও প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া তৈল বা ঘৃত অভ্যঙ্গ ও পরিষেচনে প্রয়োগ করিবে। আমদোষে, তরুণজ্বরে, অজীর্ণ রোগে, বিরেচনান্তে বমনান্তে, অভ্যঙ্গ প্রয়োগ করিবে না। পূর্ব্বোক্ত রোগ অবস্থায় প্রয়োগ করিলে রোগ অসাধ্য হইয়া উঠে, এবং অবশিষ্ট সকল অবস্থায় প্রয়োগ করিলে অগ্নিমান্দ্য হয়।

ব্যায়াম কার্য্যের দ্বারা অতি ভোজন জন্য রোগ জন্মে না ও শরীরের সচ্ছন্দতা জন্মে। ব্যায়াম করিলে দেহে স্নিগ্ধতা ও সুখ অনুভূত হয়, সর্ব্বদেহ সমভাবে বৃদ্ধি পায় ও কান্তি বৃদ্ধি হয়, এবং দীপ্তাগ্নি নিরালস্য হর্ষ লঘুতা নির্ম্মলতা ও শ্রম ক্লম পিপাসা শীত উষ্ণ এই সকল ক্লেশের সহিষ্ণুতা,শরীরের এই গুণ গুলি জন্মে। ব্যায়াম দ্বারা আরোগ্য লাভ হয়, এবং দেহের স্থূলতা নাশের পক্ষে ব্যায়ামের সদৃশ উপায় আর কিছুই নাই। ব্যায়ামশীল ব্যক্তিকে শত্রুসমস্ত ভয় করে, এবং জরা তাহাকে সহসা আক্রমণ করিতে পারে না। ইহার দ্বারা শরীরের মাংস দৃঢ় হয়, এবং শরীরে রোগ জন্মে না। বয়স রূপ বা গুণ না থাকিলেও ইহা দ্বারা বিরুদ্ধ ভোজন নিত্য নির্দ্দোষ পরিপাক পায়। আত্মহিতাভিলাষী ব্যক্তি সর্ব্বকালেই ব্যায়াম অভ্যাস করিবে। বলবান্ ও স্নিগ্ধ ভোজন-শীল ব্যক্তির পক্ষে শীতকালে ও বসন্তকালে ইহা নিতান্ত কর্ত্তব্য। বলের অর্দ্ধমাত্রা পরিমাণে ব্যায়াম কর্ত্তব্য, ইহার অন্যথা হইলে শরীর নাশ পায়। হৃদয়স্থ বায়ু মুখে আসিতে আরম্ভ করিলেই (হাঁপাইতে আরম্ভ করিলে) বলের অর্দ্ধ পরিমাণ ব্যায়াম করা হইল জানিবে। বয়স বল শরীর

দেশ কাল ও ভক্ষ্য দ্রব্য এই সকল বিবেচনা করিয়া ব্যায়াম করিবে, তাহা না করিলে রোগ জন্মে। রক্তপিত্ত রোগী, কৃশ, শোষরোগী, শ্বাস কাস ও ক্ষত রোগী—ইহাদিগের পক্ষে ব্যায়াম কর্ত্তব্য নহে। আহারান্তে বা কোনরূপে দেহ ক্ষীণ হইলে ব্যায়াম করিবে না।

(ক্রমশঃ)

পশ্চিম হইতে দাদা বাবুর পত্র।

শোন তোরে বলি, প্রমদা সুন্দরী.
অভিমানী বালা তুইত বড়!
লিখি নাই বলে, নাই কি লিখিতে?
তোর এ যে দেখি প্রতিজ্ঞা দড়!
(আরে) তুই কাছে নাই, কারে বা শুধাই,
তুলিতে মাথার সুপক্ক কেশ;
হাত পা আমার, কেবা দেয় টিপে,
বিদেশে বসত করিয়া ক্লেশ!
গরবিনী ফণী, গর্জ্জিয়া যেমনি,
কেহত হেথা চোক না ঘুরায়;
দাদাবাবু সনে, মান অভিমান,
করেনা কেহত ছল ছুতায়!
মহাভারতাদি, শুনায় না প'ড়ে,
শুনেনা কেহত কাছেতে মোর;
যেখানেই থাকি, জাগে সদা মনে,
হাসিখুসী মুখ খানি যে তোর,
তাই বাছা আজি, লিখি এই লিপি;
শুনাতে তোরে এ দেশ-বারতা;
উত্তর মিলিলে,—যেখানে যা পাই—
শুনাব আরও মজাদার কথা।
(শুন) ঘাঘরি-পরা হেতা, নথনাকে কত,
কালো গোরা কালো চলিছে বালা;
পথে ঘাটে মাঠে' ঠমকে ঠমকে;
মাথাতে উড়ানি, পায়েতে বালা!
রুণু রুনু রুণু, বাজিছে বাজনা,
নূপুর গুঞ্জরি চরণে যত;
গলেতে হাঁসুলি, সর্ব্বাঙ্গে উলকি,
করেতে শোভিছে বাহুড়ি কত!
নথের পরিধি, কি বা তোরে বলি,
অর্দ্ধ হস্ত পরে' ব্যাসের মাপ;
ছোট বড় করি, গহনা কত না,
পরেছে কাণেতে কাপেতে কাপ!
বলিহারি যাই, কঙ্কুরী বাহার,
ঘটি বাটি রূপী, আর বা কত!
এই বেশ প'রে, গঙ্গাস্নান তরে,
চলে সারি সারি রমণী যত:
বেথুনেতে পড়, গাড়ী ঘোড়া চড়,
কেতাব বগলে দেখায় বেশ;
তা ব'লে হেঁসোনা, ঘৃণাও করোনা,
এ নহে তোমার বাঙ্গালা দেশ।
এ দেশের বীর, প্রকাণ্ড শরীর,
লড়েছে দেশের স্বাধীনতা তরে;
এ দেশের(ই) নারী, রক্ষিতে সতীত্ব,
জলন্ত চিতায় মরিত পুড়ে!
বেদ রামায়ণ, ভারত দর্শন,
এ দেশে যত ঋষি লিখেছিল;
যুধিষ্ঠির রাম, বীর বলোরাম,
এ দেশেই সবে জনমেছিল।

আর্য্যের বীরত্ব, গৌরব শূরত্ব,
যাহা কিছু পড় যা কিছু শুন ;
সকল(ই) এদেশে,—নহে বঙ্গদেশে
শৌর্য্য বীর্য্য যাহা হেথায় এখনো,
ভদ্রবংশ যত, বাঙ্গালাতে বাস,
যতেক পূর্ব্ব-পুরুষ তাদের,
এ দেশেতে ছিল ; আচার ব্যাভার,
সকলই ছিল মতন এদের।
যাদের গৌরবে, গৌরবী আমরা,
করিতে আছে কি তাদের ঘৃণা ?
পশ্চিমা দেখিলে,এবে খোট্টা বলে
আর যেন নাক শিকায় তুলোনা।

মুদ্রারাক্ষস।

(২৬৫ সংখ্যা ৩০৭ পৃষ্ঠার পর।)

এইরূপে চতুরচূড়ামণি চাণক্যের কূট নীতি প্রয়োগে মূঢ় মলয়কেতুর বুদ্ধিভ্রংশ উপস্থিত হইল। তিনি রাক্ষসকে বিশ্বাস-ঘাতক বোধে শিবির হইতে নিষ্কাশিত করিয়া দিলেন। তাঁহার উদ্ধত ব্যবহারে ক্রমশঃ মিত্র নরপতিগণ বিরক্ত হইয়া স্ব স্ব রাজ্যে প্রস্থান করিলেন। অতএব তিনি শীঘ্রই কৌটিল্য-প্রণিধি ভাগুরায়ণ প্রভৃতি দ্বারা ধৃত হইলেন। সচিবপ্রবর রাক্ষস মলয়কেতু কটক হইতে বহির্গত হইয়া চন্দনদাসের উদ্ধার-সাধন-মানসে কুসুমপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনন্তর তিনি নগর-প্রান্তবর্ত্তী "জীর্ণোদ্যান" নামক উপবনে প্রবেশ করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন :—

"জীর্ণ উপবন এই নিরখিয়া নয়নে,
গৌরব-কাহিনী কত উপজিত স্মরণে ;
সঙ্গে ক্ষিতিপতি শত,
ভূমিষ্ঠ ভূপতি মত,
বীরে বীরে ভ্রমিবারে আসিতাম এখানে;
দলে দলে পুরবাসী,
দেখিত আমায় আসি,
যেন পৌর্ণমাসীশশী তারা-সহ গগনে ;
সেই জীর্ণ উপবন,
সেই তরু লতাগণ,
পীককুল কলরবে কুহরিছে কাননে ;
মোর কিন্তু অন্য ভাব ভূপ নন্দ বিহনে ;
দ্রুতপদে চোরসম,
এবেরে চলন মম,
দর দর অশ্রুনীর বহিতেছে বয়ানে,
চরণ ভ্রমণ যেন করিতেছে শ্মশানে!"

অনন্তর অমাত্য রাক্ষস সেই জীর্ণ উদ্যানের কিয়দংশ অতিক্রম করিয়া দেখিলেন যে এক ব্যক্তি উদ্বন্ধনদ্বারা আত্মবিনাশে সমুদ্যত হইয়াছে। সচিব-প্রবর তৎসমীপে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "ওহে, তুমি এরূপ কার্য্য করিতে উদ্যত হইয়াছ কেন ?" সেই ব্যক্তি দরবিগলিত নেত্রে উত্তর করিল, "আর্য্য! এই নগরমধ্যে জিষ্ণুদাস নামক জনৈক বণিক বাস করেন। আমি বন্ধু-

কাল হইতে তাঁহার সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ। তিনি, এক্ষণে তাঁহার প্রিয়সুহৃদ্ চন্দনদাস নামক মণিকার রাজাজ্ঞায় শূলে আরোপিত হইতেছেন বলিয়া অনলপ্রবেশে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। আমিও প্রিয়বান্ধবের বিনাশদর্শনে অসমর্থ হইয়া উদ্বন্ধনদ্বারা আত্মবিনাশে সমুদ্যত হইয়াছি।" ইহা শুনিয়া অমাত্য কহিলেন, "তুমি জিষ্ণুদাস সন্নিধানে গমনানন্তর তাঁহাকে অনল প্রবেশ হইতে নিবৃত্ত কর। আমি বধ্যস্থানে গিয়া এই অসি সাহায্যে চন্দনদাসকে ঘাতক-হস্ত হইতে মুক্ত করিব।" ইহা শুনিয়া সেই ব্যক্তি অতীব বিনীত ভাবে নিবেদন করিল, "অমাত্য মহোদয়, যদবধি শকটদাসকে জনৈক নাগরিক ঘাতকদিগের হস্ত হইতে বলপূর্ব্বক লইয়া পলায়ন করিয়াছে, তদবধি ঘাতকগণ অতীব সাবধানে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা কোন অপরিচিত পুরুষকে দূর হইতে অস্ত্রহস্তে আসিতে দেখিলেই বধ্যের আশু প্রাণ সংহার করে। অতএব আপনি অস্ত্রহস্তে বধ্যস্থানে উপনীত হইলে তাহাতে চন্দনদাসের অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট হইবে না।" অনন্তর সচিবপ্রবর বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া, সেই পুরুষটীকে জিষ্ণুদাস সন্নিধানে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং বধ্যস্থানাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

যৎকালে জীর্ণোদ্যান মধ্যে পূর্ব্বোক্ত পুরবাসীর সহিত অমাত্য রাক্ষসের কথোপকথন হইতেছিল, তৎকালে চন্দনদাস ঘাতকদিগ কর্ত্তৃক বধ্যস্থানে নীত হইতেছিলেন।

অনন্তর চণ্ডালেরা কহিল, "আর্য্য চন্দনদাস, আপনি বধ্যস্থানে সমাগত হইয়াছেন, এক্ষণে পরিজনের নিকট বিদায় গ্রহণ করুন।" ইহা শুনিয়া চন্দনদাস প্রিয় গৃহিণীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "প্রিয়তমে,তুমি তনয় সহিত গৃহে গমন কর।" মণিকারপত্নী নিবেদিলেন,"আর্য্য! আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক অনুমতি করুন্, আমি আপনার শ্রীচরণের অনুগমন করি।" চন্দনদাস বলিলেন, "দেখ, এই সুকুমারমতি বালকটীর রক্ষণাবেক্ষণ তোমার উপর নির্ভর করিতেছে; এ এখন লোকব্যবহার কিছুই জানে না।" মণিকার এই রূপ কহিলে, তাঁহার পুত্র পিতৃচরণে পতিত হইয়া বলিল, "পিতঃ, আমি পিতৃহীন হইয়া কি করিব?" শ্রেষ্ঠী কহিলেন, "বৎস, যে দেশে চাণক্য নাই, তথায় গিয়া অবস্থিতি করিবে।" এই সময়ে ঘাতকদ্বয় মণিকারকে কহিল, "আর্য্য চন্দনদাস, শূল সংস্থাপিত হইয়াছে, অতএব আপনি প্রস্তুত হউন্।" এই হৃদয়বিদারণ বাক্য শ্রবণ করিয়া মণিকারপত্নী করযোড়ে চণ্ডালদিগকে কহিলেন, "মহাশয়েরা আমার স্বামীকে রক্ষা করুন্।" অনন্তর চন্দনদাস প্রিয় তনয়ের মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। বালক পুনরপি পিতৃচরণে পতিত হইয়া জিজ্ঞা-

সিল, "পিতঃ বলুন না; এইরূপ শূলারোহণে মৃত্যু কি আমাদিগের কুলপ্রথা ?" এই সময়ে রাক্ষস বধ্যস্থানে সমাগত হইয়া ঘাতকদিগকে বলিলেন, "ওহে তোমরা চন্দনদাসকে বধ করিও না; তাহার পরিবর্ত্তে আমারই গলদেশে বধ্যচিহ্ন করবীরমালা সংযোজিত কর।

"পরায়ে আমারে করবীর মালা,
ঘুচাইয়া দেহ হৃদয়ের জ্বালা।
নন্দনৃপ কুল হইল নির্ম্মূল,
তাহাও নেহারি না হনু আকুল;
মিত্র কত জন যাহার কারণ,
ধন জন প্রাণ দিল বিসর্জ্জন;
যে রাক্ষস-ভয়ে চাণক্য সুধীর,
তিলেকের তরে হৃদে নহে স্থির;
হের সে রাক্ষস চন্দনের তরে,
সমপে আপনা তোমাদের করে।
গলে পরাইয়া করবীর মালা,
দেহ নিবাইয়া হৃদয়ের জ্বালা।"

অমাত্য রাক্ষসের এই বাক্য শ্রবণানন্তর বজ্রলোমক নামক চণ্ডাল সহচরকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "বেণুবেত্রক, তুমি শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসকে লইয়া, এই শ্মশানপাদপের ছায়ায় মুহূর্ত্তকাল অবস্থান কর; 'অমাত্য রাক্ষস আসিয়া আমাদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন।' এই কথা আমি গিয়া আর্য্য চাণক্যকে নিবেদন করিয়া আসি।" এই বলিয়া বেণুবেত্রক রাক্ষসকে সমভিব্যাহারে লইয়া চাণক্য সমীপে চলিল। তৎকালে বেণুবেত্রক অমাত্য রাক্ষসকে লইয়া চাণক্য সমীপে উপনীত হইল, তৎকালে নরনাথ চন্দ্রগুপ্তও তথায় সমুপস্থিত ছিলেন। কৌটিল্য রাক্ষসকে দেখিয়া, চন্দ্রগুপ্তকে কহিলেন, "বৃষল, তোমার সর্ব্ব মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে; অমাত্য রাক্ষস তোমার পিতার মুখ্য সচিব, তুমি উঁহাকে অভিবাদন কর। তাহার পর, চন্দ্রগুপ্ত রাক্ষসকে অভিবাদন করিলে কৌটিল্য রাক্ষসকে কহিলেন, "অমাত্য, তুমি কি চন্দনদাসের প্রাণ রক্ষা করিতে চাহ ?" রাক্ষস বলিলেন, "বিষ্ণুগুপ্ত, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?" চাণক্য কহিলেন, অমাত্য, যদি চন্দনদাসের জীবন রক্ষা সত্যই তোমার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে তুমি এই সচিব চিহ্ন অস্ত্র গ্রহণ কর। চাণক্যের এই কথা শ্রবণ করিয়া রাক্ষস গভীর চিন্তাসাগরে নিমগ্ন হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি কহিলেন, "বিষ্ণুগুপ্ত, সুহৃদের প্রাণ রক্ষা অবশ্যই কর্ত্তব্য; অতএব আমাকে অগত্যা শস্ত্র গ্রহণ করিতে হইতেছে।" তদনন্তর চাণক্য মহাহর্ষে রাক্ষসকরে শস্ত্র সমর্পণ করিয়া কহিলেন, "বৃষল, তোমার পরম সৌভাগ্য; অমাত্য রাক্ষস অনুকম্পা আশ্রয়পূর্ব্বক অদ্য হইতে তোমার অমাত্যপদবী গ্রহণ করিলেন।"

এই সময়ে জনৈক প্রহরী আসিয়া নিবেদন করিল, "আর্য্য, ভাগুরায়ণ প্রভৃতি কুমার মলয়কেতুকে বন্দী করিয়া লইয়া আসিয়াছে।" এই কথা অমাত্য

রাক্ষসের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র, তিনি অতিশয় বিনয় সহকারে নরপতি চন্দ্রগুপ্তকে নিবেদন করিলেন, "মহারাজ! অবগত আছেন যে আমি কিয়ৎ দিবস কুমার মলয়কেতু সান্নিধানে অবস্থিতি করিয়াছিলাম। অতএব আমি সবিনয়ে প্রার্থনা করিতেছি যে উঁহার প্রাণ রক্ষা করুন্। অমাত্য রাক্ষসের এই প্রার্থনা শুনিয়া, চাণক্য কহিলেন 'বৃষল, অমাত্যের এই প্রথম প্রার্থনা পূর্ণ করা কর্ত্তব্য। আর অদ্য অমাত্য রাক্ষস সচিবপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন; ইনি আমাদিগের এক মহোৎসব-বাসর, সুতরাং অদ্য চন্দনদাসকে মুক্ত করিয়া, তাহাকে শ্রেষ্ঠপদে সংস্থাপিত করা হউক। নীতি বিশারদ চাণক্য পুনরপি কহিলেন, "আমি সুদুস্তর প্রতিজ্ঞা জলধির পারদেশে উপনীত হইয়াছি; তবে আমিও এক্ষণে শিখাবন্ধন করিয়া পরমানন্দ অনুভব করি।'

পরেশনাথ দর্শন।

(২৫৫ সংখ্যা ৩০১ পৃষ্ঠার পর।)

কিছুক্ষণ চারিদিকে বেড়াইয়া চূড়ায় উঠিতে ইচ্ছা হইল। যে কুলিটী আমাকে গন্ধর্ব্বশালার নিভৃত প্রদেশ দেখাইয়াছিল, তাহাকে ও আমার চাকরকে সঙ্গে লইয়া চলিলাম। সে বলিল যাওয়া অতি কঠিন। সত্য কথা; পাথরের গা দিয়া অনধিক এক হস্ত প্রশস্ত পথ, ভয়ানক পিছল, তাহাতে আবার প্রায় তিন হাত উচ্চ খড়ে চারিদিক আবৃত। উপরে উঠিবার যে পথ আছে, সমস্ত দিন খুঁজিলেও সে খড় বনের মধ্য হইতে আমি তাহা বাহির করিতে পারিতাম না। কিন্তু পথ বাহির হইলেও সেদিকে যাওয়া এক প্রকার অসম্ভব। তথাপি পর্ব্বতে উঠিয়া যিনি এতদূর আনিয়াছেন, নির্ভর ও বিশ্বাসের সহিত তাঁহাকেই প্রণাম করিয়া সেই তৃণাচ্ছন্ন পিছল সঙ্কীর্ণ পথে অগ্রসর হইলাম। অতি দুঃসাহসিক কার্য্য—পাথরের উপর শেয়ালা, ডানদিকে প্রকাণ্ড ১০।১৫ তালা বাড়ির মত পাহাড় সোজা ও উঁচু হইয়া রহিয়াছে, বামদিকে একেবারে আধ ক্রোশ নীচে মাটি দেখা যাইতেছে; পা চারি আঙ্গুল সরিয়া গেলেই সর্ব্বনাশ। গা কাঁপিতে লাগিল, মাথা যেন ঘুরিতেছে বোধ হইল, আমার সঙ্গী বেহারা সাবধান করিবার জন্ত বলিল "বাবু নীচের দিকে চাহিবেন না, কেবল পথে দৃষ্টি রাখিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া আসুন।" আমি

দূর হইতে দেখিয়া অনেকে আকৃষ্ট হন, কত কষ্ট ও পরিশ্রম করিয়া শেষে যখন আর একটু উঠিলেই সর্ব্বোপরি নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হওয়া যায়, এরূপ সময়ে পূর্ব্বের নিম্ন অবস্থার দিকে দৃষ্টি করিয়া আনন্দ ও বিস্ময়ে, স্পর্দ্ধা ও অহংকারে কত লোকের মাথা ঘুরিয়া গিয়াছে। আহা কত লোক চির জীবন বিষম ক্লেশে ধর্ম্মসাধন করিয়া, অবশেষে সিদ্ধিলাভের অব্যবহিত পূর্ব্বেই আপনার পুরাতন পাপ ও মলিনতা, দুঃখ ও যন্ত্রণা, জীবনের নীচতা প্রভৃতির বিষয় চিন্তা করিয়া পুনরায় অধঃপতিত হইয়াছেন। সাধন অনন্ত, প্রকৃত সিদ্ধি অনন্ত দূরে। আমি দুর্ব্বল, আমার ক্ষমতা অল্প, আমি কি কখন অত উপরে উঠিতে পারিব? এরূপ নিরুৎসাহ ও হতাশ ভাব আসিলে মানুষ চলিতে পারে না। অনেককেই এই কারণে সাধন শৈলের মধুবনেই থাকিয়া যাইতে হয়, ইঁহারা ঐ স্থান হইতে আপনাদের আদর্শের দিকে চাহিয়াই দিনাতিপাত করেন; অনেক যাত্রী ইহাদের মুখে ঐ উন্নত আদর্শের কথা শুনিয়া তল্লাভের জন্য উপযুক্ত পথ অনুসন্ধান করেন। সকল সমাজে সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়েই এই শ্রেণীর কতকগুলি লোক দেখা যায়, ইহারা কৃপণের ন্যায় ধন সঞ্চয়ে ও ধন রক্ষণেই নিযুক্ত থাকে, তাহার ব্যবহার জানে না। আদর্শ কোলে করিয়া করিতে পারে না। কত যাত্রী সাধন-শৈলে আপন বলে উঠিবার জন্য পদব্রজে চলিতে থাকেন; কিন্তু এ অসাধ্য সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন কেন? কিছুদূর গিয়াই ক্লান্ত হন, দুর্ব্বল পদ দুখানি আর চলিতে পারে না, বুকে ব্যথা ধরে; তখন কাতর হইয়া পথিক ফিরিবার ইচ্ছা করেন—কিন্তু ফিরিবারও শক্তি নাই; অবশেষে যখন রাত্রির আগমনে শ্বাপদকুল আহার অন্বেষণে বাহির হয়, হয়ত তাহাদের সম্মুখে পড়িয়া হতভাগ্য আপনার অহংকারের সমুচিত প্রতিফল পায়। এইরূপে কত সাধক ব্রহ্মকৃপা ও ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভর না করিয়া ধর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হওয়াতে অবশেষে বিপদ ও প্রলোভনের অন্ধকার মধ্যে ডুবিয়া পাপ রাক্ষসের হস্তে প্রাণ হারাইয়াছেন, কে তাহার সংখ্যা করিবে? কেহ কেহ হয়ত বহুকষ্টে প্রাণ বাঁচাইয়া পরদিন উপযুক্ত উপায় অবলম্বনে কৃতকার্য্য হন। কিন্তু যাঁহারা বিনীত ও নির্ভরশীল, তাঁহারা সাধুদের উপদেশ ও দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া উঠিতে থাকেন, ক্লান্ত হইলে নামের ডুলিতে আরোহণ করেন; এইরূপে দেবপ্রসাদ, পুরুষকার, স্বাধীন ইচ্ছা ও ঈশ্বরে নির্ভর, কার্য্য ও প্রার্থনা এ উভয়ই তাঁহাদের অবলম্বনীয় হয়। এ জন্য অবিলম্বে পর্ব্বত পৃষ্ঠ আরোহণ করিয়া তাঁহারা সফলমনোরথ হন।

এই পথ বড়ই বিপদাকীর্ণ; এক চুল পা সরিলেই পতন ও মৃত্যু নিশ্চিত। সুতরাং দেখা গেল যে কি পর্ব্বতারোহণে কি জীবন গঠনে উভয়েরই এক নিয়ম:—আদর্শের উচ্চতা ও মহত্ব দেখিয়া ভীত বা পশ্চাৎপদ হওয়া উচিত নহে, নিজ বলে উঠিবারও চেষ্টা বৃথা, আবার কিছুদূর উঠিয়া নীচের দিকে দৃষ্টি করিলেও বিপদ; কেবল সম্মুখে যে পথটুকু ঈশ্বর কৃপায় দেখা যায়, তাহারই দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া ধীর নিশ্চিন্ত গতিতে অগ্রসর হওয়াই মানবের সাধ্যায়ত্ত ও কর্ত্তব্য।

এই সকল গভীর সত্য ও ধর্ম্ম জীবনের গূঢ় রহস্য কুলিটীর কথায় আমার মনে উদিত হইল। মনে মনে তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া ও সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে এই জন্য কৃতজ্ঞ হৃদয়ে প্রণাম করিয়া উঠিতে লাগিলাম। যত উপরে উঠি, পথ ততই কঠিন। অবশেষে কেবল পাথরে পাথরে পা দিয়া বহু কষ্টে সর্ব্বোচ্চ স্থানে উপস্থিত হইলাম। স্থানটী অতিশয় অপ্রশস্ত, বোধ হয় ২০।২৫ জনের অধিক লোক একত্রে থাকিতে পারে না। একটী ছোট চৌকা পাথরের উপর দুখানি পদচিহ্ন খোদা আছে, তাহাতে চন্দন ও অন্যান্য দ্রব্য দ্বারা একজন ব্রাহ্মণ পূজা করিয়াছেন ও তখন সেখানেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি বলিলেন ঐখানে আমরা সেই মন্দিরের অর্দ্ধনির্ম্মিত প্রাচীরের উপর বসিলাম ও সমস্ত কষ্ট, সমস্ত পরিশ্রম তখন সার্থক হইল মনে করিলাম। তথা হইতে পূর্ব্বদিকে পর্ব্বতের দক্ষিণ গায় জৈনদিগের দেবালয় আছে, ঐ পূজক ব্রাহ্মণ তথা হইতে প্রতিদিন আসিয়া পাদদ্বয় পূজা করিয়া যান। তাঁহার সহিত ঐ স্থান সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। তখন চারিদিকে উপরে ও নীচে কেবল মেঘময় ছিল বলিয়া পার্থিব পদার্থ কিছুই দেখা গেল না। কেবল বোধ হইল যেন চারিদিকে অনন্ত-সাগর, ঊর্দ্ধে অধোতে অনন্ত-সাগর, তাহার মধ্যে ডুবিয়া আছি, কেবল একটী স্থান পাইয়াছি যেখানে পা দিয়া দাঁড়াইতে পারি, যেখানে আমার শরীর রহিয়াছে ও সেখান হইতে অন্য দিকে বা অন্য কোথাও যাইবার সাধ্য আমার নাই। প্রিয়তম পিতা মাতা, জন্মভূমি ও তথাকার বন্ধুবান্ধব, কর্ম্মস্থান ও তথাকার কর্ত্তব্য সকল, এ সমস্তই একে একে চিন্তা করিলাম, সবই যেন স্বপ্নের মত বোধ হইতে লাগিল। এক অনন্ত-সাগরে ডুবিয়া আছি। বাস্তবিকই ত আমরা সকলেই অনন্ত-সাগরে ডুবিয়া আছি। মেঘ ও আকাশ যেমন অসীম ও অনন্ত, গ্রহ ও তারা যেমন অনন্ত, পর্ব্বত ও সাগর যেমন অনন্ত, আমার তখন বোধ হইল প্রায় ও

ইতর প্রাণী, সুখ ও দুঃখ,—সব—সবই ত তেমনি অনন্ত! একটী তৃণকণা, একটী বালুকা, একটী সূত্র, এক বিন্দু জল—এ সমস্তই কি অবোধ্য, অগম্য, অপার, অনন্ত নয়? সংসারের—বিশ্বের সমস্তই বুদ্ধির অতীত, অনন্তরাজ্যের বস্তু। আমি নিজে?—আমার শরীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, পায়ের নখ হইতে মাথার চুলগাছি পর্য্যন্ত, ক্ষুদ্রতম চিন্তা অবধি প্রাণের গভীর ভাব ও আশা ও কল্পনার উচ্চতম চিত্র পর্য্যন্ত—সমস্তই কি এক অচিন্ত্য অনন্ত শক্তির আভাস নহে?—আহা! অনন্তসাগরের অনন্ত গভীরতার মধ্যে আমরা সমস্তই নিহিত, নিমগ্ন চির নিমগ্ন। তবে যখন বুঝিতে পারি, তখনই ধন্য হই। আবার যখন সাধারণ স্থান ও সাধারণ অবস্থা হইতে দূরে পড়িয়া কোন নূতনভাবে নূতন চক্ষে জগৎ দেখি, ঈশ্বরের অনন্ত কৃপার প্রবেশপথ উন্মুক্ত রাখিতে পারি, তখনই এই মহাসত্য উপলব্ধি করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারি। এই জন্যই দেশ ভ্রমণ, এই জন্যই তীর্থদর্শন—এই মহাভাবে প্রাণ ভরিয়া গেল। ধন্য হইলাম। আমার পরেশনাথ দর্শন সার্থক হইল।

অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছিল, শীতল বায়ুতে ও বৃষ্টির জলে শরীর কাতর হইয়া পড়িল। চূড়ার উপরে আর অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলাম না। আশা মিটিল না, কিন্তু ঐ পরমসুন্দর ভাবে প্রাণ পূর্ণ করিয়া কুঠিতে নামিয়া আসিলাম। তাহার মধ্যে একখানা চেয়ারে বসিয়া নীচের মেঘগুলির গতিবিধি দর্শন ও ঐ পরম সত্যের ধ্যানে নিমগ্ন হইলাম। অনেকক্ষণ পরে একটী স্বপ্ন দেখিলাম। তাহাতে আমার জীবনের অনেক পথ বুঝিয়া লইলাম। অবশেষে অত্যন্ত শীত বোধ হইতে লাগিল, তখন নামিয়া আসিবার উদ্যোগ করিলাম। প্রাতে ৬টার পর উঠিতে আরম্ভ করি, ১০টার সময় উপরে উপস্থিত হই, ১২।০ টার পর নামিতে আরম্ভ করিয়া প্রায় ৪টার সময় মধুবনে উপস্থিত হইলাম। তাহার পর পচম্বাতে আসিয়া বন্ধুদিগের সহিত আনন্দে কয়েকদিন কাটাইয়া কর্ম্মস্থানে ফিরিয়া আসিলাম।

নূতন সংবাদ।

১। লেডী ডফারিণের স্ত্রীচিকিৎসা ফণ্ডে জুবিলী উপলক্ষে ফেব্রুয়ারির মধ্যে ১,৪৭,৮৭১ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার মধ্যে লক্ষ মুদ্রা জয়পুর মহারাজার প্রদত্ত।

২। ইংলণ্ডীয় রমণীগণ মহারাণীর মৃত স্বামী, প্রিন্স আলবার্টের এক মূর্ত্তি প্রস্তুত করিতেছেন, জুবিলী উপলক্ষে তাহা মহারাণীকে উপহার দিবেন।

৩। আমরা শুনিয়া যার পর নাই

শোকাকুল হইলাম, আমেরিকা প্রত্যাগত ডাক্তার আনন্দযোশী বাইয়ের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি পীড়িত শরীরেই দেশে ফিরিয়া আসেন, আর শুধরাইতে পারেন নাই। ইঁহার বিয়োগে সমস্ত ভারত ক্ষতিগ্রস্ত।

বামারচনা।

ঈশ্বর ও প্রকৃতির প্রতি।

অচিন্ত্য অনন্ত দেব! সুন্দর আনন তব
কেন ঢাক এ ঘন আঁধারে,
দেখি তবে কিরূপে তোমারে? ১

তব মুখ-আবরণ, নারিল যে কোন জন,
খুলিয়া ফেলিতে এ সংসারে;
খুলিবারে যায়, আসে ফিরে। ২

কত জ্ঞানী মহাজন, কত বিজ্ঞান দর্শন,
ছুটিতেছে তোমায় দেখিতে,
চলিয়াছে একাগ্র মনেতে। ৩

যত হয় অগ্রসর, তুমি ধীরে ধীরে সর,
ধরি ধরি করে ছুটে যায়,
কেঁদে আসে ফিরে নিরাশায়। ৪

কেন মুখ ঢাক প্রভু হে! ঘন আঁধারে!
মানব সন্তান যত, কাঁদে দুঃখে কাতরে! ৫

প্রকৃতি! তোমার পতি, তোমার আধার, গতি,
মিশে যিনি জীবনে তোমার,
বল দেখা পাব না কি তাঁর?
এক হয়ে তব সাথ, আছেন জগৎ নাথ,
দেখাতে তুমিই পার তাঁরে,
দেখাও দেখাও কৃপা করে। ৬

অপার তোমার লীলা, অনন্ত তোমার খেলা,
দেখিলেই তাঁরে জানা যায়;
তাই বলি কল্পনা বিদায়।

কে তোমায় প্রাণ রূপে,
আছেন ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপে,
সচেতন জীবন্ত রূপিণী,
সদা কানে বল সে কাহিনী। ৭

দেখাও তাঁহারে, দেখি ভরিয়ে নয়ান।
দেখে সেই প্রাণারামে জুড়াক পরাণ।
ডাকিয়ে নাস্তিক দলে,
হাতে ধরে দাও বলে,
কে তোমার প্রাণের মাঝারে,
শুধু যেন দেখে না তোমারে। ৮

তুমি কায়া ব্রহ্ম প্রাণ, ব্যাপিয়ে অনন্ত স্থান,
এ কথা ভাবেনা হায়! যারা,
পথ-ভ্রান্ত হইয়াছে তারা।
কেনরে ওদিকে যাও, কেনরে বিপথে ধাও,
প্রাণহীন কর কায়া সার,
এ বারতা করহ প্রচার। ৯

ওগো মা প্রকৃতি রাণী, শুনি তব সুধা বাণী,
জাগুক সন্দেহবাদীগণ,
মোহাধীন মেলুক নয়ন।
অসীম শকতি দেবী! কাহ'তে পেতেছ,
নিত্য নব সাজে সাজি কাহারে পুজিছ?
তোমার অতুল রূপে মোহিছ সকলে,
সংশয়ী ভাবেনা শুধু কে তাহার মূলে। ১০

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

২৬৭ সংখ্যা	চৈত্র ১২৯৩—এপ্রেল ১৮৮৭।	৩য় কল্প ৩য় ভাগ

সাময়িক প্রসঙ্গ।

লেডী ডফারিণ ফণ্ড—লেডী ডফারিণ ভারতে আপনার সুকীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপনে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার ফণ্ডের ২য় বার্ষিক রিপোর্ট পাঠে আমরা চমৎকৃত ও পরমানন্দিত হইয়াছি। এই ফণ্ডের মধ্য-কমিটীর বার্ষিক আয় ১৯,-৪৫০ টাকা হইয়াছে। রাজধানী এবং বিবিধ প্রদেশে অনেকগুলি স্ত্রী চিকিৎসালয়ের কার্য্য নিয়মিত চলিতেছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই ফণ্ড ও ইহার উদ্দেশ্য কার্য্যের উন্নতি প্রার্থনা করি।

স্ত্রী কীর্ত্তি—জুবিলী উপলক্ষে ভুপালের বেগম আপনার রাজ্যে ২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রেলওয়ে বিস্তার করিতেছেন।

কাশিমবাজারের আর্য্যকালী দেবী একটী সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ করিতেছেন তাহাতে মাসিক ২০০০ টাকা ব্যয় করিবেন।

বাবু কেশবচন্দ্র সেনের চিত্র-পট—বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর হোয়াইট সাহেব কেশব বাবুর আকার প্রমাণ এক ছবি প্রস্তুত করিয়াছেন, দেখিতে বড় সুন্দর হইয়াছে। গত ১৯এ মার্চ্চ ছোট লাট কেশব বাবুর গুণাবলী বর্ণনা করিয়া ইহার আবরণ উন্মোচন করিয়াছেন। ইহা টাউন হলে স্থাপিত হইয়াছে।

মহারাণীর শিল্পশিক্ষা—মহারাণী বিক্টোরিয়া এত কাল স্বামীর অবলম্বিত শিল্প শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়া আসিতেছেন। তিনি রাফেল প্রভৃতি খ্যাতনামা শিল্পবিশারদদিগের চিত্র বহু ব্যয়ে ও বহু যত্নে সংগ্রহ করিতেছেন। তাহার সংগ্রহসার ৭০ খণ্ডের বৃহৎ পুস্তকে সম্পূর্ণ হইবে।

বঙ্গদেশে স্ত্রী শিক্ষা—১৮৮৫। ৮৬ সালের শিক্ষা রিপোর্ট হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিবরণ সংগৃহীত হইল :—

১৮৮৫। ৮৬ সালে বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২২১৬ ও ছাত্রীগণের সংখ্যা প্রায় ৭৮১০০ ছিল। বেথুন স্কুলের একটি বালিকা প্রবেশিকা ও দুইটী বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তন্মধ্যে কামিনী সেন বি এ সংস্কৃত সাহিত্যে "অনর" পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ডবটন কলেজ ও ফ্রি চর্চ্চ নর্মাল স্কুল হইতে দুইটী বালিকা এফ এ পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কলিকাতার স্ত্রী শিক্ষার কার্য্য প্রায়ই জেনানা মিশনরিদিগের হস্তে আছে। কলিকাতার বাহিরে বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলেও ছাত্রীসংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বীরভূমে একটী মুসলমান বালিকা উত্তরপাড়ার হিতকরী সভার প্রদত্ত একটী ছাত্রীবৃত্তি এবং মেদিনীপুরে একটী সাঁওতাল বালিকা ১৫ টাকা মূল্যের একটী পুরস্কার পাইয়াছে।

স্ত্রী কয়েদীর মুক্তি—জুবিলী উপলক্ষে অনধিক ২ বৎসর দণ্ড প্রাপ্ত স্ত্রী কয়েদীদিগকে মুক্তিদান করা হইয়াছে। ২ বৎসরের অধিক মেয়াদ প্রাপ্ত স্ত্রীলোক প্রায় ছিল না, ইহাতে কারাগার সকল স্ত্রীলোক শূন্য হইয়াছে। এটী বড় সুসংবাদ।

ব্রহ্ম বিপ্লব—প্রধান সেনাপতি ব্রহ্মদেশ হইতে চলিয়া আসিতে ২ আসিতে মগদল পুনরায় দলবদ্ধ হইয়া বিষম উপদ্রব আরম্ভ করে, তাহারা অনেক স্থানে হত ও আহত হইয়া পরাজিত হইতেছে।

সৌন্দর্য্য।*

ঊর্দ্ধদিকে অনন্ত আকাশ, দশদিকে অনন্ত সৌন্দর্য্য। যাঁহার চক্ষু আছে, তিনি এই সৌন্দর্য্যরাশি দর্শন করেন; যিনি ইহা দর্শন করিতে জানেন, তিনি নিশ্চয়ই ইহার পূজা করেন। যে ব্যক্তি সৌন্দর্য্য দেখিতে এবং বুঝিতে শিখে নাই, সে ব্যক্তি কৃপার পাত্র।

লোকে বলে, রমণীহৃদয়ে শোভাসুস্বাবকতা ও সৌন্দর্য্য-লালসা অতি প্রবল, এই বৃত্তিদ্বয় চরিতার্থ করিবার জন্য বেশভূষার সৃষ্টি হইয়াছে। একথা সত্য হইলেও তাহাতে কিছুমাত্র লজ্জা নাই।

কিন্তু সৌন্দর্য্যপ্রিয় রমণী, বঙ্গদেশি

* আহিরীটোলা সমাজের উৎসবে কোন মহিলা কর্তৃক পঠিত।

সৌন্দর্য্যের উপাদান কি? তারারাজি-শোভিত নভোমণ্ডল দেখি, জ্যোৎস্না-প্রতিফলিত জলরাশি দেখি, ফল পুষ্প ভূষিত তরুলতা দেখি, চিত্রিত-পক্ষ বিহঙ্গ দেখি, বালকবালিকার সারল্যময় মুখ দেখি—আর বলি, 'কি সুন্দর!' হৃদয় কত ভাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠে; কিন্তু মুখে একটী মাত্র কথা বলি 'কি সুন্দর!' সেই কথাটিতেই বলিবার যাহা আছে, যেন নিঃশেষিত হইয়া যায়।

যখন প্রতিভাশালী চিত্রকরের আলেখ্যমালা নিরীক্ষণ করি, কবির ভাবময় কবিতানিচয় পাঠ করি, তৃষিত কর্ণে মধুর কণ্ঠের সঙ্গীত লহরী পান করি, তখনও বলি 'কি সুন্দর!' আবার যখন শিশু ভ্রাতার প্রতি বালিকা ভগিনীর আত্মবিস্মৃতিময় স্নেহ রাশি দর্শন করি, বিদ্যা বিনয়ের মিলন দেখি, তখনও সেই একই কথা।

কত কিছু সুন্দর আছে, বলিয়া ফুরাইবে কে? দীপ্তিময় যাহা তাহাও সুন্দর, অনুজ্জ্বল যাহা তাহাও সুন্দর, কঠোরেও সৌন্দর্য্য, মৃদুলেও সৌন্দর্য্য; মধুরও তৃপ্তিকর, কোথাও তিক্তও তদ্রূপ। বিষম বস্তুরা যে সুন্দর ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে? মহান্ পর্ব্বত ও বিশাল সমুদ্র দেখিয়াই মুগ্ধ হই এমন নহে, শ্যামল তৃণদল ও শিশির বিন্দু দেখিয়াও হৃদয় ভাবার্দ্র হয়। শৈশবের চাঞ্চল্য ও বয়সের গাম্ভীর্য্য উভয়ই প্রীতিকর। প্রেমের আত্মবিস্মৃতি ও কমনীয়তা অতি সুন্দর দৃশ্য বটে, অথচ স্থানভেদে প্রেমের সমুচিত আত্মাদর, দৃঢ়তা ও নির্ভীকতা অতি প্রশংসনীয়।

কিন্তু যাহা বলিতেছিলাম, সৌন্দর্য্যের উপাদান কি?

তাহা সৌন্দর্য্যকে মানবশরীরে অথবা বহির্জ্জগতে আবদ্ধ করিয়া রাখে নাই, অথবা উহাকে একমাত্র নেত্রের বিষয় বলিয়াও স্বীকার করে না। সৌন্দর্য্যপিপাসু রমণী, তুমি কি উহাকে সীমাবদ্ধ করিতে চাও? তুমি কি শুদ্ধ বহিঃসৌন্দর্য্যই চিনিয়াছ? তোমার শরীর আছে; আত্মা নাই কি? —শারীরিক সৌন্দর্য্যকে ঘৃণা করিতে বলিতেছি না। প্রস্ফুটিত গোলাপ দেখিয়া চক্ষুর তৃপ্ত করিতে যদি দোষ না থাকে, তবে মানুষের সুন্দর মুখশ্রী-দর্শনজনিত আনন্দে দোষ স্পর্শিবে কেন? যে ব্যক্তি সুন্দর মানব মুখ অবজ্ঞার সহিত দর্শন করে, সে বিধাতার সুন্দর সৃষ্টির অবমাননা করে। শরীর প্রসাধন সম্বন্ধে যিনি যাহা বলুন, আমি বলি, যে, যে ভাবে দেবালয় পুষ্পপল্লবে ভূষিত করি, যে ভাবে নিজের গৃহখানি সুন্দর সজ্জায় সজ্জিত করি, সেই ভাবে মানবদেহ] সুরুচিসজ্জিত বসন ভূষণে আবৃত করিতে দোষ নাই। একটি বনপুষ্প মস্তকে অথবা হৃদয়ে ধারণ করিলে, যাঁহারা তন্মধ্যে বিলাসিতা ও হৃদয়ের অবক্তৃতা দর্শন করেন, তাঁহারা

অন্ধ হৃদয়শূন্য বিরাগের উপাসক। যাহা দেখিয়া হৃদয় প্রীত এবং পবিত্র হয় তাহাই সুন্দর। সৌন্দর্য্যের বৃহৎ গ্রন্থ সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত রহিয়াছে, যাঁহার চক্ষু আছে তিনি ইহা পাঠ করিয়া ধন্য হয়েন। কেবল জড় জগতে নয়, মানব জগতে মানবের অন্তর্জ্জগতে অনন্তভূত সৌন্দর্য্যরাশি সঞ্চিত রহিয়াছে। সৌন্দর্য্যলিপ্সু নারী সেই সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে শিক্ষা কর। সুরূপ, সুকবিতা, মধুর গীত, মনোহর চিত্রপট, সকলই সুন্দর; আকাশের তারারাজিও সুন্দর! কেন সুন্দর বল দেখি? কি দিয়া সেই সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করিতে হয় বল দেখি? শোভানুভাবকতা যেখানে অপর শোভানুভাবককে দর্শন করে, হৃদয় যেখানে উন্নততর হৃদয়ের পরিচয় পায়, সেই খানেই সৌন্দর্য্য। হৃদয় ছাড়িয়া চক্ষু সৌন্দর্য্য লাভ করিতে পারে কি? বহিঃ সৌন্দর্য্যের কথা কি বলিতেছিলাম? সৌন্দর্য্যের ভিতর বাহির কি? হৃদয়ের ভিতর দ্বিতীয় না কহিয়া আমরা সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারি না।

সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করা সহজ কথা নহে। সৌন্দর্য্যের বর্ণপরিচয় সকলের হয় নাই। একই পদার্থ দেখিয়া সকলের হৃদয় সমান আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয় না কেন? প্রীতি ও পবিত্রতা অভিন্ন— বল দেখি কোন্ হৃদয়ে সহজে প্রীতি হয়? কোন্ পদার্থ একবার বুঝিলে নির্ম্মল হয়? অপরিচ্ছন্ন হৃদয়ে চতুর্দ্দিকস্থ শোভা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় না। সৌন্দর্য্য বুঝিতে হইলে নির্ম্মল হইতে হয়। তবে সৌন্দর্য্য কেবল চক্ষু কর্ণের বিষয় নহে, তাহা বুঝিলে কি? আর বুঝিলে কি যে, যেমন একখানি কাব্য পাঠ করিতে হইলে পূর্ব্বশিক্ষার প্রয়োজন, জগতের সৌন্দর্য্য গ্রন্থ পাঠ করিতেও তদ্রূপ পূর্ব্বশিক্ষা চাই?

সৌন্দর্য্যলালসা রমণীর কলঙ্ক। আজি এই মহিলাসমাজে সমালোচক কেহ নাই। ভগিনীগণ, এস স্বচ্ছন্দে আমরা সৌন্দর্য্যের আলোচনা করি। সদ্‌গুণের অসদ্ব্যবহার আছে। সেজন্য শোভানুভাবকতার কোথাও অসদ্‌ব্যবহার হয় বলিয়া কি, উহাকে সমূলে বিনাশ করিবে? না আপনার চক্ষের মোহাবরণ দূর করিয়া প্রকৃত সৌন্দর্য্য কি তাহাই বুঝিতে ও দেখিতে শিখিবে? তবে এস, অদ্যাবধি অন্তরে বাহিরে, যেখানে যত সৌন্দর্য্য আছে দেখিতে, শিখিতে, পাঠ করিতে ও বুঝিতে চেষ্টা করি। জগতে মহৎ ক্ষুদ্রে, উজ্জ্বল অনুজ্জ্বলে যেখানে যত শোভা আছে অনুভব করিয়া রমণীর স্বাভাবিকী স্পৃহা চরিতার্থ করি। সৌন্দর্য্য অনুভব করিতে করিতে হৃদয় উৎফুল্ল ও আর্দ্রীভূত হইয়া সৌন্দর্য্য-বিধাতার চরণে প্রণত হইবে। মানবের শিল্প-কৌশল দেখিতে দেখিতে কেবল চিত্রপট খানি দেখি না, তাহার পশ্চাৎস্থিত চিত্রকরের হৃদয় সৌন্দর্য্য

দর্শন করি, কবিতা পাঠ করিতে করিতে কেবল বাক্য গুলি নিরীক্ষণ ও উচ্চারণ করি না, কবির হৃদয় দর্শন করি, এবং সকলের পশ্চাতে সৌন্দর্য্যের যিনি আকর ও জীবন, তাঁহাকে দেখিতে চেষ্টা করি।

সৌন্দর্য্য দর্শনের ন্যায় মধুর সুখ আর কি আছে? হৃদয়দর্পণ স্বচ্ছ ও নির্ম্মল করিয়া রাখি, যেখানে যত সৌন্দর্য্য আছে, এই দর্পণে প্রতিবিম্বিত হউক। কণ্টকদলস্থ গোলাপ দর্শন করি, দারিদ্র্যের আত্মগৌরব দেখি, কর্ত্তব্য সাধনের দৃঢ়তা দেখি, কঠোর ও দুষ্কর আত্মোৎসর্গের সামর্থ, সারল্যের মাধুর্য্য দর্শন করি। সৌন্দর্য্যলালসা নারীর ধর্ম্ম, উহা নারীকে স্বর্গের দিকে লইয়া যাউক। যিনি গৃহ সাজাইতে জানেন, তিনি নিজগৃহ বিশৃঙ্খল, ও সজ্জাশূন্য রাখেন না; যিনি সৌন্দর্য্য চিনিয়াছেন, তিনি হৃদয় এবং তদনুগামী শরীরকে কুৎসিত করিয়া রাখেন না। যাঁহার হৃদয় চির প্রফুল্লতাময়, পবিত্রতায় বিধৌত, তাঁহার মুখ সুন্দর না হইলে কাহার মুখ সুন্দর হইবে? ভগিনি! চারিদিকের সৌন্দর্য্য দর্শন কর, এবং সৌন্দর্য্যালোকে হৃদয় উজ্জল করিয়া গৃহ আলোকিত কর।

৺মহারাণী শরৎসুন্দরী।

বঙ্গের নারীকুলের উজ্জ্বল ভূষণ মহারাণী শরৎসুন্দরী আর ইহলোকে নাই, বঙ্গীয় রমণীগণ আজ শোকবস্ত্রে আবৃত হইয়া এই পুণ্যশ্লোক মহিলার চরিতাখ্যান পাঠ করুন।

রাজসাহীর অন্তর্গত পুটিয়ার পশ্চিম কৃষ্ণপুর নামে একটী গ্রাম আছে। এই গ্রামে ১২৫৬ সালের আশ্বিন মাসে শরৎসুন্দরী জন্মপরিগ্রহ করেন। ইঁহার পিতা স্বর্গীয় ভৈরবনাথ সান্ন্যাল একজন কার্য্যদক্ষ হৃদয়বান্ ধর্ম্মপরায়ণ উচ্চপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার শ্রীসুন্দরী নামে আর একটী কন্যা হয়। শ্রীসুন্দরী কনিষ্ঠা, শরৎসুন্দরী জ্যেষ্ঠা। কনিষ্ঠা এখনও জীবিতা, পিতৃ বিষয়সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন, এবং পিতার অনুষ্ঠিত সদাব্রতের প্রতি এখনও যত্নবতী আছেন। বলা বাহুল্য, পিতা মাতাই সন্তানগণের চরিত্র গঠনের মূল কারণ। পিতার সাধু দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াই কন্যা যে পবিত্র জীবন প্রাপ্ত হন, আজ আমরা তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠিকাবর্গের করকমলে অর্পণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। শরৎসুন্দরী বাল্যকাল হইতেই কোমলহৃদয়া ও পরদুঃখকাতরা ছিলেন। তিনি যত বড় হইতে লাগি-

লেন, দয়া দাক্ষিণ্যাদি মানসিক বৃত্তি নিচয় তাঁহার অন্তরে ততই স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে লাগিল। ইঁহার বয়স যখন পাঁচ বৎসর মাত্র, তখন তাঁহার পিতা জনৈক প্রজাকে গুরুতর অপরাধের জন্য জুতা মারিতে আদেশ করেন। ইনি তখন পিতৃসকাশে দণ্ডায়মানা ছিলেন। হতভাগ্য প্রজার দুঃখে কাতর হইয়া অশ্রুবারি সম্বরণ করিতে পারিলেন না, কাঁদিয়া ফেলিলেন। ভৈরব বাবু দুহিতার ক্রন্দনে ব্যথিতহৃদয় হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে ক্ষমা করিলেন—আর প্রহার করিলেন না। একদা সর্ব্বেশ্বর মজুমদার নামে ইঁহার পিতার একজন ব্রাহ্মণ ভৃত্যের পাঁচ টাকা জরিমানা হয়। এই ব্যক্তি চারি টাকা মাত্র বেতন পাইত। ইহাতে সে অতি কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। ইনি ভাবিলেন যে, ইহাকে পাঁচ টাকা দিতে হইলে ইহার সন্তানাদি অন্নাভাবে মরিয়া যাইবে, এই বিবেচনায় অতি সংগোপনে জগন্মোহন সরকার নামে একজন অনুগত ও বিশ্বস্ত লোকের নিকট হইতে ঐ টাকা লইয়া তাহার সহায়তা করেন।

১২৭২ সালের বৈশাখ মাসে পুঁটিয়ার পাঁচআনী নাবালক জমীদার যোগেন্দ্রনারায়ণের সহিত শরৎসুন্দরীর শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়। ইঁহার বয়স এখন সার্দ্ধপঞ্চ, আর যোগেন্দ্র বাবুর পঞ্চদশ বৎসর মাত্র। বিবাহের অব্যবহিত পরে ইঁহার শ্বশ্রূ রাণী দুর্গাসুন্দরী দেবী স্বীয় বিষয়ের ভার কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের হস্তে সমর্পণ করেন; তৎপরে অল্পদিন জীবিত থাকিয়া লৌকিকলীলা সম্বরণ করেন। ইঁহার স্বামী উক্ত কোর্টের তত্ত্বাবধানে মহানগরী কলিকাতায় প্রেরিত হইলে, ইনি পিত্রালয়ে প্রত্যাবৃত্ত হন। ভরণ পোষণের ব্যয়স্বরূপ কোর্ট অব্ ওয়ার্ড হইতে ইঁহাকে ১৭০৲ টাকা মাসহারা দেওয়া হইত। এই টাকা শরৎসুন্দরীর পিতা আপনার ইচ্ছানুসারেই ব্যয় করিতেন। পিতা হাতে তুলিয়া কিছু দিলে শরৎ লইতেন, নতুবা নিজের হাতে টাকা রাখিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেন না। পাছে কোন প্রকারে পিতার অসন্তোষ হয়, ইহা তিনি বড় ভয় করিতেন, এবং কখনও কোন বিষয়ের ইচ্ছা হইলে তাহা মনে মনেই রাখিতেন। পরের উপকারের জন্যই তাঁহার আগ্রহ ছিল। কেহ অভাব জানাইলে ঋণ করিয়াও তাহাকে সাহায্য দান করিতে কুত্রাপি পরাঙ্মুখ হইতেন না, তদনন্তর আবার সেই ঋণ পরিশোধার্থে চেষ্টা পাইতেন। যাহাহউক, ভৈরব বাবু শরৎসুন্দরীকে অতিশয় ভাল বাসিতেন; শরৎও তাঁহাকে যথেষ্ট ভয় ও ভক্তি করিয়া চলিতেন।

১২৭৭ সালের প্রারম্ভে যোগেন্দ্র বাবু স্বীয় বিষয়ের ভার স্বহস্তে লন। অল্পদিনের মধ্যেই ইনি একজন সদ্গুণান্বিত যুবক ও দেশহিতৈষী প্রজাবৎসল জমী-

নার বলিয়া খ্যত হন। ইনি অনেক সৎ-কার্য্য করেন,তন্মধ্যে নীলকর দমন সর্ব্ব প্রধান এবং তাহাতেই ইঁহার কীর্ত্তি দেশ-বিখ্যাত। নীলকরদিগের জ্বালায় লোকে অস্থির। এক সময়ে যেমন বর্গীগণ কর্ত্তৃক সমস্ত বঙ্গদেশ প্রপীড়িত হইয়াছিল, ইহাদিগের দ্বারাও সর্ব্বসাধারণ তদ্রূপ বা তদধিক বিপদ্‌গ্রস্ত হইত। বর্গীরা মাঝে মাঝে আসিয়া হাঙ্গামা করিত, বহুমূল্য দ্রব্যজাত লুণ্ঠন করিয়া ও লোকদিগের প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার করিয়া পলায়ন করিত। কিন্তু এই শত্রুদল প্রজাবর্গের মধ্যগত হইয়া তাহাদিগেরই শোণিত শোষণ পূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া অহর্নিশ তাহাদিগেরই প্রতি অশেষ অত্যাচার করিত। নারীর সতীত্ব, রাজকর্ম্মচারীর প্রভুত্ব, ধনীর বিত্ত, সাধারণ লোকের স্বত্ব এই দুরাত্মাদিগের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন ছিল। "নীলদর্পণ" প্রভৃতি পুস্তকে ইহার জীবন্ত ছবি চিত্রিত আছে। এই অত্যাচার যে পূর্ব্বে কিরূপ ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাদিগের অমঙ্গল সাধন করিত, তাহার আভাস আমরা বর্ত্তমান সময়ের চা-করদিগের আচরণে প্রাপ্ত হই। ইহা নিবারণ করা যথার্থ বীর পুরুষের কার্য্য—ইহাতেই প্রকৃত বীরত্ব। মহাত্মা লং সাহেব প্রভৃতি ইহার জন্য চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, রাজা যোগেন্দ্র নারায়ণও ইহাতে যে বীরত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তদপেক্ষা মহৎ প্রশংসার কার্য্য আর কি হইতে পারে? কিন্তু পরম কারুণিক পরমেশ্বর তাঁহাকে ইহসংসার হইতে অবিলম্বে বিচ্ছিন্ন করিয়া স্বর্গ রাজ্যে উচ্চতর ব্রতে ব্রতী করিয়া আপনার পবিত্র ইচ্ছা সফল করিলেন। ১২৬৯ সালের ২৯শে বৈশাখ তারিখে ইনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে বালিকা শরতের নারীজীবনের সুখের পরিসমাপ্তি হয়।

বাল-বিধবা কর্ত্তৃক অতুল ঐশ্বর্য্যাদি সুচারুরূপে সংরক্ষিত হওয়া সুকঠিন বিবেচনায় উহা কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের হস্তে ন্যস্ত হয়। ইঁহার পিতা ভৈরব বাবু উহার তত্ত্বাবধারক হন। ইনি পিত্রালয়ে অবস্থিতি করিয়া এই সময়ে বিদ্যাভ্যাস ও পিতৃসন্নিধানে বিষয় কার্য্যের যে জ্ঞান লাভ করেন, তাহারই উপাদেয় ফল ভবিষ্যতে দৃষ্ট হইয়াছিল। ১২৭৭ সালের বৈশাখ মাস হইতে ইনি আপনার বিষয়ের ভার গ্রহণ এবং অত্যন্ত ধীরতা, বিজ্ঞতা ও দক্ষতার সহিত জমীদারীর কার্য্য চালাইতে আরম্ভ করেন। এই সুন্দর কার্য্যদক্ষতা তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তির ভিত্তি স্বরূপ। ইহাতে যেমন একদিকে জমিদারির উত্তরোত্তর আয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল, তেমনই সদ্ব্যয় দ্বারা তাহার সার্থকতা সাধন হইতে লাগিল। শরৎ সুন্দরী যেমন সাংসারিক ব্যাপারে অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দিলেন, তেমনই তাঁহার আধ্যাত্মিক ও মানসিক

উচ্চ ভাবেরও পরিচয় দিতে লাগিলেন। কথিত আছে ইনি দানের সময় ভিন্ন টাকা ছুঁইতেন না। ইহাঁর দান কার্য্য যে কত প্রকারে সমাহিত হইত, তাহার সংখ্যা ছিল না, সংবাদপত্রে ইহার অল্পাংশমাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। পরের দুঃখে ইহাঁর প্রাণ এতদূর কাতর হইত যে সত্যই হউক বা মিথ্যা হউক কেহ তাঁহার নিকট কোন বিষয়ের প্রার্থী হইলে, তিনি কখনও তাহাকে রিক্তহস্তে বিদায় করিতেন না।

শিশু মাতৃহীন হইয়া কেহ তাঁহার নিকট দায় জানাইয়াছেন, অমনি তিনি তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছেন। শারীরিক অপটুতা নিবন্ধন অর্থোপার্জ্জনে অপারগ শত শত ব্যক্তিকে অকাতরে আহার দিবার জন্য তিনি কত অতিথিশালা সদাব্রতাদি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। পুটিয়া ও কাশীধামে এইরূপে অন্নদান করিতেন এবং ভবিষ্যতে এই সদনুষ্ঠানের কোনরূপ ব্যাঘাত না হয়, তজ্জন্য স্বকীয় বিষয়ের উপস্বত্ব হইতে তাহার উত্তম বন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন কন্যাদায়গ্রস্ত গৃহ দগ্ধাদি আপদে বিপন্ন ব্যক্তিগণ ও গরিব গ্রন্থকর্ত্তাগণ বিলক্ষণ অর্থ সাহায্য পাইতেন।

মহারাণী শরৎসুন্দরী প্রজাবর্গের নালিস পর্দার বা চিকের ভিতর হইতে আপনি শুনিয়া তাহার আশু প্রতিবিধানের জন্য তৎপর থাকিতেন। তাঁহার দত্ত ভূম্যধিকারীর অধীনে বাস করা কি সুখের! দেশের হিতানুষ্ঠানের জন্যও তিনি আপনার ভবনে সভা আহ্বান করিতেন এবং পর্দার অন্তরালে থাকিয়া তাহার সহিত হৃদয়ের সম্পূর্ণ যোগদান করিতেন, তাঁহার এইরূপ সদাশয়তা ও উদারচিত্ততার পরিচয় সাধারণের অগোচর নহে।

ইহাঁর আভ্যন্তরিক জীবন অতি পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক এবং তজ্জন্য শুধু বঙ্গের কেন, ভারতের মহিলাকুলেরও ইনি বাস্তবিক অলঙ্কার। সতীত্ব ভারত ললনার আদর্শস্থানীয়। বাল-বৈধব্য অতিশয় বিপদসঙ্কুল। ধন-রাশির মধ্যে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া নিষ্কলঙ্কভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা বড় সহজ নহে; যে সমস্ত সাধ্বী নারী সেই উৎকট ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন, তাঁহারা ব্যতীত আর কেহ তাহা অনুভব করিতে পারেন না। শরৎসুন্দরী ত্রয়োদশবর্ষে বিধবা হইয়া, যৌবন, ধনসম্পত্তি, প্রভুত্ব সকল প্রলোভনের মধ্যে কেবল বিবেকের অনুবর্ত্তিনী হইয়া চলিতে পারিয়াছেন, ইহা কম প্রশংসার বিষয় নহে। অহঙ্কার যে কি বস্তু, তাহা তিনি কখন জানিতেন না। স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার ঐহিক সুখ একবারে বিসর্জ্জন দিয়া একবেলা শুধু হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া কম্বলে বা ভূতলে শয়ন করিয়া পারত্রিক সুখের আশায় সর্ব্বদা কালযাপন করিতেন। নিত্য নৈমিত্তিক পূজাদিতে

তাঁহার অধিকাংশ সময় বায়িত হইত। ব্রহ্মচর্য্যাদি হিন্দুমহিলার যাহা যথার্থ ধর্ম্ম, তাহা ইহাঁতে সম্পূর্ণ লক্ষিত হইত। ইনি আদর্শ হিন্দু-রমণী—বিধবা হিন্দুরমণী। ইহাঁর জীবন বাস্তবিক অনুকরণীয়।

শরৎসুন্দরী চিঠি পত্রাদি অনর্গল পড়িতে পারিতেন। ইহাঁর পুস্তকাগারে অনেক মূল্যবান্ সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থ আছে। ইনি সময় পাইলেই নির্জ্জনে সদ্গ্রন্থপাঠে কাল যাপন করিতেন। ইনি প্রথম হইতে বামাবোধিনী পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহিকা ছিলেন। সুবিখ্যাত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রথম কল্প হইতে শেষকল্প পর্য্যন্ত যাহা সচরাচর অনেক সুশিক্ষিত পুরুষের সংগ্রহ আছে কি না, তাহাও ইহাঁর পুস্তকালয়ে দৃষ্ট হয়। ইনি এই সমস্ত পত্রিকা যত্নের সহিত অধ্যয়ন করিতেন। ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, তিনি কত দূর লেখা পড়া জানিতেন। সুতরাং তাঁহাকে শিক্ষিতা বিদ্যানুরাগিণী রমণী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। স্মারকতা-শক্তি ইহাঁর অত্যন্ত বলবতী ছিল, যাহা একবার পড়িতেন, তাহার অধিকাংশ বা সারাংশ চির দিন তাঁহার স্মরণ থাকিত।

ইং ১৮৭৪ সালে (বাঙ্গালা ১২৮১) ভীষণ দুর্ভিক্ষ যখন করাল গ্রাস বিস্তার করিল, তখন শরৎসুন্দরী বিস্তর লোককে তাহার কবল হইতে রক্ষা করেন। ১২৮১ সালে গবর্ণমেণ্ট ইহাঁকে রাণী উপাধি প্রদান করেন এবং তাঁহার সৎকার্য্যশীলতার সবিশেষ পরিচয় পাইয়া তিন বৎসর পরে অর্থাৎ ১২৮৪ সালে দিল্লীর দরবার উপলক্ষে "মহারাণী" উপাধি দ্বারা সুসম্মানিত করেন। প্রকৃত পক্ষে এরূপ হৃদয়বতী রমণী সকলের হৃদয় জয় করিয়াছেন, ইনি রাণী না মহারাণী এই আখ্যার সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্রী ছিলেন। ইহাঁকে উক্ত উপাধি প্রদত্ত হওয়াতে উহার স্বার্থকতা সম্পাদিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট ইহাঁকে এই উপাধি দিয়া ভারত রমণীকুলেরও মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। ইনি ১২৮৯ সালের চৈত্রমাস পর্য্যন্ত বিষয় ভার স্বহস্তে রাখেন। পর বৎসর অর্থাৎ ১২৯০ সাল আরম্ভ না হইতে হইতে দত্তক পুত্র যতীন্দ্রনারায়ণকে বিষয়াদির ভার সমর্পণ করিয়া কাশীধামে যাত্রা করেন। ইচ্ছা ছিল আর দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন না, তথায় ধর্ম্মকর্ম্মে জীবনের অবশিষ্ট কাল ক্ষেপণ করিবেন। কিন্তু বিধির বিড়ম্বনা! ঐ বৎসরই পুণ্যভূমি কাশীধামে ১৮ই ফাল্গুন তারিখে দত্তক পুত্রের মৃত্যু হওয়াতে পুটিয়ায় প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন। বিষয়ের মায়া কাটাইয়া আবার তাহাতে জড়িত হইতে তাঁহার নিতান্ত অনিচ্ছা ছিল, ইহা তাঁহার অকাল মৃত্যুতেই সপ্রমাণ হয়। গত আশ্বিন মাসে স্বদেশে আগমন করেন। আসিয়া অবধি পীড়িত হন। পরে কোন চিকিৎসাতেই পীড়ার শান্তি না হওয়াতে গত ৫ই

ফাল্গুন পুনরায় কাশীধামে গমন করেন: এই যাত্রাই শেষ যাত্রা। তাঁহার পীড়া ক্রমশঃ প্রবল হইল, অবশেষে গত ২৫এ ফাল্গুন (৮ই মার্চ্চ) মঙ্গলবার অপরাহ্ণে সার্দ্ধ তিন ঘটিকার সময় ইষ্টনাম জপিতে জপিতে তথায় দেহ ত্যাগ করেন। মণিকর্ণিকার ঘাটে ইঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আজ বঙ্গদেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন, তাঁহার শোকে আকুল। আজ পুটিয়ার উজ্জ্বল নক্ষত্র নিপতিত হইল। আজ বঙ্গবাসী নর নারীগণ তাঁহার জন্য আর কি করিতে পারে? সকলে মিলিয়া তাঁহার গুণাবলী স্মরণ করিয়া অশ্রু পাত করুন; পবিত্রচরিত্রা মহারাণী শরৎসুন্দরীর বহুদিনের আশা পূর্ণ হইয়াছে, আজ স্বর্গধামে পরম পিতার চরণতলে উপবেশন করিয়া তিনি আপনার পুণ্যের বিমল পুরস্কার লাভ করিতেছেন। আমরা সমস্বরে প্রার্থনা করি শান্তিদাতা ঈশ্বর তাঁহার আত্মার কল্যাণ ও চিরশান্তি বিধান করুন্ এবং তাঁহার ন্যায় নির্ম্মল চরিত্র রমণী রত্ন দ্বারা ভারত মাতার অঙ্ক ভূষিত করিয়া ইহার হৃদয়ের সন্তাপ উপশম করুন্।

হিন্দু তীর্থস্থান।

হরিদ্বার।

হরিদ্বার অতি প্রাচীন হিন্দু তীর্থ স্থান। পুরাণে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা কলিকাতা হইতে প্রায় এক হাজার মাইল দূরে, ১০ টাকা ভাড়ায় ৩য় শ্রেণী রেলওয়ে শকটে যাওয়া যায়। হাবড়া হইতে কাশী গিয়া—আউড় রোহিলখণ্ড রেলওয়েতে চড়িতে হয়। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট হরিদ্বার তীর্থে একটী প্রকাণ্ড ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এখানে অনেকগুলি হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির ও তাহাতে অনেক দেব দেবী দেখা যায়। প্রতি দ্বাদশ বৎসরে এখানে কুম্ভক মেলা হইয়া থাকে, তখন বহুসংখ্যক—এমন কি সময় সময় ১০ লক্ষ যাত্রীর সমাগম হয়। যাহারা হরিদ্বারে আইসে, তাহারা গঙ্গোত্তরী, কেদারনাথ ও বদরিনাথ নামক নিকটবর্ত্তী তিনটী তীর্থস্থান দর্শন করিয়া থাকে। গঙ্গোত্তরী, কেদারনাথ ও বদরিনাথ হিমালয়ের উপরে স্থিত। গঙ্গোত্তরী ১৩ হাজার ফিট অর্থাৎ দার্জিলিং হইতেও ৫ হাজার ফিট উচ্চে অবস্থিত। ইহা গঙ্গার উৎপত্তি স্থান। এখানে দেখা যায় তুষার রাশির নিম্ন হইতে গঙ্গা দেবী বহির্গত হইতেছেন। সে দৃশ্য অতি সুন্দর। কেদারনাথ ১২ হাজার ফিট উচ্চে অবস্থিত। এখান হইতে বদরিনাথ ৭ ক্রোশ দূরে। কেদারনাথে নন্দীর প্রতিমূর্ত্তি এবং বদরিনাথে বিষ্ণুর মন্দির আছে। ইতি-

হাসে উল্লেখ আছে দৌলত রাও সিন্ধিয়া এই মন্দিরের জীর্ণ সংস্কার করিয়াছেন। এই মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের অধীনে পূর্ব্বে ৭ শত গ্রাম ছিল। হরিদ্বারের প্রকৃত নাম হরদ্বার। এখানে শিবের জটা হইতে গঙ্গার উৎপত্তি পুরাণপ্রসিদ্ধ। হরিদ্বারের গঙ্গার উপর ব্রহ্মকুণ্ড ঘাট ও কুশাবর্ত্ত ঘাট দক্ষিণপর্ব্বতে বিল্বের মহাদেব ও গৌরীকুণ্ড এবং গঙ্গার অপর পারে বা উত্তরপশ্চিমে চণ্ডীদেবীর মন্দির ও নীলধারা এ গুলিও হিন্দুদিগের পুণ্যতীর্থ। নীলধারা নদী কঙ্খল বা দক্ষালয়ে মিলিত হইয়াছে। এই কঙ্খল একটা সুন্দর সহর, এখানে বড় বড় বাটী ও বাগান আছে, বাজার, দোকান প্রভৃতি অনেক আছে। এখন ইহার প্রান্তভাগ দক্ষালয়, কিন্তু বোধ হয় সমস্ত কঙ্খল দক্ষ রাজার বাটী বা নগর ছিল। স্থানে স্থানে তাঁহার বাটীর ভগ্ন চিহ্ন অদ্যাপি দৃষ্ট হইয়া থাকে। দক্ষালয়ে দক্ষেশ্বর শিব, হোমকুণ্ড, সতীকুণ্ড ও সতীমঠ আছে। দক্ষযজ্ঞ এবং সতীর প্রাণত্যাগ ঘটনার সহিত এইগুলির যোগ আছে, সুতরাং এগুলি যে মহাতীর্থ বলিয়া আদৃত হইবে আশ্চর্য্য নহে।

হরিদ্বারে হিমালয়ের শোভা অতি মনোহর। দক্ষিণপর্ব্বতে অতি সুন্দর ছায়াময় উপত্যকা আছে। হরদ্বারের গঙ্গার উপর সেতু, ওটা বাঁধ ও খালেরও সুন্দর দৃশ্য।

রামেশ্বর।

এখানে একটী প্রসিদ্ধ শিবের মন্দির আছে। প্রবাদ এই যে রামচন্দ্র এইস্থানে শিবপূজা করিয়া এই মন্দিরস্থ শিবমূর্ত্তি স্থাপন করেন। ইহা উভয় বৈষ্ণব ও শৈবদিগের তীর্থ স্থান। রামেশ্বরের মন্দির অতি প্রকাণ্ড। ভারতবর্ষে এত বড় হিন্দু মন্দির আর নাই। মান্দ্রাজ হইতে মাদুরী নগরের মধ্য দিয়া এইস্থানে লোকে গমন করিয়া থাকে, নেগাপাটাম হইতে জাহাজে করিয়া যাইবার আর একটী পথ আছে।

ত্রিম্বক নাসিক।

ইহাও একটী প্রধান হিন্দু তীর্থ স্থান। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত নাসিক্ নগর হইতে কিয়দ্দূরে গোদাবরী নদীর উৎপত্তি স্থানের নিকটে ত্রিম্বকেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। মহারাষ্ট্রীয়গণ এই তীর্থ অতি পবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকেন। ১৭৪০ শাকে বাজি রাও এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন।

পুষ্কর।

পুষ্কর অতি মহাতীর্থ। ইহা আজমীরের ৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। আজমীর ষ্টেসনে নামিয়া যাত্রীরা পদব্রজে বা একা করিয়া এখানে গমন করেন। কেবল ভারতবর্ষের যে দুই চারি স্থানে ব্রহ্মার মন্দির আছে, তন্মধ্যে পুষ্কর একটী। প্রতি আশ্বিন মাসে এখানে ব্রহ্মার বিশেষ পূজা হয়, তাহাতে প্রায়

এক লক্ষ লোকের সমাগম হয়। মন্দিরের নিকট একটী হ্রদ আছে। তাহা অনেকটা মরিয়া আসিয়াছে এবং বহুকাল ধরিয়া অসংখ্য লোক স্নান করাতে ইহার জলও অনেকটা বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে। উহার চতুর্দ্দিকে অনেকগুলি সুন্দর অট্টালিকা ও মনোহর মন্দির আছে। রাজপুতানা ও মধ্য ভারতবর্ষের দেশীয় রাজগণ এই সকল অট্টালিকা ও মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুমতে পুষ্কর হ্রদে স্নান করিবার মহাফল। মানস সরোবরের পরেই পুষ্কর হ্রদের মাহাত্ম্য।

উজ্জয়িনী

এই নগর ভারতের ইতিহাসে সুবিখ্যাত। ইহা পুরাকালে অশোক ও বিক্রমাদিত্যের রাজধানী ছিল। এই নগর আজও তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত এবং প্রতি দ্বাদশ বৎসরে এখানে অনেক যাত্রীর সমাগম হয়। আজকাল যেখানে নগর প্রতিষ্ঠিত, তাহাকে নব উজ্জয়িনী বলে। নব উজ্জয়িনীর কিঞ্চিৎ দূরে প্রাচীন উজ্জয়িনী নগরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। এই সকল ভগ্নাবশেষ দেখিলে প্রাচীনকালে উজ্জয়িনী নগর যে অসাধারণ সমৃদ্ধিশালী ছিল, তাহা স্পষ্ট বোধগম্য হয়। উজ্জয়িনী নগরে যাইতে হইলে রাজপুতানা রেলওয়ের খান্দওয়া ও আজমীর নামক দুইটী ষ্টেসনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে নামিতে হয়।

মান্ধাতা।

নর্ম্মদা নদী তীরে এই তীর্থ স্থান অবস্থিত। এইখানে একটী শিব মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। অনেকে এই স্থানকে "ওঙ্কার জি" বলিয়া থাকে। মহারাষ্ট্রীয়েরা প্রায় ঐ নাম ব্যবহার করে। একটী অত্যুচ্চ পর্ব্বত শিখরে মন্দিরটী অবস্থিত। পর্ব্বতটী অতি সুন্দর, ইহা নানা ফল ফুলের বৃক্ষ মালায় সুশোভিত এবং বহুসংখ্যক প্রস্রবণে সমাকীর্ণ। এই মন্দিরের নিকট আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র মন্দির আছে। সিন্ধিয়া, হোলকার ও রাজপুতানীয় আরও কয়েকটী রাজা "ওঙ্কার জীর" বড় ভক্ত। তাঁহারা মন্দিরের নিকট আপনাদিগের বাসের জন্য এক একটী অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন।

ক্রমশঃ

বালুকাস্তম্ভ।

পাঠিকাগণ জলস্তম্ভের কথা পড়িয়াছেন, কিন্তু বালুকাস্তম্ভের কথা বোধ হয় অনেকে শুনিয়াছেন। ইহাও একটী নৈসর্গিক আশ্চর্য্য ঘটনা। মরুভূমি ও বড় বড় প্রবাহিত নদীকূলে গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নে প্রায়ই বালুকাস্তম্ভ হইয়া থাকে।

আমরা সিন্ধু মরুভূমির মধ্য দিয়া ভ্রমণ করিবার সময় একদিন মধ্যাহ্নে একেবারে ১০। ১২টা বালুকাস্তম্ভ উঠিতে দেখিতে পাইলাম। প্রথমতঃ আমাদের দেশে যে প্রকার "ঘূরণী বাতাস" (ঘূর্ণবাত্যা) দেখিতে পাওয়া যায়, সেই রূপ অল্প মাত্রায় বালি বায়ুতে চালিত হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল, ক্রমে নিকটস্থ বালু রাশি আকর্ষণ করিয়া যত ঊর্দ্ধদেশে উৎক্ষিপ্ত হয়, পরিধিও ক্রমে তত বাড়িতে থাকে। নিকটে যে স্তম্ভটি ছিল, তাহার পরিধি প্রায় শত হস্ত পরিমিত হইবে, দেখিতে দেখিতে স্তম্ভের অগ্রভাগ গগন স্পর্শ করিল। আমরা ঊর্দ্ধে নিরীক্ষণ করিয়াও তাহার শেষ দেখিতে পাইলাম না, কেবল সাঁ সাঁ শব্দে বালু রাশি ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইতেছে দেখিলাম। বোধ হয় তখন তাহার মধ্যে মনুষ্য বা অন্য কোন জন্তু পতিত হইলে তৎক্ষণাৎ ঊর্দ্ধ দেশে নীত হইবার সম্ভাবনা। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ থাকিয়া স্তম্ভটী চলিতে আরম্ভ করিল এবং দেখিতে দেখিতে কোন মুহূর্ত্তের মধ্যে বালুকণা বৃষ্টি হইয়া অদৃশ্য হইল। দূর হইতে এই স্তম্ভ গুলি প্রথমে কলের ধূম বলিয়া বোধ হয়, যেন অল্প মাত্রায় ভূমি হইতে উঠিয়া ক্রমে আকাশের সহিত মিশাইয়া গিয়াছে। বহু দিন হইল আমরা পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে ষ্টেশন লক্ষ্মীসরাইয়ের সন্নিকট কিউল নদীর উপরেও এইরূপ এক প্রকাণ্ড বালুকাস্তম্ভ দেখিয়াছিলাম। যে কারণে সিন্ধু মধ্যে জলস্তম্ভ দৃষ্ট হয়, মরুভূমে বালুকাস্তম্ভও সেই কারণে হইয়া থাকে। প্রচণ্ড রৌদ্রে বায়ু তরল হইয়া আকাশ দেশ শূন্যগর্ভ কারলে নিকটস্থ বায়ু রাশি সেই স্থান পূর্ণ করিতে প্রবাহিত হয়। নিম্নের বায়ু ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে, উঠিবার সময় যেগুর্দ্ধে বাত্যা পতিত হয় তাহাই উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। মরুভূমের বালুকারাশি বায়ুদ্বারা এই প্রকার সঞ্চালিত হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়া থাকে, তাহাতেই বালুকাস্তম্ভ উৎপন্ন হয়।

মৃচ্ছকটিক।

মৃচ্ছকটিকের নায়িকা একটী গণিকা, কিন্তু তাহা বলিয়াই এ সন্দর্ভটী পাঠিকাদিগের পাঠের অনুপযোগী নহে। মৃচ্ছকটিক লেখক দেখাইয়াছেন যে গণিকাদিগেরও বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল প্রেমরসাস্বাদে অধিকারী। সতীত্বই রমণীগণের মুখ্যধর্ম্ম; কিন্তু তদ্ধর্ম্মভ্রষ্টা রমণী যে তাহার মাহাত্ম্য বুঝে না এমন নহে। বুদ্ধিমান্দ্য অথবা দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ অপথে পদার্পণ করিলেও সতীত্বের

বিমল জ্যোতিঃ এককালে তাহাদিগের নেত্র পথ হইতে তিরোহিত হয় না। কুলায়-ভ্রষ্ট বিহগীর ন্যায় সতীত্ব-ভ্রষ্টা কামিনীও পুনরপি সতীত্বে সংস্থাপিত হইতে সমুৎসুক। হৃদয়-কন্দরে পরমেশ-নিহিত বিবেক-বর্ত্তিকা এক কালে নির্ব্বাণ হইয়া যায় না; তবে আবরণের স্বচ্ছত্ব ও মলসংযোগভেদে সেই আলোকের স্ফূর্ত্তি এবং বিকাশ হইয়া থাকে। বেশ্যা-কুলে জন্ম হইলেই যে রমণী এককালে হৃদয় এবং বিবেক-বিহীন হয় তাহা নহে। সতীত্বের মর্য্যাদা, পবিত্র প্রেমের পীযুষ-রসাস্বাদ, ধর্ম্ম-মাহাত্ম্য এবং সদ্গুণের সমাদর বিষয়ে গণিকা মানসও অনভিজ্ঞ নহে। মহা-কবি শূদ্রক অঙ্কিত বসন্ত-সেনার চিত্র ইহারই জলন্ত দৃষ্টান্ত।

পুরাকালে অবন্তী-নগরে বসন্ত-সেনানাম্নী এক পরম সুন্দরী বিভব-সম্পন্না বিলাসিনী বাস করিতেন। আর ঐ নগরে চারুদত্ত নামে তরুণ-বয়স্ক জনৈক ব্রাহ্মণ সার্থবাহ অবস্থিতি করিতেন। এই সার্থবাহ কিঞ্চিৎ পৈতৃক ধন সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ইঁহার অসীম দানশীলতায় সেই সম্পত্তি শীঘ্রই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু চারুদত্তের সুজনতার সুযশ সমস্ত অবন্তী মধ্যেই পরিব্যাপ্ত ছিল। একদা মদনোদ্যান নামক পুষ্পোপবনে উদার-চরিত চারুদত্ত রূপবতী বসন্তসেনার নয়ন পথের পথিক হইয়াছিলেন; এবং সেই সময় হইতেই বসন্ত সেনা তাঁহার গুণ-পক্ষপাতিনী হইলেন।

একদা প্রদোষ সময়ে পূর্ণেন্দুবদনা বসন্তসেনা লাবণ্য চন্দ্রিকায় অবন্তীর রাজপথ সমুজ্জ্বল করিতে করিতে সান্ধ্য সমীরণ সেবনার্থ পদব্রজে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। এই সময়ে শকার নামক রাজশ্যালক তদীয় বদন শশধর দৃষ্টে রাহুর ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিল। তিনি নৈশ তিমিরে অবগুণ্ঠিতা হইয়া সন্নিহিত চারুদত্ত ভবনে প্রবেশ করিয়া শকার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। ভবন মধ্যে প্রবেশানন্তর চারুদত্তকে দেখিতে পাইয়া তিনি সানুনয়ে নিবেদন করিলেন, "মহাশয়, কতিপয় দুর্বৃত্ত ব্যক্তি অলঙ্কার অপহরণ মানসে আমার অনুসরণ করিয়াছিল. অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক মহাশয় অদ্য আমার অলঙ্কার রাখিয়া দিন।" চারুদত্ত তাঁহার প্রিয়বয়স্য মৈত্রেয়কে বসন্তসেনার আভরণ গ্রহণ করিতে কহিলেন। বসন্তসেনা আভরণ সমর্পণ পূর্ব্বক পুনরপি কহিলেন, "মহাশয়! যদি অনুকম্পা আশ্রয় পুরঃসর আমাকে গৃহে রাখিয়া আসিবার নিমিত্ত জনৈক লোক দেন, তাহা হইলে বড়ই উপকৃত হই।" কৃপার্দ্র হৃদয় চারুদত্ত স্বয়ং বসন্তসেনাকে স্বগৃহে রাখিয়া আসিলেন।

একদা বসন্তসেনা তাঁহার সহচরী মদনিকা সমভিব্যাহারে স্বভবনে সমা-

সীনা আছেন, এমন সময়ে জনৈক লোক দ্রুতপদে তৎসমক্ষে সমুপস্থিত হইয়া কহিল, "আর্য্যে! আমাকে রক্ষা করুন্।" মদনিকা জিজ্ঞাসিল, "আপনি কে? আপনার ব্যবসায় কি? আপনার ভয়ের কারণ বলুন্।" অভ্যাগত ব্যক্তি কহিতে লাগিল, "পাটলিপুত্র আমার জন্মস্থান। আমি অবন্তীনগরে আসিবার পূর্ব্বে চারুদত্ত গৃহে সংবাহক কার্য্যে নিযুক্ত ছিলাম। চারুদত্তের দুরবস্থা সমুপস্থিত হওয়াতে আমি দ্যূতক্রীড়া দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছিলাম। অদ্য দ্যূতক্রীড়ায় আমি দশস্বর্ণ মুদ্রা হারিয়াছি।" এই সময়ে তদন্বেষণকারী দ্যূতক্রীড়কদ্বয় তথায় আসিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। বসন্তসেনা স্বকীয় হস্ত হইতে আভরণ উন্মোচন পূর্ব্বক মদনিকাকে কহিলেন, "মদনিকে, তুমি এই আভরণ দিয়া উহাদিগকে এখান হইতে বিদায় করিয়া দিয়া আইস।" সেই দ্যূতক্রীড়কদ্বয় তথা হইতে চলিয়া গেলে সংবাহক কহিল, "আর্য্যে আমি অদ্য হইতে আর দ্যূতক্রীড়া করিব না। আমি শাক্য-শ্রমণক (বৌদ্ধ সন্ন্যাসী) হইয়া ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিব।" এই বলিয়া সে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

যে দিবস বসন্তসেনার সহিত সংবাহকের সাক্ষাৎ হয়, সেই দিবস সন্ধ্যার সময় চারুদত্ত মৈত্রেয় সমভিব্যাহারে রেভিল নামক সার্থবাহভবনে বীণা বাদন শ্রবণার্থ গমন করিয়াছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া চারুদত্ত বয়স্য-সহিত শয়ন করিলেন। বসন্তসেনা যে আভরণ রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা মৈত্রেয়ের নিকট ছিল। অনন্তর নিশীথ সময়ে শর্ব্বিলক নামা জনৈক তস্কর সন্ধি খনন করিয়া চারুদত্ত ভবনে প্রবেশ করিল। সেই তস্কর ইতস্ততঃ ঘুরিতে ঘুরিতে মৈত্রেয়-পার্শ্বে আভরণ ভাণ্ড দেখিতে পাইল, এবং ভাণ্ড লইয়া তথা হইতে চলিয়া গেল। যখন মৈত্রেয় এবং চারুদত্তের নিদ্রাভঙ্গ হইল, চৌর যে সন্ধি খনন করিয়াছিল তাহা তাঁহারা দেখিতে পাইলেন। বসন্তসেনা যে আভরণ রাখিয়া গিয়াছেন, সেই আভরণ চৌর কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে, ইহাতে চারুদত্তের আর দুঃখের সীমা রহিল না। তিনি মৈত্রেয়কে বলিলেন, "সখে, চৌরে যে আভরণ অপহরণ করিল, এ কথা কে বিশ্বাস করিবে? এখন আমার দরিদ্রদশাপ্রযুক্ত সকলেই মনে করিবে যে আমি সেই আভরণ আত্মসাৎ করিলাম।"

অনন্তর ধূতানাম্নী চারুদত্ত সহধর্ম্মিণী দাসী মুখে চৌর্য্য বিবরণ শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর্য্যপুত্র এবং মৈত্রেয় ইঁহাদের কোন প্রকার শারীরিক অনিষ্ট ত ঘটে নাই?" দাসী উত্তর করিল, "না, কোন শারীরিক অনিষ্ট হয় নাই বটে, কিন্তু বসন্তসেনা তাঁহাদিগের নিকট যে আভরণ রাখিয়া

গিয়াছিল, তাহা চুরি গিয়াছে।” ইহা শুনিয়া ধুতা কহিলেন, “যদি আর্য্যপুত্রের দেহ পরিক্ষত হইত, তাহাও সেরূপ আক্ষেপের বিষয় নহে, কিন্তু তাঁহার যে চরিত্র কলঙ্কিত হইবে, ইহা অপেক্ষা আর আক্ষেপের বিষয় কি হইতে পারে? উজ্জয়িনীর লোকে কহিবে, তিনিই এই অলঙ্কার অপহরণ করিয়াছেন। যাহাহউক আমি মাতৃভবনে এই রত্নাবলী পাইয়াছিলাম। তুমি ইহা লইয়া মৈত্রেয়হস্তে সমর্পণ কর।” চারুদত্ত সেই আভরণ পাইয়া কহিতে লাগিলেন, “হায়! আমার কি শোচনীয় অবস্থা, আমি স্ত্রীজনের অনুকম্পা-পাত্র হইলাম।” অতঃপর তিনি মৈত্রেয়কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “সখে! তুমি এই রত্নাবলী লইয়া বসন্তসেনা সন্নিধানে যাও, এবং তাঁহাকে এই কথা বলিয়া আইস যে, আমরা দ্যূতক্রীড়া করিতে গিয়া আপনার আভরণ আত্মীয় বোধে পণ রাখিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহার বিনিময়ে এই রত্নাবলী গ্রহণ করুন্।”

এ দিকে সেই শর্ব্বিলক নামক তস্কর আভরণ অপহরণ পূর্ব্বক বসন্তসেনাভবনে সমুপস্থিত হইল। ঐ তস্কর বসন্তসেনার দাসী মদনিকার সহিত প্রণয়পাশে বদ্ধ ছিল। সে মদনিকা সন্নিধানে চৌর্য্য বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া তাহার হস্তে আভরণ সমর্পণ করিল এবং কহিল যে ইহাদ্বারা তুমি আপনার স্বাধীনতা ক্রয় কর। তাহাদিগের এই কথোপকথন বসন্তসেনা শুনিতে পাইয়াছিলেন এবং তিনি শর্ব্বিলককে মদনিকা সম্প্রদান করিলেন। যখন শর্ব্বিলক মদনিকাকে লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিতেছিল, সে লোকমুখে শুনিল যে, সেই রাজ্যে আর্য্যক নামক জনৈক গোপাল পুত্র রাজা হইবে বলিয়া সিদ্ধাদেশ হইয়াছিল। সিদ্ধকথিত ভবিষ্যৎ সূচনায় বিশ্বাস করিয়া তত্রত্য মহীপাল পালক আর্য্যককে ধৃত করিয়া বন্ধনাগারে নিক্ষেপ করিলেন। আর্য্যকের সহিত শর্ব্বিলকের বন্ধুত্ব ছিল। সে প্রিয় বান্ধবের বন্ধন বিবরণ শ্রবণ করিয়া অতীব ব্যথিত হইল এবং যাহাতে তাহার নিষ্কৃতি সাধন করিতে পারে তদ্বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে যত্নবান্ হইল। (ক্রমশঃ)

প্রাচীন আর্য্য রমণীগণ।

বামাবোধিনী পত্রিকায় ইতিপূর্ব্বে বৈদিক কালের রোমশা, লোপামুদ্রা, বিশ্ববারা, দেবজামি, বাক্ এই কয়েকটী মহিলার চরিত্র চিত্রিত হইয়াছে। আরও কয়েকটী নারীর বিষয় অদ্য সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে। শেষ মাসে পাঠক পাঠিকাগণকে উপহার স্বরূপ ঐ গুলি অর্পণ করিয়া একটী মাত্র এই অনুরোধ

করি, তাঁহারা যেন এই পুরাতন বর্ষকে বিস্মৃত না হন। কারণ, এইবর্ষে ও ইহার পূর্ব্ব বর্ষে প্রাচীন আর্য্য রমণীগণের অনেক গুলি প্রস্তাব প্রকটিত হইয়াছে। এস্থলে প্রয়োজনীয় বিবরণ গুলি সংক্ষেপে লিখিত হইল।

১৭—অদিতি।

ইনি ইন্দ্রদেবের মাতা। ঋগ্বেদ সংহিতার ৪ চতুর্থ মণ্ডলের ১৮ অষ্টাদশ সূক্তের ৫ পঞ্চম, ৬ ষষ্ঠ, ৭ সপ্তম ঋক ইনি প্রণয়ন করেন। সুপ্রসিদ্ধ ঋষি বামদেব, কোন কারণে নিজ মাতাকে ক্লেশ দেন। তন্নিবন্ধন বামদেবের জননী, অদিতি ও ইন্দ্রকে আহ্বান করেন। এই সূক্তেই অদিতি তিনটী শ্লোক রচনা করিয়া বামদেবের অবাধ্যতার দমন করেন।

১৮—অপালা।

যে অত্রি মুনির বংশে বিদুষী বিশ্ববারা জন্ম গ্রহণ পূর্ব্বক, অত্রির কুল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, ইনিও সেই অত্রির দুহিতা। ইনি এক জন ব্রহ্মবাদিনী। কোন কারণে অপালা কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হন, তজ্জন্য স্বামীকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, নিজ জনকের তপোবনে ঈশ্বরের আরাধনা করিতেন। অপালা ঋগ্বেদের ৮ অষ্টম মণ্ডলের ৯১ একানব্বই সূক্তের ৭ সাতটী ঋক প্রণয়ন করেন। ইন্দ্রকে সোমরস অর্পণ করিয়া, ইনি তাঁহার নিকটে বর লাভ করেন। ইনি পিতৃভক্ত ছিলেন। পিতার ক্ষেত্রে শস্য উৎপাদন হয় না বলিয়া, ইনি ইন্দ্রকে পানাইয়া তাঁহার নিকট বরলাভ করেন, তাহাতে অত্রির যথেষ্ঠ উপকার হয়।

১৯—যমী।

ঋগ্বেদ সংহিতার ১০ দশম মণ্ডলের ১০ দশম সূক্তের প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, একাদশ, ত্রয়োদশ, ঋক গুলি ও ১৫৪ এক শত চুয়ান্ন সূক্তের ৫ পাঁচটী ঋক রচনা করেন। শেষোক্ত সূক্ত পাঠে জানা যায়, বেদ বর্ণিত যম ও পুরাণ বর্ণিত যম, পরস্পর বিভিন্ন। বেদবর্ণিত যম, দণ্ডদাতা নহেন, তিনি স্বর্গ সুখ দিয়া থাকেন।

২০—উর্ব্বশী।

ইহার প্রণীত বেদবাক্য ঋগ্বেদ সংহিতার ১০ দশম মণ্ডলের ৯৫ পঁচানব্বই সূক্তের দ্বিতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম, একাদশ, ত্রয়োদশ, পঞ্চদশ ও অষ্টাদশ ঋকে নিবদ্ধ হইয়াছে। কথিত আছে ইনি অপ্সরা জাতীয়। কেহ কেহ বলেন, উর্ব্বশী প্রকৃত স্ত্রী নহেন। উর্ব্বশীর অর্থ ঊষা। এ বিষয়ে আমরা স্পষ্টতঃ ঐ প্রস্তাবে সায় দিতে পারি না।

২১—মমতা।

দীর্ঘতমা ঋষির মাতা। দীর্ঘতমাকে প্রসব করিয়াই মমতা প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, এমন কথা মনে করা কর্ত্তব্য নহে। কেন না, তিনি স্বয়ং ব্রহ্মপরায়ণা অসামান্যা

নারী ছিলেন। শুদ্ধ তাহাই নহে। তিনি অগ্নির উদ্দেশে পবিত্র মনোজ্ঞ স্তুতি পাঠ করিতেন। এই বিষয়ের নিদর্শন ঋগ্বেদসংহিতার ৬ষষ্ঠ মণ্ডলের ১০ দশম সূক্তের ২ দ্বিতীয় ঋকে পরিদৃষ্ট হয়। ভরদ্বাজ ঋষি একস্থানে বলিয়াছেন, স্তবপাঠকেরা মমতার মত অগ্নির স্তোত্র উচ্চারণ করিতেছেন। ইহাঁর স্বামীর নাম জানিতে পারা গেল না।

২২—শশ্বতী।

শশ্বতী অঙ্গিরা মুনির সুতা, প্রয়োগ রাজার পুত্রবধূ ও অসঙ্গের ভার্য্যা। অসঙ্গ অত্যন্ত বদান্য ছিলেন। শশ্বতী, ঋগ্বেদের ৮ অষ্টম মণ্ডলের ২ দ্বিতীয় সূক্তের ৩৪ চৌত্রিংশ ঋকটী সঙ্কলন করেন। ইহাঁর নামে ও গুণে প্রাচীন অঙ্গিরা কুলের যশ আজও আমরা কীর্ত্তন করিতে অগ্রসর হইয়াছি, ইহা কতই আনন্দ ও উৎসাহের বিষয়!

২৩—উশিজ্।

উশিজ মমতার পুত্র দীর্ঘতমা ঋষির পত্নী। ইনি কলিঙ্গ রাজমহিষীর দাসী ছিলেন, বোধ হয় অসাধারণ গুণ থাকাতে ঋষির গৃহিণী হইয়াছিলেন। দীর্ঘতমা মুনির ঔরসে তাঁহার গর্ভে কাক্ষীবান্ ঋষি জন্ম গ্রহণ করেন। কাক্ষীবান্ নিতান্ত প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তিনি ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের ১১৭ হইতে বানের নন্দিনী ঘোষার গুণাবলী পশ্চাৎ লিখিত হইতেছে। ঘোষা, উশিজের পৌত্রী। অতএব বলিতে হইবে, স্বামী শ্বশ্রূ, পুত্র, ও পৌত্রীর পরিচয় উশিজের পক্ষে নিতান্ত শ্লাঘাজনক। সংসারে ভাগ্যবতী নারী হইয়া পরম সুখে তিনি যে দিন যাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। উশিজের দীর্ঘশ্রবা নামেও এক পুত্র ছিলেন। তিনিও এক অতি প্রসিদ্ধ ঋষি। তিনি বৃষ্টির জন্য অশ্বিদ্বয়ের স্তব করেন।

২৪—ঘোষা।

ব্রহ্মবাদিনী মমতার প্রপৌত্রী ও বিখ্যাত উশিজের পৌত্রী। ঘোষার পিতার নাম কাক্ষীবান্। তাঁহার পিতৃব্য দীর্ঘশ্রবা। দীর্ঘশ্রবা ও কাক্ষীবান্ উভয়েই অতি বিখ্যাত ছিলেন। ঘোষার পিতামহ দীর্ঘতমা মুনি ও পিতামহী উশিজ। অপালার ন্যায় ইনিও কুষ্ঠরোগিণী। ঐ অংশে উহাদের যেমন সাদৃশ্য আছে, অপর বিষয়ে তেমনই প্রভেদ লক্ষিত হইয়া থাকে। অপালা, কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হওয়াতে, পতিকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হন, পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। ঘোষা রুগ্ন হওয়ায়, তাঁহার পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন হয় নাই। অশ্বিদ্বয়, তাঁহার পীড়া নিরাময় করিয়া দিলে পর, ইহাঁর বিবাহ হয়। ইহাঁর পিতা যেরূপ প্রসিদ্ধ, কন্যাও তদনুরূপ

বানের মুখ উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। ঘোষাকর্তৃক ঋগ্বেদসংহিতায় ১০ দশম মণ্ডলের ৩৯ ও ৪০ সূক্ত বিরচিত হয়। এই দুই সূক্তে অশ্বিদ্বয়ের স্তোত্র নিবেশিত আছে। এই দুই সূক্ত পাঠে অবগত হওয়া যায়, ভৃগুবংশীয়েরা রথ নির্ম্মাণ করিতেন, বিবাহের কালে কন্যাকে আভরণ পরিধান করাইয়া পাত্রস্থ করা হইত এবং পতিহীনা অঙ্গনা দেবরকে বিবাহ করিতেন।

রমণীর কর্ত্তব্য।

(সংখ্যা ২৬৭, ৩২৯ পৃষ্ঠার পর।)

রন্ধন গৃহ—রন্ধন গৃহ সম্ভবতঃ ভাঁড়ার ঘরের সংলগ্ন হওয়া আবশ্যক। রন্ধন গৃহ ভাঁড়ার ঘরের যত নিকটে হয়, ততই সুবিধা। রন্ধনগৃহ নির্ম্মাণের সময় জল ও ধূম নির্গমের সুবিধা করিয়া দিতে হইবে, কারণ ধূম নির্গমের সুবিধা না থাকিলে পাচকের অত্যন্ত কষ্ট হয় এবং রন্ধন গৃহে জল অতি আবশ্যক, এ অবস্থায় জল নির্গমের প্রণালী রাখা উচিত। রন্ধনগৃহের যে দেওয়ালে জল নির্গমের নর্দ্দমা থাকিবে, সেই খানেই জলপাত্র রাখিবে, কেন না পাত্র হইতে জল লইবার সময় অবশ্যই কতক জল ভূমিতে পতিত হইবে, বার বার জল লওয়াতে অনেক জল ভূমিতে পড়িবে সুতরাং নিকটে নর্দ্দমা থাকিলে সেই জল পড়িবামাত্র বাহির হইয়া যাইবে। রন্ধনগৃহের সীল বাহিরে পরিষ্কার আলোকময় স্থানে থাকিবে। সেখানেও জল যাইবার জন্য উপযুক্ত প্রণালী থাকিবে। জল বাহির হইবার প্রণালীর দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য, কারণ যে বাটীতে জল নির্গমের উপযুক্ত পন্থা নাই, সে বাড়ী সর্ব্বদাই সেঁতসেঁতে ও ভিজা থাকাতে গৃহস্থিত বালক বালিকাগণের স্বাস্থ্যের অত্যন্ত হানি হয়। মধ্যে মধ্যে রন্ধন গৃহের ঝুল ঝাড়িতে হইবে, নতুবা গৃহের ছাদে অধিক ঝুল হইলে তাহা পড়িয়া খাদ্য দ্রব্য নষ্ট হইতে পারে।

রন্ধনের পূর্ব্বে রন্ধনাদির সমস্ত দ্রব্য যে পরিমাণ আবশ্যক, সেই পরিমাণ মত ভাঁড়ার ঘর হইতে বাহির করিয়া রন্ধন গৃহে রাখিতে হইবে। যেন পাচিকার কোন দ্রব্যের জন্য অপেক্ষা করিতে না হয়।

অনেক গৃহস্থের বাটীতে এরূপ দেখা গিয়াছে যে পাচিকাকে একেবারে সকল দ্রব্য দেওয়া হয় না, রন্ধন করিবার সময় আবশ্যক মত দেওয়া হয়। তাহাতে অত্যন্ত অসুবিধা হয়—এমন কি রন্ধন কালে সময় মত দ্রব্যাদি না পাওয়াতে পাকও খারাপ হইয়া যায়।

এস্থলে একটী কথার উল্লেখ করা প্রয়োজন। যাঁহার হস্তে ভাঁড়ারের ভার থাকিবে, তিনি রন্ধন কার্য্যের জন্য প্রতি দিবস দ্রব্যাদি বাহির করিয়া দিবার সময় দেখিবেন ভাঁড়ারের দ্রব্যাদি যে পরিমাণে রহিল, তাহাতে কত দিবস চলিবে। ৩ দিবসের পরিমিত দ্রব্যাদি ভাণ্ডারে থাকিতে, তিনি পুনর্ব্বার দ্রব্যাদি আনাইবেন। ৩ দিবস পূর্ব্বে আনিতে বলিবার কারণ এই যে হয়ত কোন গুরুতর কারণে আনিতে এক দিবস বিলম্ব হইল অথবা দোকান হইতে দ্রব্যাদি আসাতে দেখা গেল যে সে সকল দ্রব্য তত ভাল নহে, সুতরাং ফিরাইয়া দেওয়া হইল, তাহাতে আর এক দিবস বিলম্ব হইল। সুতরাং ৩ দিবস অগ্রে দ্রব্য আনাইবার যোগাড় করিলে কোন গোলযোগ হয় না—এমন কি আবশ্যক হইলে দোকান হইতে দুইবার বদলাইয়া আনাও যায়।

পাঠগৃহ—বালক বালিকার পাঠ অভ্যাস করিবার জন্য একটী স্বতন্ত্র গৃহ আবশ্যক। কোন কোন বাটিতে দেখা গিয়াছে, বাহিরে একটী মাত্র বৈঠকখানা গৃহ আছে এবং, সেই গৃহেতেই বালকেরা পাঠ অভ্যাস করে। ইহাতে বালকদিগের পাঠের যে কত অসুবিধা ও ক্ষতি হয়, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। মনে করুন প্রাতঃকালে বাহিরের গৃহে বালক পাঠ অভ্যাস করিতেছে। এক জন আগন্তুক আসিয়া বালকের পিতার সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রায় জানাইল। মনে করুন বালক তখন নিবিষ্ট-চিত্তে অধ্যয়নে নিযুক্ত,—কিন্তু বালককে তখনই পাঠ ফেলিয়া বাড়ীর ভিতর গিয়া পিতাকে সংবাদ দিতে হইল। পিতা বলিলেন বাবুকে তামাক দাও, যদি সঙ্গতিপন্ন হয় তাহা হইলে বালক দাস অথবা দাসীকে তামাক সাজিতে বলিল, নতুবা ভদ্র লোকের মান রক্ষার্থে নিজেই তামাক সাজিল। আগন্তুকের অভ্যর্থনার ভার বালকের উপর পড়িল, বালক সাধ্যানুসারে নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিয়া পুনরায় পাঠে বসিল। বালকের পিতা যথাসময়ে বাহিরে আসিয়া আগন্তুকের সহিত হয়ত বালকদিগের বসিবার আসনের এক পার্শ্বেই বসিলেন, আবশ্যক কথার পর নানা প্রকার কথা হইতে লাগিল। ক্রমে গল্প (যেরূপ অধিকাংশ স্থলে হইয়া থাকে) আরম্ভ হইল। হয়ত নানা প্রকার অদ্ভুত গল্প হইতে লাগিল। আর এদিকে অর্দ্ধহস্ত দূরে সন্তান পাঠ অভ্যাস করিতেছে। চঞ্চলস্বভাব বালক, সহজেই তাহার মন স্থির হয় না, সে কি আর পড়ায় মনোযোগ দিতে পারে? গল্প শুনিতে লাগিল। পিতা যদি তেমন সাবধান হন, তাহা হইলে গল্প করিবার সময়ও বালকের প্রতি দৃষ্টি রাখেন এবং অন্যমনস্ক দেখিলেই তাহাকে বলেন "তুমি এসব কি শুনিতেছ, নিজের পড়া কর না।" বালক কি তাহা শুনে, তাহার মন কি পড়ায় যায়?

চক্ষু পুস্তকের দিকে, কর্ণ গল্পের দিকে। যথাসময়ে আগন্তুক উঠিয়া গেলেন, পিতাও চলিয়া গেলেন, বালকেরও পাঠ সাঙ্গ হইল। এইত গেল প্রাতঃকালের কথা। আবার রাত্রের কথা দেখুন; রাত্রে বাহিরের গৃহে বালক পাঠ অভ্যাস করিতেছে। এমন সময়ে পিতার কয়েকজন বন্ধু আসিলেন, কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পরেই স্থির হইল তাস খেলিতে হইবে। কর্ত্তব্যপরায়ণ পিতা সন্তানকে বাটীর ভিতরে গিয়া পড়িতে আদেশ করিলেন। বালক পুস্তক বগলে করিয়া বাটীর ভিতর গেল, তথায় পড়িবার কোন বন্দোবস্ত নাই; আলো ঠিক করিতে, বসিবার মাদুর বা অন্য কোন আসন সন্ধান করিতে অর্দ্ধ ঘণ্টা সময় নষ্ট হইল। এইত দেখুন ব্যবস্থা। ইহার দ্বারা এইমাত্র বুঝিতে পারা যায় যে বাহিরের গৃহে যে স্থলে সদা সর্ব্বদা লোক জন আসে অথবা যথায় বসিলে বালকদিগের পাঠের ব্যাঘাতের একটু মাত্রও সম্ভাবনা থাকে, তথায় পাঠের বন্দোবস্ত করা অন্যায়। যখন পাঠে অত্যন্ত মনোযোগ হইয়াছে, তখন যদি কোন কারণে ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সেরূপ মনোযোগ হঠাৎ হয় না; তাহাতে আবার বালকেরা স্বভাবতঃ চঞ্চলচিত্ত। বালক না হইলেও পাঠে ব্যাঘাত হইলে সকলেরই ভালরূপ পাঠ অভ্যাস হয় না। সুতরাং পাঠের জন্য সদা সর্ব্বদা নির্জ্জন গৃহের বন্দোবস্ত থাকিবে। যাঁহাদের বাটীতে গৃহ অধিক নাই অথবা গৃহ প্রস্তুতের স্থানও নাই, তাঁহারা ছাদের উপর অল্প ব্যয়ে খোলার ঘর প্রস্তুত করিয়া লইতে পারেন। গ্রীষ্মকালের প্রাতে এই ঘর বেশ শীতল থাকে এবং রাত্রিকালেও গ্রীষ্ম বোধ হয় না, আর শীতকালের প্রাতঃকালে রৌদ্রের ভালরূপ সুবিধা হয়, কিন্তু শীতকালের রাত্রিতে হিমের সম্ভাবনা। কিন্তু ভালরূপ পর্দ্দা * প্রভৃতির দ্বারা আবৃত করিলে হিম হইতেও রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। সেইরূপ গৃহ অতি অল্প ব্যয়ে নির্ম্মিত হয় এবং এই গৃহ বেশ নির্জ্জন থাকাতে পাঠ অভ্যাসের খুব সুবিধা হয়।

পাঠগৃহে বালকদিগের বসিবার জন্য মাদুর, শতরঞ্চি, কম্বল, চেয়ার, অথবা বেঞ্চ থাকিবে। যাঁহাদের চেয়ার অথবা বেঞ্চ না থাকিবে, তাঁহারা শীতকালে কম্বল বা শতরঞ্চি এবং গ্রীষ্মকালে মাদুর ব্যবহার করিবেন। পুস্তক রাখিবার জন্য প্রত্যেক বালকের পুস্তকের সংখ্যানুসারে বড় বা ছোট এক একটী টিনের বাক্স থাকিবে। প্রত্যেকে স্ব স্ব বাক্সে নিজের ব্যবহার্য্য দোয়াত, কলম, কাগজ, পেন্সিল রাখিবে। যে দিবস যে যে পুস্তক পড়িতে হইবে, পড়িতে বসিবার পূর্ব্বে সেই সকল পুস্তক বাক্স হইতে বাহির করিয়া লইয়া পড়িতে বসিবে। পড়া শেষ হইলে, সেইগুলি

* অল্প ব্যয়ে কিরূপে সুন্দর ও মজবুত পর্দ্দা প্রস্তুত হয়, তাহা প্রস্তাবান্তরে লিখিত হইবে।

আবার গুছাইয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে বাক্সের ভিতর বন্ধ করিয়া রাখিবে। বালকেরা তাহাদের নিজের পড়িবার পুস্তকাদি রাখিবার ভার তাহাদের নিজের হস্তেই রাখিবে। কোন একটী পরিবার মধ্যে আমি দেখিয়াছি যে পড়িবার সময় বালকেরা পুস্তক লইয়া পড়িতে বসিল, আবশ্যক মত দোয়াত কলম শ্লেট পেন্সিল সকলই লইয়া পাঠ অভ্যাস করিতে লাগিল, পাঠ শেষ হইবামাত্র তাহারা উঠিয়া অন্য কার্য্যে গেল পুস্তক, দোয়াত, কলম, শ্লেট, পেন্সিল সব পড়িয়া রহিল। কিন্তু যেমন বালকেরা পাঠগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে, অমনি তাহাদের জননী গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহাদের পুস্তকাদি গুছাইয়া যথাস্থানে রাখিলেন, দোয়াত কলম যথাস্থানে রাখিয়া দিলেন, বালকেরা বিদ্যালয়ে যাইবার সময় যথাস্থান হইতে পুস্তকাদি লইয়া চলিয়া গেল, বিদ্যালয় হইতে আসিয়া যাহার যেখানে ইচ্ছা পুস্তকাদি ফেলিয়া রাখিল, কিন্তু তাহাদের জননী সেই সকল যথাস্থানে রাখিলেন। সেই বাটীর বালকেরা মনে করে যে পুস্তকাদি যথাস্থানে রাখা তাহাদের কার্য্য নহে, তাহাদের মাতার কার্য্য। এই বিষয় দেখিয়া দুঃখ সহকারে ইহার প্রতিবিধানের চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু কোন ফল হয় নাই; কারণ সেই পরিবারের গৃহিণী অত্যন্ত পরিশ্রমী, সকল বিষয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, তিনি সকল কার্য্য নিজে করিতে ইচ্ছা করেন। তিনি মনে করেন যে নিজে করিলে কার্য্য যেমন সুন্দর হয়, অপরের দ্বারা সেরূপ হওয়া সম্ভব নহে। এইটী ভাবিতে গিয়া তিনি তাঁহার পুত্রদিগকে সাংসারিক কার্য্যে বিশেষ অনভিজ্ঞ করিয়া ফেলিতেছেন। পুত্রেরা নিজের কার্য্য নিজে করিতে পারে, এই শিক্ষা দিলে তাঁহারও কষ্টের লাঘব হয়, এবং পুত্রদিগেরও ভবিষ্যতের মঙ্গল হয়।

(ক্রমশঃ)

মেনোরা বাতীঘর।

মেনোরা একটী অন্তরীপ। ইহা বেলুচিস্থান পর্ব্বত শ্রেণীর সীমান্তে প্রতিষ্ঠিত। ইহার চতুর্দ্দিকই প্রায় আরব্যোপসাগরে বেষ্টিত, কেবল পশ্চিমোত্তরে অপ্রশস্ত ন্যূনাধিক দশ ক্রোশ দীর্ঘ শৈলময় যোজক দ্বারা বেলুচিস্থানের সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে। উত্তরপশ্চিম ভাগে অনতিগভীর প্রশান্ত জলরাশি ইতস্ততঃ নগময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মরুদ্বীপে পরিবৃত, কোথাও বা প্রশস্ত বালুকারাশি বিস্তৃত রহিয়াছে, বর্ষাগমে কেবল জলমগ্ন হইয়া সিন্ধুর সীমা বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

কিন্তু দক্ষিণ ও পশ্চিম অতীব ভয়ানক। অপার জলরাশি অতুল তরঙ্গবেগে ঘোর শব্দে অবিশ্রান্ত মেনোরার মূল দেশে উপর্য্যুপরি আঘাত করিতেছে। সেই "চক্রনিভ তন্বী তমালতালি বনরাজী নীলা" যখন শৈলপৃষ্ঠে আছাড়িয়া প্রত্যাঘাতে চূর্ণ হইয়া প্রক্ষিপ্ত হয়, তখনকার দৃশ্য কি ভয়ানক! উৎক্ষিপ্ত বারিবিন্দু সূর্য্যকিরণ প্রতিভাত হইয়া ঊর্দ্ধে অপূর্ব্ব রামধনু করিয়াছে, নিম্নে শুভ্র দুগ্ধফেনরাশি ঘোর রোলে বেলা আক্রমণ করিয়া সাগরগর্ভে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছে। মেনোরার মূলদেশ রক্ষা করিবার জন্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড সকল ক্রমান্বয়ে সঞ্চীকৃত আছে, এক এক খানি প্রস্তর দীর্ঘে ১২ পাদ, পরিমাণ ২১ টন; এপ্রকার ১৮৫০ খণ্ড প্রস্তরের দ্বারায় সমুদ্রের মধ্যে একটী ১৫০০ পাদ দীর্ঘ ও ২৫ পাদ প্রস্থ হস্ত পরিমিত বাঁধ প্রস্তুত হইয়াছে। এই বাঁধের দ্বারা দক্ষিণ পশ্চিমের উত্তালতরঙ্গবেগ নিবারিত হইয়াছে। সুতরাং বাঁধের পূর্ব্ব ও উত্তরের সমুদ্র চিরপ্রশান্ত। এই স্থান দিয়াই করাচি নগরের কিয়ামারি বন্দরে জাহাজ সকল যাতায়াত করিয়া থাকে। মেনোরার উত্তর ভাগ নিতান্ত নিরাপদ না হইলেও অধিক আশঙ্কার স্থল নয়, জাহাজ সকল এস্থলে আসিলেই এক প্রকার নিরাপদ হয়। প্রবল বাত্যার সময় ব্যতীত নৌকা সকল কিয়ামারি বন্দর হইতে দিবানিশি যাতায়াত করে। মেনোরা নগময় একটী দ্বীপ বলিলেই হয়। ইহার দৈর্ঘ্য ন্যূনাধিক ১½ মাইল, প্রস্থ গড়ে ½ মাইল। এখানে গবর্ণমেণ্টের গুদাম ও কার্য্যালয় আছে, সমুদ্রগর্ভ দিয়া তার পারস্যোপসাগরে প্রসারিত হইয়াছে। এখানে একটী গিরজা, একটী দুর্গ ও তন্মধ্যে একটী বাতীঘর প্রতিষ্ঠিত আছে। এখানে প্রায় শতাবধি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ গৃহ আছে, কতিপয় কর্ম্মচারী ও শ্রমজীবী ব্যতীত এখানকার লোকেরা প্রায় করাচি নগরে দিবাভাগ কাজকর্ম্মে অতিবাহিত করিয়া রজনীতে প্রত্যাগত হয়। করাচি অপেক্ষা এই স্থান স্বাস্থ্যকর, কিন্তু এখানে বিশুদ্ধ জলের নিতান্ত অভাব, করাচি হইতে পানীয় জল আনীত হয়। খাদ্য দ্রব্যাদিও করাচি হইতে আনিতে হয়। শ্রমজীবী ও অন্যান্য বাসিন্দা কর্ম্মচারীর সংখ্যা প্রায় ৪।৫ হাজার হইবে। নিম্নদেশে রেলের পথ আছে, তাহা দ্বারা জাহাজ হইতে দ্রব্য সকল গাড়ী করিয়া গুদামে নীত হয় এবং ট্রলী (ঠেলাগাড়ী) করিয়া বৈকালে কর্ম্মচারীরা দ্বীপ প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। দ্বীপটী ক্রমশই উন্নত হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং ঠেলা গাড়ী করিয়া কতক দূর উচ্চে যাওয়া যায়, কিন্তু শিখরোপরি পদব্রজে চলিয়া যাইতে হয়। দুর্গের উপর ৯টা (৬টা, ১২টা ও ৩টা সাঙ্কেতিক কামান) তোপ আছে, মধ্যে বাতীঘর এবং ইহার তিন ধার সমুদ্রজলে ধৌত হইতেছে। দক্ষিণ পশ্চিমেই উত্তাল তরঙ্গ-

রাজীর সীমা মধ্যে প্রস্তরময় বাঁধ। বাঁধের শেষ সীমায়ও একটী স্তম্ভ আছে, তাহাতেও সন্ধ্যার সময় আলো দেওয়া হয়। এই আলোকটী তারের উপর দিয়া দুর্গ হইতে স্তম্ভোপরি প্রেরিত হয়, নতুবা অন্য উপায়ে আলো দিবার সম্ভাবনা নাই। যেখানে স্তম্ভটী প্রতিষ্ঠিত, তথায় সহজে যাইবার উপায় নাই,—আরব্যোপসাগরের জলরাশি ভীষণ কল্লোলে চিরনৃত্য করিতেছে। প্রবল তরঙ্গাঘাতে বাঁধেরও অনেক স্থল ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। বাঁধের উপর ক্রমশঃ শিথিল, এখন প্রবল জলরাশি সহসা উচ্ছ্বসিত হইয়া বাঁধ উল্লঙ্ঘন করিয়া পূর্ব্বভাগে আসিয়া পড়ে, এবং সেই জলরাশির বেগে পতিত হইলে আর রক্ষা নাই, একেবারে অনন্ত পাথারে সমানীত হইতে হয়। ক্রমাগত তরঙ্গাঘাতে বাঁধের পশ্চিম দিকের দুর্গপ্রান্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বাঁধ হইতে এই দিকে উঠিবার সিঁড়ি আছে, কিন্তু ভগ্ন হওয়াতে শিখরোপরি উঠিবার পথ বন্ধ হইয়াছে। আমরা এই সোপান শ্রেণীর উপর হইতেই তরঙ্গলীলা দর্শন করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, প্রথম একটী তরঙ্গ লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া প্রথম শিলা শ্রেণীর উপরে পতিত হইল, প্রতিঘাত পাইয়া বেগে উল্লম্ফন দিয়া দ্বিতীয় শিলাশ্রেণীতে ক্রমে তৃতীয়—পরে নগ-মূল প্রত্যাঘাতে চূর্ণ হইয়া গেল, প্রক্ষিপ্ত জলরাশি ঘোর আবার একটী তরঙ্গ এইরূপ আঘাত করিয়া প্রত্যাঘাতে নিবৃত্ত হইল। ক্রমে ক্রমে তিন চারিটী তরঙ্গ উপর্য্যুপরি এইরূপে আঘাত প্রতিঘাতে বিপর্য্যস্ত হইয়া যখন কলকল শব্দে মহা বেগে সিন্ধু অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হয়, তখন আর একটী তরঙ্গ সিন্ধু হইতে উত্থিত হইয়া বেগে বেলাভিমুখে প্রধাবিত হইয়া উভয়ে পরস্পর সম্মুখীন হয়; তখনকার দৃশ্য কি ভয়ঙ্কর! যেন দুই [illegible] শৃঙ্গে শৃঙ্গে যেন মল্ল যুদ্ধ হইতেছে। দুই ধারের জলরাশি পরস্পরের উপর উৎক্ষিপ্ত হইয়া পরক্ষণে সহস্র খণ্ড এবং চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া বহু দূরে ব্যাপিয়া প্রক্ষিপ্ত হইতে থাকে। নিরাপদে অবস্থান করিয়া দূর হইতে এই দৃশ্য অবলোকন কৌতুকাবহ বটে, কিন্তু নিকটে ঘটনাক্রমে পোতাদি পতিত হইলে যে কি বিপদ, তাহা ভাবিলেও হৃৎকম্প হয়।

আমরা অপরাহ্নে মেনোরার এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে গিয়াছিলাম। নিকটে প্রকৃতির এই ভীষণ ভাব, কিন্তু দূরে অনন্ত পাথার—নীলাম্বু তরতর করিতেছে। নয়ন যতদূর যায়, কেবল নীল জলরাশি ও সুনীল আকাশ ধূ ধূ করিতেছে। ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত, অনন্ত জল মাঝে সূর্য্যাগ্নি নির্ব্বাপিত, ধূমে সিন্ধুদেশ সমাচ্ছন্ন এবং রক্তিম রাগে নভোমণ্ডল সুচিত্রিত। প্রকৃতির এই

দুর্গোপরি আরোহণ করিলাম, বাতীঘরে উঠিবার পূর্ব্ব বন্দোবস্ত ছিল, সুতরাং তাহার শিখরোপরি উঠিলাম। এই সময়ে বাতি জ্বালিতেছে। প্রকাণ্ড দীপাধার অপূর্ব্ব কৌশলে নির্ম্মিত, ইহার ব্যাস প্রায় ৪ এবং দৈর্ঘ্যও প্রায় ৫ পাদ, প্রকাণ্ড কাচের পর্দ্দাসকল স্তবকে স্তবকে বিন্যস্ত, তাহাদিগের বেধ ৫ বুরুল, নির্ম্মাণকৌশলে বাহিরের বায়ু প্রবিষ্ট হইয়া আলোক নির্ব্বাণ করিতে পারে না, কিন্তু অভ্যন্তরের তাপ ও ধূম অনায়াসেই বহির্গত হয়। ইহার সংযুক্ত একটী বৃহৎ ঘটিকাযন্ত্র আছে, তাহার বলেই এই প্রকাণ্ড দীপাধারটী অনবরত ঘুরিতেছে। ইহাই এই বাতীর সাংকেতিক নিদর্শন। ইহাদ্বারাই নাবিকেরা দূর হইতে গ্রহ নক্ষত্র ও অন্যান্য আলোক হইতে এই দীপকে পৃথক্ বলিয়া চিনিতে পারে এবং অকূলে কূল পাইয়া অনেকে নিরাপদ স্থানে আসিতে সক্ষম হয়। এই একটী দীপে প্রতি রাত্রে ২২।০ পাউণ্ড (কিঞ্চিদধিক এগার সের তৈল) জ্বলিয়া থাকে। দূর হইতে উহার দৃশ্যও চমৎকার। আমরা রাত্রিকালে ৭।৮ ক্রোশ পথ হইতে ইহাকে স্পষ্ট লক্ষ্য করিয়াছি। সচরাচর ইহা ১২।১৪ ক্রোশ পথ হইতে সমুদ্রপথে দৃষ্ট হয়। দিবসেও ৭।৮ ক্রোশ হইতে বাতীঘরটী দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার উচ্চতা সমুদ্র সমতল হইতে ১৪৫ পাদ এবং দুর্গের উপর হইতে ন্যূনাধিক ৫০ পাদ উচ্চ হইবে। ৯০ সোপান। কিন্তু শেষের সোপানগুলি (লৌহময় সিঁড়ি) অতি সংকীর্ণ এবং উঠিতে কষ্ট হয়।

বাতীঘর হইতে অবতরণ করিয়া কিয়দ্দূর ঠেলাগাড়ীতে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে নৌকাযোগে খাড়ী পার হইয়া কিয়ামারী বন্দরে পৌঁছিলাম। রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী, সমুদ্রে লোণাজলসিক্ত মৃদু বায়ু সঞ্চালিত হইতেছে, নাবিকেরা পাইল তুলিয়া দাঁড় ধরিয়া বসিয়া রহিল, নৌকা কলকল শব্দে কৌমুদী সমাচ্ছন্ন জলরাশি ভেদ করিয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা মধ্যে বন্দরে সংলগ্ন হইল। কূলে ট্রামগাড়ী প্রস্তুত, প্রকৃতির ব্যাপার ও মানবীয় ক্ষমতা ভাবিতে ভাবিতে প্রবাসে প্রত্যাগত হইলাম।

নূতন সংবাদ।

১। সার রিবর্স টমসনের স্থানে সার ষ্টুয়ার্ট বেলী বঙ্গদেশের লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। নূতন ছোটলাটকে আমরা সমাদরে অভিবাদন করি।

২। গত ১০ই এপ্রেল আলবার্ট হলে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসার প্রবর্ত্তক হানিমানের ১৩২ বার্ষিক জন্ম দিন স্মরণার্থ এক সভা হইয়াছে, ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার সভাপতির কার্য্য করেন।

৩। গত এপ্রেল মাসে সিটিকলেজ গৃহে নিরামিষ ভোজ সভা সমারোহে প্রতিষ্টিত হইয়াছে। এই সভায় হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, বঙ্গদেশী ও অপরদেশী বহুতর শ্রেণীর প্রতিনিধি ছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বাঙ্গালায় এবং ডাক্তার সালজার ইংরাজীতে এক একটী দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। আরও অনেক বক্তা কিছু কিছু বলেন। বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন সভাপতির কার্য্য সম্পন্ন করেন্।

৪। জাপান দেশে স্ত্রীলোকদিগের জন্য এক কলেজ স্থাপিত হইয়াছে। এই কলেজের গৃহে ১২টী ছাত্রী বাস করিতে এবং ১০০ ছাত্রী পড়িতে পারিবে।

বামারচনা।

ঈশ্বরের প্রতি।

কৃপা কর দয়াময় জগত ঈশ্বর,
করুণা-নিদান তুমি গুণের আকর,
তুমিই স্বজেছ সব
এই রমণীয় ভব
অতীব মাহাত্ম্য তব বর্ণিতে কে জানে?
কৃপাময় কৃপা কর দুর্ব্বল সন্তানে।
নিখিল বিশ্ব সংসার গায় করুণা তোমার;
উত্তুঙ্গ তরঙ্গ তুলি নীল পারাবার,
তোমার ক্ষমতা করে ধরায় প্রচার;
বিহঙ্গ মধুর স্বরে
তব গুণ গান করে;
নব কিশলয়ে সাজি পাদপ নিচয়
অসীম শক্তির তব দেয় পরিচয়।
বসন্তে কুসুমচয় ক'রে বন শোভাময়
মৃদু পবনে হেলি দুলি তব গুণ গায়,
নিরখি সে শোভা হৃদি বিমোহিত হয়;
বিমল গগনোপরে
অরুণের রূপ ধ'রে ..
হাসে যবে শশধর উজলি সংসার,
ভক্তিভরে গায় নিশি মহিমা তোমার।
বিকাশিয়া ক্ষীণ কর, তারাচয় নিরন্তর,
পালিতে তোমার আজ্ঞা মোহি চরাচরে,
নিশীথে উদিত হয় সুনীল অম্বরে।
বায়ু সদা প্রেমভরে,
তব আজ্ঞা শিরে ধরে,
জীবের জীবন রক্ষা করে অনিবার,
ধন্য তুমি দয়াময় জীবন-আধার;
কলরবে স্রোতস্বতী গায় তব গুণ গীতি;
প্রখর কিরণ জালে উজলি অম্বর,
প্রচারে মহিমা তব নীরবে ভাস্কর॥
নিবিড় বারির কোলে
যবে সৌদামিনী খেলে,
ভুবন চকিত করি, একদৃষ্টে চাই
অসীম তোমার শক্তি ভাবিয়া না পাই।
ভূধর, গহ্বর, বন, নদ, নদী, প্রস্রবণ,
প্রকাশিছে নিরন্তর কৌশল তোমার,

তোমারে বুঝিতে পারে হেন সাধ্য কার?
যখন যে দিগে চাই
তোমায় দেখিতে পাই
অনন্ত তোমার সৃষ্টি কৌশল অপার,
কে বর্ণিতে পারে নাথ মহিমা তোমার?
বিশ্ব রচয়িতা তুমি, অনন্ত ভুবন স্বামী,
ধন্য তব নিপুণতা অপার করুণা,
কার সাধ্য লেখনীতে করিবে বর্ণনা?
ধর্ম্ম পথে মম মন
থাকে যেন অনুক্ষণ,
যাচিতেছি এই বর তব সন্নিধানে,
কর দয়া, দয়াময় এ দীন সন্তানে॥

শ্রীপ্রমীলা বসু।

১২৯৩ সালের বামাবোধিনীর সংখ্যানুসারে সূচি পত্র।

২৫৬সংখ্যা, বৈশাখ ১২৯৩। মে ১৮৮৬

২৫৭সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ—জুন।

২৫৮-সংখ্যা, আষাঢ়—জুলাই।

২৫৯সংখ্যা, শ্রাবণ—আগষ্ট।

২৬০সংখ্যা, ভাদ্র—সেপ্টেম্বর।

২৬১সংখ্যা, আশ্বিন—অক্টোবর।

২৬৫সংখ্যা, মাঘ—ফেব্রুয়ারি।

২৬৬সংখ্যা, ফাল্গুন—মার্চ্চ।

২৬৭সংখ্যা, চৈত্র—এপ্রেল।

১২৯৩ সালের বামাবোধিনী পত্রিকার বিষয়ানুসারে সূচিপত্র।

১। বামাবোধিনী ও স্ত্রীজাতির উন্নতি।

২। নারীচরিত ও স্ত্রীকীর্ত্তি।

৩। ধর্ম্ম ও নীতি।

৪। স্ত্রীশিক্ষা ও গৃহকার্য্য।

৫। ইতিহাস ও দেশভ্রমণ।

৬। দেশাচার ও অদ্ভুত বিবরণ।